পৃথিবী-ভ্রমণ।

ভারতবর্ষ পরিত্যাগ

কেবল মাত্র পঁচিশটি টাকা পকেটে লইয়া শিল্পশিক্ষা-অভিলাষে খৃষ্টীয় ১৯০৬ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে আপ্‌কার কোম্পানির লাইটনিং ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে আমি জাপান-যাত্রা করি। আমি জানিতাম না, কিরূপে বিদেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এবং কিরূপেই বা নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে ; কিন্তু মনে প্রবল ইচ্ছা ও উদ্যম এবং 'কোথায়ও কেহ অন্নাভাবে মরিতে পারে না' এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমাকে ঐ অতি সামান্য মাত্র অর্থ লইয়া ঘোর বিদেশে যাইতে উৎসাহিত করিয়াছিল।

ধন-সম্পত্তি কখনও জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হইতে পারে না, আর হওয়াও উচিত নয়। জ্ঞান-লাভ করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, কেন না, জীবনের উদ্দেশ্যই তাই। ইহা আমার বাল্যকালের ধারণা, এবং আজও আমি সেই ধারণাই ধরিয়া আছি। আমি যখন ১২ বৎসর বয়সের বালকমাত্র, আমার মনে পড়ে, তখন আমার এক বাল্যবন্ধুর সহিত এই বিষয়ে আমার অনেক তর্ক হইয়াছিল। আমি অবশেষে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম,

একজন চাষার, একজন কামার, একজন কুমার, কিম্বা একজন দস্যুও ধনসম্পত্তির অধিকারী হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সম্মানী হইতে পারে না, সে কেবল কয়েক জন মাত্র লোকের পক্ষেই সম্ভবপর হইয়া থাকে। আমি যথার্থই ইচ্ছা করি না যে, আমি একজন ধনসম্পত্তিসম্পন্ন সমৃদ্ধিশালী ধনী এবং 'পেট-মোটা' মানুষ হইয়া বসি, কিন্তু আমি একজন বিশিষ্ট সম্মানিত সাধু ও যথার্থ ভদ্র হইতে অবশ্যই ইচ্ছা করি।

সে অনেক দিনের কথা। কিন্তু সেই হইতে তৎপরে যখন আমি ভয়ঙ্কর দরিদ্রতা প্রপীড়িত হইয়া সমস্ত দুনিয়া একেবারে আঁধার দেখিতেছিলাম তখন, এবং আজ পর্য্যন্তও ঠিক সেই মতই অবলম্বন করিয়া আছি। সেই মতই, সেই সাধু ও উন্নত চিন্তাই আমাকে এমন নিঃসম্বল অবস্থায়ও ঘোর বিদেশে যাইতে সাহসী করিয়াছিল।

আমি স্বদেশ-ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একজন অজ্ঞ, অনভিজ্ঞ গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। আমার জা'ত বড় সহজে যাইত এবং আসিত। তিন বেলা স্নান এবং সন্ধ্যা-আহ্নিক না করিলে শরীর ও মন পবিত্র হইত না। আমি গুরুমন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তাহাও রীতিমত জপ করিতাম, কিন্তু মন আমার কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিত না। যাহার মনে বাসনা রহিয়াছে, তাহার সেই বাসনা চরিতার্থ না হওয়া পর্য্যন্ত সে কি করিয়া শান্তিলাভ করিতে পারে? আমি কামী, আমারই ভিতরে কামনা রহিয়াছে, কিরূপে ইষ্টসাধনা আমার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে?

আমার ইষ্ট আমার কামনা। সেই ইষ্টের সাধনা না হইলে, সেই ইষ্ট হৃদয় হইতে অন্তর্হিত না হইলে, অন্য ইষ্টের এ হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সুতরাং ইষ্টমন্ত্র জপে আমার বিশেষ কোনো ফল হইতে পারে নাই।

আমি দারিদ্র্য-প্রপীড়নে অনেক স্থানে চাকুরী করিতে যাইতাম। আমার গুণানুসারে ভাল ভাল স্থানে ভাল ভাল চাকরীও মিলিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি সে সব স্থানে অধিক দিন থাকিতে পারিতাম না। কি করিয়া থাকিব? যাহার একটা লক্ষ্য স্থির আছে, যাহার জীবনে একটা উদ্দেশ্য নির্ণয় করা রহিয়াছে, যে কাজ সেই উদ্দেশ্য সাধনে সাহায্যকারী না হয়, সেই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে সহায়তা না করে, সে কাজে সে কিরূপে তাহার মন ঠিক রাখিবে? আমিও পারিতাম না। লোকে আমাকে অনেক কথা বলিত, আমিও শুনিতাম, কিন্তু বেশী কোনও জবাব দিতাম না। কি জবাব দিব? যাহারা আমি কি, আমার ভিতরে কি, আমার উদ্দেশ্য কি, এবং আমার লক্ষ্য কি তাহা না জানে, তাহারা অনেক কথাই বলিতে পারে; সুতরাং বলুক। আমার ভাব দেখিয়া অনেকে আমাকে অনেক সময় সাধুসন্ন্যাসী বলিত, কিন্তু আমি জানিতাম এবং জানি, 'আমি কি'।

যাহাই হউক পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি গোঁড়া হিন্দু ছিলাম। সুতরাং যখন বিদেশ-যাত্রার সঙ্কল্প করিতে লাগিলাম, তখন অজ্ঞতা, এবং আমার গোঁড়ামী-চিন্তা আমাকে অনেক ভোগাইয়াছিল। সাত দিন পর্য্যন্ত আমাকে জাত 'যাওয়া আসার' বিষয়টা মীমাংসা করিতে

হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, তাহার পরও আমাকে এই জন্যে অনেক ভোগিতে হইয়াছিল।

যাহাই হউক, ১৩ই জুলাই শনিবার দিন বেলা প্রায় ১১ টার সময় জাহাজ খানা কয়লাঘাট পরিত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে ভাগীরথী বহিয়া বঙ্গোপসাগরাভিমুখে চলিতে লাগিল, আমরা ডেকে দাঁড়াইয়া ভাগিরথী-তীরের অতুলনীয় সৌন্দর্য্যরাশি সন্দর্শন করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকালে জাহাজখানি গঙ্গার মুখে উপস্থিত হইয়া তথায় নঙ্গর ফেলিল, আমরা তখন বঙ্গোপসাগরের নীল সলিল-রাশির উর্ম্মিমালা অবলোকন করিতে লাগিলাম। জীবনও কি এমনি তরঙ্গময়!

পরদিন সকাল বেলায় জাহাজখানি নঙ্গর তুলিয়া আস্তে আস্তে বঙ্গোপসাগরের নীল সলিলে ভাসিতে লাগিল, আমরা সাগর-শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব ঊর্দ্ধাকাশে উঠিলেন। ক্রমে বায়ু বহিতে লাগিল, সাগরে তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, জাহাজ খানাও আস্তে আস্তে দুলিতে লাগিল। আরোহিগণ প্রথমে একটু অসুখ বোধ করিল, কিন্তু ক্রমই যখন ভয়ঙ্কর তরঙ্গান্দোলিত হইয়া জাহাজখানি ভীষণরূপে দুলিতে লাগিল, তখন তাহারা ঢলাঢলি করিয়া ক্রমে চিৎপাত হইতে লাগিল। ২।৩ ঘণ্টার ভিতরে প্রায় সকলেই শায়িত হইল।

জাহাজখানি ক্রমেই তীর হইতে দূরে যাইতে লাগিল। আমার মনে আস্তে আস্তে চিন্তা-তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত হইতে লাগিল। আমি আর একবার ভাবিলাম আর কখনও আত্মীয়

স্বজনের সহিত মিশিতে পারিব না। জাতি, সমাজ, ধর্ম্ম, সব ত্যাগ করিলাম। হইতে পারে, কালে যথেষ্ট অর্থের অধিকারী হইতে পারি, কিন্তু যাহা হারাইলাম তাহা আর ফিরিয়া পাইতে আশা করিতে পারি না। হায়, অজ্ঞানতা কি ভীষণ!

অজ্ঞানতা এবং অনভিজ্ঞতাই পাপের আধার। অজ্ঞের পক্ষে জ্ঞানলাভ হওয়া পাপ। অনভিজ্ঞের পক্ষে বিজ্ঞতা লাভ করা অন্যায়। অজ্ঞানের নিকট জগৎ অতি অপবিত্র। জগৎকে সে পবিত্র-ভাবে দেখিতে কিম্বা ভাবিতে চায় না। অজ্ঞানতা যদি এরূপ ভাবে ভারতবাসিকে আবদ্ধ করিয়া না রাখিত, তাহা না হইলে ভারতবর্ষের আজ এত দুর্দ্দশা কেন! আমি বলিতে চাই না যে, ভারতবর্ষে জ্ঞান কিম্বা জ্ঞানীর অভাব; বরং শ্লাঘার সহিত বলিতেছি যে, ভারতবর্ষ যে রত্ন প্রসব করিয়াছে, এই পৃথিবীর আর কোন স্থানেও আজ পর্য্যন্ত সে রত্ন প্রসব করিতে পারে নাই। যে কয়েকটী ঐ প্রকার নক্ষত্র ভারতবর্ষে উদয় হইয়াছে, পৃথিবীর অন্যত্রে তাহা আজও উদয় হয় নাই। কিন্তু হায়! আমাদের ভাগ্যে সে সমুদয় নক্ষত্র এখন কোথায়, সে সমুদয় জ্যোতির্ম্ময় নক্ষত্রের প্রকৃত আলোক, কি দুর্ভাগ্য, আমাদিগকে আলোকিত করিবে? আমি একা নই, আমার মত অনেক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে আছে, যাহারা এইরূপ বন্ধনে আবদ্ধ এবং এইরূপেই ভোগ করিতে বাধ্য।

অজ্ঞতা প্রযুক্ত অন্তরে অনুতাপ হইতে লাগিল—কেন উচ্চাভিলাষী হইলাম? কেন বাসনার বশীভূত হইয়া জাতি, ধর্ম্ম (এমনই

সহজ !) এবং সমাজ সকলই বিসর্জ্জন দিলাম ? কেন আকাঙ্ক্ষায় আত্মা ঢালিয়া দিয়া আত্মীয়স্বজনদিগকে স্বপ্নের মত ত্যাগ করিতে বসিলাম। বঙ্গোপসাগরে তরঙ্গ যতই বাড়িতে লাগিল, আমার চিন্তাতরঙ্গও ততই প্রবল হইতে লাগিল। আমার হৃদয়-তন্ত্রী অনুতাপে ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল, মনে হইল—কেন আসিলাম ?

এক দুই করিয়া এইরূপে সাত দিন কাটিয়া গেল। অষ্টম দিন ঊষার সময় জাহাজখানি পেনাংএ উপস্থিত হইল। জাহাজের হুইস্‌ল শুনিয়া বাহিরে আসিয়া পেনাংএর সেই ঊষার শিশির স্নাত সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিয়া প্রাণ বিমোহিত হইল। সম্মুখে জল হইতে ক্রমোন্নত সৌধশ্রেণী কুয়াসাবৃত হইয়া সেই ঊষার সময় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। পেনাংএর সৌন্দর্য্যরাশি প্রাণ বিমোহিত করিল, অন্তর-জ্বালা একেবারে ভুলিয়া গেলাম, মনে হইল, সম্মুখে আরও কত কি সুন্দর স্থান দেখিতে পাইব !

অল্পক্ষণ পরেই পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব উদয়াকাশে উদিত হইলেন। তীর হইতে মান্দ্রাজি বাটাদারগণ দলে দলে আসিয়া জাহাজে উঠিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে চীনদেশী স্ত্রীলোক এবং পুরুষ যাত্রীগণ আসিয়া জাহাজখানি বোঝাই করিতে লাগিল। অন্য দিকে জাহাজখানি এখান অনেক টিন বোঝাই করিতে লাগিল। সমস্ত দিনই প্রায় এই টিন বোঝাই ব্যাপারে অতিবাহিত হইল। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে জাহাজের কোন যাত্রীই ডাঙ্গায় যাইতে অনুমতি পাইল না। সকলেই অভিশপ্ত

বিরক্তভাবে জাহাজ ছাড়িবার সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং অবশেষে সন্ধ্যার ঠিক পূর্ব্ব-সময় জাহাজখানি নঙ্গর তুলিয়া পেনাং হইতে বিদায় হইল।

তৎপর দিন সকাল বেলায় এক অপরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। অনেক দিন পূর্ব্বে একখানা ইংরেজী পুস্তকে সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের বিবরণ পাঠ করিয়া, সেই হইতেই সমুদ্রে সূর্য্যোদয়ের ছবি দেখিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বঙ্গোপসাগরে মানসিক গতি খারাপ ছিল, সাগরের অবস্থাও ভয়ঙ্কর হইয়াছিল; সুতরাং এ পর্য্যন্ত ঐ দৃশ্যটী দেখা ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু আজ সেই আশার সফলতা হইল, দেখিলাম—বাস্তবিকই সমুদ্রে সূর্য্যোদয় একটী অপরূপ দৃশ্য বটে।

শুধু ইহাই নহে, আরও একটী আশ্চর্য্য তামাসা দেখিলাম। অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মীন সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া জাহাজের দুই দিকে ভাসিয়া উঠিয়া যেন জাহাজখানির সঙ্গে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইতেছিল। জাহাজ খানিও প্রবল বেগে এবং অবারিত গতিতে অগ্রসর হইয়া তাহাদের লাইন ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিল। আর তাহারা জাহাজ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তরঙ্গে আপন কায়া ডুবাইয়া দিয়া পলায়ন করিতেছিল। এই দৃশ্য অনেক ক্ষণ দেখিলাম। সূর্য্যদেব ক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন, মীনরাশিও ক্রমে জলমগ্ন হইতে লাগিল। আমি অতঃপর অগত্যা প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলাম।

নির্ব্বিবাদে ও নির্ব্বিঘ্নে ক্রমে ক্রমে আরও তিন দিন সমুদ্র

বহিয়া জাহাজখানি চতুর্থ দিন বেলা ৯টার সময় সিঙ্গাপুরে পৌঁছিল।

জাহাজে আর দুইটি বাঙ্গালী ছিলেন। একজন জাহাজের ডাক্তার, অপর জন শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ। অন্নদাবাবু বৃটিশ আর্ম্মির কমিশেরিয়েট ডিপার্টমেণ্টে কাজ করেন। তিনি তখন বদলী হইয়া টিয়েনসানে যাইতেছিলেন। জাহাজ সিঙ্গাপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমাদের ভিতর যুক্তি হইয়াছিল—ডাক্তার সিঙ্গাপুরে আমাদিগকে তাহার কোন একজন বন্ধুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিবেন। তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে তথায় চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি রকমের একটি ভোজেরও অনুষ্ঠান হইতে পারিবে। কাজে কাজেই জাহাজ খানি সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া সিঁড়ি-টাঁড়ি দেওয়া হইলে, আহারান্তে আমরা সহর পরিদর্শন ও ডাক্তারের সেই বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম, এবং যথাসময়ে আমরা তথায় পৌঁছিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

এই ভদ্রলোকটী সিঙ্গাপুরে কোন একটী ব্যবসা করিতেছেন। ইহাতে তাহার বেশ দুপয়সা রোজগার হয়। ইহার বাড়ী হুগলী জেলায়। তথায়ও তিনি একজন সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি। সিঙ্গাপুরে ইহার কারবারে ৪।৫টি কেরাণী খাটিতেছে। আমরা ইঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলে, ইনি আমাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনাদি করিয়া তৎপরে চা পানের বন্দোবস্ত করিলেন। ইহার পর তিনি তাঁহার অধীনস্থ দুইজন কেরাণীকে আমাদিগকে সহর

দেখাইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। আমরা কেরাণীদ্বয়ের সঙ্গে সহর দেখিতে বাহির হইলাম।

সিঙ্গাপুর খুব বড় জায়গা না হইলেও খুব সুন্দর জায়গা বটে; এখানকার দৃশ্যাবলী অতি সুন্দর ও মনোহর। ওয়াটার-বিজারভয়ারটি একটী দেখিবার জিনিস। তৎপর দুই একটী বাগান যাহা আছে, তাহা ছোট হইলেও অতি সুন্দর। এইখানে অনেক দেশ হইতে অনেক জিনিস আমদানী এবং এখানকার অনেক জিনিস রপ্তানি হয়। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিদিগের বাণিজ্যপোত এখানে আসিয়া ধরাইয়া থাকে, সিঙ্গাপুর একটী প্রসিদ্ধ বন্দর। এখানে চীনা ও জাপানি অনেক আছে। তদ্ব্যতীত ভারতবাসীও কয়জন আছেন এবং তাহারাও ব্যবসায়ে বেশ দুই পয়সা উপার্জ্জন করিতেছেন।

যাহাই হউক, সহর পর্য্যটনান্তে সন্ধ্যাবেলায় আমরা জাহাজে ফিরিয়া গেলাম, কেরাণীদ্বয় তাহাদের বাসায় ফিরিয়া গেল। পরদিন দ্বিপ্রহরে আমরা ডাক্তারের বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গেলাম, এবং যথার্থই চব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় নানারকমের ভোজন করিলাম। ভোজনান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া বৈকাল বেলায় আমরা পুনরায় বেড়াইতে চলিলাম। সন্ধ্যাবেলা জাহাজে ফিরিয়া গিয়া কিছুকাল বিশ্রামের পর ডেকে শুইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালবেলায় উঠিয়া জাহাজ ছাড়িবার সময়ের জন্য উৎবিগ্ন-চিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বেলা দুইটার সময় জাহাজ খানি সিঙ্গাপুর হইতে নঙ্গর উঠাইয়া "হংকং" অভিমুখে চলিল।

চীনসাগরও তেমন তরঙ্গময় ছিল না। সুতরাং আমরা বেশ শান্তিতেই চীনসাগর অতিবাহিত করিতে লাগিলাম এবং ক্রমাগত পাঁচদিন চলিয়া ৬ষ্ঠ দিন সকালে বেলা ৯টার সময় জাহাজ খানি হংকংএ পঁহুছিল। ক্ষণকাল পরই আরোহিগণ অবতরণ করিতে লাগিল, আমিও অন্নদাবাবুর সহিত নৌকাযোগে হংকংএর পরপার "কলোন" এ অবতরণ করিলাম।

আমি দুই তিন দিন অন্নদাবাবুর সহিত কাটাইলাম। কিন্তু চতুর্থ দিবসে তিনি টিয়ানসানে চলিয়া গেলেন বিধায়, দুই জন পঞ্জাবপ্রদেশী শিখছাত্রের যুক্তি অনুসারে আমি ওপার হংকংএ শিখদিগের গুরু-দুয়ারে গেলাম।

গুরু-দুয়ারটী শিখদিগের পান্থনিবাস। এইখানে শিখ ব্যতীত অন্য লোকও আসিয়া আশ্রয়-গ্রহণ করিতে পারে। আমি তথায় যাইয়া ট্রাঙ্ক এবং বিছানাপত্রাদি একটি কামরায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া, হংকংএর প্রসিদ্ধ বাগান দর্শন করিতে চলিলাম।

তখনও আমার পরিধানে ধুতি চাদর। আমি বাগানে প্রবেশ করিবার সময় পশ্চাৎ হইতে দুই জন ভদ্রলোক আমাকে ডাকিয়া হিন্দুস্থানিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি বাঙ্গালী?

আমি—আজ্ঞা হাঁ।

ভদ্র—এখানে কোথায়?

আমি—বাগানে যাইতেছি।

ভদ্র—আপাততঃ কোথায় উঠিয়াছেন?

আমি—শিখদিগের গুরুদুয়ারে।

ভদ্র—কেন, এখানে আমরা এত ভারতবাসী রহিয়াছি, আমাদের কোন স্থানে না উঠিয়া গুরুদুয়ারে গেলেন কেন ?

আপনি বোধ হয় কাহারও নিকট হইতে কোন Introductory letter লইয়া আইসেন নাই ?

আমি—না, সেরূপ কিছু আনি নাই।

ভদ্র—তাই বলুন। তা যা'ই হউক, চলুন আমাদের বাসায় যাইবেন।

আমি—আপনাদিগকে ধন্যবাদ, কিন্তু এখন যাইতে পারি না।

ভদ্র—সন্ধ্যাবেলায় যাইবেন ?

আমি—ঠিকানা বলুন, এক সময়ে বেড়াইতে যাইব।

ভদ্র—তা কেন ?

আমি—গুরুদুয়ারে আমার তেমন কোন অসুবিধা হইবার কিছুই নাই।

ভদ্র—তা না হউক, তথাপি আমরা এখানে থাকিতে এক জন ভদ্রলোক গুরুদুয়ারে থাকিবেন, সেটি ভাল দেখায় না।

আমি—তাহাতে আর কি দোষ, সে ত অতিথিশালা ?

ভদ্র—তা যাই হউক, আপনাকে একবার আমাদের বাসায় যাইতে হইবে, কখন যাইবেন ?

আমি—তা যাব এক সময়।

ভদ্র—এক সময় না, আজই চলুন। আর যদি নিতান্তই আজ না যান তবে প্রতিজ্ঞা করুন, কাল সকাল বেলায় অবশ্য যাইবেন।

আমি অগত্যাপক্ষে তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম, তৎপর

ভদ্রলোক দুইটি তাহাদের ঠিকানা আমাকে লিখিয়া দিয়া বিদায় হইলেন। আমি বাগান দেখিতে চলিলাম।

বাগানটী বাস্তবিকই মনোহর। কৃত্রিম ও প্রাকৃতিকের এমন সামঞ্জস্য আর আমি কখনও দেখি নাই। প্রাকৃতিককে এমন সুশোভিত করা, কৃত্রিমকে এমন সুবন্দোবস্ত এবং সুনিয়মে স্থাপিত করা, ইতিপূর্ব্বে কখনও আমার নয়নগোচর হয় নাই। মানুষ বোধ হয় প্রকৃতিকে ইহা অপেক্ষা আর অধিক সাজাইতে পারে না। পাহাড়ের পাদদেশ হইতে বাগানটি স্তরে স্তরে ক্রমে উপরে উঠিয়াছে। এক এক স্তরে এক এক প্রকার ফুল গাছ কিংবা লতা-পাতার সন্নিবেশ করা হইয়াছে। কোথাও এক কোণে লতামণ্ডপ সজ্জিত রহিয়াছে, আবার কোথাও বা গোলাপ, বেল, যুথী এবং গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুল সকল বিরাজ করিতেছে। আবার একস্থলে পদ্মপুকুরে পদ্ম প্রস্ফুটিত রহিয়াছে এবং পাতার কোণে বসিয়া দুই চারিটি ভেক 'ঘ্যাঁ ঘো' রব তুলিয়া উচ্চস্বরে ধ্বনি করিতেছে। এইরূপে প্রত্যেকটী স্তরেই মানুষের কল্পনানুযায়ী যথাসাধ্য প্রকৃতিকে প্রাকৃতিক সজ্জা দ্বারাই এমন সুন্দর ভাবে সাজান হইয়াছে যে, প্রাকৃত এবং কৃত্রিমের এমন মধুর সম্মিলন সংসা কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই পাহাড়ের পাদদেশ হইতে উঠিবার জন্য হ্যাঙ্গিং ট্রামওয়ে আছে, সেও তখন আমার পক্ষে একটি নূতন জিনিস হইয়াছিল বটে।

যাহাই হউক, এ সমস্ত দেখিয়া সন্ধ্যাবেলায় গুরুদুয়ারে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি সম্পন্ন করতঃ ক্ষণকাল বিশ্রাম করার

পর শয়ন করিলাম এবং ক্লান্তি নিবন্ধন অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে বাগানপথে পরিচিত ভদ্রলোকদিগের বাসায় গেলাম। তথায় তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং আলাপাদি হইতে লাগিল। তাঁহারা আর আমাকে গুরুদুয়ার ফিরিয়া আসিতে দিলেন না, লোক পাঠাইয়া তথা হইতে আমার ট্রাঙ্ক ও বিছানা পত্র তাহাদের বাসায় আনাইলেন।

তৎপর দিন সকাল বেলায় ভদ্রলোকটি আমার বিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমিও তাঁহাকে অবাধে সবিশেষ পরিচয় দিলাম। ইহার ফলে, তিনি আমাকে কতক দিনের জন্য হংকংএ কাজ করিতে পরামর্শ দিলেন, আমিও তাহাতে রাজী হইলাম।

অনন্তর একজন বণিকের আফিসে আমার একটি কেরাণী গিরি চাকুরী জুটিল, আমি তিন সপ্তাহ কাল সেই স্থানে কাজ করিলাম। তৎপরে মনে হইল, জাপানে পৌঁছিয়া এইরূপ কাজ করা ইহাপেক্ষা ভাল। কেননা, তাহাতে টাকাও পাইব, জাপানী ভাষাও শিখিতে পারিব এবং জাপানী আচার-ব্যবহারও জানিতে পারিব। অতএব যত শীঘ্র হয় জাপানে চলিয়া যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এইরূপ স্থির করিয়া, তিন সপ্তাহ পরে এই কাজ ছাড়িয়া দিলাম, এবং আর হংকংএ অপেক্ষা না করিয়া "নিপোন-ইয়েসান-কাইশা" কোম্পানীর ষ্টীমারযোগে জাপান অভিমুখে চলিলাম।

হংকং হইতে জাপান পর্য্যন্তও জলপথে আর কোন কষ্ট হইল না, নির্ব্বিঘ্নে আর ছয় দিন কাটিয়া গেল। সপ্তম দিন সকাল বেলায় জাহাজখানি "নাগাছাকি"তে পৌছিল, আমরা অগৌণে তীরে অবতরণ করিলাম।

"নাগাছাকি" খুব বড় সহর না হইলেও নিতান্ত ছোট নহে। 'নাগাছাকি' অতি পুরাতন সহর, কিন্তু আজও দেখিতে তেমন পুরাতন বলিয়া মনে হইল না। ষ্টীমারে ২।৩ জন চীনার সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, আমি তাহাদের সহিত তীরে অবতরণ করিয়া প্রথমে বাজারে এবং তৎপরে অন্যান্য স্থানে বেড়াইতে গেলাম। আমার নিকট অনেক বিষয়ই নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আমি যে তাহাদের নিকট "নূতন কিছু" নহি ইহাও বুঝিতে পারিলাম। বাজার অতিক্রম করার সময় দেখিলাম খাদ্য-সামগ্রী এবং তরিতরকারী প্রচুর পরিমাণে আমদানি হইয়াছে, দ্রব্যাদি বেশ সস্তা। এখানে মৎস্যও যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু জেলেনীর মুখখানি এখানেও ঠিক তেমনই কুঞ্চিত। দেখিলাম এখানেও তাহাদিগের মুখে হাসিরাশির দখল কিছু কম। যুবতী কি প্রৌঢ়া, বালিকা কি বৃদ্ধা ঠিক তেমনি নাক উঁচু করিয়া রহিয়াছে। বাজারে আর আর দোকানদারগণও অধিকাংশই স্ত্রীলোক। তাহারা অবশ্য তেমন নয়, ইহারা হাস্যময়ী। ফোটা ফুলের ন্যায় দোকানের পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছে। যে কেহ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া যাওয়ার সময় "ইরাস্তাই ইরাস্তাই" বলিয়া মধুর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট করিতেছে। ইহারা প্রায়ই যুবতী, সবই ভাল; চামও সাদা, চুলও

কাল, চোক দুটী বেশ ভাসা ভাসা, স্বরও সুমিষ্ট, কিন্তু হায়, এক নাকই সব বেফাক করিয়া রাখিয়াছে। নইলে সেই "গেতা" পায়ে চলা—আর, কি হাব-ভাব পরিপূর্ণই বটে! কিন্তু হায় বিধি, কেন তুমি মঙ্গোলীয়ান জাতির উপর এ প্রকার বিরূপ হইলে! যাহাই হউক, তাহাদের নাক যেমনই থাক, কিন্তু ভদ্রতার ত্রুটি নাই, যেরূপেই হক্ তোমাদ্বারা কিছু না কিছু খরিদ করাইবেই। কিবা সে চোখের চাহনীর জোর!

কিন্তু একটী জিনিষ আমার চক্ষে বড় লাগিল, দেখিলাম—একটু বেশী বয়সের স্ত্রীলোকগুলি, যাহাদের সন্তান হইয়াছে, তাহাদের বড় দুর্গতি। একেই ত সৌন্দর্য্যরাশি সাগরে নিমগ্নপ্রায়, তাহাতে আবার সন্তানটা পেছনে পৃষ্ঠদেশে আবদ্ধ। দেখিতে এমনই বিশ্রী যে, একেবারে মাটী করিয়া দিয়াছে। আর সে দিনও নাই, সে কালও নাই! দুঃখের বিষয় উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবে নাগাছাকি ভালরূপে দেখা হইল না, কেবলমাত্র চোখ বুলানের মত হইল। অগত্যা জাহাজে বসিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম। অবশেষে কয়েক ঘণ্টা পর, বৈকাল বেলায় যখন জাহাজখানি এখান হইতে নঙ্গর তুলিল আমি তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তৎপর দিন সকালে বেলা প্রায় ১০টার সময় জাহাজখানি "কোবে" ষ্টেশনে উপস্থিত হইল।

জাহাজখানি জেটীতে লাগিবামাত্রই দলে দলে লোক আসিয়া জাহাজে উঠিল। সমাগত লোকদিগের মধ্যে ৪।৫ জন ভারতবাসীকেও দেখিলাম। তাহাদিগের সহিত আলাপ করিতে

পারিলাম না, জানিতেও পারিলাম না তাহারা ভারতবর্ষের কোন প্রদেশ হইতে আগত। কিন্তু তথাপি তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই মন যেন এক অতুলনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। তাহারা তাহাদের কাজ শেষ করিয়া ক্ষণকাল পরে ডাঙ্গায় চলিয়া গেল, কিন্তু তখনও যেন সেই আনন্দহিল্লোল আমাকে সেই আনন্দই দান করিতে লাগিল। হায় স্বদেশ! তুমিই ধন্য, তুমিই স্বর্গ, তুমিই ধর্ম্ম, তুমিই অতুল সুখের আকর হায় জন্মভূমি, মানবের এমন আর কি ধন আছে যাহা তোমার সহিত তুলনা হইতে পারে!

আরও প্রায় এক ঘণ্টা কাল পর আমি ডাঙ্গায় অবতরণ করিলাম। এইবারে একাকী সহর দর্শনার্থে চলিলাম। কতক্ষণ একাকী এদিক ওদিক ভ্রমণের পর দুইজন ভারতবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম, তাহারা বোম্বাই প্রদেশাগত বণিক, এখানে রেশমের ব্যবসায় নিযুক্ত। ইহাও জানিতে পারিলাম যে, তাহারা ছাড়াও ভারতের ঐ অঞ্চলাগত আরও অনেক বণিক এখানে আছে এবং শুনিয়া সুখী হইলাম যে, তাহারা প্রায় সকলেই বেশ দুই পয়সা রোজগার করিতেছে। যাহাই হউক, তাহারাও আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে আমি বাঙ্গালী এবং নবাগত, তখন তাহারা আমাকে তাহাদের সহিত আহার করিতে অনুরোধ করিলে, আমি অগত্যা তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে চলিলাম।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পরে তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইলাম। গৃহকর্ত্তা আমাকে বসিবার ঘরে বসাইয়া "চা" প্রস্তুত করিবার হুকুম

করিলেন এবং আমাকে বসিতে বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। আমি বসিয়া আরাম করিতে লাগিলাম। অল্পকাল পরে "চা" আসিয়া হাজির হইল। কিন্তু, চা খাইব, না সেই চা'ওয়ালীর রূপ দেখিব! কি অপূর্ব্ব সুন্দরীই বটে। পরিচারিকা 'চা' রাখিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু আমি হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলাম। মনটায় কেমন একটা খট্‌কা লাগিয়া গেল, ভাবিলাম—ব্যাপারটা কি?

যাহাই হউক, যথাসময়ে পরিচিত ভদ্রলোক দুইটী আরও ২।৩ জন ভদ্রলোক সহ ঘরে ফিরিলেন এবং সমাগত ভদ্রলোকদিগের সহিত আমার যথারীতি পরিচয় করিয়া দিলেন। অতঃপর সকলে মিলিয়া আহার করিতে গেলাম এবং টেবিলে ভারতীয় খাদ্যসামগ্রী সকল দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু আহারাদি যাহা কিছু সাহেবী ধরণেই সম্পন্ন হইল। ইহার পর বিশ্রামান্তে দুইজন ভদ্রলোক আমাকে লইয়া বেড়াইতে চলিলেন।

'কোবে' সহরখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ইহার দক্ষিণে সাগর এবং উত্তরদিকে পাহাড়। সহরখানি অতিশয় মনোরম। এখানে অনেক ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান আছে। কোবে জাপানের একটা বেশ বড় পোর্ট এবং একটী শিল্প-প্রধান সহরও বটে। যাহাই হউক, সহরখানি একরূপ পর্য্যটন করার পর, সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিয়া সাগর পারে বসিলাম, সান্ধ্য সমীরণ বহিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর আমি সঙ্গীদের সহিত পুনরায় তাঁহাদের ভবনে গেলাম। আহারাদির পর তাহাদের সঙ্গে আলাপ হইতে লাগিল। তাহারা আমার জাপান আগমনের কারণ জানিয়া নানারূপ

উপদেশ দিলেন, এবং অবশেষে রাত্রি প্রায় ১১৷৷০ টার সময় রিক্সা করিয়া আমাকে জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন। পরদিন সকালে জাহাজখানি ইয়াকোহামা অভিমুখে চলিতে লাগিল।

'আমি যখন ইয়োকোহামাতে অবতরণ করিলাম, তখন আমার পকেটে পঞ্চাশটা মাত্র পয়সা ছিল। "কাষ্টম-ঘরে আমার ট্রাঙ্কটী পরীক্ষা করার পরই ভাবিতে লাগিলাম কি করিতে পারি? কিন্তু যাহাই করি, এ স্থানে অবস্থান করা উচিত নয়—বিবেচনা করিয়া বাহিরে গেলাম। মনে হইল, যদি কোন ভারতবাসীর সঙ্গে দেখা হয়, তাহা হইলে তাহার নিকট বাক্সটী রাখিয়া তৎপরে যাহা হয় করিব। সুতরাং রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিলাম। কিন্তু যত লোক রাস্তায় আসা যাওয়া করিতেছিল তাহাদিগের মধ্যে একজনকেও ভারতবাসী বলিয়া বোধ হইল না। ভারতবাসিগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করেন, তাহা আমি জানিতাম না। আর যত লোক যাইতেছিল, কিম্বা আসিতেছিল, তাহার প্রায় সকলই জাপানী। জাপানী ভাষায় আমি তৎকালে একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলাম। কাজে কাজেই কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুবিধাও পাইতেছিলাম না।

হংকং-এর ন্যায় এখানেও রিক্সাগাড়ী প্রচলিত। আমি 'কাষ্টম-ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলে পরই দুই চারিজন রিক্সাওয়ালা আসিয়া আমার সঙ্গে কথা-বার্ত্তা বলিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি তাহাদের কথা কিছু বুঝিতে পারিলাম না; তবে তাহাদের আলাপের সারাংশ বুঝিতে পারিয়া হস্তেঙ্গিতে

তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম যে আমি রিক্সা ভাড়া করিব না। তাহারা তখন চলিয়া গেল, কিন্তু তারপরেও আর দুই একজন আসিল। তাহারাও পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তার পর চলিয়া গেল। অতঃপরে আরও দুই একজন আসিল, তাহারাও অবশেষে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু তারপরও দেখিলাম একজন রিক্সাওয়ালা আমার নিকট আসিতেছে। ইত্যবসরে আমিও ভাবিতেছিলাম—এই অপরিচিত ইয়াকোহামাতে ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে কোন ভারতবাসীর বাসস্থানে পৌঁছা আমার পক্ষে সম্ভব কি না?" সুতরাং শেষোক্ত রিক্সাওয়ালা আমার নিকট আসিলে দুই একটী জাপানী শব্দ এবং অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, সে আমাকে কোনও ভারতবাসীর বাসস্থানে লইয়া যাইতে পারে কি না? সে তাহা করিতে সক্ষম হইবে, স্বীকৃত হওয়াতে, আমি তাহার রিক্সাতে আরোহণ করিলাম, রিক্সাওয়ালা অশ্ববেগে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল, এবং যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ভারত-বাসিগণ কোন দিকে বাস করে? এই অবস্থায় প্রায় আধ ঘণ্টা কাল পথ চলার পর একটী বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া আমাকে ইসারা করিয়া বলিল "এই বাড়ীর ভিতরে ভারতবাসী আছে।" আমি দরজায় দাঁড়াইয়া 'বাড়ীতে কে আছে, বাড়ীতে কে আছে,' বলিয়া চীৎকার করিলে পর একটী লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি চাও"? ঐ প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আমি প্রথমে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইলাম যে, এইটি যথার্থই একজন ভারত-

বাসী বণিকের বাসস্থান কি না? পরে আমি তাহাকে তাহার প্রভুর নিকট জিজ্ঞাসা করিতে বলিলাম যে, একজন নবাগত বাঙ্গালী ছাত্র দুই এক দিনের জন্ম তাহার ভবনে অপেক্ষা করিতে পারিবে কি না? উত্তরে জানিতে পারিলাম যে, সে স্থানে অবস্থান করা সম্ভবপর নয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলাম —আমাব বাক্সটি কয়েক দিনের জন্ম আমি তথায় রাখিয়া যাইতে পারি কি না? এবং তাহার উত্তরেও যখন জানিতে পারিলাম যে, তাহাও সম্ভবপর হইতে পারিবে না, তখন আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল ভাবিতে লাগিলাম—কি করিব, বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা যাইতে পারে? আমি মনে করিয়াছিলাম ইতিপূর্ব্বে কোবেতে ভারতবাসী বণিকগণের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইয়াছিলাম, এখানেও তদ্রূপ পাইব। কিন্তু আমি ইহা ভাবিতে পারি নাই যে, তথায় আমি তাহাদের নিকট কিছুরই প্রার্থী ছিলাম না, সুতরাং সে স্থানে আমি অতিথি-রূপে গৃহীত হইয়াছিলাম। আর এখানে আমি, যে কোনও কিছুর জন্যই হউক না কেন, যেহেতু কিছু প্রার্থনা করিতেছি, সুতরাং আমি ভিক্ষুক শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। অতএব পূর্ব্বাবস্থায় সেরূপ আদৃত হইয়াছিলাম এবং যে প্রকার ভদ্রতা আশা করিতে পারিয়াছিলাম, এই অবস্থায় আর সেরূপ পাইতে পারিব না। তখন অনুগ্রহ চাহিয়াছিল, এখন চাহিতেছিলাম, তখন আমি কর্ত্তা ছিলাম, এখন তাহারা; অতএব এখন সম্পূর্ণ তাহাদের অনু-গ্রহের উপরই নির্ভর করিতেছি। অনুগ্রহ করা, আর না করা,

তাহা তাহাদের হাত। ইচ্ছা হইল,—অনুগ্রহ করিল, আর ইচ্ছা না হইল,—অনুগ্রহও করিল না।

যাহাই হউক, ঐ অবস্থায় ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোনই লাভ নাই, কিম্বা হইবে না, বুঝিয়া—রেলওয়ে ষ্টেসনে যাওয়াই বিধেয় মনে করিয়া রিক্সা আরোহণ করতঃ রিক্সাওয়ালাকে ইঙ্গিতে রেলওয়ে ষ্টেসন অভিমুখে যাইতে বলিলাম, সে সেই দিকে দৌড়িতে লাগিল। আমি ততক্ষণ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া কি করিব, তাহা ভাবিতে লাগিলাম।

যাহার পয়সা নাই, তাহার সব দিকেই সমান। ভারতবাসী ধণিক-ভবনেও যেমন, রেলওয়ে ষ্টেসনেও তেমনি। সেখানেও পয়সার সম্মান, এখানেও পয়সার কাজ। তথাপি ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম, দৈনিক দুই পয়সা হিসাবে ভাড়া দিয়া ট্রাঙ্কটী ষ্টেসনের ব্যাগেইজ আফিসে রাখিয়া যাইতে পারি। সুতরাং তাহাই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া ট্রাঙ্কটী উক্ত আফিসে বুঝাইয়া দিলাম। পকেটে যে পঞ্চাশটি সেণ্ট ছিল, তাহা রিক্সাওয়ালাকে দিলাম। সে তাহাতে সন্তুষ্ট হইল না। কেননা, তাহার হিসাবে সে যতক্ষণ কাজ করিয়াছে, তাহার দাম আরও অনেক বেশী। তথাপি আমি যখন তাহাকে ইসারা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলাম যে আমার সঙ্গে আর পয়সা নাই, তখন অগত্যা সে চলিয়া গেল, আমি পদব্রজে টোকিও অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ইয়াকোহামা হইতে জাপান রাজধানী টকিও ১৮ মাইল

দূরে অবস্থিত। তখন আগষ্ট মাস, শ্যামল শস্যে মাঠ পরিপূর্ণ। মাঠের পর মাঠ, দেখিলাম, কেবল সেই সুন্দর ধানেই পরিপূর্ণ, অন্য কোন শস্যের আবাদ নাই। এই শস্যপূর্ণ ময়দান দেখিয়া বাস্তবিকই নয়ন ও মন পরিতৃপ্ত বোধ করিতে লাগিলাম। এই মাঠে চলিবার সময়, শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির কথা পুনঃপুনঃ মনে জাগরিত হইতে লাগিল; আর ধীরে ধীরে দুই এক বিন্দু অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলাম। হায়, এই সুদূর প্রদেশেও সেই বঙ্গভূমির জন্য কেন প্রাণ কাঁদে? সেই প্রদেশ, যাহা এত দূরে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, তাহার জন্য কেন মন বিচলিত হয়! সেই শস্যশ্যামল মাঠে যে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি, সেরূপ দৃশ্য এখানে দেখিয়া, আজ কেন চক্ষে জল আসিতেছে। সেই সুদূর অবস্থিত প্রদেশের আকর্ষণ-শক্তি এত বেশী যে আজ এখানেও আমার মনকে আকর্ষিত করিতেছে, তাহার দৃশ্যগুলি আজও স্মৃতিতে জাগরিত হইয়া আমার চক্ষে জল আনাইতেছে! হায়, জন্মভূমি, তুমি ধন্য! যথার্থই আর্য্যগণ বলিয়া গিয়াছেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী।"

আমি এই সমুদয় নয়নতৃপ্তিকর দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে রাস্তার গতি অনুসারে, ক্রমে মাঠের পর মাঠ, গ্রামের পর গ্রাম, পল্লীর পর পল্লী এবং কত ছোট ছোট সহর অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলাম।

জাপানের গ্রাম সমুদয়ে ভারতবর্ষের গ্রাম্য দৃশ্যের অনেক সামঞ্জস্য আছে। এখানেও সেইরূপ লতাপাতা পরিবেষ্টিত ছোট

ছোট ঝোপ আছে। এখানেও রাস্তার উপরে ছোট ছোট বালক-বালিকারা তেমনি ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে, এখানেও ছোট ছোট প্রবাহিত খাল আছে; এখানেও স্ত্রীলোকেরা কলসী লইয়া খালে জল আনিতে যায়; এখানেও গ্রামবাসীদিগকে দেখিতে তেমনি সরলভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়; এখানেও ঘর-বাড়ী প্রায় তেমনি। তবে সামান্য একটু তফাত এই যে, এখানে টিন, ও মাটীর ঘর প্রায় দেখা যায় না এবং প্রায় সমুদয়ই কাষ্ঠনির্ম্মিত। ছাউনী, বেড়া সমুদয়ই কাঠের। অধিকাংশ ছোট ছোট ঘরই এক স্থান হইতে অবাধে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যাইতে পারে। অবিশ্রান্তগতিতে এইরূপ গ্রামের পর গ্রাম, প্রান্তরের পর প্রান্তর, গ্রামের পর প্রান্তর, প্রান্তরের পর গ্রাম অতিক্রম করিয়া আমি মহানগরী টোকিও অভিমুখে চলিতে লাগিলাম, সূর্য্যদেবও আস্তে আস্তে অস্তাচলাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। তপনদেব অস্তাচলে দাঁড়াইয়া রক্তিম ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল রঞ্জিত করিয়া টোকিওবাসীদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। আমিও সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে টোকিওর দক্ষিণ সীমায় পদার্পণ করিলাম।

টোকিও মহানগরী উত্তরে-দক্ষিণে প্রায় তের মাইল লম্বা। এই মহানগরীর কেবলমাত্র দক্ষিণ সীমায় আমি পদার্পণ করিয়াছি এমন সময় সন্ধ্যা অতীত হইল। তখনও আমি জানিতাম না কোথায় যাইব! পয়সাশূন্য অবস্থায় এই বিদেশ ভবনে অপরিচিত রহবে, কোথায় কি অবস্থায় অবস্থান করিব? বলা বাহুল্য

একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম, কিন্তু তখনও পথ চলিতে বিরত হই নাই। সহরে প্রায় দুই মাইল রাস্তা অতিক্রম করার পর, রাস্তার সঙ্গমস্থলে অসি হস্তে পুলিস কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ভারতবর্ষীয় এসোসিয়েসন কোথায় ? সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিল না, সে ইংরাজী জানিত না, আমিও জাপানী জানিতাম না ; সুতরাং তাহাকে জিজ্ঞাস্য বিষয়টী বুঝান আমার পক্ষে বড়ই মুস্কিলজনক ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। এদিকে একজন বিদেশী লোককে পুলিসের সঙ্গে কথোপকথন করিতে দেখিয়া, এবং পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে অক্ষম জানিয়া, ছোট ছোট বালক-বালিকারা, এমন কি, যুবকযুবতী এবং বৃদ্ধগণও আসিয়া আমাদিগের চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইতেছিল। আমি পুলিস কর্ম্মচারীকে আমার প্রশ্ন বুঝাইতে অক্ষম হইয়া আর এই স্থানে অপেক্ষা না করিয়া পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। কিন্তু কতকদূর অতিক্রম করার পর আবার অন্য একজন পুলিসকে সেই প্রশ্নটীই জিজ্ঞাসা করিলাম। এবার আমার চতুর্দ্দিকে আরও বেশী লোক সমবেত হইল। কিন্তু এবারেও পুলিসের নিকট হইতে পূর্ব্বপ্রকার উত্তরই প্রাপ্ত হইলাম। প্রায় হতাশ হইয়া এস্থান পরিত্যাগ করতঃ আরও কতকদূর অগ্রসর হইয়া আর এক জন পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সমবেত লোকের সংখ্যা আরও বেশী হইল, কিন্তু এবারও প্রশ্নের কোনও উত্তর পাইলাম না। তখন ভাবিতে লাগিলাম, কি করা যাইতে পারে ? মনে হইল, যে রূপেই হউক অনুসন্ধান করিতেই হইবে, তাহা ছাড়া অন্য

কোন উপায় নাই ; সুতরাং পুনরায় পথ অবলম্বন করিয়া পূর্ব্ববৎ অগ্রসর হইতে লাগিলাম। কতকদূর যাইয়া আব একবার একজন পুলিসকে জিজ্ঞাসা কবিলাম, কিন্তু উত্তর পাইলাম না। তখন মনে হইল, ব্যাপারখানা কি, ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ বলিয়া এখানে কিছু আছে কি না ? ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন্ বলিয়া কিছু থাক আর নাই থাক, কিন্তু ভারতবাসী ছাত্র যে এখানে আছে তাহাতে আর কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু তবে কেন ইহারা একেবারেই কিছু বলিতে পারিতেছে না। এই সময়ে আমাদিগের চারিদিকে অনেক লোক জমা হইয়াছে, পুলিস কিছুতেই সামাল দিতে পারিতেছে না। একবার তাড়াইতেছে আবার তাহারা আসিতেছে। ইতিমধ্যে একটী যুবক আসিয়া ইংরেজি ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয় আপনি কি ভারতবাসী।" এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি যেন হাতে স্বর্গ পাইলাম, উত্তব করিলাম—"হাঁ, আমি ভারতবাসী।" পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কি জানেন, ভারতবাসী ছাত্রগণ এই সহরের কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন ? উত্তরে যুবক কহিলেন, "হঙ্গোর দিকে দুই একজন ভারতবর্ষীয় ছাত্রকে দেখিয়াছি। বোধ হয়, তাহারা সেই দিকেই থাকে।"

আমি—হঙ্গো এখন কোন দিকে, এখান হইতে কত দূর ?

যুবক—"হঙ্গো এখান হইতে এখনও ৬।৭ মাইলের কম হইবে না। হঙ্গো যাইতে হইলে, এখান হইতে সোজা উত্তর দিকে যাইতে হইবে।" ইহার পর যুবক জিজ্ঞাসা করিলে, "মহাশয়, আপনার আহার হইয়াছে কি ?" আমি বলিলাম,

"না।" যুবক তখন ধীরে ধীরে বলিলেন "যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তবে চলুন, আমাদের বাসায় গিয়া আহার করিবেন, তৎপর যাহা হয় করা যাইবে।" আমি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলাম, এবং তৎপরে উভয়ে যুবকের বাড়ীতে চলিলাম।

প্রায় ৫ মিনিট পরে আমরা একটি বোর্ডিংএ পৌছিলাম। যুবক আমাকে তাহার আপন কক্ষে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। তখন আমরা উভয়েই বসিলাম, তৎপরে তিনি আমার হাতে একটা সিগারেট দিলেন এবং নিজেও একটা গ্রহণ করিলেন, উভয়ে ধূম্র পান করিতে লাগিলাম। যুবক তখন একবার হাতে তালি দিলেন। ইহার কিয়ৎকাল পরেই একজন স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের কক্ষে হাজির হইল, এবং হাটু গাড়িয়া বসিয়া যুবকের আদেশের অপেক্ষা করিতে লাগিল। যুবক তখন তাহাকে আমার জন্য আহার্য্য আনিতে বলিলেন, স্ত্রীলোকটী আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিয়া গেল। যুবক তখন, ইংরেজি ভাল জানেন না, এই জন্য আমাকে যথেষ্ট সম্মান করিতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন। আমি তাহাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম, যেরূপ চেষ্টা তাহাতে অতি শীঘ্রই আপনি ভালরূপ ইংরেজি শিখিতে পারিবেন, ইত্যাদি।

ইতি-মধ্যে স্ত্রীলোকটী আহার্য্য সামগ্রী লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া, আমি যুবকের অনুরোধানুযায়ী আহারে প্রবৃত্ত হইলাম, যুবক গল্প করিতে লাগিলেন। আহার সম্পন্ন হইলে যুবক আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন

„আপনি কি আজ এখানেই থাকিবেন" ? আমি দেখিলাম এটী একটী বোর্ডিং হাউস, খুব সম্ভব এখানে ঘর ভাড়া দেওয়া দরকার হইবে। আমার হাতে পয়সা কড়ি যেরূপ ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং আমি বলিলাম—"না, অদ্য রাত্রিতেই আমি হঙ্গোর দিকে যাইতে চেষ্টা করিব। আপনি দয়া করিয়া পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসুন যে আমাকে কোন্ রাস্তায় কোথায় হইয়া হঙ্গো যাইতে হইবে !" যুবক তাহাই করিলেন। আমি ধুম্রপান করিতে লাগিলাম।

যুবকটী টকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটীর একজন গ্র্যাজুয়েট। বর্ত্তমানে ইনি পোষ্টগ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়িতেছিলেন। তাহার বয়স ২২ কি ২৩ বৎসরের অধিক হইবে না। বলা বাহুল্য, তিনি যে কোন ভদ্রকুলোদ্ভব অনেকেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। আচার-ব্যবহারেই ভদ্রাভদ্রের, কুলাকুলের এবং মানুষামানুষের পরিচয় হইয়া থাকে। যিনি ভদ্রলোক তাঁহাকে 'তিনি ভদ্র লোক' এই কথা বলিয়া দিতে হয় না। তাঁহার ব্যবহারে, তিনি যে "ভদ্র" তাহা লোকে বুঝিতে পারে। আর যিনি অভদ্র, তাহারও ব্যবহারেই লোকে জানিতে ও বুঝিতে পারে যে, তিনি কি কদরের লোক।

যাহাই হউক, কিছুক্ষণ পরে ভদ্র লোকটী কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম ; সুতরাং আসিবামাত্রই তিনি কিছু বলিলেন আশায় তাহার মুখ পানে তাকাইলাম। তাকাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি

একটু ভীত হইলাম, কিন্তু কোনও কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমি তখন বিশেষ আগ্রহের সহিত সঙ্কিত ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—মহাশয়, কি হইয়াছে, আপনাকে এমন দেখিতেছি কেন? যুবক প্রথমে কিছুই বলিতে সাহস করিলেন না; কিন্তু আমি যখন পুনঃ পুনঃ তাহার বিমর্ষভাব ধারণের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, তখন তিনি ধীরে ধীরে কহিলেন, "বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে পুলিস আপনাকে থানায় লইয়া যাইতে চাহিতেছে।" শুনিয়া আমি একেবারে হাসিয়া ফেলিলাম এবং কহিলাম, "আপনি এই জন্য ভীত হইয়াছেন? এ ত কিছুই নয়। আর পুলিস ষ্টেসনে যাওয়া আমার পক্ষে বরং সুখের বিষয় হইবে; কেননা, সেখানে গেলে, তথা হইতে ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের অনুসন্ধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।" যুবক তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তাই না কি? তবে ত ভালই! তা বেশ, তাহা হইলে আসুন।" পুলিস আমাদের জন্য বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। আমরা বাহিরে গেলেই পুলিসপুঙ্গবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। যুবক বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমরা থানার অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। আকাশ মেঘে ভরা ছিল, তখন বৃষ্টি হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দেখি রৌদ্র উঠিয়াছে, বেলা প্রায় ৭টা। উঠিবা মাত্র এক জন কনেষ্টবল আসিয়া আমাকে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনের জন্য কিছু জল আনিয়া দিল আমি তদ্দ্বারা হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া বসিবা মাত্রই আর

একজন কনেষ্টবল আসিয়া আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে ইসারা করিল, আমি কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। একটি কামরা অতিক্রম করিয়া একটী 'হলে'র ভিতর দিয়া গিয়া একটি আফিস বারন্দায় পৌঁছিলাম। পৌঁছিবামাত্রই চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটী দাঁড়াইয়া পার্শ্বস্থিত অপর এক খানি চেয়ারে আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন, আমি তাহার অনুরোধ অনুযায়ী চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তখন ভদ্র লোকটী কহিলেন, "আমি এই থানার ইন্‌স্পেক্টর। বড়ই দুঃখের বিষয় যে আমি গত রাত্রিতে এখানে উপস্থিত না থাকায় আপনাকে যথোচিত যত্ন করা যাইতে পারে নাই; তজ্জন্য আশা করি ক্ষমা করিবেন।" আমি তাহার সৌজন্যতায় পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলাম "আপনি সেই জন্য কিছুই মনে করিবেন না, আমার যথেষ্ট যত্ন হইয়াছে।" ভদ্রলোকটী তৎপর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি জন্য জাপানে এসেছেন?"

আমি—শিল্পশিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

ইন্‌স—টোকিওতে আপনার পরিচিত কি কেহ আছে?

আমি—আজ প্রায় ৩।৪ মাস হয়, আমার একজন বন্ধু শিল্পশিক্ষার্থে এখানে আসিয়াছেন।

ইন্‌স—আপনি কি তাঁহার ঠিকানা জানেন?

আমি—না, সেই জন্যই ত এই বিভ্রাট।

ইন্‌স—আপনি কিরূপে, তিনি কোথায় আছেন, তাহা জানিতে পারেন মনে করেন?

আমি—এখানে অনেকগুলি ভাবতবর্ষীয় ছাত্র আছেন। তাহাদের যে কোন একজনের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহার দ্বারা আমার বন্ধুব অনুসন্ধান করিয়া লইতে পারিব। কেননা, তাহারা কেবল কয়েক জন মাত্র। সুতবাং একে অন্যকে, খুব সম্ভব জানে।

ইন্‌স—তাহারা কে কোথায় থাকে আমরা জানি না, সুতবাং এরূপে আপনাকে আমবা কোন সাহায্য কবিতে পারি না। অন্য কোন উপায় আছে কি? দলবদ্ধ অবস্থায় তাহাদেব কোন ঠিকানা অনুসন্ধান করিতে পাবি কি?

আমি—"ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্‌' বলিয়া তাহাদের কোন একটা কিছু আছে। আপনি কি জানেন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন্‌ কোথায় অবস্থিত?

ইন্‌স—না, আমি বড়ই দুঃখিত, আমি তাহাও জানি না। এ উপায়েও আপনাকে কোন সাহায্য করিতে পারিতেছি না। তবে যদি বলেন, আমি আপনাকে ব্রিটিশ কন্‌সলেব নিকট পাঠাইয়া দিতে পারি। তাহাই করিব কি?

আমি—না, দরকার করে না। আমি যখন ভারতবর্ষ হইতে জাপান পর্য্যন্ত আসিতে পারিয়াছি, তখন এই টোকিও সহরে ভাবতবাসীদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব এই টুকু সাহস আছে। সুতবাং ব্রিটিশ কন্‌সলের নিকট যাওয়া দরকার বোধ করি না।

তৎপর তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুলিস ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া হঙ্গোর রাস্তায় পড়িলাম; তখন আবার আপন মনে পথ চলিতে লাগিলাম এবং ইচ্ছা অনুযায়ী ও সুবিধা মত ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম।

এতক্ষণ বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, কিন্তু এই বেলা বেশী পড়িতে লাগিল। রাস্তায় ভয়ঙ্কর কাদা হইয়া গেল। কিন্তু জাপানী-দের তাহাতে বিশেষ কোন অসুবিধার কারণ নাই। কেননা, তাহারা "গ্যাতা" পরিয়া, এই কর্দ্দম প্রান্তর অবাধে অতিক্রম করিতে পারে। দেখিলাম, রাস্তায় অধিকাংশ লোকেই সেই কাষ্ঠনির্ম্মিত গ্যাতা পায়ে চলিতেছে। আমি অনেক লোকেই ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিয়াছি। এইবার আর এক গ্যাতা পরা ও বংশছত্রে মস্তক রক্ষিত ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, "না, আমি জানি না ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েন কোথায়। কিন্তু আপনি যদি আমার সঙ্গে আইসেন, তাহা হইলে আমি ঠিকানা খুঁজিয়া দিতে পারি।" আমি আশায় উৎফুল্ল হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। প্রায় দুই মিনিট সময় পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া যাওয়ার পর আমরা ইহার অফিসে উপস্থিত হইলাম, এবং দেখিলাম, ইনি টেলিফোন যন্ত্রের ব্যবসায়ী। যাওয়ার পরই ভদ্র লোকটী টেলিফোনের সাহায্যে চারিদিকে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের ঠিকানা অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনই খোঁজ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রায় হতাশ

হইয়াছেন, এমন সময় আমার মনে হইল যে জেনারেল পোষ্ট আফিসে অনুসন্ধান লইলে, খুব সম্ভব, ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং ভদ্রলোককে সেই উপদেশই দিলাম। ইহাতে সুফল ফলিল, জেনারেল পোষ্ট আফিস হইতে ঠিকানা পাওয়া গেল। ভদ্রলোক ঠিকানাটি আমাকে একখানা কাগজে লিখিয়া দিলেন, আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া আবার পথ চলিতে প্রস্তুত হইলাম।

বৃষ্টি তখনও থামে নাই, বিন্দু বিন্দু পড়িতেছিল। আমি টোকিওর প্রশস্ত রাস্তা অবলম্বন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিতে লাগিলাম। একঘণ্টা কাল পথশ্রমের পরে দেখিলাম, একটি বাড়ীর ফটকে লেখা রহিয়াছে, "ইন্দো জাপানিজ এসোসিয়েসন।" তখন মুসলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। বাহির হইতে ডাকিলাম, কেহ সাড়া দিল না। সুতরাং আমি গেটের ভিতর প্রবেশ করিয়া পুনরায় ডাকিলাম। তখন একজন বৃদ্ধ ভৃত্য আসিয়া ইঙ্গিতে আমাকে বসিতে বলিল। আমি তাঁহার কথা অনুযায়ী বসিলাম, সে উপরে চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলাম, আর কাহারও সাড়া শব্দ নাই। লোকটিও যে উপরে গেল, আর নিচে আসিল না; বৃষ্টিও তখন ভয়ঙ্কর বেগে পড়িতে লাগিল, আমি একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই কি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, তবে ছাত্রেরা কোথায়? ভাবিতে ভাবিতে ও ঠাণ্ডায় শেষে ঘুম পাইতে লাগিল, কিন্তু তখন

একজন বংশ ছত্রধারী, গ্যাঙা পরিধায়ী ভদ্রবেশী যুবক ঘরে প্রবেশ করিলেন। আমি তখন তাঁহাকে ইংরেজি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই কি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন?" ভদ্র লোকটী কোনও উত্তর করিলেন না। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি শুনিলেন, কিন্তু এবারও কোন উত্তর না করিয়া ইঙ্গিতে আমাকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া উপরে গেলেন। একটু পরেই শুনিলাম, তিনি টেলিফোন যন্ত্রে রিং করিতেছেন। কিছু-ক্ষণ পরে তিনি ডাকাডাকি করিয়া ইন্দো জাপানী এসোসিয়েসন সম্বন্ধে জাপানী ভাষায় কি কহিতেছিলেন। আমি যদিও তাঁহার কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, তথাপি তিনি যে আমার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছিলেন, ইহা বুঝিতে বাকি রহিল না। সুতরাং তাহার নীচে আসা কাল পর্য্যন্ত আমি উৎকণ্ঠাবস্থায় তাহার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পরে তিনি নীচে আসিয়া আমার হাতে একখানা কাগজ দিলেন; তাহাতে জাপানী ভাষায় কি লেখা ছিল তাহা পড়িতে পারিলাম না, কিন্তু কি লেখা ছিল তাহা বুঝিলাম। অতএব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। অল্পদূর গমন করিয়াই অন্য একজন ভদ্রলোককে ঐ কাগজখানি দেখাইলাম। তিনি কাগজখানি দেখিয়া আমাকে তাঁহার আফিসে লইয়া গেলেন, এবং একখানি ম্যাপ আঁকিয়া রাস্তা চিহ্নিত করতঃ বাহিরে আসিয়া আমাকে চিহ্নিত রাস্তায় উঠাইয়া দিলেন। আমি উক্ত রাস্তা ধরিয়া ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম এবং অনুমান এক ঘণ্টাকাল পথ

অতিক্রম করিয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে ইন্দো জাপানীজ এসোসিয়েসনের জাপান পক্ষের সেক্রেটারীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম।

ইন্দো জাপানীজ এসোসিয়েসনের জাপান পক্ষীয় সেক্রেটারী মাননীয় ছাকুরায় মহাশয়ের বাড়ীতে পৌছিয়া দরজায় আঘাত করার পর অনুমান পঞ্চদশবর্ষীয়া একটী বালিকা আমাকে দরজায় অভ্যর্থনা করিতে আসিল। বালিকা যেরূপ প্রথানুসারে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল, আমি প্রথমে তাহা কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। সে আসিয়া প্রথমে হাঁটু গাড়িয়া সম্মুখে বসিল, তৎপরে পুনঃ পুনঃ অবনতমস্তক হইয়া সবিনয়ে অভ্যর্থনা জানাইল। আমি জাপানী ভাষায় একেবারেই অনভিজ্ঞ ছিলাম। কাজে কাজেই কিছু বুঝিতে পারিলাম না, কেমন এক প্রকার আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তৎপরে তাহার ভাবভঙ্গি ও আকার ইঙ্গিত দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম যে, সে আমাকে উপরে যাইতে অনুরোধ করিতেছিল। সুতরাং জাপানীয় প্রথা অনুসারে জুতা বাহিরে ছাড়িয়া রাখিয়া বালিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে চলিয়া গেলাম। বালিকা আমাকে একটী সুন্দর সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র একজন ভদ্রলোক ও একটী ভদ্র মহিলা স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করতঃ দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য প্রথাবলম্বনে আমাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। আমিও একটু অগ্রসর হইয়া ভদ্রলোকটীর সহিত কর-মর্দ্দন করিলাম। অতঃপর ভদ্রলোকটি আমাকে উপস্থিত ভদ্র

মহিলাটির সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। তৎপরে মহিলাটির সহিত আমার করমর্দ্দন হইল। ইহাঁরাই মিঃ এবং মিসেস ছাকুরায়। অভ্যর্থনাদির পর উভয়ে উভয়ের আসন গ্রহণ করিলেন এবং আমিও তাঁহাদের প্রদর্শিত আসনে উপবেশন করিলাম। অতঃপর ছাকুরায় মহাশয় আমার নাম, ধাম, এবং কাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার প্রশ্ন সমুদয়ের যথাযথ উত্তর দিতে লাগিলাম। এই সব হওয়া গেলে পর তিনি আমাকে তাঁহার ভিজিট বুকে আমার নাম, ধাম এবং তাহার আর্ফিসে উপস্থিত হইবার তারিখ ইত্যাদি লিখিয়া দিতে বলিলেন। আমি অগৌণে তাহা লিখিয়া দিয়া ভারতবর্ষীয় ছাত্র-গণের বাসস্থানের ঠিকানা জানিতে প্রয়াস পাইলাম। মিঃ ছাকুরায়ও আমাকে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত জানিয়া প্রকাউন্রিখিত বালিকাকে ডাকিয়া আমাকে ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের বাসস্থান ও তৎকালীন ইন্দো জাপানীজ এসোসিয়েসনের হেড কোয়ার্টার, ১৬ নম্বর "নির্শি সুঙ্গা চো'তে রাখিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। আদেশ শুনিয়া আমি যেন কেমন বোধ করিলাম। এমন ফুটনোন্মুখ কোমল কমলে একবারে পথের পথিকের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়াটা কি ভাল? কিন্তু বালিকা কিছুই মনে করিল না, সে আদেশ প্রাপ্তিমাত্র পালনে প্রস্তুত হইল। সুতরাং আমি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বালিকার সঙ্গে উক্ত ১৬নং নির্শি সুঙ্গা চো অভিমুখে চলিলাম।

তখনও বৃষ্টি থামে নাই, বিন্দু বিন্দু পড়িতেছিল। আমি যখন

১৬ নম্বর "নিশি সুঙ্গা চো"তে উপস্থিত হইলাম, তখন অধিকাংশ ছাত্রই উপস্থিত ছিল। তন্মধ্যে তৎকালে যাহার সঙ্গে আমার শীঘ্র সৌহৃদ্যতা জন্মিল, তাঁহার নাম মিঃ ডিঃ এন্ লাহিড়ী। ইনিই বিশেষ আপনভাবে সমুদয় কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যাহাতে শীঘ্র আমার আহারাদি হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিলেন, এবং আবার বিশেষ আগ্রহের সহিত নানা প্রকার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া, বলিতে কি, বিশেষ আপ্যায়িত ও প্রীত করিলেন। আজ এত দিন পরে পুনরায় বাঙ্গালা কথা শুনিয়া বুঝিলাম বাঙ্গালা ভাষা কত মিষ্টি।

বেলা প্রায় দুইটার সময় আজ পাঁচ মাস পরে পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু মিঃ রাইমোহন দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি তাঁহাকে দেখিয়া যে কতদূর সুখী হইলাম, তাহা আমিই জানিলাম; আর যাহাদের ভাগ্যে এমন কখনও ঘটিয়াছে তাহারাই জানে। এই সুখ কিরূপ তাহা কেবল উপলব্ধি করিতে পারা যায়, তাহা বলিবারও নহে, লিখিবারও নহে। সুতরাং লিখিতে পারিলাম না। মিঃ দত্তও বোধ হয়, তদ্রূপই সুখী হইয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার যেন কিরূপ মিশ্রিত জিনিস বলিয়া মনে হইতেছিল। পরে জানিতেও পারিলাম যে, বাস্তবিকই তিনি ঠিক খোলা অন্তরে প্রাণ ভরা সুখ উপভোগ করিতে পারেন নাই। যাহাই হউক, আহারাদি সমাপ্তে আমি ও রাইমোহন বাবু উভয়ে এক বিছানায় শয়ন করিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলাম, এবং ক্ষণকাল পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। নিদ্রাদেবী

ক্ষণকালের জন্য আমাদিগকে তাহার স্নেহময় অঙ্কে স্থান দিলেন। বেলা ৪টার সময় পুনঃ জাগরণের পর হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করতঃ টীপিন খাবার পর ভ্রমণে বেড়াইতে চলিলাম। বাহিরে যাইয়া আমাদের ভিতর বৈষয়িক বিষয়ে আর কোন আলাপাদি হইল না, টকিওর মনোমুগ্ধকারী দৃশ্যে নয়ন ও মন আকৃষ্ট হইল। সুতরাং তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

টকিও আয়তনেও যেমন বিশেষ বড়, মনোমুগ্ধকারিতাতেও তেমনই অতি উচ্চস্থানে অবস্থিত। পাশ্চাত্য ধারণানুযায়ী সম ভূমিতে পরিণত নহে। বরং প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য সহকারে উচ্চ ও নীচ ভূমিতে সমানভাবে অবয়ব প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। এখানে প্রকৃতিকে দূরে তাড়াইয়া জাপানীগণ আপনাদের প্রতিপত্তির প্রভাব দেখাইতে প্রয়াস পায় নাই, তবে প্রকৃতির সঙ্গে মিল রাখিয়া তাহারই সৌন্দর্য্যের সংবর্দ্ধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। বাগানে পাহাড় ও বৃক্ষ যে যাহার স্থানে, প্রকৃতি তাহাদের যাহাকে যে অবস্থায় জন্মাইয়াছেন, সেইস্থানে সে সেই অবস্থায়ই দাঁড়াইয়া আছে। কেবল ছাট কাটে তাহাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সংবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। রাস্তাঘাটে তেমন কিছু বাহ্যাড়ম্বর নাই, তথাপি যাহা দরকার তাহা সুন্দররূপে সন্নিবেশিত রহিয়াছে। ইলেকট্রিক ট্রাম বাবু এবং ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ভায়াদিগকে লইয়া অনবরত দৌড়াইতেছে। কঠোর পরিশ্রমী রিক্সাওয়ালাগণ আরোহীর আদেশ অনুসারে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া যাইতেছে। কাহারও মুখে কথাটী নাই, স্ব স্ব কাজে ব্যস্ত। যুবকেরা

গ্যাতা পায রাস্তার কোণে দাঁড়াইয়া ধূমপান করিতেছে। উপরের ঘরে কাগজের জানালা খুলিয়া যুবতীরা হাস্যমুখে এবং নয়ন সঞ্চালনে আপন প্রভাব জানাইতেছে। ছোট ছোট বালক বালিকারা ফোটা চেরির মত এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতেছে। কেহ বা আসিয়া "ওবাছানের" নিকট নানা কথা বলিয়া বুড়া বয়সে বৃদ্ধার মুখে কালিমা ঢালিয়া দিতেছে। কেহ বা "ওকাশী, ওকাশী" বলিয়া বৃদ্ধার বৃদ্ধকালে জ্বালা বাড়াইতেছে। বৃদ্ধগণ লম্বা নল সংযোগে শুকনা তামাকে আগুন দিয়া একটু টানিয়া একটু কাসিয়া আবার একটু টানিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া নল কোমরে গুঁজিয়া রাখিয়া লাঠি হস্তে ভুই এক পা অগ্রসর হইয়া আবার একটু কাসিতে কাসিতে আপনাকে গুটাইয়া লইয়া রাস্তায় বসিয়া পড়িলেন। আর ওবাছানগণ লাঠি হস্তে তিন চারি জন একত্রে দাঁড়াইয়া সংসারের গতি কিরূপ তাহারই সমালোচনা করিতেছেন। এই প্রকার চিত্তাকর্ষণীয় ও নানারূপ নয়নপ্রীতিকর দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে টকিওর কতকগুলি রাস্তা হাঁটিয়া হাঁটিয়া দেখিলাম। এদিকে সূর্য্যদেব অবসন্ন হইয়া অবশেষে অস্তাচলে দণ্ডায়মান হইলেন। টকিও নূতন সাজে সজ্জিত হইয়া, নূতন রং গায় মাখিয়া অপরূপ শোভা ধারণ করিল আমরা সেই বিচিত্র শোভা দেখিতে দেখিতে অবস্থানাভিমুখে প্রত্যাগত হইতে লাগিলাম। বন্ধুবর জাপান সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়া আমার হৃদয়ে আশার দীপ জ্বালাইয়া দিতে লাগিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে।

সন্ধ্যা অতীত হইল। আমরা ১৬ নম্বর নিশি সুঙ্গা চো'ত উপস্থিত হইলাম এবং ক্ষণকাল বিশ্রামের পরই আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইল।

এখানে আগত ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ কখন সাহেবী ধরণে চেয়ারে বসিযা টেবিলের উপর চানা বাসনে খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া কাঁটা চামচ দ্বাবা আহাব করিয়া থাকেন, আবার কখনও বা মেজের মাদুবেব উপর বসিযাও কাটা চামচের দ্বারা আহাব কবিযা থাকেন। কিন্তু খাদ্য সমুদয সেই ভারতবর্ষীয় রকমেই যতটা সম্ভব, তৈযার হইযা থাকে। নূতনেব মধ্যে কেবল মাঝে মাঝে দুই এক পদ মাংস। আহারের পব কেহ কেহ মুখ প্রক্ষালন করেন। কিন্তু অনেকেই সাহেবী ধারা অনুকবণ করিয়া রুমাল দ্বারাই সর্ব্ব কার্য্যেব সমাধা কবিয়া থাকেন।

যাহাই হউক, আহারান্তে রাইমোহন বাবু তাঁহার শয্যা প্রস্তুত. কবিলেন। তৎপবে তিনি এবং আমি উভযে শয়ন করিলাম। আমার অনেক ক্ষণ নিদ্রা হইল না। সুতবাং সাত পাঁচ ভাবিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পূর্ব্বেই কাঁটা চামচের সাহায্যে আহার করিয়াছি। মনে হইল জাপানীগণ কিরূপে আহার করে দেখিতে হইবে। তখনই মনে হইল আমি তাহাদিগকে আহার কবিতে দেখিযাছি। তাহাবা অঙ্গুলী সংযোগে আহার্য্য বদনে প্রবেশ করায না। তথাপি তাহারা সাহেবী অনুকরণ করে না। তাহাবা বড় গরিব। দবিদ্র জাপানী, কাঁটা চামচের পয়সা কোথায় পাইবে! তাহারা, তাহাদের আহার্য্য সামগ্রী সম্মুখে

স্থাপন করিয়া, তিন চারি কিম্বা ততোধিক জন একখানা কাঠের হাতার সাহায্যে তাহা হইতে আপনার হস্তস্থিত ক্ষুদ্র চীনা মাটীর বাটীতে লইয়া দুটী বাঁশ কি কাঠের কাঠির সাহায্যে আহার্য্য দ্রব্য গুলাকে মুখে দেয়। এবং মাঝে মাঝে একটু একটু চা'র জল লইয়া গলা ভিজাইয়া থাকে। উক্ত কাঠিদ্বয়ের সাহায্যে তাহারা মৎসের কাঁটা এবং মাংসের হাড় সুন্দর রূপে বাছিয়া লইয়া থাকে। তাহারাও আহারান্তে হস্ত কি মুখ প্রক্ষালন করা দরকার মনে করে না।

তার পর আবার চিন্তা করিতে লাগিলাম—আমি কিরূপে কি উপায়ে এখানে স্বাবলম্বী হইতে পারিব? উত্তরে মনে হইল, উপস্থিত ছাত্রদিগকে এ সম্বন্ধে খুলিয়া জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

ইত্যাদি নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম, আর কিছু জানিতে পারিলাম না।

ছাত্র সভা।

পরদিন প্রত্যুষে শয্যাত্যাগের পর হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া রাইমোহন কোথায় চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। কিন্তু তিনি, আমি যত শীঘ্র তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন আশা করিতেছিলাম, তত শীঘ্র ফিরিয়া আসিলেন না। যাহাই হউক, প্রায় আধ ঘন্টা পরে ফিরিয়া আসিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, "ছাত্রগণ সকলে সভা করিয়া বসিয়াছেন, তোমাকে তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইতে বলিতেছেন। চল তথায় যাওয়া যাক।" আমি কোনও কিছু

জিজ্ঞাসা না করিয়া তাঁহার কথা অনুযায়ী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

আমরা যে বাসায় ছিলাম তাহার পার্শ্বের বাসাতেও ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ বাস করিত, তথায়ই তাঁহাদের সভা আহুত হইয়াছিল। আমি রাইমোহনের সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর, তাঁহারা আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বসিলাম এবং তৎপরে তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আপনি কি করিতে চান, তাহা আমরা জানিতে ইচ্ছা করি"। ইহার নাম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসু। ইনি কলিকাতা ইউনিভারসিটীর একজন বি, এ। তাহার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম আমার কি উদ্দেশ্য, কি ইচ্ছা তাহা বলিতে পারি না। তবে কোনও উপায়ে স্বাবলম্বী হইয়া কিছু করিতে পারি কি না, তাহাই জ্ঞাতব্য।" এই কথা বলিতেই মান্দ্রাজ হইতে আগত শ্রীযুক্ত রাম রাও মহাশয়, যিনি ওখানে কাঁচের জিনিস প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করিতেছিলেন, বলিলেন, "আপনার কি উদ্দেশ্য তাহা আমরা এখন জানিতে চাই না।" এইটুকু শেষ হইতে না হইতে পূর্ব্বপরিচিত সতীশ বাবু কহিলেন, "কথা এই—এখানে স্বাবলম্বী হওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা, জাপানীগণ কোনও বিদেশীকে কোন রকম সুযোগ কি সুবিধা করিতে দিতে রাজী নহে।" তিনি আরও বলিলেন, "আমাদের এই সভা করিবার উদ্দেশ্য এই—যেহেতু একজন ভারতবাসী বিনা সম্বলে কিছু করিবে মনে করিয়া এতদূর আসিয়াছে, সুতরাং

যদিও অন্য কোন সুবিধা নাই, তথাপি সে যাহাতে কিছু করিযা খাইতে পাবে সেইরূপ আমাদেব চেষ্টা কবা উচিত। অতএব আমবা জিজ্ঞাসা কবিতেছি, যদি আপনি এখানে থাকিযা কোনও কিছু শিল্প শিক্ষা কবত স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন কবিবেন— এই কথা স্বীকাব কবেন, তবে আমবা সকলে মিলিযা চাদা কবতঃ ৪।৫ মাস কি ৬ মাস কাল আপনাকে এখানে বাখিযা ছোট বকম কোনও শিল্প শিক্ষা কবাইযা দেশে প্রত্যা বর্ত্তনেব সুবিধা কাবযা দিব। আব যদি বলেন আপনি কতকদিন থাকিযা পবে আমেবিকায চলিযা যাইবেন, তবে আপনাব কোন খবচ আমবা বহন কবিতে পাবিব না। কেনন, এই অবস্থায, মানে যদি সামান্য কিছু শিল্প শিক্ষা কবিযা পবে আপনি আমেবিকায চলিযা যান, তাহা হইলে আপনাব এই শিল্পশিক্ষায কোন ফল হইল না। আমাদেবও টাকা ব্যয কবা একরূপ বৃথা হইল মনে কবিতে হইবে। সুতবাং আমবা জানিতে চাই— আপনি আমেবিকায যাইবেন, না এখানে কোন শিল্প শিক্ষা কবিয দেশে ফিবিযা যাইবেন ?”

ফলতঃ এই কথা শুনিযাই আমাব যেন কি এক নূতন আশাব সঞ্চাব হইল। আমি তখন তাহাদেব প্রশ্নেব কোনও উত্তব দিতে পাবিলাম না। তবে পববর্ত্তী ১০ ঘণ্টাব মধ্যে উত্তব দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। অতঃপব সভা ভঙ্গ হইল, এবং সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিযা গেলেন। আমিও বাইমোহনেব সঙ্গে তাহাব বাসস্থানে চলিযা আসিলাম।

আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া আসিলাম ১০ ঘণ্টা মধ্যে, যাহা হয় তাঁহাদিগকে বলিব। সুতরাং সভা ভঙ্গের পর হইতে ভাবিতে লাগিলাম—কি করা কর্ত্তব্য। এদিকে ঘোর দরিদ্রতা, একটী পয়সাও পকেটে নাই, ঠিক পর মুহূর্ত্তেই কি উপায়ে উদরজ্বালা নিবৃত্তি করিব, তাহার কোনও উপায় নাই, অন্যদিকে নূতন আশার সঞ্চার, নূতন আশা নূতন দীপ্তি। কি করি? একদিকে বর্ত্তমানে দাঁড়াইবার স্থান নাই, গ্রাসাচ্ছাদনের একেবারেই সংস্থান নাই, অন্যদিকে যদিও নূতন তথাপি সেই নূতন আলোকচ্ছটা এতই হৃদয়ানন্দদায়ী যে, তাহাকেও দূরে তাড়াইতে অক্ষম। বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ। কি করি? আর—কি করিব? বর্ত্তমানে বাঁচিলে ত ভবিষ্যৎ। আবার ইহাও বিবেচ্য যে, বর্ত্তমানের জন্যই কি ভবিষ্যতের পথ অবরোধ করিতে হইবে? বর্ত্তমানে রক্ষিত না হইলে কে ভবিষ্যৎ রক্ষা করিতে পারে? কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে যদি কেহ দৃষ্টি না রাখিত, কেই বা বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিত? সুতরাং, বর্ত্তমান? কি ভবিষ্যৎ? এখন? কি তখন? এই সমস্ত ঘোর চিন্তায় আমার চিত্ত আলোড়িত হইতে লাগিল, মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুই স্থির হইল না। তখন বেলা প্রায় ১১টা হইয়া গিয়াছে। এমন সময় রাইমোহন আসিয়া জানাইল, আহার করিতে যাওয়া দরকার। সুতরাং তখন তাহাতেই ব্যস্ত হইলাম।

আহারাদি সমাপ্ত হইলে সকলে যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। রাইমোহনও চলিয়া গেলেন। আমি একাকী বসিয়া

বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ লইযা মাথা ঘামাইতে লাগিলাম। আবার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের চিত্রগুলি হৃদযে আঁকিয়া লইলাম। আবার মস্তিষ্ক সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। কিন্তু মীমাংসা কোথায়? আবার ভাবিতে লাগিলাম—বর্ত্তমানে বাঁচিলে ত ভবিষ্যৎ? সুতরাং কি করি? আবার মনে হইল, ভবিষ্যৎ না থাকিলেই বা বর্ত্তমান কেন চাই। লোকে মরে না কেন? আমি যদি ভবিষ্যতের দিকে না তাকাই তবে আমি এখনই মরি না কেন? ভবিষ্যৎ চাই—তাই মরি না। বর্ত্তমানের কার্য্য যেমন ভবিষ্যতে আমি কি হইব তাহা নির্দ্ধারণ করে, তেমনি ভবিষ্যতে আমি কি হইব সেই লক্ষ্যের উপরে আবার বর্ত্তমানের কার্য্যকলাপ যাহা কিছু সমস্তই নির্ভর করে। সুতরাং বর্ত্তমান যেমন আমার ভবিষ্যৎ জীবন ঠিক করিযা দেয, ভবিষ্যৎও তেমনই বর্ত্তমানের কার্য্য নির্দ্ধারণ করিযা দেয। আমি বুঝিতে পারিলাম আমেরিকায় যাওয়াটা জাপানে আসা অপেক্ষা বড়। আমেরিকায় গেলে জাপানে আসিযা যাহা শিক্ষা করা যায তাহা অপেক্ষা বেশী শিক্ষা করা যাইতে পারিবে, তাহা নিশ্চয়। সুতরাং সেই শিক্ষার পথ অবরোধ করিয়া বর্ত্তমান রক্ষা করা কিছুতেই সঙ্গত বলিয়া মনে হইল না। অতএব অবশেষে আমি এই স্থির করিলাম—বর্ত্তমানে যাহা হয় হউক। ভবিষ্যতের পথ কিছুতেই অবরোধ করিতে পারিব না। এই মীমাংসায যখন উপনীত হইযাছি, এমন সময রাইমোহন আসিযা জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাবছ?"

আমি—ভাবছি—কি করি?

রাই—কি স্থির করিলে?

আমি—আমেরিকায় যাওয়ার আশা ত্যাগ করিতে পারি না।

রাই—সে ত বর্ত্তমানে কেবল "আশা" মাত্র?

আমি—কেবল "আশা" বই কি? তথাপি তাহা ত্যাগ করিতে পারি না।

রাই—কে বলে?

আমি—তোমরাই বলিতেছ।

রাই—এত সোজা হইলে চলিবে না। জগৎ এত সোজা নয়। তোমার একটু পলিসিবাজ হওয়া উচিত।

আমি—কেমন?

রাই—আজ যদি তুমি তাহাদিগের নিকট ঐরূপ প্রকাশ কর, তাহারা তোমার জন্য আর কিছু করিবে না। তুমি কি করিবে? কোথায় যাইবে? আর কিছু বা খাইবে? সুতরাং বলি, আশা হৃদয়ে রাখ, কিন্তু কাহাকেও বলিও না। যত দিন এখানে থাকিতে হয়, এই ভাবে থাক। তারপর যদি সুযোগ পাও, চলিয়া যাইও।

আমি—তাও কি উচিত? মিছে কথা বলাটা ঠিক নয়।

রাই—তোমার যত সব গোঁড়ামী। উচিত আর অন্যায়ে কি করে? যাহা দরকার, তাহা করিতে হইবে। তাহারা যদি তোমাকে সাহায্য না করেন আজ দেখ দেখি তুমি কি করিতে পার? তাই বলি গোঁড়ামী ছাড়, যাহা দরকার তাহাই কর। আর যদি আমার কথা না শুন, তবে যাহা খুসি করিতেপার।

অতঃপর রাইমোহন চলিয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম সন্ধ্যা হইয়াছে।

স্থান হীন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। ঘোর অন্ধকারে চারিদিক সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। ছাত্রেরা দুই চার জন মিলিয়া এ গল্প ও গল্প বলিয়া কোন প্রকারে আহার্য্য প্রস্তুত না হওয়া পর্য্যন্ত সময় কাটাইতে লাগিল। আমার চিন্তাস্রোত থামিয়া আসিল। তথাপি ছাত্রদের আলাপাদি তখন আর মিষ্টি লাগিল না। আমি কাজে কাজেই বাহিরে যাইয়া, উঠানে পায়চারি করিতে লাগিলাম। অনন্ত আকাশে অবগণিত তারকা-মণ্ডলীর দিকে দৃষ্টি পড়িল, তখন আবার ভাবিতে লাগিলাম,—ইহারাও যে যাহার কাজে ব্যস্ত। ইহারাও যাহার যতটুকু ক্ষমতা কাজ করিতেছে। যাহার যতটুকু আলো দিবার ক্ষমতা আছে, তদ্দারাই জগৎকে আলোকিত করিতেছে। কিন্তু আমি কি করিতেছি? অবশের ন্যায়, কেবল অলসভাবে বসিয়া শুধু এদিকে ওদিকে তাকাইয়া, দিন কাটাইতেছি! দিন যাইতেছে, মাস যাইতেছে, বৎসর চলিয়া যাইতেছে কিন্তু কাজ হইতেছে না। সময় যাইতেছে আর ইহা ফিরিয়া আসিবে না। যাহা একবার হারাইলাম, আর ইহা ফিরিয়া পাইব না। আবার মনে হইল, আমিও চেষ্টা করিতেছি। সফলতা আর বিফলতায় আমার কোন হাত নাই। আমার চেষ্টা করা—তাহা করিতেছি, এবং করিব।

ইত্যবসরে শুনিলাম, রাইমোহন আমাকে ডাকিতেছে

সুতরাং তখন ঘরে গেলাম, এবং দেখিলাম, আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে। অতএব সকলে তখন আহার করিতে বসিলাম। আহারাদি সমাপনান্তে রাইমোহন পড়িতে বসিল, আমিও বসিলাম। কিন্তু ক্ষণকাল পরে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকাল বেলায় আব কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা কবিল না। সমস্ত দিনেও কেহই কোন কথা উল্লেখ করিল না। সুতরাং দিনটী যেরূপে হউক কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যাবেলায় দেখিলাম দরিদ্রবেশী একটী ছাত্র ঐ বাসায় (১৬ নম্বব নির্মি সুঙ্গা চো) উপস্থিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে পবিচয় হইল, এবং সামান্যরূপ আলাপও হইল। অতঃপর তিনি নিজ হইতেই স্বদেশী মুভমেণ্টেব সম্বন্ধে দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি যথাযথ উত্তর দিযা, তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম। বলিলাম,—পরদিন তাঁহার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে। তৎপরে আবার সন্ধ্যা আসিল, এবং সন্ধ্যা অতীতে রাত্রি হইল। সান্ধ্য আহারাদিও সমাপন হইল, কিন্তু আমার বিষয়ে আর কোন আলোচনা হইল না।

পবদিন দুপুর বেলা পর্য্যন্ত এই অবস্থায় কাটিয়া গেল। ভাবিলাম, তবে ব্যাপার খানা কি দাঁড়াইতেছে? কিন্তু এই অবস্থায় আমাকে আর অধিক সময় কাটাইতে হইল না। কেননা প্রায় ঘণ্টা খানিক পবই ছাত্রগণ পুনঃ মিটীং করিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি সেই স্থানে উপস্থিত হইলে পর তাগবা জিজ্ঞাসা করিলেন।—"কি, আপনি কি ঠিক করিলেন? আমি তখন বাইমোহনের উপদেশ অনুযায়ী কহিলাম—আমি এখানে থাকিয়া যে কোনও একটী শিল্প শিক্ষা করতঃ দেশে

প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ছাত্রগণ তাহাতে একটু সন্তুষ্টই হইলেন। অনন্তর অন্যান্য নানাপ্রকার কথাবার্ত্তার পর সভাভঙ্গ হইল; যে যাহার স্থানে চলিয়া গেলেন।

পরদিন সকাল বেলায়, তাহারা আমাকে নিকটেই একটী ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীতে লইয়া গেলেন। কিন্তু তথাকার প্রোপাইটার প্রথমে শিখাইতে পারিবেন না এইরূপই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু অবশেষে বলিলেন, প্রতিমাসে তাঁহাকে তিন ইয়েন (এক ইয়েন—১॥৴০ আনা) করিয়া দিলে, তিনি শিখাইতে পারেন। প্রতিমাসে তিন ইয়েন দেওয়া দুঃসাধ্য বশতঃ ঐ ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করা হইল না। কিন্তু ঐ দিনই পঞ্জাব প্রদেশ হইতে আগত মিঃ রঘু রাও হজুতে, তিনি যে ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতেন আমার সেই ফ্যাক্টরীতে যাওয়া ঠিক করিলেন। তৎপর দিন হইতে আমি ঐ ফ্যাক্টরীতে যাইতে লাগিলাম।

দুই তিন দিন আমি ১৬ নম্বর নিশি সুঙ্গা চোতে রহিলাম, এবং তথা হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে হজুর ম্যাচ্ ফ্যাক্টরীতে কাজ করিতে যাইতাম। কিন্তু দুই তিন দিন পরেই ছাত্রেরা একটী সামান্য হোটেলে আমার থাকার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এই হোটেলে যে অবস্থায় থাকিতাম, তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা নিষ্প্রয়োজন। যাহাহ হউক, তথাপি কোনরূপে তথায় থাকিতে ছিলাম। কিন্তু প্রায় আট দিন পরে যখন বিবেক আমাকে বড় তীব্ররূপে দংশন করিতে লাগিল, আর দেখিলাম ছাত্রগণও প্রতিশ্রুত চাঁদা দিতে কেমন গোলমাল করিতে লাগিলেন, তখন আর আত্ম চিন্তা গোপন করিতে পারিলাম না, তাহাদের নিকট সত্য কথা বলিয়া ফেলিলাম। ইহার ফলে, আমাকে আশ্রয়, আবাস, ও আহার্য্য শূন্য হইতে হইল। চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কিন্তু কোন উপায় চিন্তা করিতে পারিলাম না।

নিরুপায়ের উপায় ভগবান। তিনি বন্ধুহীন, উপায়হীন, পথহীন এবং নিরাশ্রয়ের বন্ধু ও সহায়। তিনি নিরূপায় জনের উপায়, এবং পথহারা জনের পথপ্রদর্শক। তিনি পথ দেখাইয়া দিলেন। সেই দরিদ্র বেশধারী ভদ্র লোকটী আসিয়া বলিলেন, "আপনি এরূপ ভাবে বসিয়া আছেন কেন? আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমার বাসায় থাকিবেন, আমি যাহা খাই, তাহাই দুইজনে ভাগ করিয়া খাইব। ঈশ্বর যদি আমাকে খাইতে দেন, তবে আপনাকেও দিবেন। আর যদি অনাহারে মরিতে হয় দু'জনেই মরিব। ভগবান আছেন, তিনি উপায় করিবেন। আর চিন্তা কবিবেন না। আপনি আসুন, আমার সঙ্গে আমার বাসায় চলুন।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া টানিলেন। আমি উঠিয়া তাঁহাব পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। গরিবই গরিবের হৃদয়-বেদনা বুঝিতে পারে। দরিদ্রই দরিদ্রের অভাব মোচন করিতে সক্ষম। নির্ধনী যথার্থ নির্ধনের কি অবস্থা তাহা অনুভব করিতে পারে, সে-ই কেবল তাহার ব্যথায় ব্যথিত হয়, আর কেহ প্রায়ই বুঝিতে চায় না, পারে না, সক্ষম হয় না। যে ব্যথিত নয় সে ব্যথিতের মর্ম্মপীড়া কিরূপে বুঝিতে পারিবে? যে দবিদ্র নয় সে দারিদ্র্যেব কি যন্ত্রণা, তাহা কিরূপে বুঝিতে পাবিবে? যাহার ধন আছে, সে নির্ধন হইলে কিরূপ কষ্ট তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিবে? দরিদ্রই কেবল দরিদ্রেব পীড়া বুঝিতে পাবে, এবং সে-ই তাহার একমাত্র বন্ধু হইতে পারে, ধনী নয়।

এই নব পরিচিত বন্ধু (অথবা আমার বলা উচিত—আশ্রয়-দাতা) একজন কর্ম্মযোগী। ইনি একজনের গৃহে একখানি ঘর ভাড়া লইয়া, তথায় স্বহস্তে নিজ আহারীয় প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা জীবন ধারণ করিতেন; এবং তাঁহার নিজের যে সামান্য কিছু বিছানা পত্রাদি ছিল, তাহাতে শয়ন করিতেন। আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করার পর, তাঁহার সহিত ঠিক সেইরূপেই দিন যাপন করিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ, বলিতে কি, আর আমার বিশেষ কোন কষ্ট কিম্বা ভাবিবার বিষয় রহিল না। আমি সেথায় থাকিয়া আরও দশ পনের দিন,হজুর ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে যাইয়া কাজ শিক্ষা করিতে লাগিলাম। বন্ধুটীও দেখিতাম নানারূপ কাজে ব্যস্ত থাকিতেন।

এ বন্ধুটীর নাম শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র লস্কর। ইনি কায়স্থ-কুলোদ্ভব। ইঁহার বাড়ী যশোর জেলায়। ইহার স্বভাবে সহ্য-গুণ যথেষ্ট, তথাপি দৃঢ়তা-শূন্য নয়। ইনি বাক্যে বেশ পটু, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যদিও ততদূর মিষ্ট গুণসম্পন্ন নয়। চরিত্র সুন্দর ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না। ইনি অসামান্য উদ্যম এবং সাহস সম্পন্ন। ভীতি সহসা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। মন সততই উন্নত পথে আরোহিত, লক্ষ্য অত্যুচ্চ ও অতি মহৎ। তিনি তখন ইংরেজি জানিতেন না। কিন্তু যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, জাপানী ভাষা শিক্ষা করিতেছিলেন। তখনই দেখিয়াছি, তিনি জাপানী ভাষা খুব ভাল বলিতে পারিতেন। তাহার মস্তিষ্ক অতিশয় পরিষ্কার, এবং সর্ব্বদা তাহার পরিচালনায় তিনি কখনও

বিরত থাকিতেন না। তখন দেখিয়াছি তিনি বঙ্গ ভাষায় সুন্দর প্রবন্ধ লিখিতে পারিতেন, এবং তদ্দ্বারা যে সামান্য কিছু রোজগার না করিতেন তাহাও নহে। জাপানে দরিদ্র বলিয়াই, লোকের নিকট তিনি তোষামোদ-পটু হইয়া মাথা নোয়াইতে জানিতেন না। উচিত কথা বলিতেন বলিয়া ভারতবাসী ছাত্রদের নিকট, তিনি ঘৃণিত ও অনাদৃত ছিলেন। তিনি ইংরেজি জানিতেন না, অথচ উচ্চ আশা হৃদয়ে ধারণ করিতেন বলিয়া সকলে তাহাকে "পাগল" আখ্যা দিতেও ত্রুটী করিতেন না। কিন্তু, তাঁহার এই দরিদ্র বেশেও জাপানীদের নিকট তিনি সেরূপ ঘৃণিত বা অনাদৃত ছিলেন না, জাপানীগণ তাহাকে বিশেষ যত্ন ও আদর করিত। অনেক সময়ে তাহার কথা একটু বেশী মুল্যবান বলিয়া মনে হইত। তিনি কথা কহিতে জানিতেন। নিম্নে তাহার একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

আমরা যেখানে থাকিতাম সেখান হইতে হঞ্জুর ম্যাচ ফ্যাক্টরী অনেকদূর। প্রত্যেক দিন সে স্থানে যাতায়াত করা আমাদের অবস্থার লোকের পক্ষে বড়ই দুঃসাধ্য। সুতরাং একদিন আমি লস্কর মহাশয়কে বলিলাম, "দেখুন হঞ্জু অনেক দূর; আমাদের হাতে একটী পয়সাও থাকে না, যদ্দ্বারা ক্ষুধিত কি তৃষিত হইলে, সামান্য কিছুও খরিদ করিয়া ক্ষুধা কিম্বা তৃষ্ণা নিবারণ করিতে পারি। কাজে কাজেই, বলিতেছি, আমাদের বাসার নিকট যে ম্যাচ ফ্যাক্টরী আছে, তাহাতে যদি আমাকে প্রবেশ করাইতে পারিতেন, তবে বড়ই সুবিধা হইত।" এই

প্রস্তাব শুনিয়া লস্কব মহাশয বলিলেন, "আচ্ছা চলুন, কাল সকাল বেলায তথায় যাওযা যাইবে।"

আমি—একটী কথা।

লস্কর –কি ?

আমি—আমবা একবাব সেখানে গিযাছিলাম (পাঠকের স্মরণ থাকিতে পাবে পূর্ব্বে ভাবতবর্ষীয আব দুই তিন জন ছাত্রেব সহিত আমি প্রথমে একটী ম্যাচ ফ্যাক্টবীতে গিযাছিলাম। এবং তথাকাব কর্ত্তৃপক্ষ প্রথমে অস্বীকাব এবং শেষে তিন ইযেন মাহিযানা লইযা ফ্যাক্টবীতে প্রবেশেব অনুমতি দিতে রাজি হইযাছিলেন। এটী ঠিক সেই ম্যাচ ফ্যাক্টবী।)

লস্কব—তাহাবা কি বলিল ?

আমি -প্রথম একেবাবে অস্বীকাব এবং শেষে মাসে তিন ইযেন কবিযা মাহিযানা দিতে বলিল , তাহা না দিলে, তাহাবা শিখাইবে না।

লস্কব—আচ্ছা চলুন কাল যাওযা যাবে, এবং দেখব এবাব আবাব কি বলে।

তৎপবে আমবা আহারাদি কবিতে লাগিলাম। আহাবান্তে লস্কব মহাশয জাপানী পডিতে লাগিলেন। আর আমি ম্যাচেব কম্পোজিসন দেখিতে দেখিতে ঘুমাইযা পডিলাম। পরদিন সকাল বেলায প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আমবা পূর্ব্বোক্ত ম্যাচ ফ্যাক্টবীতে গেলাম। ফ্যাক্টবীর প্রোপ্রাইটাব পূর্ব্বেব ন্যায় এবারও মাসে তিন

ইয়েন করিয়া মাহিয়ানা চাহিল। লস্কর মহাশয় তৎপরে তাহার সহিত নিম্নলিখিত প্রকারে আলাপ করিতে লাগিলেন।

লস্কর—দেখুন, আমরা গরিব মানুষ, মাসে তিন ইয়েন করিয়া কিছুতেই দিতে পারি না।

প্রো—তাহা আমি কি করিব। উহা না হইলে আমরা প্রবেশ করিতে দিতে পারি না। আমাদের ইহাতে ক্ষতি হয়।

লস্কর—কিরূপ ক্ষতি ?

প্রো—কাজের ক্ষতি। অনেক সময় জিনিসেরও ক্ষতি হয়।

লস্কর—সে অবশ্যই সম্ভবপর। কিন্তু দেখুন, আমরা কিছুতেই কোন টাকা পয়সা দিতে পারি না।

প্রো—তাহা না হইলে চলিবে না; আমরা শিখাইতে পারিব না।

লস্কর মহাশয় তখন একটু গুরুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "আপনি যদি ইহাকে আপনার এই ফ্যাক্টরীতে প্রবেশ করিতে না দিন, এবং না শিখান, তবে আর কখনও যাহাতে আপনার ম্যাচ ভারতবর্ষে না যাইতে পারে আমি তাহার ব্যবস্থা করিব। এই সপ্তাহের ডাকেই ভারতবর্ষীয় সমস্ত সংবাদপত্রে আমি আপনার এই কথা লিখিয়া দিব। আমি দেখিব, আপনি কিরূপে ভারতবর্ষে আপনার ম্যাচ রপ্তানী করিতে পারেন।" এই কথা বলিয়া লস্কর মহাশয় আর অধিক বিলম্ব করিলেন না, এবং ঠিক যেন তখনই চলিয়া আসিবেন এরূপ ভান করিলেন। তখন প্রোপ্রাইটার

মহাশয় আমাদিগকে আর একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া কক্ষান্তরে গেলেন। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া প্রকাশ করিলেন, "আচ্ছা, তবে কাল থেকে উনি এখানে এসে কাজ শিক্ষা করিবেন। আমরা যতদূর পারি চেষ্টা করিয়া তাহাকে শিক্ষা দিব।" আমরা তাহার এইরূপ অনুমতিতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া, তাহার নিকট হইতে বিদায় হইলাম।

হংকংএ প্রত্যাবর্ত্তন।

আমাদের এই কৃতকার্য্যতায়, আমি যে কতদূর সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা আমি লিখিতে অক্ষম। যাহাই হউক, পর দিন সকাল বেলায় নিয়মিত সময়ে ফ্যাক্টরীতে উপস্থিত হইয়া প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে পর তিনি আমাকে সমস্ত প্রধান প্রধান কারিকরদিগের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, আমি তাহাদিগকে যাহা জিজ্ঞাসা করি তাহারা যেন অকুণ্ঠিত ভাবে তাহা আমাকে বলিয়া দেয়। অতঃপর আমি কারিকরদের সঙ্গে কাজ করিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নে যখন সকলে আহার করিতে গেল, আমিও তখন বাহিরে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু প্রোপ্রাইটার আমাকে তাহার নিকট ডাকিয়া বসাইয়া, ফল ফলারী ইত্যাদি দ্বারা বেশ জলযোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তৃপ্তির সহিত সেইগুলি ভক্ষণ করিলাম।

মধ্যাহ্নের ছুটীর পর আবার সকলে কার্য্যে যোগদান করিল, আমিও তখন তাহাদের সহিত মিলিয়া পুনরায় কাজ করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার সময় ছুটী হইলে বাসায় আসিয়া দেখিলাম, লস্কর মহাশয় রাত্রির জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুপুর বেলায় আসিলেন না কেন?" আমি তাহাকে প্রোপ্রাইটারের অতিথি-সৎকারের বিষয়টা খুলিয়া বলিলাম, এবং পূর্ব্বদিনের ব্যাপার চিন্তা করিয়া দুইজনে হাসিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে রান্না শেষ হইয়া গেল। তৎপর ভোজনান্তে উভয়ে যে যাহার কাজে ব্যস্ত হইলাম। পরদিনও সকাল বেলায় সেইরূপ ফ্যাক্টরীতে চলিয়া গেলাম, দুপুর বেলায় প্রোপ্রাইটারের ওখানে জলযোগ করিলাম, এবং সন্ধ্যা-বেলায় বাড়ী আসিয়া আহার করিলাম। এইরূপে তিন মাস কাল এই ফ্যাক্টরীতে অতিবাহিত করিলাম।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুধাংশুমোহন দত্ত এই দুইজন, এবং আমরা দুইজনে মিলিয়া, ১৬ নম্বর নিশিসুজাচো হইতে পাঁচ মিনিট সময়ের রাস্তা উত্তর দিকে মাসিক ছয় ইয়েন ভাড়ায় একটা বাড়ী ঠিক করিয়া চারি জনে তথায় বাস করিতে লাগিলাম। ঘর খানা কাষ্ঠনির্ম্মিত, দ্বিতল। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু এবং সুধাংশু বাবু উপরে অবস্থান করিতে লাগিলেন, এবং আমরা দুই জন নীচে থাকিতে লাগিলাম।

এখানে নিম্নলিখিত রূপে আমরা খরচাদি করিতাম,—বাসা-ভাড়া ছয় ইয়েন, চাকরাণীর মাহিয়ানা তিন ইয়েন, এবং মাসে প্রায় এক ইয়েনের কাঠের কয়লা আমাদের খরিদ করিতে হইত। এতদ্ব্যতীত আমাদের খাবার খরচ। আমরা দুবেলায় প্রায়ই একটী ডাল ও একটা তরকারী রান্না করিতাম। সপ্তাহে প্রায়ই দুই তিন দিন করিয়া ডিম কি মাংস রান্না হইত। এইরূপে খাওয়া দাওয়া করিয়া বাসাভাড়া সমস্ত সহ মাসে আমাদের দশ ইয়েনের (প্রায় ১৬ টাকা) বেশী কখনও খরচ হইত না। এখানে বলা আবশ্যক যে, অন্য খরচের সঙ্গে ইহার অবশ্য কোন বেশী সম্বন্ধ নাই। তথাপি, আমার বিশ্বাস, মাসে পঁচিশ কি ত্রিশ টাকা হইলে জাপানে থাকা যাইতে পারে। আমরা যে ভাবে ছিলাম, তাহা নিতান্ত খারাপ ভাব বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত যোগেশ বাবু আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহার অবস্থা জাপান-প্রবাসী অনেক ছাত্র অপেক্ষাই কোন ক্রমে খারাপ ছিল না। তিনিও এই অবস্থায় থাকিতে কোনও কষ্ট বোধ করিতেন না, বরং সন্তুষ্টই ছিলেন। শ্রীযুক্ত সুধাংশু বাবু অনেক সময়েই বলিতেন "আমরা যথেষ্ট খাই, এত উহারা (অন্যান্য ছাত্রগণ) কিছুতেই খাইতে পারে না। ইহাতে আমাদের খরচ এত কম হইতেছে।"

যাহা হউক, এই অবস্থায় প্রায় এক মাস অতীত হওয়ার পর লস্কর মহাশয় কোন এক সুযোগে জাপান হইতে আমেরিকায় চলিয়া গেলেন। আর পনের কি বিশ দিন পর যোগেশ বাবু এবং

সুধাংশু বাবুও মার্কিণে চলিয়া গেলেন। সেই সঙ্গে আমিও আমেরিকায় যাওয়ার চেষ্টা করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু প্রায় ত্রিশ ইয়েনের অকুলন হওয়াতে আমি যাইতে পারিলাম না। সুতরাং তৎপরেই ঠিক করিলাম, আর জাপানে থাকিব না, এখান হইতে ফিরিয়া হংকংএ চলিয়া যাইব। তথায় ছয়মাস কি বৎসর কাল চাকুরী করিয়া টাকা সংগ্রহ করতঃ আমেরিকায় চলিয়া যাইব। ইহাহ ঠিক করিয়া আমি টকিও হইতে কোবে সহরে চলিয়া গেলাম।

রাত্রিকালে গাড়ীতে চাপিয়া তৃতীয় দিন সকাল বেলায় কোবেতে পৌঁছিলাম। ওখানে উপস্থিত হইয়া তথায় "নানা ভাই" নামে একজন রেশমব্যবসায়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমার হংকংএ যাওয়ার অভিপ্রায় তাহাকে অবগত করাইলাম। কিন্তু তিনি, আমার কথা বুঝিতে পারেন না বলিয়া বলিলেন, "আপনি এখান হইতে ওসাখায় মিঃ করের নিকটে চলিয়া যান। তিনি বাঙ্গালী, তাহার কাছে সমস্ত কথা খুলিয়া বলুন। তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। তিনি আমাকে সবিশেষ অবগত করাইবেন ; এবং যাহা করিতে হয় তৎপর করা যাইবে। সুতরাং ঐদিনই আমি কোবে হইতে ওসাখায় চলিয়া গেলাম, এবং সন্ধ্যা বেলায় তথায় মিঃ করের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

মিঃ করের সম্পূর্ণ নাম বোধ হয় ('এখন আমার যেরূপ মনে হয়) শ্যামাচরণ কর। বাড়ী যশোহর জেলায়। তিনি দেখিতে শ্রী। গায়ের রং ধপ্‌ধপে সাদা না হইলেও, বলিতে পারি—

গৌর বর্ণ। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি দেখিতে সুন্দর, সুশ্রী ও সুপুরুষ। লেখাপড়ায় ইউনিভার্সিটীর গ্রেডে তিনি কতদূর উঠিয়াছিলেন তাহা জানি না; তবে, বোধ হয়, বড় বেশী দূর নয়। কিন্তু তাঁহার মনটী সুশিক্ষিতের ন্যায় উন্নত, হৃদয়টী স্বদেশ-প্রেমে পরিপূরিত। এই সব তাহার মুখে প্রকাশ পায় না, কার্য্যে প্রকাশ পায়। তিনি জাপানে আসিবার পূর্ব্বে কতক দিন বোধ হয় বোম্বাই সহরে কোন এক বণিকের ঘরে টাইপ্ রাইটিং করিতেন। তথা হইতে কোন কিছু শিক্ষা করার অভিলাষে এত সুদূর প্রবাসে আসিয়া স্বীয় উদ্যম ও চেষ্টার ফলে এই ওসাখাতে কোনও এক ধনীর ঘরে প্রায় দুই শত ইয়েন মাসিক বেতনে টাইপ্ রাইটারী করিতেছেন। মাসে দুই শত ইয়েন একজন টাইপ্ রাইটারের পক্ষে যথেষ্ট, মনে করিতে হইবে। কিন্তু যদিও তিনি টাইপ্ রাইটার, এবং যদ্যপি এত টাকা মাসে রোজগার করিতেছেন তথাপি সুখের বিষয় তিনি অহঙ্কারী নহেন। তাহার স্বভাবটী অতি সুন্দর। তিনি মিষ্টভাষী এবং ভদ্র ব্যবহারী। যিনি যে অবস্থায় পতিত হইয়াই তাহার নিকট যান না কেন, সেখানে তিনি ভদ্রোচিত ব্যবহার পাইয়া থাকেন। বলা বাহুল্য আজ পাঁচ বৎসরের অধিক কাল পরে তাঁহার সম্বন্ধে এই কথাগুলি লিখিতে আমি বড়ই সন্তোষ লাভ করিতেছি। এগুলি তোমাদের কথা নয়। আজ তিনি আমার নিকটে নাই। জাপান পরিত্যাগ করার পর আর তাঁহার সঙ্গে আমার কোনও রূপ চিঠি পত্রও লেখালেখি হয় নাই। সুতরাং আমি

যাহা বলিতেছি, তাহা তোমামোদের কথা নয়, ঠিক তিনি যাহা তাহাই লিখিলাম।

সন্ধ্যা বেলায় আমি যখন তাঁহার বাসায় উপস্থিত হইলাম, তিনি তখন বাসায় ছিলেন না। কিন্তু ঘরের চাকরাণী আমাকে বসিবার ঘরে বসিতে বলিল। আমি তথায় বসিয়া মিঃ করের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় পাঁচ মিনিট পর তিনি বাসায় আসিলেন এবং তৎপর প্রায় আরও দুই মিনিট পর তিনি আমাকে তাঁহার উপরের ঘরে ডাকিয়া লইলেন। আমি উপরে গেলে পর তিনি আমার সমস্ত পরিচয় এবং কোথা হইতে কি প্রকারে তাঁহার অনুসন্ধান লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম, এ সমস্ত বিষয় আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমিও একে একে সমস্ত বিষয় গুলি তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। কিন্তু, অবশেষে যখনই আমি বলিলাম, "আমি হংকংএ প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়া কোবেতে ভারতবাসী বণিক-দিগের নিকট আসিয়াছি। তাঁহারা যদি, তাঁহাদের জাপান হইতে হংকং পর্য্যন্ত যে প্যাসেজটী আছে, তদ্দ্বারা আমাকে হংকং পর্য্যন্ত পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।" এই কথা বলিবা মাত্রই মিঃ কর আমাকে বাধা দিয়া কহিলেন, "না, না! আপনি কখন এরূপ কথা মুখেও আনিবেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করুন, এই জাপানে যদি না খেতে পেয়ে মরিতেও হয়, তথাপি জাপান হইতে এক পা পশ্চাৎ দিকে ফিরিয়া চলিবেন না। আপনার আমেরিকা যাওয়াতে আর যদি কেহই

সাহায্য না করে, আমি নিজে আপনাকে আমেরিকায় পাঠাইয়া দিব।" শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইলাম। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম তাহা স্থির, গম্ভীর ও প্রশান্ত। আমি আর কিছু বলিলাম না। তখন তিনি আবার বলিতে লাগিলেন, "আপনি একটু খারাপ করিয়াছেন। উহাদের কাছে হংকং যাওয়ার মত প্রকাশ করিয়া, একটু অন্যায় করিয়াছেন। যাহাই হউক, "নানাভাইর" পাছে বলিয়াছেন, সুতরাং ভয়ের বিশেষ কিছু কারণ নাই। সে (নানাভাই) এই জন্যই আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছে। আমি এখন বাহিরে যাইয়া, তাহাকে ফোন করিয়া যাহা করিতে হয় জানাইতেছি। আপনার আর ভাবিবার কোন কারণ নাই।"

মিঃ কর তখনই বাহিরে চলিয়া গেলেন, এবং প্রায় পনের মিনিট পরে ফিরিয়া আসিলেন। আমি তাহাকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না। তিনি তখন তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা আমাকে বলিয়া শুনাইলেন।

ইতিমধ্যে চাকরাণী আসিয়া সংবাদ দিল, "খাবার তৈয়ার হইয়াছে।" সুতরাং আমরা আহার করিতে চলিলাম।

পর দিন রবিবার বিধায় আমরা উভয়েই এক সঙ্গে কোবেতে গেলাম। সেখানে নানা ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, এবং তথায় জানিতে পারিলাম H. H. Aga Khan জাপানে আসিয়াছেন, এবং ঐদিন কোবে পরিত্যাগ করিয়া ষ্টিমার যোগে ইয়োকাহামাতে চলিয়া গেলেন। আর ইহাও

'শুনিতে পাইলাম, যে তিনি ইয়োকোহামা হইতে টকিওতেও যাইবেন।

এই সংবাদ শুনিয়া মিঃ কর আমাকে বলিলেন, আপনি আজই টকিওতে চলিয়া যান। এবং কাল কি পরশুদিন His Highness Aga Khanএর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আপনার আমেরিকা যাওয়ার বিষয় তাঁহাকে জানাইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করুন। এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ আমি অস্বীকৃত হইলাম। কেননা তিনি বড়লোক। রাজা প্রজা, জমিদার, তালুকদার, ইহাদের প্রতি আমার মত ততটা ভাল নয়। কারণ কেহ সহজে তাহাদিগের দেখা পায় না। সচরাচর তাঁহারা পরের হাতে খাইয়া থাকে। তার পর আবার তাঁহারা অনেক সময় বাবু শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। এই সব কারণে বড়লোকের কথাটা আমার কাণে বড় মিষ্টি লাগে না। কিন্তু সকলেই একরূপ নয়। বড়লোকদিগের মধ্যে অনেকে যথার্থই বড় লোক, ইহা শুনিয়াছি। H. H. Aga Khan কিরূপ, তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। সুতরাং প্রস্তাব হওয়া মাত্র আমি একেবারে অস্বীকৃত হইলাম। কিন্তু অবশেষে মিঃ কর যখন বলিলেন, 'আপনি যান আমি টাকা দিতেছি, আপনার কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই। কিছু না হয়, আমার টাকা নষ্ট হইবে, তাহাতে আমি দুঃখিত হইব না। 'আপনি যান তাঁহার সহিত দেখা করুন, দেখুন কি হয়।" তখন আর প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না। সুতরাং সেই দিন রাত্রির গাড়াতেই আমি

পুনরায় টকিওতে চলিয়া গেলাম। টকিওতে পৌঁছিয়া প্রথমে স্বরেন বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার টকিওতে প্রত্যাবর্ত্তন দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। আমি তখন তাহাকে প্রত্যাগমনের কারণ খুলিয়া বলিলাম, এবং একখানা দরখাস্ত লিখিতে অনুরোধ করিলাম। তিনি অগৌণে সেই অনুরোধ রক্ষা করিলেন। পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া দরখাস্ত খানি লইয়া আমি ইয়োকোহামাতে চলিয়া গেলাম। সেথায় His Highness যে হোটেলে উঠিয়াছিলেন, তথায় তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু জানিতে পারিলাম, তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। ঐ দিন কিম্বা, তৎপর দিনে হোটেলে ফিরিবেন, তাহা ঠিক নাই। বিফল মনোরথ হইয়া টকিওতে ফিরিয়া আসিব ঠিক করিয়াছি, এমন সময় মনে হইল, দেখা না পাইলাম, কিন্তু দরখাস্ত খানা যাহাতে তাহার হাতে পৌঁছিতে পারে এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত। সুতরাং তখনই পোষ্টাফিসে যাইয়া হোটেলের ঠিকানায় দরখাস্ত খানা রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইয়া দিলাম এবং পরে টকিওতে ফিরিয়া আসিলাম।

দুই দিন পর আবার কাগজে দেখিলাম His Highness ইয়োকোহামাতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। অতএব আর ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া, তখনই ইয়োকোহামাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ইয়োকোহামায় উপস্থিত হইয়া হোটেলে গেলাম। সেখানে হোটেল-ক্লার্কের নিকট আমার নামের কার্ড দিয়া

• His Highness Aga Khanএর সহিত সাক্ষাৎ করার অভিলাষ জানাইলাম। বয় কার্ডখানা লইয়া উপরে গেল। ইতি মধ্যে His Highness নীচে চলিয়া আসিলেন, এবং ক্লার্কের নিকট কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। এমন সময় বয় আসিয়া আমার কার্ডখানা তাহার সম্মুখে রাখিল। তিনি তখন আমার দিকে তাকাইলেন, আমি তাঁহাকে অবনত হইয়া সেলাম করিলাম। তিনি তখন কহিলেন, "আমি আপনার প্রেরিত দরখাস্ত পাইয়াছি, এবং যাহা কর্ত্তব্য তাহাও সেক্রেটারীকে বলিয়া দিয়াছি। আপনি টকিওতে ফিরিয়া গেলে সমুদয় জানিতে পারিবেন।" আমি তখন পুনরায় সেলাম করিয়া, বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া টকিও অভিমুখে ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া কোনও চিঠি পত্র কিছুই পাইলাম না। সমস্ত দিন হাঁ করিয়া রহিলাম, কোনও চিঠি পত্র আসিল না। তারপর দিনও ঐরূপ আশায় আশায় রহিলাম, কিন্তু কোনও সংবাদই আসিল না, আমি হতাশ হইলাম।

একদিন, দুইদিন, তিনদিন কাটিয়া গেল। ক্রমে সপ্তাহ কাটিয়া গেল, তবুও কোন সংবাদ পাইলাম না। তখন আবার ওসাখায় ফিরিয়া যাইব, এইরূপ স্থির করিলাম। আরও দুই এক দিন কাটিয়া গেল। আমি আর তখন His Highnessএর চিঠি পত্রের কোনও প্রত্যাশা করিতেছিলাম না। কিন্তু, টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে, ওসাখায় কিরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিব—তাহাই ভাবিতেছিলাম। মিঃ কর দুই তিন দিন পর টকিও হইতে

ওসাখায় যাওয়ার খরচ পাঠাইবেন বলিয়াছেন। সে টাকা এখনও পৌঁছিতেছে না। এখন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। ঐদিন সন্ধ্যা বেলায় পিয়ন আসিয়া আমাকে আট ইয়েনের এক মণিঅর্ডার দিল। আমি নিশ্চিন্ত হইলাম। সেদিন আর গাড়ীর সময় নাই, কিন্তু পর দিনই ওসাখায় ফিরিয়া যাওয়া ঠিক করিলাম। রাত্রি কাটিয়া গেল। তারপরও দুঘণ্টা কাটিয়া গেল। আরও দুই তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে, তাহাই ভাবিতেছিলাম। এমন সময়ে কে আসিয়া বলিল, "মিঃ ঘোষের রেজেষ্টারী চিঠি আছে।" প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল, যাইয়া দেখিলাম যথার্থই আমার নামে এক খানা রেজেষ্টারী পত্র আছে। নাম সহি করিয়া দিলাম, পিয়ন বিদায় হইল, আমি পত্র খুলিয়া দেখিলাম, পত্র খানা বাস্তবিকই সুসংবাদ বহন করিতেছিল।

চিঠিখানা খুলিয়া দেখিলাম লিখিত রহিয়াছে 'His Highness আগা খান আমাকে আপনার নিকট পঞ্চাশটী ইয়েন পাঠাইতে আদেশ করিয়া আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন যে, নানারূপ কারণে তিনি আপনাকে আর বেশী কিছু সাহায্য করিতে পারিলেন না বলিয়া তিনি দুঃখিত। Sd Private Secretary to H H Aga Khan আমি চিঠি খানা লইয়া তৎক্ষণাৎ সুরেন বাবুর নিকটে চলিয়া গেলাম। তিনি বাসায়ই উপস্থিত ছিলেন। আমি তাহাকে চিঠিখানা দেখাইলে তিনিও অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং বলিলেন, "বাকি টাকা নিশ্চয়ই

যোগাড় হইবে। আপনি আজই ওসাখায় চলিয়া যান।" এই শুভ সংবাদে সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।

যাহাই হউক, আমি ঐদিন রাত্রের গাড়ীতে ওসাখায় চলিয়া গেলাম। তথায় পঁহুছিয়া মিঃ করের নিকট সমস্ত বিবৃত করিলাম। তিনি সমস্ত কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তখনই কোবেতে মিঃ নানা ভাইএর নিকট টেলিফোন যোগে সংবাদ দিলেন। এবং তাঁহার মতানুসারে পরদিন সকাল বেলায় আমি কোবেতে "নানা ভাইয়ের" নিকট চলিয়া গেলাম। তিনি তাঁহার আফিসেই উপস্থিত ছিলেন, তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনিও আমার কৃতকার্য্যতার সংবাদে বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর টেলিফোন্ হাতে লইয়া প্রায় আধঘণ্টা সময় ব্যয় করিয়া নানা জনের সঙ্গে কি কি আলাপ করিলেন, এবং অবশেষে আমাকে বলিলেন, "আরও পঁয়তাল্লিশ ইয়েনের যোগাড় হইল। ইহাতে কুলাইবে কি না?" আমি বলিলাম "এই যথেষ্ট হইয়াছে, আর দরকার নাই। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।" অতঃপর মিঃ "নানা ভাই" আমাকে বলিলেন, "এইবার জাহাজের অনুসন্ধান করুন এবং যত শীঘ্র জাপান পরিত্যাগ করিতে পারেন তাহাই করুন।" আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া দুই তিনটা ষ্টীমার কোম্পানীতে যাইয়া তাহাদের ষ্টীমার কখন ছাড়িবে, কত ভাড়া, কত দিন লাগিবে, ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। জানিতে পারিলাম, "নিপন-ইয়োসান কাইসা" কোম্পানীর জাহাজ ৬ই জানুয়ারী তারিখে

"কোবে" হইতে ছাড়িবে। এই কোম্পানীর ষ্টীমারে ভাড়াও কম, সময়ও অল্প লাগে ; সুতরাং এই ষ্টীমারে যাওয়াই ঠিক করিয়া আমি ওসাখায় ফিরিয়া গেলাম। তথায় মিঃ করের নিকট এ সব খুলিয়া বলিলাম। তিনি আরও পঁয়তাল্লিশ ইয়েনের যোগাড় হইয়াছে শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপর জাহাজের কথাও তাহাকে বলিলাম। ৬ই জানুয়ারীই যাওয়ার দিন ধার্য্য হইল। তৎপব আমি ঐ তারিখেব জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

ওসাখা জাপানের একটী প্রধান নগব। জাপানের প্রায় সমস্ত আবশ্যকীয় মেসিনারী, কল কারখানা, এইখানে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওসাখা জাপানের বারমিংহাম। যত কিছু মেসিনারী দরকার, প্রায় সমস্তই ওসাখায় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ওসাখায় অন্যান্য নানা প্রকার কাববার কাবখানাও আছে। এটা একটী সম্পূর্ণ ম্যানিউফ্যাকচারিং সিটি।—বাণিজ্য ও ব্যবসাযে বোধ হয় ওসাখাই জাপানের সর্ব্বাগ্রগণ্য। এখানে অনেক ম্যাচ্-ফ্যাক্টরী আছে। আমি অনেক সময় গিয়া এ সব পরিদর্শন করিয়াছি।

যখন আমি ম্যাচ্ম্যানিউফ্যাকৃচারিং শিখিতেছিলাম, তখন মনে হইতোছল, ইহার কাঠি ও বাক্সগুলি কিরূপে তৈয়ার করিতে হয়, তাহা না জানিলে ম্যাচ্ তৈয়ার করা সম্পূর্ণ-রূপে শিক্ষা করা হয় না। কিন্তু ওসাখায় আসিয়া যখন ম্যাচ্-ফ্যাকৃটারী দেখিলাম, এবং কোবেতে যাইয়া যখন ইহার কাঠি প্রস্তুতের কারখানা দেখিলাম, তখন আমার পূর্ব্বের সে ভ্রম ঘুচিয়া

গেল। বুঝিতে পারিলাম একজন লোকের পক্ষে একটী ম্যাচ্-ফ্যাক্টরী ও আর একটী কাঠির ফ্যাক্টরী পরিচালনা করা প্রায় সম্ভবপব নয় বলিলে ও অত্যুক্তি হয না। একজনে কিছুতেই দুটী ফ্যাক্‌টরী সুশৃঙ্খলা রূপে চালাইতে পারে না। সুতরাং কাঠি প্রস্তুত করিতে না জানাগেলেই যে ম্যাচ প্রস্তুত কবা সম্পূর্ণ শিক্ষা হইল না, ইহা ঠিক নয। একটী সম্পূর্ণ কাজ যখন অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, তখন নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তাহার সব কযেকটী ভাগ সম্পন্ন করণার্থ এক একটী লোক এক এক কাজে নিযুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই Division of labour বলে। দেশালাই প্রস্তুত করিতে একই জনে কেমিষ্ট, কারিকব, সুতার, করাতী এবং পাইকার প্রভৃতি হইতে পারে না। কিন্তু এক দেশালাইর কারবাবে এ সব গুলি বিভাগ রহিয়াছে। এক একটী বিভাগেব কাজ এক এক জনে সম্পন্ন করিযা থাকে। আমাদের দেশে এই বিষয়টী অপ্রচলিত বলিয়া শুধু ম্যাচ্‌ফ্যাক্টবী কেন, অনেক ফ্যাক্টরীই ফেল হইয়া যাইতেছে।

যাহাই হউক, এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা প্রকার ইনষ্টিটিউসনাদি পরিদর্শন করিয়া অবশিষ্ট কয়েক দিন কাটাইযা দিলাম। যথাসময়ে ৬ই জানুয়ারী সমাগত হইল। আমি নিপন-ইযেসান কাইসা কোম্পানীর ষ্টীমার্ যোগে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী তারিখে বেলা প্রায় ১১টার সময় কোবে পরিত্যাগ করিয়া আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

ঐদিন সন্ধ্যাবেলায় জাহাজ খানি ইয়োকোহামাতে উপস্থিত হইল। আমি জাপানে পরিচিত বন্ধুদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে ইয়োকোহামা হইতে টকিওতে চলিয়া গেলাম। প্রায় দুইঘণ্টা পর টকিওতে পঁহুছিয়া সুরেন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সেই রাত্রি তাঁহার সঙ্গে অবস্থান করিলাম। পরদিন প্রাতে বোম্বাই, মান্দ্রাজী, বাঙ্গালী ও আর আর সকল বন্ধুদের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া বেলা প্রায় দশটার সময় টকিও পরিত্যাগ করিলাম, এবং যথাসময়ে ইয়োকোহামাতে উপস্থিত হইয়া ষ্টীমারে উঠিলাম। আর এক ঘণ্টার পর, বেলা প্রায় দেড়টার সময় ষ্টীমারখানি ইয়োকোহামা বন্দর হইতে নঙ্গর তুলিয়া ধীরে ধীরে প্রশান্তমহাসাগর পার হইবার জন্য বিদায় গ্রহণ করিল। জাহাজে প্রায় দুই তিন শত জাপানী আরোহী জুটিয়াছিল। তীরে দাঁড়াইয়া তাহাদের সমাগত বন্ধুগণ রুমাল দোলাইয়া বিদায় সম্ভাষণ জানাইল, এবং সমুদ্রযাত্রায় মঙ্গল কামনা করিয়া বিদায় দিল। আমি স্থির চিত্তে, অনিমেষ নেত্রে এই দৃশ্যাবলী দেখিতেছিলাম। আমার নয়নদ্বয়ও যেন কিছু খুঁজিতেছিল। চিত্ত যেন কি সুখ সম্ভোগ করিতে প্রয়াস পাইতেছিল। বোধ হয় মন কোনও একজন পরিচিত ভারতবাসীর নিকট ঠিক ঐ প্রকারে বিদায় প্রার্থনা করিতেছিল। কিন্তু হায়! মনের আর সে সুখ ভোগ করা হইল না। অবশেষে মন প্রকৃত সুখের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাই

উপভোগ করিতে লাগিল। ষ্টীমার খানি তীর ছাড়িয়া ধীরে ধীরে দূরে চলিতে লাগিল।

জাপান হইতে বিদায় কালে, জাপান সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এখানে বলিয়া যাওয়া দরকার। বর্ত্তমানে এশিয়া মহাদেশে এই সর্ব্বাগ্রগণ্য প্রবল প্রতাপান্বিত জাপানীজাতির সম্বন্ধে সামান্য কিছু বর্ণনা করিতেও বোধ হয় আমার এই দুর্ব্বল লেখনী সক্ষম হইবে না, সেই দিকে আমি চেষ্টাও করিব না। তবে মোটামোটি কয়েকটী কথা বলিয়া যাইব। জাপানীগণ দেখিতে গৌরবর্ণ। প্রায়ই খর্ব্বাকৃতি। চক্ষু, নাসিকা, চীনাদেরই মত; কিন্তু তাহাদের মত ইহাদের মাথায় পিগ্‌টেল নাই। শুনা যায় পূর্ব্বে ইহারাও চীনাদেরই ন্যায় ছিল, মাথায়ও চুল রাখিত। বর্ত্তমানে তাহারা ইংলিশ ফ্যাশানে চুল কাটিয়া থাকে। বেশ-ভূষায় জাপানীগণ অনেকে দেশীয় পরিচ্ছদ 'কিমনো'ও পরিধান করে। অনেকে আজ কাল ইউরোপিয়ান পরিচ্ছদও পরিধান করিয়া থাকেন।

জাপানী স্ত্রীলোকগণও পুরুষদের মত কিমনো পরিধান করে। ইহারা চুলে নানাপ্রকার খোঁপা বাঁধিয়া থাকে। তাহারা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। সৌন্দর্য্য পরিবদ্ধনার্থ অনেক সময় তাহারা ক্ষুর হস্তে আপন ভ্রু ইচ্ছানুযায়ী সুন্দর করিতে চেষ্টা করে। তাহাদের পক্ষে টয়েলেট পাউডার নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু।

জাপানীগণ নম্র, ভদ্র এবং মধুর প্রকৃতি-সম্পন্ন। ক্ষমতায় অতি বড়। শরীরে শক্তি অসীম। কিন্তু মুখে কথাটীও নাই।

অনেকেই শুনিয়াছেন, জাপানীগণ চেরী ফুল বড় ভাল বাসে। চেরী ফুল ফুটিবার সময়ে তাহারা দলে দলে চেরীবনে গমন করে। জাপানীগণ তাহাদের জীবনকেও বস্তুতঃ চেরী ফুলের ন্যায় মনে করিয়া থাকে। জীবন ফুটিবার জন্যই; ফুটিবে, সৌরভ বিতরণ করিবে, আবার যথাসময়ে শুকাইয়া যাইবে। জাপানীরা এই বিষয়ে অনেকাংশে ফরাসীদের মত। জীবনে যাহা কিছু সমস্তই যেন খেলা। যেন আমরা এই পৃথিবীতে খেলিতে আসিয়াছি, এবং যাহা কিছু করিতেছি, করি, কিম্বা করিব, তাহা সমস্তই খেলা ভিন্ন আর কিছুই নয়। জাপানীদেরও মত—ফুটিয়া উঠিব, এবং সময়ে, ঝড়িয়া পড়িব। কিন্তু জাপানীগণ শুধু এই নয়; তাহারা অন্যদিকে আবার ইংরেজদের মত Reserve এবং Serious. জাপানীরা ভয়ঙ্কর পরিশ্রমী। এক মুষ্টি ভাত ও সামান্য একটু চা'র জল খাইয়া সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। শুনিয়াছি রুশো-জাপান যুদ্ধে জাপানীগণ শুকনা ভাত যুদ্ধের রসদ রূপে ব্যবহার করিয়াছিল। জাপানী সৈন্যগণ এই শুক্‌নো ভাত খাইয়া পৃথিবীতে এত বড় যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়াছে।

জাপানীদের পার্লিয়ামেণ্ট আছে। জাপান-সম্রাট পার্লিয়া-মেণ্টের মতানুযায়ী জাপান সাম্রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জাপানও জার্ম্মেনীর মত একটী মিলিটারী ষ্টেট। সামরিক বিভাগের দিকে জাপান-গভর্ণমেণ্টের প্রখর দৃষ্টি। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, জাপান-সম্রাট স্বয়ং মাসে দুইবার

করিয়া সমর-কৌশল-প্রদর্শনী ভূমিতে উপস্থিত হইয়া: সৈন্যদের যথারীতি কৌশলাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন। জাপান মিলিটারী-ষ্টেট হইলেও প্রজাগণ তাহাতে অসুখী নয়, বরং উত্তরোত্তরই শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে।

জাপান ব্যবসা বাণিজ্যেও আজ কাল বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। পৃথিবীতে যে কোন সভ্য দেশেই জাপান-প্রস্তুত নানাপ্রকার সামগ্রী পাওয়া যায়। জাপানীগণ ব্যবসা-বাণিজ্যে আজকাল বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে। তাহারা প্রস্তুত না করিতে পাবে এমন জিনিস আজকাল খুব কম। জাপানীরা অনুকরণে বড়ই মজবুত। আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর যেখানে যাহা জাপানীরা দেখিয়াছে জাপানী তাহা অবিকল প্রস্তুত করিয়াছে।

অনেক জাপানী এখন আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে অবস্থান করিতেছে। সেখানে তাহারা যে দিন যাহা দেখিতেছে, তৎপর দিন জাপানে নকল একটী তৈয়াব করি তে প্রয়াস পাইতেছে।

সাধাবণ শিক্ষায়ও জাপান যথেষ্ট অগ্রসব হইতেছে। জাপানে বর্ত্তমানে শতকরা প্রায় ৯৫ জন লোক লিখিতে পড়িতে সক্ষম। দেখিয়াছি রিক্সাওয়ালাগণ রিক্সায় আরোহী লইয়া দৌড়াইতেছে এবং যেখানে আরোহী অবতরণ কবিয়াছে, সেই থানেই দাঁড়াইয়া, গামছা দিয়া ললাটের ঘাম মুছিয়া ফেলিয়া কোমর হইতে সংবাদ-পত্র খুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই পড়িতেছে। এমনি কি জাপান এত উন্নত'! বাধ্যতা মুলক শিক্ষা প্রণালী জাপানে বর্ত্তমান। দরিদ্র জাপান কি প্রকারে এত ব্যয়-ভার বহন করিতে পারে ?

জাপানে বৌদ্ধধর্ম্মই অধিক প্রচলিত। যদিও জাপানীগণ আজ ইউরোপের রীতিনীতি প্রায় সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি আজও তাহারা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের পাশ্চাত্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে নাই। এখনও পূর্ব্ব প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম্মই প্রবল ভাবে প্রচলিত আছে। তবে আজকাল কেবল মাত্র দু'চার জন নব্য যুবক-যুবতী খৃষ্টীযান্ মিসনারীদের মনস্তুষ্টি করিযা আপনাদিগকে ধন্য বোধ করিতেছে। কেননা, তাহারা বাস্তবিক আজও ধর্ম্মের কিছুই বুঝে না, কিম্বা জানে না। এই খৃষ্টীয়ান্-ধর্ম্মাবলম্বী দুই-চারি জন যুবক-যুবতীর সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিয়াছি, তাহাদের খৃষ্টীযান্ হইবার কারণ আর কিছুই নয়। কেবল যেহেতু খৃষ্টীয়ান্‌গণ উন্নত এবং ধন সম্পদ-সম্পন্ন, সুতরাং খৃষ্টীয়ান্ ধর্ম্মই ভাল ; অতএব তাহারা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। বাস্তবিক ধর্ম্মপথে, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাহারা ততটা অধিকার লাভ করিতে পারে নাই।

বলা বাহুল্য আধ্যাত্মিক জগতে জাপানীগণের এখনও অধিকার কম। তাহারা উন্নত, কিন্তু জগতের ধর্ম্মবিজ্ঞানে তাহারা তত উন্নত বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানে তাহাদেরও দৃষ্টি বাহ্যিক জগতের উপরে প্রবল। ইউরোপ মহাদেশবাসিগণ যেমন বলিয়া থাকেন "Take care of the present and the future will take care of itself বর্ত্তমানে ইহাদেরও মত প্রায় সেইরূপ। যাহারা বুঝিয়া সুঝিয়া ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে, তাহাদের পরিবর্ত্তনকে পরিবর্ত্তন্ বলিয়া বলিতে পারি। কিন্তু যাহারা ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছুই

না বুঝিয়া, কিছুই না জানিয়া কেবল দেখা দেখি ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করে, তাহাদের পরিবর্ত্তনকে যথার্থ পরিবর্ত্তন বলিতে পারি না। ধর্ম্ম আধ্যাত্মিক বস্তু, উদ্দেশ্য পর জগতে, বাহ্যিক জগতে তাহাব সম্বন্ধ কম। "ত্যাগই" ধর্ম্মের প্রথম সোপান। বাহ্যিক জগতে "ধাবণাই" প্রধান অবলম্বন। যে পর্য্যন্ত না লোকে ত্যাগ করিতে শিখে, সে পর্য্যন্ত কেহ ধর্ম্ম-পথের পথিক হইতে পারে না। আর যে পর্য্যন্ত না লোকে "ধাবণা" করিতে শিখে, সে পর্য্যন্ত কেহ বাহ্যিকজগতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করে না। আগেরটা "দেওয়া" পরেরটা "লওয়া।" সুতরাং বাহ্যিক উন্নতির জন্য ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন একটা পরিবর্ত্তনই নয়।

কেহ কেহ কূটতর্ক-স্থলে বলিতে পাবেন, যাঁহারা "ধারণা" অবলম্বন করিযা বাহ্যিক জগতে উন্নতির পথে ধাবিত হইয়াছে, তাঁহারা কি কখনও দান-দক্ষিণাদি করিয়া থাকেন না? স্বীকাব কার, হাঁ, করেন। কিন্তু সেই দানের তাহারা প্রতিদান কামনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম পথের পথিক, যাহারা আধ্যাত্মিক পথে আরোহণ কবিয়াছেন, তাহাদের দানে প্রাতদান কামনা নাই। তাঁহারা দান করিয়া তাহাতে আর কোন প্রতিদান-আশা করেন না। ববং দান করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আপনাকে ভাগ্যবান মনে করেন। যিনি তাঁহার নিকট হইতে দান গ্রহণ করেন, তাঁহাকে তিনি পরম দয়ালু বলিয়া মনে করেন, যেহেতু তিনি দয়া করিয়া তাঁহাকে এই দান করিবাব সুযোগ দিয়াছেন। কেননা, এই "দেওয়ায়ই" তাঁহাব মন

উন্নত ও প্রশস্ত হইবে। ধর্ম্ম-পথে তাহাই সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজনীয়। আর বাহ্যিক জগতে যাঁহারা দান করেন তাঁহাদের দানে প্রতিদান-কামনা রহিয়াছে। সেই প্রতিদান কোন বস্তু, অথবা, সময়ে কোন সাহাযা, অন্তঃত পক্ষে, দান-গ্রহণকারীকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ বাখা. এই সে দানেব উদ্দেশ্য। এই দানকে প্রকৃত পক্ষে দান বলা যাইতে পারে না। বরং ধারণা বলিলেই যথার্থ সত্য কথা বলা হয়। সুতরাং জাপানীদের যাঁহারা বাহ্যিক জগতে উন্নতি সাধনের জন্য আধ্যাত্মিক জগতের পথ পবিবর্ত্তন করেন তাঁগদেব এই পরিবর্ত্তনকে সঙ্গত পরিবর্ত্তন বলিয়া মনে হয় না। যথার্থ ধর্ম্ম-শিক্ষা জাপানে এখনও তেমন হয় না।

শুনিয়াছি, আজকাল অনেক ছাত্র জাপান হইতে বেনাবস পর্ভৃতি স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার্থে আসিতেছে। উদ্দেশ্য যে কেবলই ভাষা শিক্ষা কবা তাহা বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হউক আশা করি উন্নত জাপান অগৌণেই তাহাব এই অভাব দূবীভূত করিতে চেষ্টা করিবে।

জাপানেব সামাজিক রীতিনীতিও পৃথিবীর অন্য সমুদয় দেশের রীতিনীতিবই মত। শিক্ষিত সমাজের ভিতর জগতেব সমস্ত স্থানেই সমান। তবে জাপানের সর্ব্ব সাধারণের ভিতর Standard of morality or explanation of morality, as it is in European Countries, is quite different from that of ours. অনেকগুলি রীতিনীতি এবং দেশ-প্রথা যাঁহা

সেখানে আজিও প্রচলিত রহিয়াছে তাহা আমাদের চক্ষে বোধ হয় বিশেষ দোষণীয় বলিয়াই পরিগণিত হইবে। ইউরোপিয়ানগণ যেমন অনেক বিষয়ে আমাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকেন, আমরা তেমন অনেক বিষয়ে তাহাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকি। সেইরূপ জাপানীদিগেরও অনেক বিষয় আছে যাহা আমাদের চক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। এমন কি অনেক বিষয়ে জঙ্গলবাসী অসভ্য গারো এবং নাগাগণও আমাদিগকে নিন্দা করিয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, যে যেমন ভাবে পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিতেছে, যেখানে সেই ভাবের বৈচিত্র্য অবলোকন করে, তাহা তাহার চক্ষে নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। দেশের প্রথা দেশেই আদরণীয়, অন্য স্থানে তাহা না-ও হইতে পারে। জাপানীদের যে সমস্ত বিষয় লইয়া অনেকের মনে "কিম্ভূত কি প্রকার" মনে হয়, তাহা জাপানীদের নিকট বাস্তবিক তেমন কিছুই নহে। সুতরাং সামাজিক বিষয় লইয়া ও দেশ-প্রথা লইয়া আর অধিক সময় ক্ষেপণ করা দরকার বোধ করি না। তথাপি কয়েকটী প্রথা, কয়েকটী চাল-চলন, কয়েকটী বিষয়, যাহা আমাদের চক্ষে নিতান্তই ঠেকিয়া থাকে, তাহা লইয়া আরও কয়েকটী কথা বলিব। আমাদের আর্য্যগণ, কবিগণ, এবং ইতিহাস-বেত্তাগণ জাপানীদিগকে পূর্ব্বে কেন

"অসভ্য আখ্যা"

দিয়া আসিতেন তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। এই প্রসঙ্গে জাপানীদিগের দুই একটী ক্রিয়া উল্লেখ করিতে হইতেছে।

আমরা যাহা কখনও দেখি নাই, যেরূপ বেশভূষা পরিধানে আমরা কখনও অভ্যস্ত হই নাই, যেরূপ বেশভূষা দেখিতে আমাদের চক্ষু কখনও অভ্যস্ত হয় নাই, তাহা আমাদের কাছে অপরিচিত এবং নূতন। আমাদের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় নাই, যাহাদের বেশ-ভূষায়, আচার-ব্যবহারে, এবং রীতিনীতিতে আমাদের কোনও সামঞ্জস্য নাই, যাহাদের চলন-চরিত্র, প্রথা পদ্ধতি এবং খাদ্যাখাদ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই তাহারা আমাদের চক্ষে অপরিচিত, অদ্ভুত এবং কিম্ভুত কিমাকার; সুতরাং তাহারা আমাদের চক্ষে অসভ্য। কিন্তু এই "অসভ্যে" আমরা সমান সমান। তাহারাও যেমন আমাদের চক্ষে অসভ্য, আমরা ও তাহাদের চক্ষে ঠিক তেমনি অসভ্য। জাপান অপক্ক মৎস্য ও মাংস, অপক্ক ডাল, পচা মাছ মাংস এ সব জিনিষ এখনও আহার করিয়া থাকে। এখনও, জাপানে স্ত্রী, পুরুষ এক স্নানাগারে উলঙ্গ অবস্থায় স্নান করিয়া থাকে। পূর্ব্বে ঠিক একই ঘাটে স্ত্রীলোক এবং পুরুষ উভয়ে স্নান করিত। এখন যদিও স্নানাগারের মাঝখানে একটা বেড়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি যেস্থানে তাহারা পরিধেয় বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া যায়, সেস্থান হইতে উভয়েই উভয়কে স্পষ্টরূপে উলঙ্গ অবস্থায় দেখিতে পায়। আমরাও দেখিয়াছি। আহারের সময় আমরা যখন অপক্ক, পঁচা, এবং পোড়া মৎস্য, কিম্বা মাংস ভোজন করিতে অক্ষম হইতাম, তখন তাহারা হাসিত। স্নানাগারে উলঙ্গ হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইত বলিয়া গামছা দ্বারা যখন সঙ্কোচ-

স্নান আবৃত করিতাম, তখন তাহারা হাসিত। এই সব হইতে দেখা যায় যে, যে বিষয় লইয়া আমরা তাহাদিগকে অসভ্য আখ্যায় আখ্যায়িত করি, ঠিক সেই বিষয় লইয়াই তাহারা আমাদিগকে ঐ আখ্যায় আখ্যায়িত করিয়া থাকে। মোটের উপর, তাহা হইলে কথাটা যে অভ্যস্ততা অনভ্যস্ততা লইয়া তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

আরও একটী কথা। ইউরোপের লোকেরাও আমাদিগকে অসভ্য বলে। "পুরাপুরি" না বলুক আধাআধি অসভ্য বলে। কেননা, আমরা তাহাদের মত সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করি না। তাহাদের চক্ষে ইহা একটা কিম্ভূত কিমাকার; সুতরাং আমরা তাহাদের চক্ষে অসভ্য। সেইরূপ তাহারাও আমাদের চক্ষে, আমাদের নিকট অসভ্য. ম্লেচ্ছ। ইহা হইতেই দেখা যায় যে. যাহাতে আমরা অভ্যস্ত, তাহার অন্যরূপ যাহা তাহাই. আমাদের চক্ষে হীন, এবং "কিম্ভূত কিমাকার", এবং তাহারাই আমাদের নিকট অসভ্য।

তবে জিজ্ঞাস্য এই, বিচারে টিকিবে কি? আমরা অসভ্য, কি তাহারা অসভ্য? আমরা কি জাপানীরা, আমরা কি ইউরোপের লোকেরা? বলা বাহুল্য, যদি কাপড়ে চোপরে বেশভূষায় এবং অঙ্গাবরণে সভ্যাসভ্য নিরূপণ করিতে হয়, তবে জাপানীগণ আমাদের চেয়ে অসভ্য, এবং আমরা ইউরোপবাসিগণ অপেক্ষা অসভ্য। কাপড় চোপর, বেশভূষা, এবং অঙ্গাবরণের সঙ্গে সভ্যাসভ্যতা যে নিতান্ত ঘনিষ্টভাবে আবদ্ধ, তাহাতে বিশেষ. কোনও

সন্দেহ নাই। কেননা, পর্য্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এমন কি নীচ-জীবগণেরও সঙ্কোচস্থান আবরিত করণের জন্য ভগবান উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছেন। মানুষ মানুষ বলিয়াই তাহাদের জন্য সে প্রকার কিছু করেন নাই। নিকৃষ্ট জীবগণের প্রতি ব্যবস্থা দেখিয়াই মানুষ নিজেরও সঙ্কোচ-স্থান সংবরণ করা যে দরকার, তাহা বুঝিতে পারে, এবং নিজের ব্যবস্থা নিজেই করিয়া থাকে। কাজে কাজেই এই ব্যবস্থার ব্যতিক্রম দেখিলে, নিতান্ত কিছু না বলিয়া থাকা যায় না। পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যগণ বোধ হয়, সেই হেতুই জাপানাগণকে অসভ্য আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন। তৎপর ইউরোপবাসিগণ যে আমাদিগকে অসভ্য বলে, এবং আমরা যে তাহাদিগকে কত কি বলিয়া থাকি, তাহাও আমাদের আপন আপন মতে সঙ্গত ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। ইউরোপবাসিগণ শীত-প্রধান দেশে বাস করে। তথায় তাহারা তাহাদিগের প্রায় সর্ব্বাঙ্গ আবৃত রাখে। এই আবৃতাঙ্গ উন্মুক্ত করিতে লজ্জা বোধ হয়। ইহা স্বাভাবিক। সুতরাং যে কেহ যে অঙ্গ আবৃত রাখে, সে সেই অঙ্গ উন্মুক্ত করিতে লজ্জা বোধ করে, এবং অন্যেরও সেইরূপ করা নির্লজ্জতা, বা অসভ্যতা মনে করিয়া থাকে; এবং এই জন্যই ইউরোপবাসিগণ আমা-দিগকে অসভ্য বলিয়া থাকে।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, কাজে কাজেই এখানে বেশী কাপড়-চোপরের দরকার হয় না, সুতরাং অনাবশ্যকীয় বেশভূষা, পরিধান, অথবা ভোজ্যাদি ভোজন করা আমরাও

অন্যায় মনে করিয়া কত কি বলিয়া থাকি। এ সমুদয় দেশের শীতোষ্ণতা এবং জল-বায়ু প্রভৃতি কারণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সঙ্কোচস্থানে আবৃত রাখা ইহা প্রায় সকল দেশেই সমান ভাবে বিবেচিত হইয়াছে; এবং জাপানে তাহার অন্যথা। এমন কি, আজও পরিদৃশ্যমান আছে বলিয়াই এরূপ আখ্যায় আখ্যাত।

টোকিওতে একটী বিষয়ের বড় সুন্দর সুব্যবস্থা দেখিয়াছি। বেশ্যাগণ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক একস্থানে সন্নিবেশিত। টকিও সহরের এক কোণে প্রায় এক বর্গ মাইল ভূমিতে ইহাদের বসতি। গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত ডাক্তার আসিয়া প্রতি সপ্তাহে প্রত্যেককে পরীক্ষা করিয়া যায়। কেহ কোনও প্রকার রোগাক্রান্ত হইলে তাহাকে হাঁসপাতালে লইয়া যাইয়া যথাবিহিত চেষ্টায় আরোগ্য করাব পর পুনঃ তাহার স্থানে তাহাকে প্রেবণ করা হয়। মোটেব উপর কথা এই, জাপানী গভর্ণমেণ্ট এরূপ চেষ্টায় সমমুদয় পাপীকে একস্থানে সন্নিবেশিত করতঃ তাহাদিগকে নিয়মানুসারে চলিতে বাধ্য করিয়া, যাহাতে পাপরাশি আর না বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপই মনে হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও বাড়াবাড়ি কম নয। ফ্যাক্টারী, অফিস, এমন কি রাস্তা ঘাটে পর্য্যন্ত পাপেব পশার বিস্তৃত। কিন্তু তথাপি, এখানেও সতী আছে, এখানেও সতীত্ব আছে, এখানেও সতীত্বের আদর আছে। এখানেও সতী রমণী, ললনাগণের শীর্ষ স্থানীয় বলিয়া পূজনীয়া।

জাপানে আমরা কি শিক্ষা করিতে পারি।

বর্ত্তমান জগতে এশিয়ার ভিতরে জাপান অতি উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছে। পৃথিবীর জাতিব তালিকায় জাপান স্থান পাইয়াছে। ইহা একটী নিতান্ত সামান্য বিষয বলিযা মনে হয় না। জাপান সমস্ত বিষযেই যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই উন্নতিশীল জাপানের নিকট আমরা কি শিক্ষা কবিতে পারি তাহাই বর্ত্তমানে আলোচ্য।

জাপানীদের নিকট আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষাব বিষয় এই ;—"স্বদেশ প্রেম কাহাকে বলে, এবং কিরূপে স্বদেশের যথার্থ রূপে সেবা কবা হয ?" দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে, দেশবাসী পরস্পরে পবস্পরের নিকট অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকা নিতান্ত দরকার। এই অধীনতা-সূত্রই প্রকৃত পক্ষে একতা সূত্র। যে একতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়া জাতীয জীবন গঠিত হয়, এবং তুমুল সংঘর্ষণেও সোজা ভাবে দাড়াইতে পারে, এই অধীনতা সূত্রই তাহার মূল। বস্তুতঃ এই অধীনতা ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ করা, বা স্বাধীনতা রক্ষা করা, কোনও দেশের, কোন জাতির পক্ষেই সম্ভবপর হয নাই। জাপান দেখাইযাছে যে শুধু ধন-বল, ও জন-বলে বলীয়ান হইলেই জগতে কৃতকার্য্য হওযা যায় না। চাই এই অধীনতা-সূত্র, ঐকান্তিক ইচ্ছা, অসীম উদ্যম এবং অক্লান্ত চেষ্টা। স্বদেশ-সেবা করিতে হইলে, কেবলই বক্তৃতায় কিম্বা ধনজনে হয় না, হয় এই সমস্ত বিষয়ে—ঐকান্তিক ইচ্ছা,

অসীম উদ্যম, অক্লান্ত চেষ্টা, এবং ইহার পুষ্ট পোষণ করিতে অধ্যবসায়, আর এই সমুদয়ের মূলে যথার্থ স্বদেশ প্রেম। রুশো-জাপান যুদ্ধে জাপানীগণ ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিয়াছে। রুশের সৈন্যবল, ধনবল এবং অস্ত্রবলের সঙ্গে জাপানের ঐ সমুদয় বিষয়ের তুলনাই হইতে পারে না। যদি ধনবল, জনবল ও অস্ত্রবলেই কৃতকার্য্য হওয়া যাইতে পারিত, তবে বিগত রুশো-জাপানী যুদ্ধে, রুশদিগের জয় অবশ্যম্ভাবী ছিল। কিন্তু বিপরীত ঘটিল কেন? জাপানীদের ঐকান্তিক ইচ্ছা, তাকে বলে প্রাণের টান) অসীম উদ্যম, অক্লান্ত চেষ্টা, পবিত্র স্বদেশ-প্রেম এবং অধ্যবসায় যে জাপানীদের বিজয়ের কারণ তাহাতে আর সন্দেহ কি? পোর্ট-আর্থার হস্তগত করিবার সময় জাপান যে অসীম উদ্যম ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছে জগতে তাহা অতুলনীয়। তবে আমি ইহাও বলিতেছি না যে, জাপানীদের অস্ত্র-শস্ত্র কিছু ছিল না, তাহা নহে; তবে কি না তুলনায় রুশদের অপেক্ষা কম ছিল। রুশদের ধনবল ও জনবল বেশী ছিল, জাপানীদের তাহা কম ছিল। কিন্তু ইহা বাদে জাপানীদের যাহা ছিল, রুশদের তাহা ছিল না। জাপানীদের সেই ভীষণ উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সম্মুখে রুশকে পরাজিত ও অবনত হইতে হইয়াছিল। স্বদেশ-প্রেম শুধু মুখের কথা নয়—কাজের দরকার। স্বদেশ-প্রেম ও স্বদেশ সেবা কাহাকে বলে, এবং কিরূপে স্বদেশ-সেবা করিতে হয়, জাপানের নিকট তাহা আমাদের একটি প্রধান শিক্ষার বিষয়।

প্রশান্ত মহাসাগরে।

যাহাই হউক, অবশেষে বেলা প্রায় দুইটার সময় জাহাজখানি নঙ্গর তুলিয়া প্রশান্তাভিমুখে চলিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট চলিয়াই দেখিলাম জাহাজখানি পুনরায় থামিল। তথায় কর্ত্তৃপক্ষগণ (ষ্টীমার এবং পোলিশ অফিসার) একবার জাহাজের সমস্ত যাত্রীগুলি গণিয়া লইল। তৎপর যখন দেখিল যে হিসাব মিল হইয়াছে, তখন ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া পোলিস্ অফিসার তীরাভিমুখে গমন করিলেন। আমাদের জাহাজখানিও মৃদু-মন্দ গতিতে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিতে চলিতে লাগিল। পক্ষীকুল জাহাজের উপরে, সম্মুখে এবং পিছনে ঘুরা ফেরা করিতে লাগিল। আমরা জাপানের প্রাকৃতিক ছবিখানি এবার ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম।

জাহাজ ক্রমাগত চলিতেই লাগিল। আর কোথাও থামিল না। ক্রমে তাহার গতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। আমরা স্থির নেত্রে পরিত্যক্ত জাপানের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তাচল শিখরে আরোহণ করিলেন। দিঙ্মণ্ডল নূতন সাজে সজ্জিত হইল। নীলিমাময় নভোমণ্ডলও রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। প্রশান্তের নীলজলরাশিতেও সেই বিচিত্র চিত্রখানি প্রতিফলিত হইতে লাগিল। প্রকৃতির কি সুন্দর নিয়মই বটে! দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব প্রশান্তের শান্ত সলিলে গা ডুবাইয়া

দিলেন, সন্ধ্যা হইল এবং ক্ষণপরেই অন্ধকাররাশি দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।

জাহাজখানি তখন অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে। আর তীর দেখা গেল না। সুতরাং আমরা পাটাতন (ডেক) হইতে নামিয়া ভিতরে যাইয়া স্ব স্ব স্থানে আশ্রয় লইলাম। ক্ষণকাল পরেই সংবাদ আসিল আহার্য্য প্রস্তুত হইয়াছে। সুতরাং সকলে তজ্জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথা, সময়ে আহার্য্যসামগ্রী আমাদের সম্মুখে আনীত হইল। আমরা আহার করিতে বসিলাম।

কিন্তু খাব কি? জাপানী ষ্টীমারে এসিয়াটিক ষ্টিরেজে খাদ্য-সামগ্রীও জাপানী। জাপানী খাদ্যসামগ্রী যে প্রকার, পাঠকবর্গের স্মরণ থাকিতে পারে ইতিপূর্ব্বেই তাহা একবার উল্লেখ করিয়াছি। সে সম্বন্ধে আর অধিক বলা অনাবশ্যক। সেই পচা মূলো, সিদ্ধ মাছের টুক্‌রা, পোড়া মাছ, এবং এই প্রকার যাহা কিছু এ সমুদয় ভারতবাসীর পক্ষে অভক্ষ্য ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারি না। তবে খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে একমাত্র ভাত, লবণ সহযোগে যতদূর সম্ভব উদরস্থ করিলাম। অবশিষ্ট পড়িয়া রহিল। আহারান্তে সকলেই বিমর্ষভাবে যে যাহার শয্যায় শয়ন করিল। কেবল দুই এক জন মাত্র জাপানী ট্যাস্ ট্যান্ করিয়া কত কি বলিয়া অশান্তি বাড়াইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই জাহাজখানি নিস্তব্ধতা প্রাপ্ত হইল। কেবল ইঞ্জিন্‌খানির যাহা কিছু গণ্ডগোল। ইহা ভিন্ন সমস্ত রাত্রি আর কিছু শোনা গেল না।

রাত্রি তিনটার সময় পুনরায় দুই চারিটি লোকের সামান্য

কথাবার্ত্তা শুনা যাইতে লাগিল। ক্রমে গল্পে রস বাঁধিতে লাগিল, সুরও চড়িতে লাগিল।

প্রভাত সন্নিকট। ঊষার হাসির ছটায় দিঙ্‌মণ্ডল হাসিতে লাগিল। যাত্রিগণ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সকলে যেন কারামুক্ত হইয়া বাহিরে চলিল। তখন পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়াছে। ক্ষণকাল পরেই অরুণদেব প্রশান্ত-স্নাত হইয়া পূর্ব্বাকাশে উদিত হইলেন। যাত্রিগণ নবোদিত সূর্য্যের নূতন কিরণ গায়ে মাখিয়া পুলকিত হইল। জাহাজখানি আবার জনকল্লোলে পরিপূরিত হইতে লাগিল। সকলেই কতক সময়ের জন্য প্রাণ ভরিয়া নিশির নিস্তব্ধতার জ্বালা জুড়াইয়া লইল।

কিন্তু কতক্ষণ? লোকের সুখ কতক্ষণ থাকে? লোকের সুখ অল্পক্ষণ মাত্র স্থায়ী হয়। সুখ দুঃখ চিরস্থায়ী নয়। সুখ-দুঃখ, হর্ষ-বিষাদ, আনন্দ-অবসাদ, এ সব কিছুই চিরস্থায়ী নয়। পর্য্যায়-ক্রমে আইসে ও যায়, যায় ও আইসে। লোকভালে উভয়ের অধিকারকালও মোটের উপর সমান। তবে সাধারণতঃ দুঃখের অধিকার কাল একটু অধিক বলিয়া মনে হয়, যদিও বাস্তবিক তাহা নয়। দুঃখ দুঃখ বলিয়াই তাহার অধিকার কাল যেন সহজে যাইতে জানে না; মনের গতি অনুসারে অতি অল্প-কালই অতি দীর্ঘকাল বলিয়া মনে হয়। আর সুখ সুখ বলিয়াই ইহার অধিকার সময় সুদীর্ঘ হইলেও সেই মনেরই পরিবর্ত্তিত গতি অনুসারে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া মনে হয়, কথা তাই। নতুবা, বাস্তবিক পক্ষে মানব ভাগ্যচক্রে উভয়েরই অধিকার-কাল

সমান। সুখ দুঃখ পর্য্যায়ক্রমে আসিতেছে ও যাইতেছে, যাইতেছে এবং আসিতেছে। ইহাদের কাজই যাওয়া এবং আসা। আর ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া জগৎবাসী জনগণ মানিয়া আসিয়াছেন, আজও আসিতেছেন, ভবিষ্যতেও করিবেন বলিয়া মনে হয়। ইহাই যদি সত্য, তবে আমাদেরও প্রশান্তে প্রাতঃস্নান, তরুণতপন-দর্শন-জনিত সুখও চিরস্থায়ী হওয়ার আশা করা অন্যায়।

জাহাজ তীর ছাড়িয়া যখন সমুদ্রাভিমুখে গমন করে তখন তীরের দৃশ্য অতি সুন্দরই দেখায়, মনও তখন অতিশয় প্রফুল্ল হয়। ক্রমে যখন তীর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়, তখন কিন্তু আর ভাল লাগে না। যে দিকেই তাকান যায় মনে হয় অল্প দূরেই আকাশখানি ডুবিয়া গিয়াছে। সম্মুখ দিকে তাকাইলে মনে হয় ঐ ওখানে আমাদিগকে ডুবিয়া যাইতে হইবে! চারিদিক আবদ্ধ, যেন আর পালাইবার পথ নাই। উঃ কি ভীষণ! সেই দৃশ্য প্রায় অসহনীয়। অরুণোদয় দৃশ্য দর্শনে আমাদের মন অতিশয় পুলকিত হইল। কিয়ৎকাল পরেই যখন সেই দৃশ্যের সৌন্দর্য্য অন্তর্হিত হইল, তখন সেই তপ্ত তপনে তাকাইতে আর কাহারও সাধ রহিল না। কাজে কাজেই লোকে অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইতে লাগিল। কিন্তু হায়, কি আর দেখিবে? যে দিকে চাহিল, দেখিল আকাশখানি সমুদ্রবক্ষে গা ডুবাইয়া দিয়াছে, যেন, উপরে চাপিয়া পড়ে।

এই ভীষণ দৃশ্য দেখিতে কাহারো ভাল লাগিল না। আস্তে

আস্তে যাত্রিগণ ডেক পরিত্যাগ করিয়া জাহাজের অন্তরে আশ্রয় লইতে লাগিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

জাপানীগণ তাহাদের মধ্যে কত কি কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল, আমি নীরবে আমার স্থানে বসিয়া কত কি অনিশ্চিত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মোট কথা, তখন আর কিছু ভাল লাগিল না। ভাবিতে লাগিলাম, আরও চৌদ্দ দিন চৌদ্দ রাত্রি এইরূপে অতিবাহিত করিতে হইবে? হায়, কিরূপেই বা এই সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করিব!

ক্ষণকাল পরেই প্রাতর্ভোজনের আয়োজন হইল। বয় আসিয়া ভাত এবং অন্যান্য জাপানী খাদ্যসামগ্রী দিয়া গেল। এবং অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে প্রাতর্ভোজন শেষ হইল।

ইহাতে কেবল অর্দ্ধ ঘণ্টা মাত্র সময় কাটান গেল। কিন্তু তার পর? মহামুস্কিলই বটে! আমি একা নই। জাপানীগণও এইরূপ অবস্থায় পতিত। তাহাদেরও মনে শান্তি নাই, সুখ নাই, স্বচ্ছন্দতা নাই। সকলেই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কিন্তু কি করা যাইতে পারে।

দুই একদিন এই রূপেই অতিবাহিত হইল। তৎপর জাপানীগণ "সিবিয়ার" (থিয়েটার) সূচনা করিল। আরও নানা রকম আমোদের যোগাড় হইল।

ইতিমধ্যে তিন চারিজন জাপানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হইল এবং ক্রমে সুন্দর বন্ধুত্ব হইল। তাঁহারা আবার তাঁহাদের বন্ধুদের সহিত আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। ইহাদের

প্রায় সকলেই টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট। ইহারাও "সিবিয়াতে" যোগদান কবিলেন, এবং অবশেষে আমাকেও যোগদান করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। এই সিবিয়ায় এই ছাত্রদের তিন চারিটি বালিকা-বন্ধুও যোগদান করিলেন। বলা বাহুল্য, বন্ধুগণ আমাকে তাঁহাদের সহিতও পরিচয় করাইযা দিলেন। বালিকারাও টোকিও ইম্পিবিয়াল ইউনিভারসিটির গ্র্যাজুয়েট। যাহা হউক, চারি পাঁচদিন এই সিবায়ার গণ্ডগোলে কাটিয়া গেল! ষষ্ঠ দিন বৈকাল বেলায় আমাদের একরূপ মিশ্রিত বিষযের অভিনয় হইল। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের অভিনয় করিল, আমি বাঙ্গালা ভাষায় দুইটি গান করিলাম। তাঁহারা, বোধ হয়। কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অথচ করতালির শব্দ কোন রূপেই অনুন্নত হইল না। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীব জাপানী যাত্রিগণও অভিনয় দেখিতে রঙ্গক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন।

যাহাই হউক, সন্ধ্যাব পবক্ষণে অভিনয় সাঙ্গ হইল। তৎপব জাপানীদের "সায়কি" (জাপানী মদ) চলিতে লাগিল। জাপানী বন্ধুগণ আমোদে উন্মত্ত হইল। আমি যাইয়া আমাব স্থানে শয়ন কবিলাম।

এইবার জাপানী স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা লিখিব। জাপানী বন্ধুগণদ্বারা পূর্ব্বোল্লিখিত ইম্পিরিয়াল ইউনিভারসিটির মহিলা গ্র্যাজুয়েট দিগের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হইলাম। ক্রমে আমাদের ভিতর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা

জন্মিল। তাঁহাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নানা কথা উপস্থিত হইল। তাহাতে দেখিতে পাইলাম, জাপানী মহিলারাও পৃথিবীর অনেক সংবাদ রাখে। তাঁহারা আহাদের শিক্ষাব অঙ্গগুলি প্রশ্নোত্তরে বেশ বলিয়া দিলেন। জাপানে স্ত্রীলোকেরা যদিও স্বাধীন, তথাপি তাঁহারা ঘরকন্না কবিতে ভাল বাসেন। তাঁহারা পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদিগেব মত নয়। তাঁহারা ঘরেব মানুষ, ঘুড়ী গাড়ী হাঁকান তাঁহাদের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্মীর মত ঘরকন্না করাই তাঁহাবা তাঁহাদের কর্ত্তব্য মনে করেন। তাঁহাদের বেশভূষার দিকে তত তীব্র দৃষ্টি নাই। তবে যুবতীগণ সেখানেও, এমন কি ভ্রূযুগও কাটিয়া ছাটিয়া সৌন্দর্য্য বাড়াইতে চেষ্টা না করেন এমন নহে। জাহাজেও দেখিলাম অনেকে তাহাই করিতেছিলেন। তাহারা প্রায় সকলেই গাইতে জানেন। মোট কথা স্ত্রীলোক সর্ব্বত্রই স্ত্রীলোক, এবং স্ত্রী-স্বভাবাপন্না। এখানেও স্ত্রীলোকেবা স্ত্রী-গুণ সম্পন্না বটে। তবে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে একটু তফাৎ আছে, সে কেবল দুই তিন ডিগ্রির তফাৎ, এইমাত্র। জাপানী স্ত্রীলোক স্বাধীন হইলেও ঘরাও, কিন্তু পাশ্চাত্য-ললনাগণ ঠিক তাহা নহে, তাঁহাদের স্ত্রীত্বে যেন কিছু পুরুষত্ব বর্ত্তমান।

যাহাই হউক, এইরূপ নানা প্রকার বিষয়ে লিপ্ত হইয়া আমরা সেই সুদীর্ঘ জল পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। দিনের পব দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল।

আমরা যে পথে ইয়াকোহামা হইতে আমেরিকা রওনা হইলাম সেটি জাপান হইতে আমেরিকা যাইতে সর্ব্বাপেক্ষা

উত্তরে এবং সোজা। কিন্তু ইহাও ৪২৮০ মাইল। ষ্টীমার সাধারণতঃ ইয়াকোহামা হইতে আর কোথাও না থামিয়া সোজাসোজি একেবারে ভিক্টোরিয়াতে যায়।

আমরা এক দুই করিয়া দিন গণিতে গণিতে ক্রমে ত্রয়োদশ দিবস অতিক্রম করিলাম। চতুর্দ্দশ দিন বেলা প্রায় একটার সময় প্রশান্তের পূর্ব্বপার দৃষ্টিপথে পতিত হইল, জাপানীগণ "বাঞ্জাই বাঞ্জাই" ধ্বনিতে দিঙমণ্ডল ধ্বনিত করিতে লাগিল। অনেকে কারণ না জানিয়া চমকিত হইল, কিন্তু অগোণেই "বাঞ্জাই" ধ্বনির অর্থটা কি তাহা জানিতে পারিল। তখন সকলে ডেকের উপর আসিয়া তীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে দিন গণা ছাড়িয়া ঘণ্টা গণিতে আরম্ভ করিল। জাহাজখানি ক্রমেই তীরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। যাত্রিগণ সকলে উৎফুল্ল হইয়া তীরে অবতরণ করার সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। চতুর্দ্দশ দিন সন্ধ্যার সময় জাহাজখানি অবশেষে প্রশান্ত অতিক্রম করিয়া ভিক্টোরিয়া বন্দরে নঙ্গর করিল।

জাহাজখানি নঙ্গর করিবার পরে এখানকার ডাক্তার, ইমিগ্রেশন অফিসার এবং অন্যান্য কয়েকজন সাহেব আসিয়া জাহাজে আরোহণ করিলেন। ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলেন। তৎপর আমাদের অবতরণের যোগাড় করিতে হইল।

জাহাজে আরও নয় জন ভারতবাসী যাত্রী ছিল। তাহারা আমাদের পঞ্জাবী শিখ। ইহারা এক অক্ষরও ইংরেজি জানিত

না। সুতরাং তাহাদিগের জন্য আমাকেই অনুবাদকের কাজ করিতে হইয়াছিল। এই জন্য জাপানীগণ আমার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইতেন। ইমিগ্রেশন অফিসার আসিয়াও তাহাদের সম্বন্ধে আমাকে সার্টিফাই করিতে বলিলেন। আমি শিখদের সম্বন্ধে যতদূর যাহা জানিতাম তাহাই বলিলাম, এবং দেখিলাম তাহাতেই তাহারা নির্বিঘ্নে ডাঙ্গায় অবতরণ করিল। ইতিমধ্যে ষ্টীমারে একজন সাহেবের সঙ্গে আমার সামান্য একটু আলাপ হইল। কিন্তু সাহেবটি শিখদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেল। আমি এই সময় নীচে যাইয়া আমার জিনিষপত্র গুছাইতে লাগিলাম। তখন কয়েকজন জাপানী বন্ধু আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমার জন্য এক জন কুলি ডাকিতে বলিলাম। তদুত্তরে তাঁহারা বলিলেন, "আমরাই যখন রহিয়াছি তখন কুলির কোন দরকার নাই। আমরাই আপনার এই সামান্য জিনিষপত্র ষ্টীমার হইতে নামাইয়া দিতে পারিব। আপনার আর এই জন্য কুলি ডাকিয়া দরকার নাই।" আমি অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইলাম। বন্ধুগণ আমার জিনিসপত্র গুলি বহিয়া লইয়া জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন, আমি তাঁহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিলাম। ডাঙ্গায় নামিয়া তাঁহাদের সঙ্গে বিদায় কালীন সম্ভাষণাদি হইল। বিদায় কালে আমি তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলাম আমি সত্বরেই সিয়াটলে (Seattle) যাইব। যদি আপনারা তথায় থাকেন, অবশ্য সাক্ষাৎ হইবে, এবং তখন আবার এই

সম্মিলন-সুখ উপভোগ করিতে পারিব। অতঃপর আমি ধন্যবাদান্তে তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তাঁহারাও আমাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইঁহাদের সহিত অল্প সময়ের মধ্যে এতদূর সৌহার্দ্দ স্থাপনের বিষয়টি চিন্তা করিয়া বাস্তবিকই অনেক কথা মনে হয়। আমাদের এই জগতের সম্বন্ধ এইরূপই বটে। কেবলমাত্র সময়ের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা। যথার্থই এই সংসারে পথের পরিচয়ই পরিচয়। যে যাহার আপন কাজে যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাইতেছে। অন্য যদি কেহ সেই একই স্থানোদ্দেশ্যে যাইতে থাকিয়া থাকে অথবা সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে না হইয়াও যদি সেই দিক পানে কতক দূরেরও যাত্রী হয়, তবেই তাহারা এক সঙ্গে চলিতে থাকে, এবং সম্মিলনে ক্রমে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হয়; ইহাই পথিকে পথিকে সম্পর্ক। এই পৃথিবীতে সংসারের সম্বন্ধটাও ঠিক তাই ভিন্ন অন্য কিছু মনে হয় না। এইটি কর্ম্মভূমি। এখানে লোকে কর্ম্মার্থে আগমন করে এবং কর্ম্ম পরিসমাপ্তে আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়। কর্ম্ম-স্থান-পথে, কর্ম্মক্ষেত্রে এবং কর্ম্মস্থান হইতে আপন গন্তব্য স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন সময় যাহাদের সহিত মিলিত হয় তাহারাই এ সংসারে সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হয়। সেও কেবল তুলনায় কয়েক দিন ভিন্ন কিছু বলিতে পারি না। সামান্য পথের পথিক যেমন কয়েকদিনের জন্য মাত্র পরিচিত হইয়া সৌহার্দ্দ্য সূত্রে আবদ্ধ হয়, জীবনপথের পথিকও ঠিক তেমনই। তবে সময়ের হ্রস্বতা দীর্ঘতা মাত্র। তথাপি তাহাও 'কয়দিন' ভিন্ন আর

কিছুই নয়। অনন্ত কালের সঙ্গে তুলনায় সত্তর আশী কিম্বা একশত বৎসর কয়েকদিন ভিন্ন আর কি ?

জীবনের উদ্দেশ্যই অভিজ্ঞতা লাভ করা। প্রত্যেক অভিনব জীবন অভিজ্ঞতা-সোপান ভিন্ন আর কিছুই নয়। আমার এইরূপই মনে হয়। সোপানাবলি অতিক্রম করিতে যে যাহার সহিত সম্মিলিত হয়, এবং পরস্পরে পরস্পরের নিকট যতটুকু সাহায্য পাইতে পারে কি করিতে পাবে, পাইয়া থাকে অথবা করিয়া থাকে, এ সংসারে ইহাই একমমাত্র সম্বন্ধ।

জাপানের সার মর্ম্ম।

কয়েকটি মাত্র ছোট ছোট দ্বীপের সমষ্টিই জাপান-সম্রাট মিকাডোর জাপান-সাম্রাজ্য। এই দ্বীপ সকল যে তেমন উর্ব্বরা তাহা নহে, তবে জাপানীগণ বর্ত্তমানে নানাপ্রকার চেষ্টায় এই দ্বীপ সমুদয়কে উর্ব্বরতা দান করিয়াছে। জাপানীগণ যথেষ্ট পরিমাণে ধান জন্মায়, যেহেতু ভাতই ইহাদের প্রধান খাদ্য। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য শস্যও জন্মে, তবে এরূপ প্রচুর পরিমাণে নহে। জাপানে দাল কলাই জন্মে খুব কম। তবে তরি-তরকারী যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু ফল-ফলারী খুব কম পাওয়া যায়।

জাপানীগণ দেখিতে গৌরবর্ণ, চক্ষু দুইটি ভাসাভাসা,

নাকটি বোচা। দেখিতে খুব শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু খর্ব্বাকৃতি।

জাপানীগণ সাধারণতঃ কাঠের ঘরেই বাস করে, তবে যাহারা ধনবান, লোক তাহাদেব সম্বন্ধে অন্য কথা। এই সমুদয় কাঠের ঘরগুলি জাপানীরা ইচ্ছানুযায়ী স্থানান্তরিত করিতে পারে। এই সমুদয় ঘরের জানালাদি সমস্ত কাগজের।

জাপানীগণ কঠোব পরিশ্রমী। চা'র জল সহ অতি সামান্য মাত্র ভাত খাইয়া' তাহারা যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করিয়া থাকে, তাহা ভাবিতেও আজ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। জাপানীদিগকে দেখিয়া মনে হয় পরিশ্রমী হওয়া, বলিষ্ঠ হওয়া, যথার্থ কেবলই খাদ্যের উপব নির্ভর করে না, যাহা খাওয়া যায় তাহা সুন্দররূপে হজম কবার উপরই অধিকাংশ নির্ভর করিযা থাকে। যে পরিমাণে গ্রহণ করা – তাহা হজম হইবার উপযোগী উত্তাপ শরীবে না হইলে কিরূপে খাদ্যসামগ্রী হজম হইবে? একটি হাড়িতে এক সের চাউলের ভাত চাপাইয়া দিয়া যদি এক কোণে সামান্য একটু উত্তাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে আমরা ঐ অবস্থা হইতে সুপক্ক অন্নের আশা করিতে পারি না। হইতে পারে, যে স্থান টুকুতে তাপ লাগিতেছিল তথাকার চাউল সুসিদ্ধ হইবে, কিন্তু অন্য দিকে অর্দ্ধ সিদ্ধ, সিকি সিদ্ধ কিম্বা অসিদ্ধ থাকিবে।

যাহা খাওয়া যায় তাহা যদি তাপের অল্পতা নিবন্ধন সুন্দররূপে হজম না হয়, তবে আহার্য্য যাহা গ্রহণ করা

হইয়াছে তাহাতে কোনও উপকার হইবে না, বরং অপকার হইবে।

পরিশ্রমের অভ্যাসই লোককে পরিশ্রমী করিয়া থাকে। পরিশ্রমেই শরীরে উত্তাপের আধিক্য হইয়া থাকে, এবং সেই তাপেই আহার্য্যসামগ্রী হজম হয়। সুতরাং মনে হয়, পরিশ্রম করিলে যেমন উপযুক্ত আহার দরকার, আহার করিয়াও তেমনই উপযুক্ত পরিশ্রম দরকার। জাপানীগণ শুধু পরিশ্রম করে না, খায়ও; আর শুধু খায় না, যাহা খায় তাহা হজম করিবার মত পরিশ্রমও করে। তাহাদের ভাতে আর আমাদের ভাতে তফাৎ এইটুকু। না হইলে, ভাতে আর ভাতে এত তফাৎ কেন?

জাপানীগণ প্রায় সদা সর্ব্বক্ষণই বেশ হাসি খুসি অবস্থায় থাকে। সর্ব্বদায়ই যেন চিত্তে প্রফুল্লতা বিরাজমান। এই গুণে তাহারা অনেকাংশে ফরাশীদেরই মত। কিন্তু তাই বলিয়া তাহারা যে ইংরেজদের মত অনেকটা reserve এবং serious নয়, তাহা নহে।

জাপানীদের স্বদেশ-প্রেম সম্বন্ধে আর কিছু লিখা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, বিগত রুশো-জাপান যুদ্ধই তাহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছে। যদি, কেহ স্বদেশ-প্রেম, কিম্বা স্বদেশ-সেবা কিরূপ এবং কিরূপে হয়, শিখিতে চাহেন, ইংলণ্ড এবং জাপানই তাহার পক্ষে যথার্থ উপযুক্ত ক্ষেত্র।

প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব করিতে পারিলেই বর্ত্তমান জগতের

হিসাবে সভ্য হওয়া যায়। এই হিসাবে যথেষ্ট সত্যতাও আছে।

প্রকৃতিকে পরাজয় করিয়া যাহা দরকার তাহাদ্বারা তাহাই যতটা সম্ভব প্রসব করাইয়া লইয়া আঁপনার উপভোগে আনাই সভ্যতা। কিন্তু প্রকৃতির বিজয় কিরূপ? ,সম্মুখসমরে, এবং প্রকৃতির গুপ্ত, কিন্তু দুর্ব্বল নীতিগুলির অনুসন্ধান করিয়া তাহার সঙ্কোচ স্থানের উপর সুবিধা লইয়া (To Find out the weak points of the nature and compell her thereby to produce what is desired) প্রকৃতিকে ঈপ্সিত বস্তু প্রসব করিতে বাধ্য করা। আমাদের মুনি ঋষিগণ রাজপুতদিগের ন্যায় প্রকৃতিকেও সম্মুখ সমরে পর্য্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু আর কেহ নয়। বর্ত্তমান জগৎ শেষোক্ত মতাবলম্বী।

প্রকৃতি পরাজয়ের উপর সভ্যতার যতটুকু নির্ভর করে, তাহা প্রকৃতিকে এইরূপে পরাজয় করারই পক্ষপাতী। পাশ্চাত্য জগৎ এই উপায়েই প্রকৃতিকে পরাভূত করিয়া তাহা দ্বারা যতখানি পারিয়াছে সভ্যতার অঙ্গের সম্বর্দ্ধনা করিয়াছে। আর যাহারাই এই প্রকার করিতে পারিয়াছে, তাহারাও সভ্য-শ্রেণীভুক্ত। জাপান কিন্তু এই উপায়েও সভ্যতার তালিকাভুক্ত হয় নাই।

জাপান তাহা হইলে কিরূপে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইল?

সভ্য হইবার আরও একটি উপায় আছে। সেটি "অনুকরণ।" যে সভ্য, শুধু সেই সভ্য নয়, যে সভ্যের অনুকরণে সক্ষম সেও সভ্য। আর এই পৃথিবীতে যাহার কথা খাটে, সেও সভ্য।

জাপান অনুকবণে অতিশয পটু। জাপান এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু কবিযাছে তাহা তাহাব সেই অনুকবণ পটুতাব জোবে। তাহাবই জোবে জাপান আজ ব্যবসা-বাণিজ্যেও এত উন্নতি লাভ কবিতে সক্ষম হইযাছে। জাপানী জিনিস আজ পৃথিবীব সর্ব্বত্র বিদ্যমান তাহাবই জোবে। তাহাবই জোবে জাপানীগণ আজ জগতে একটি প্রবল প্রতাপান্বিত প্রভুত্বসম্পন্ন জাতি হইযা উঠিযাছে।

কিন্তু তাই বলিযা আমি কাহাকেও ঠিক অনুকবণেই উৎসাহিত কবিতেছি না। ববং ইহাই বলি, অনুকবণ কবিও না। যদি অনুকবণ কব তবে জাপানেব মত কব। মোট কথা এই, যাহাই কব, সুন্দব রূপে হজম কবা চাই। তাহা না হইলে শুধু পেট ভুটভুটানী সাব হইবে, সেইটিই দুঃখেব বিষয়। বিষযটা কৃতকার্য্যতা লইযা। যদি মনে কব অনুকবণ কবিয কৃতকার্য্যতা লাভে সক্ষম হইবে তবে অনুকবণ কব, দোষ নাই। আব তাহা না হইলে অনুকবণ অপমৃত্যু ভিন্ন আব কিছুই নয। ক্ষমতা থাকে অনুকবণ কব লাভ হইবে। জাপানেব অনুকবণেব ক্ষমতা ছিল, অনুকবণ কবিযাছে এবং তাহাতে লাভবান হইযাছে। জাপান পূর্ব্বে অনুকবণ কবিযাছে, এখন নিজে প্রসব কবিবার সুযোগ পাইযাছে জাপান নিজেও আজ অনেক জিনিস প্রস্তুত কবিযা বিক্রযার্থ বিদেশে প্রেবণ কবিতেছে। আজ জাপান প্রকৃতিব সংকোচ স্থান চিনিবাব সময পাইযাছে, প্রকৃতিকে তাহার আদেশ পালন কবিতে বাধ্য কবিতেছে।

কিন্তু যাহাতে প্রকৃতিব প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, তাহাতে জাপান এখনও শিশু ভিন্ন আব কিছু বোধ হয বলিতে পাবা যায না। আধ্যাত্মিক জগতে জাপানের অধিকাব অতি কম।

আমেরিকা

প্রায় চৌদ্দ দিনে প্রশান্ত অতিক্রম করিয়া খৃষ্টীয় ১৯০৭ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সন্ধ্যার পর আমি ভিক্টোরিয়া (B. C.) বন্দরে অবতরণ করিলাম। পূর্ব্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, জাহাজ হইতে নামিবার সময় কুলিকে কোন পয়সা দিতে হইল না, জাহাজে আসিয়া যে সমস্ত জাপানীদের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল, সেই সমস্ত জাপানী বন্ধুগণই আপন স্কন্ধে করিয়া আমার ট্রাঙ্ক ও বিছানা পত্রাদি নামাইয়া দিল। আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া, শিখ ভায়াদের সঙ্গে সহর অভিমুখে চলিলাম। জাহাজে ইমিগ্রেসন অফিসারগণ আসিয়া শিখ ভায়াদের সম্বন্ধে আমার নিকট ছাপাই চাহিয়াছিল। আমি তাহাদের সম্বন্ধে যাহা বলা উচিত তাহাই বলিয়াছিলাম, এবং শিখগণ বিনা বাধায় তীরে অবতরণ করিয়াছিল। কিন্তু সেই সময় অন্য একজন সাহেব, যিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন, শিখদিগের সঙ্গে তিনিও জাহাজ হইতে নামিয়া আসিলেন ও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। পথে আসিতে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি আমার পরিচয় দিলে পর, সাহেবটি আমার প্রতি বিশেষ ভদ্রতা দেখাইলেন। শিখ-দিগকে ছাড়িয়া তিনি আমাকে লইয়া একটি হোটেলে গেলেন। তথায় আমার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া জাপানী "ইয়েন" ভাঙ্গাইতে আমাকে একটি জাপানী দোকানে লইয়া গেলেন।

তথায় ইযেন ডলার করিয়া লইলাম। তৎপর সাহেবটি পুনরায় আমার সঙ্গে আসিয়া আমাকে পূর্ব্বোক্ত হোটেলে রাখিয়া গেলেন। হোটেলে পৌঁছিয়া শয়ন কবার পর অধিক সময় জাগিযা রহিলাম না, অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে সহর পবিদর্শনে বাহিব হইলাম।

ভিক্টোরিয়া দেখিতে অতি সুন্দব। ইহা প্রশান্তেব পারেই অবস্থিত। ইহার রাস্তাঘাট যাহা কিছু সকলই আধুনিক প্রকারে রচিত, এবং বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। কতকক্ষণ সহর পর্য্যটন করিযা, তৎপরে এখানকাব ইয়ংম্যান্‌স খৃষ্টীয়ান এ্যাসোসিয়েসনে গেলাম। আমি টকিও পাবত্যাগ কবিবার সময সেখানকার Y M.C.A র সেক্রেটারীব নিকট হইতে এই ভিক্টোবিয়ার Y M C A.ব সেক্রেটারীর নিকট একখানা চিঠি লইয়া আসিয়াছিলাম। অদ্য সেই চিঠি লইয়া এখানে সেক্রেটারীর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি চিঠিখানা পড়িযা বিশেষ যত্নের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন এবং আগ্রহেব সহিত আমাকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে ও শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমি তাঁহাকে সিয়াটেলের Y.M.C.A.তে একখানা চিঠি দিতে অনুরোধ কবিলাম। তিনি অতিশয় সন্তুষ্টের সহিত Y.M.C.A র এডুকেশন্যাল ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টারের নিকট একখানা চিঠি লিখিলেন। চিঠিখানা আমার হাতে দিয়া কহিলেন, "যে ভদ্রলোকের নিকট চিঠি দিতেছি ইনি আমার

ভাই। আপনি Y.M.C.A.তে উপস্থিত হইয়া এই চিঠি খানা তাঁহার নিকট দিলে, তিনি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিবেন।” আমি তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম; এবং সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া সহর দর্শন করিয়া সন্ধ্যাবেলায় ষ্টীমার যোগে, ভ্যাঙ্কোভারে চলিলাম।

ভ্যাঙ্কোভার (B. C.)

পরদিন সকাল বেলায় আমি ভ্যাঙ্কোভারে পৌঁছিলাম। দুইঘণ্টা কাল ষ্টেশনে অপেক্ষা করিয়া তৎপর এখানকার Y.M.C.A.তে গেলাম। তথায় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, আমি অবাধে সেখান হইতে Seattleএ যাইতে পারি, সুতরাং তখন এখানে ইউনাইটেড ষ্টেটের ইমিগ্রেসন অফিসারের নিকট গেলাম। তিনি দুই ডলার ফি গ্রহণ করিয়া, তৎপর বলিলেন “ত্রিশ ডলার ডিপজিট দেখান দরকার।” আমার হাতে তখন তিনটি ডলার মাত্র ছিল। সুতাং ডিপোজিটের টাকা দেখাইতে পারিলাম না, ইউনাটেড ষ্টেটে প্রবেশের অনুমতিও পাইলাম না। অতএব তখন Y.M.C.A.তে ফিরিয়া গেলাম। তথা হইতে তাহারা আমাকে ভ্যাঙ্কোভারে শিখদের ঠিকানা বলিয়া দিল। আমি তথায় চলিয়া গেলাম। সেখানে উপস্থিত হইলে সেই সময়ে তথায় শিখদের সর্দার হরনাম সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি অতিশয় যত্নের সহিত আমাকে গ্রহণ করিলেন, এবং সমস্ত বিষয় শুনিয়া কহিলেন, “আপনি যতদিন দরকার

আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারিবেন, এবং যদি কোন কাজ যোগাড় করিতে পারেন, করিবেন। আর তাহা না হয় আমাদের সঙ্গে মিলিয়া কাজ করিবেন।" তৎপর তিনি ঐ দিনই আমাকে তাঁহাদের বাসস্থানে যাইতে অনুরোধ করিয়া বিদায় দিলেন। আমি ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিয়া চেক্ ফিরাইয়া দিয়া ব্যাগেইজ রুম হইতে আমার ট্রাঙ্ক ও বিছানাদি বুঝিয়া লইয়া সন্ধ্যাবেলায় শিখদের আবাসে গেলাম।

এই বাসায় তৎকালে প্রায় ৫০জন শিখ বাস করিত। তাহারা সকলেই কর্ম্মযোগী। হরনাম সিং তাহাদের সর্দ্দার। হরনাম সিং পূর্ব্বে বৃটিশ আর্ম্মিতে কাজ করিত। ভারতবর্ষ হইতে ঐ কাজেই হংকং আসিয়াছিল। তথায় তাহার কর্ম্মের মিয়াদ শেষ হইলে পর টাকা রোজগার করিতে আমেরিকায় চলিয়া আসিয়াছে। হরনাম সিং লোকটা খুব চালাক-চতুর ভদ্রতাও সে বেশ জানে। ভারতবর্ষ-ফেরত দুই চারিজন সাহেবের সহিত তাহার এখানে বেশ পরিচয় আছে। অনেক সময় সাহেবেরা তাহাকে ডাকিয়া পাঠায় এবং লোকজনের দরকার হইলে তাহারই দ্বারা যোগাড় করে। সে সামান্যরূপ ইংরেজি বলিতে পারে, কিন্তু লিখিতে পারে না। সে অন্যান্য শিখ কর্ম্মজীবীদের জন্য কাজ অনুসন্ধান করে। কাজ পাইলে এই শিখ মজুরদিগকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দেয়, এবং তজ্জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে কমিশন লয় ও অন্যায় ভাবে (যেহেতু তাহারা লেখা পড়া জানে না) তাহাদের নিকট হইতে

ন্যায্য ভাড়া অপেক্ষা বেশী আদায় করিয়া তাহা হইতেও যথেষ্ট পয়সা রোজগার করে। এই প্রকারে উপার্জ্জিত পয়সার সংব্যবহারও সে ভাল জানে না তাহাও নহে। সে মদ খায়, তৎসঙ্গীয় আর আর সংগুণগুলিও যে তাহার ভিতরে ছিল না, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু সে বেশ মিষ্টভাষী। ভদ্রতা জানে। যে তাহার কাছে যায়, বলা বাহুল্য, সে তাহার নিকট ভদ্র ব্যবহার পাইয়া থাকে। এই স্বভাবের লোকের, বিপন্নের প্রতি যে অর্থে দয়া দেখান সম্ভব, তাহাও সে দেখাইতে ভুলিয়া যায় না। আমি তথায় গেলে তাহার লাভ ব্যতীত লোকসান হইবে না, তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল। ইহা বুঝিতে পারিয়াই সে আমাকে তথায় যাইতে আদর করিয়াছিল।

আমি শিখ-আবাসে যাওয়ার পরদিন হরনাম সিং আমাকে তাহার ব্যবসার বিষয় অনেকটা বুঝাইয়া বলিল, কিন্তু তখনও অন্যায় ভাবে শিখ মজুরদের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করার বিষয় কিছুই বলিল না। সে বলিল, আপনি ইংরেজি জানেন, নানাস্থান হইতে কাজকর্ম্ম জুটাইয়া আনিবেন, যত লোক দরকার হয় আমি তাহার যোগাড় করিব। তৎপর যে টাকা কমিশন পাওয়া যায়, তাহা আমরা দুইজনে সমান ভাবে ভাগ করিয়া লইব। আমি তাহাতে রাজী হইয়া সদা সর্ব্বদা কাজের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। দুই তিন দিন পরে, এখান হইতে কিছুদূরে একটি স্থানে কাজের যোগাড়

হইল। তথায় ৩৫ জন লোক পাঠান দরকার হইবে। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া হরনাম সিংকে এই বিষয় অবগত করাইয়া পুনঃ তাহাকে লইয়া সেই স্থানে গেলাম, এবং সমস্ত বিষয় ঠিক করিয়া আসিলাম। যথাসময়ে ৩৫জন লোক প্রেরিত হইল। মজুরগণ প্রত্যেকেই তাহাদের এক দিনের উপার্জ্জন এক ডলার পঞ্চাশ সেণ্ট করিয়া কমিশন দিল। এতৎ ব্যতীত, হরনাম সিং দেড় ডলার ভাড়ার স্থানে তাহাদিগের নিকট হইতে তিন ডলার আদায় করিয়া লইল। আমি ইহা দেখিয়া হরনাম সিংকে ডাকিয়া কহিলাম, "এই কি উচিত?"

সে বলিল, "আমরা যে তাহাদের জন্য খাটিব, আমাদের পোষান চাই ত! আপনি কিছু বলিবেন না।" আমি আর কিছু বলিলাম না। কিন্তু নিরক্ষর দরিদ্রদিগের শোণিত শোষণ করা ব্যবসা দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলাম। কিন্তু কি করিব! আমি তখন বিশেষ বিপদাপন্ন। তবে এই স্থির করিলাম যে, ঐ পয়সা হইতে আমি এক পয়সাও গ্রহণ করিব না। যে টাকা কমিশন লওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ন্যায্য অংশ গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হইব।

যথাসময়ে মজুরগণ কর্ম্মস্থলে চলিয়া গেল। হরনাম সিং তাহাদের সহিত ভিক্টোরিয়া পর্য্যন্ত যাইয়া মজুরদিগকে সাহেবের হস্তে বুঝাইয়া দিবে বলিয়া সেও ঐ সঙ্গে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে আমাকে বলিয়া গেল, "আমি ফিরিয়া আসিয়া আপনার অংশের টাকা আপনাকে দিব।" আমি তাহাতেই

সন্তুষ্ট রহিলাম এবং ক্ষীণ আশা হৃদয়ে ধারণ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

তাহারা চলিয়া গেলেও আমি বসিয়া রহিলাম না, পুনরায় কাজের জন্য ঘুরিতে লাগিলাম। দুই দিন পরে আর এক স্থানে চল্লিশজন লোকের কাজের যোগাড় হইল। কিন্তু হরনাম সিং তখনও ভিক্টোরিয়া হইতে ফিরিয়া আসে নাই। একদিন অপেক্ষ করিয়া তখনও যখন সে আসিল না, তখন উপস্থিত লোকদিগকে কাজে যাইতে বলিলাম। তাহারা বলিল, "হরনাম সিং না ফিরিয়া আসিলে, আমরা যাইতে পারিব না।" আর দুই দিন অপেক্ষা করিলাম, হরনাম সিং আসিল না। অবশেষে অন্য এক দলের সর্দ্দার সে কাজ লইয়া লইল। ইহার দুই দিন পরে হরনাম সিং ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাকে সমস্ত বিষয় খুলিয়া বলিলাম। তাহাতে সে মুখে একটু দুঃখ প্রকাশ করিল বটে, কিন্তু তাহার মুখের উপর বাস্তবিক পক্ষে কোন দুঃখের চিহ্ন মাত্র পরিলক্ষিত হইল না।

যাহাই হউক, তৎপরে তাহার নিকট টাকা চাহিলাম। সে তখন বলিল, "লোকদিগের কাজ হয় নাই। তাহাদের টাকা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে হইয়াছে।" কিন্তু আর একটি দলের সর্দ্দারের নিকট জানিতে পারিলাম যে, বাস্তবিক পক্ষে এক পয়সাও কাহাকেও ফিরাইয়া দেয় নাই। যদিও যথার্থই লোকদিগের কাজ হয় নাই, তথাপি যে টাকা একবার

হরনাম সিংহের পকেটে ঢুকিয়াছে তাহা আর নিষ্ক্রান্ত হয় নাই। এই সমস্ত জানিতে পারিয়া বাস্তবিকই বড়ই দুঃখিত হইলাম, এবং অবিলম্বে শিখ-সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলাম। কিন্তু তখন আমার হাতে একটি পয়সাও ছিল না। তবে ভগবানের অনুগ্রহে ঐদিন বৈকালবেলায় যে সর্দ্দারটি আমাকে হরনাম সিংহের সম্বন্ধে ঠিক সংবাদ দিয়াছিল, সে তাহার লোকজন লইয়া এক স্থানে কাজ করিতে যাইতেছিল এবং তজ্জন্য তাহাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া টিকিট খরিদ করিয়া এবং তাহাদিগকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিতে বলিল। আমি তাহাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাইয়া সমুদয় ঠিক করিয়া দিলাম। সর্দ্দার বিদায় কালে আমাকে দুইটি ডলার দিয়া গেল। আমি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আর দুই চারিদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ও নানা প্রকার কাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

দুই চারি দিনে ডলার দুইটি নিঃশেষ হইয়া গেল। আরও কাজের যোগাড় হইল বটে, কিন্তু এই সঙ্গে আর বাস করা সঙ্গত নয় বিবেচনা করিয়া এই স্থান হইতে পদব্রজে ইউনাইটেড ষ্টেটস্ অভিমুখে যাইতে কৃতসংকল্প হইলাম।

আমেরিকায় শিখদিগের দৈনিক রোজগার।

শিখগণ এখানে দৈনিক দেড় ডলার, পৌনে দুই ডলার, উর্দ্ধ সংখ্যা দুই ডলার রোজগার করে। কেহ কেহ কোনও স্থানে সোওয়া দুই ডলারও রোজগার করিয়া থাকে। কিন্তু সে

খুব কম লোকেই করিয়া থাকে। ইহাতে দেখা যায় যে, তাহাদের দৈনিক রোজগারের হার গোরাদের অপেক্ষা অনেক কম। যে কাজের জন্য সাহেবেরা দৈনিক সোওয়া দুই ডলারের কম গ্রহণ করিবে না, শিখগণ দেড় ডলার হারে সেই কাজ করিয়া থাকে। ইহার দুইটি কারণ বর্ত্তমান—

প্রথম—শিখদের দৈনিক ব্যয় সাহেবদের চেয়ে অনেক কম। শিখগণ একখানি অসজ্জিত ঘর ভাড়া করিয়া ৫০।৬০, ৭০।৮০ কখনও বা ১০০।১২৫ সোওয়া শত লোক এক স্থানে বাস করে। তাহারা আটা, চিনি, লবণ, তৈল এবং ঘৃত প্রভৃতি জিনিষ ক্রয় করিয়া তাহাদের খাদ্যসামগ্রী নিজ হাতে প্রস্তুত করিয়া লয়। এই কারণে তাহাদের প্রত্যেকের দৈনিক খরচ পঁচিশ, ত্রিশ ঊর্দ্ধ সংখ্যা পঁয়ত্রিশ সেণ্টের বেশী হয় না। আর অন্যদিকে, একজন সাহেব পরিশ্রমী, যে সংসারে একা, তাহারও দৈনিক এক ডলারের কম খরচ কুলায় না। তাহা হইলেই দেখা যায়, এক জন শিখে দেড় ডলার উপায় করিয়াই এক ডলার পঁচিশ সেণ্ট জমা করিতে পারে, আর, একজন গোরা দিন দুই ডলার রোজগার করিয়াও অনেক সময়ই দৈনিক এক ডলারও জমাইতে অক্ষম হয়। কাজে কাজেই শিখগণ দুই ডলারের স্থানে দৈনিক দেড় ডলার হারে কাজ করিতে পারে এবং তাহারা করেও।

দ্বিতীয় কারণ এই—
শিখ পরিশ্রমিগণ সাহেব পরিশ্রমিগণ অপেক্ষা তুলনায় কম

কাজ করিতে পারে। আমার ইতিপূর্ব্বে ধারণা ছিল যে, শিখগণ অতিশয় পরিশ্রমী, এবং অন্য কাহাদেরও তাহাদের সহিত তুলনা হয় না। কিন্তু আমেরিকায় শিখদিগের সহিত মিশিয়া এবং তাহাদের সহিত একত্রে বাস করিয়া আমার সে ধারণা দূর হইয়াছে। হরনাম সিংকে যখন আমি জিজ্ঞাসা করিতাম,—ইহাদিগকে এত অল্প বেতনে নিযুক্ত কর কেন? সে উত্তর করিত, "বাবুজি, ইহারা (শিখ পরিশ্রমিগণ) গোরাদের (সাহেবদের) সঙ্গে কাজ করিয়া উঠিতে পারে না," আমি এই কথায়ই সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম না। শিখ পরিশ্রমী-দিগকেও জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এবং তাহারাও স্বীকার করিয়াছে যে তাহারা সাহেবদের চেয়ে কম কার্য্যক্ষম। অনেকে হাতের অঙ্গুলী দ্বারা দেখাইয়াছে—সাহেবদের একজন তাহাদের দেড় জনের সমান।

শুধু ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হই নাই। আমার ২।৪ জন স্বাবলম্বী বন্ধু যাহারা স্বাবলম্বনের অনুরোধে, শিখ এবং সাহেব উভয়ের সহিত এক স্থানে, এবং পৃথক্ পৃথক্ স্থানে কাজ করিয়াছে, তাহারাও বলিয়াছে "মহাশয় কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা? শিখগণ কিরূপে সাহেবদের সহিত তুলনায় দাঁড়াইতে পারিবে? এই সমুদায় হইতে প্রমাণ হয় যে, শিখগণ যথার্থই সাহেবগণ হইতে কম কার্য্যক্ষম শিখগণ তাহা জানে, এবং মানিয়াও লইয়াছে। সুতরাং তাহারা সাহেবগণ হইতে কম বেতনে কাজ করিয়া থাকে এবং যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে তাহারা যে সন্তুষ্ট এরূপও মনে হয়।

শিখদিগের বাসস্থান।

শিখগণ কিরূপ অবস্থায় আমেরিকায় বাস করে পূর্ব্বে তাহার সামান্য আভাস দিয়াছি। শিখগণ, কেবল মাত্র দুই চারিজন ছাড়া প্রায় সকলেই অসজ্জিত ঘর ভাড়া করিয়া তাহাতে বাস করে। অনেক সময় ৫০।৬০।৭০।৮০ এমন কি এক শত কিম্বা দেড়শত লোকও একখানা ঘরে বাস করিয়া থাকে। তাহারা মাসে কয়বার স্নান করে, তাহারাই বলিতে পারে। কিন্তু তথাপি তাহাদের স্নানাগারে যাওয়া দুঃসাধ্য। তাহাদের পায়খানায় অন্য লোকের যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাহাদের বাসস্থান এমন দুর্গন্ধময় যে, তথাকার অধিবাসী ব্যতীত অন্য লোকের প্রবেশ করা খুব কষ্টসাধ্য।

তৎপর তাহাদের বেশ ভূষা, কাপড়চোপড় এত অপরিষ্কার এবং দুর্গন্ধময় যে, এমন কি রাস্তায় বাহির হইলে অন্য লোক তাহাদের সংস্পর্শে আসিতে ঘৃণা করে ও ভীত হয়, পাছে তাহারা বা কোনরূপ রোগে আক্রান্ত হয়। ভ্যাঙ্কোভারে আমি তাহাদিগকে বাস্তবিক এইরূপ অবস্থায়ই দেখিয়াছি। তবে এইরূপে থাকিয়া তাহারা যে যথেষ্ট পয়সা জমাইয়া থাকে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

শিখদের এই প্রকার অবস্থায় বাস করা তথাকার গভর্ণমেন্টের নিকট আপত্তিজনক। কেননা, তাহাদের এই অবস্থায় বাস করায় তাহারা কম দামে কাজ করিতে সক্ষম, এবং করে।

শিখদের এই প্রকার কম দামে কাজ করায় মোটের উপর মজুরীর দাম কমিয়া যায়। মজুরীর দাম কমিয়া গেলে দেশের বাসপ্রণালী হীন হইয়া আসে। আর, বাস প্রণালীর হীনতায় দেশের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। কাজেকাজেই শিখগণের ঐ দেশে প্রবেশ করা ঐ দেশের গভর্ণমেণ্টের নিকট আপত্তিজনক হইয়াছে।

কিন্তু শিখগণের এত দূর দেশে যাইয়া টাকা রোজগার করিবার উদ্যম দেখিলে বাস্তবিকই স্তম্ভিত হইতে হয়। দূরদেশ হইতে মজুরী করিয়া পয়সা উপায় করতঃ স্বদেশে আপন পরিজনকে সুন্দররূপে প্রতিপালন করার জন্য তাহাদের যে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে, তাহা অতি প্রশংসনীয়, মহৎ এবং ভবিষ্যৎ মঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে হয় এবং আশা হয়। ঈশ্বর করুন, তাহাদের মঙ্গল হয়।

সীমা-লঙ্ঘন

যাহাই হউক, এই প্রকারে কতক দিন শিখদিগের সহিত বাস করিয়া শেষে ইউনাইটেড ষ্টেটস্‌এ যাইতে কৃত সংকল্প হইলাম। কিন্তু কিরূপে এই সংকল্প সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, না জানায় তৎকালে তাহা একটি প্রধান ভাবিবার বিষয় হইয়া উঠিল। ভাবিবার বিষয় এই; প্রথমতঃ—বিনা অনুমতিতে কি করিয়া যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করিব? এ কথা অবশ্যই ঠিক, আমি অনুমতির জন্য যুক্তরাজ্যের ইমিগ্রেসন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট গিয়াছিলাম। অনুমতি চাহিয়াছিলাম এবং

ইহার ফি বাবদ দুটি ডলারও দিয়াছিলাম, কিন্তু অনুমতি পাই নাই। দ্বিতীয়তঃ—আমার পকেটে তখন পাঁচটি সেণ্ট ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অপরিচিত দেশ, অজানিত রাস্তা, ও ভিন্নজাতীয় জনসমূহ মধ্যে কিরূপে বিনা সম্বলে পথ চলিব? প্রথম প্রশ্নটি অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া শেষে দেখিলাম ধর্ম্মতঃ সীমা লঙ্ঘন করিয়া বিনা অনুমতিতে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করায়, আমার প্রকৃতপক্ষে কোন পাপ নাই। কেননা, অনুমতির জন্য যে দণ্ড তাহা আমি দিয়াছি। তার পর সেখানে পৌঁছিয়া আমি আমাকে প্রতিপালন করিতে পারি আর না পারি, তজ্জন্য আমি দায়ী; তাহাতে যুক্তরাজ্যের গবর্ণমেণ্টের কি ক্ষতি বা বৃদ্ধি! ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ যদি আমি দোষী না হইলাম, তবে বাকি রহিল,—যদি আমি নির্ব্বিঘ্নে সীমা অতিক্রম করিয়া ঈপ্সিত রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারি, তবে হয়। মনে মনে স্থির করিলাম "সে ভার আমার"। এইরূপে প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া পরে দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম,—পকেটে পয়সা নাই। পয়সা কোথায় পাইব? পথ চলিবার সম্বল কোথায়? কিছুকাল চিন্তার পর মনে হইল "এখান হইতে সিয়াটল পর্য্যন্ত সমস্ত রাস্তাই জঙ্গলের মধ্য দিয়া নয়, রাস্তার ধারে লোকালয়ও আছে। কাজ করিতে প্রস্তুত থাকিব, যেখানেই কাজ মিলিবে, দুই এক ঘণ্টা কিম্বা দুই এক দিন কাজ করিয়া খাবার পয়সা যোগাড় করিয়া লইব। খাদ্য অভাবে কিছুতেই মরিব না।" এইরূপে এই

প্রশ্নেরও মীমাংসা করিয়া পাঁচটি মাত্র সেণ্ট হাতে লইয়া ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ৭ই মার্চ্চ তারিখে ভ্যাঙ্কোভ্যার (B. C.) হইতে ১৮৪ মাইল সিয়াটলে (Wash., U. S. A.) রওনা হইলাম।

আসা কালে আমার ট্রাঙ্ক ও বিছানা পত্রাদি ভ্যাঙ্কোভারে "আমেরিকান ট্রান্সফার কোম্পানীর নিকট জমা রাখিয়া, তাহাদিগকে বলিয়া আসিলাম, আমি যথা হইতে এই সমুদয় পাঠাইতে লিখিব তখনই তথায় পাঠাইয়া দিও। যে টাকা পাওনা হয়, তখন তাহা পাঠাইয়া দিব। বলা বাহুল্য, তাহারা এ সব রাখিয়া এক খানি রসিদ দিয়াছিল।

পাঁচটি সেণ্ট যাহা কেবল মাত্র সম্বল ছিল তাহা রাখিলাম না। মনে করিলাম ইহা দ্বারা এগার মাইল রাস্তা বিনা পরিশ্রমে অগ্রসর হইয়া যাওয়াই উচিত। সুতরাং ট্রাম গাড়ীতে চাপিলাম। এগার মাইল রাস্তা যাওয়ার পর ট্রাম হতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে যুক্তরাজ্যাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। আমার পরিধানে তখন ইউরোপিয়ান্ পোষাক। সঙ্গে আর কিছুই ছিল না, কেবল মাত্র একটি ছাতা। কাহারও আমাকে দেখিয়া সহসা ধারণা করিবার উপায় ছিল না যে আমি ভিন্ন স্থানী লোক। যে স্থানেই যাই যেন আমি সেই স্থানের অধিবাসী। এইরূপ ভাবে চলিতে চলিতে মধ্যাহ্ন সময়ে কোন একটি স্থানে উপস্থিত হইলাম। সে স্থানে অধিক লোকের বসতি ছিল না। আধ মাইল, কি তদপেক্ষা একটু কম কিম্বা বেশী দুরে দুরে দুই চারি ঘর মাত্র লোকের বাস। আমি যে বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম সে বাড়ীর অগ্র পশ্চাৎ

এদিক ওদিকে আধ মাইলের ভিতর আর কোন লোকের বাড়ী ঘর দেখা যাইতেছিল না। আমি যখন এই স্থানে উপস্থিত হইলাম তখন বেলা প্রায় ১২টা হইয়াছে। বড়ই ক্ষুধিত হইয়াছিলাম। বাড়ীর দরজায় গিয়া ডাকিলাম। প্রথমে কেহই কোন সাড়া দিল না। আমি পুনঃপুনঃ ডাকিতেই লাগিলাম। তৎপর দেখিলাম একজন বৃদ্ধা আস্তে আস্তে বাহিরে আসিল, এবং আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "What do you want ?, তুমি কি চাও ?" আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"Is there any work that I can do for you ? কোন কাজ আছে কি, যাহা আমি করিতে পারি ?"

বৃদ্ধা—Nothing that I can see, why ? কিছু ত দেখি না, কেন ?

আমি—Well, I am hungry and i have no money with me. So I want some work and get my meal in return. আমার ক্ষুধা হইয়াছে পয়সাও সঙ্গে নাই সুতরাং কোন কাজ চাই, যাহার পরিবর্ত্তে আমার খাবার যোগাড় হইতে পারে।

তৎপর বৃদ্ধা বলিলেন, "ভিতরে আইস। আমার টেবিলটি সাজাও, আমি তোমাকে খাইতে দিতেছি।" আমি তখন তাহার সঙ্গে তাহার ঘরের ভিতর গেলাম এবং তাহার ইচ্ছা অনুযায়ী তাহার খাবার টেবিল সাজাইতে লাগিলাম। দশ মিনিটের ভিতর রান্না শেষ হইয়া গেল, তৎপরে উভয়ে আহার করিতে বসিলাম। আমি আর কিছুই না খাইয়া যথেষ্ট রুটী, মাখন ও

আলু খাইয়া উদর পূর্ণ করিলাম, এবং বৃদ্ধার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধা তখন বলিলেন, "You need not wait for me আমার জন্য তোমার অপেক্ষা করিবার দরকার নাই। আমি অগত্যা বৃদ্ধাকে ধন্যবাদ দিয়া তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম।

আবার পথ চলিতে লাগিলাম। কত বন, জঙ্গল এবং পাহাড় অতিক্রম করিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। আমিও তাহাই অবলম্বন করিয়া ক্রমে ক্রমে সেই সমুদয় বন, জঙ্গল, পাহাড় এবং প্রান্তর অতিক্রম করিয়া আস্তে আস্তে গন্তব্য স্থানাভিমুখে চলিতে লাগিলাম। ক্যানেডার এই দিকে অধিক লোক বাস করে না। সুতরাং রাস্তায়ও তেমন লোক চলাচল করে না। অনবরত আমি একাই পথ চলিতে লাগিলাম। নির্জ্জন পথে কত চিন্তা মনে আসিতে লাগিল, ও মন হইতে দূরে লুকাইয়া যাইতে লাগিল। কত আশা হাসির ছটা ফটাইয়া হৃদয়াকাশে উদিত হইতে লাগিল। আবার নীরবে নিস্তব্ধ নির্জ্জন প্রান্তরে লুকাইয়া যাইতে লাগিল। আমি অনবরত অক্লান্ত পদে চলিতে লাগিলাম। নিম্নে নির্জ্জন ভূমি, উচ্চে নীরব অনন্ত আকাশ, চিন্তালহরী মনে আসিতে লাগিল, ও যাইতে লাগিল, কিন্তু আমায় ক্লান্ত করিতে পারিল না। আমি অবিচলিত চিত্তে ও অতর্কিত পদে আমার গন্তব্য স্থানাভিমুখে অক্লান্তভাবে, সেই জনশূন্যপথ অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। হায়! সেই জীবনে, সেই প্রান্তরে, সেই নির্জ্জন পথে, প্রাণে কতই আশা, কতই উদ্যম ছিল! সেই আশা, সেই উদ্যম, সেই অধ্যবসায় এখন কোথায়? সে সমুদয় কি এ হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে!

এইরূপে পথ চলিতে চলিতে অবশেষে অপরাহ্নে একটি পল্লীতে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, পথ পার্শ্বে তিন চারি জন লোক বৃক্ষতলে ছায়ায় বসিয়া গল্প গুজব করিতেছে। আমি তথায় তাহাদের পার্শ্বে একটি ভূপতিত বৃক্ষের উপর বসিয়া বিশ্রাম

করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল তাহাদের পল্লিগল্প শুনিতে লাগিলাম। কিছুকাল পর জিজ্ঞাসা করিলাম, নিকটে কোথাও জল আছে? তাহারা অগৌনে অদূরে জল দেখাইয়া দিল। আমি তথায় গিয়া জলপান করিয়া পুনরায় আসিয়া তাহাদের নিকট বসিলাম। তাহারা তখন আমি কোথা হইতে আসিতেছি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর করিয়া, আর অন্য কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় দিলাম না, অন্য কথা পারিয়া বসিলাম। ক্ষনকাল পরে কথায় কথায় সম্মুখের দিকে পরবর্ত্তী পল্লীর নাম জানিয়া লইয়া, তাহা এখান হইতে কতদূর জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। তখন তাহারা বলিল, "তোমার এত দূর যাইবার দরকার হইবে না, শিখেরা সেই পল্লীর এই দিকেই বাস করে। রাস্তা হইতে তাহাদের বাসস্থান অনেক দূর নহে। তুমি যাইতেই দেখিতে পাইবে। উহা রাস্তার ডান ধারে অবস্থিত। পল্লী বাসীগণ আমাকে শিখ বলিয়া ঠিক করিয়াছিল। যাহাই হউক, শিখদের সংবাদ শুনিয়া, বলা বাহুল্য, আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। এবং ধন্যবাদ দিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় হইলাম। বেলা তখন প্রায় ৪টা বাজিয়া গিয়াছে।

তখন ক্লান্তি নিবন্ধন আর অধিক জোড়ে পথ চলিতে পারিলাম না। সুতরাং আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। তৎপর ও দুই তিনটী অনুচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিয়া প্রান্তরে প্রবেশ করিলাম দেখিলাম, আর নিকটে পাহাড় নাই।

প্রান্তরের প্রায় এক তৃতীয় অংশ অতিক্রম করিলে পর পথে

একটি যৌবনাভিমুখী বালিকার সহিত সাক্ষাৎ হইল। বালিকাটীর বয়স প্রায় ১৬ বৎসর। দেখিতে সুন্দরী মুখাকৃতি গোল। চক্ষু দুইটী সুন্দর নীল বর্ণ। মধ্যস্থলে নাতী দীর্ঘ নাতী হ্রস্ব, ন উচ্চ, ন নিম্ন নাসিকাটী সুন্দর ভাবে দুইটী চক্ষুকে বিভাগ করিয়া ঠিক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ভ্রুযুগল যথা স্থানে সুন্দব ভাবে সন্নিবেশীত। অধর দ্বয় সুচিক্কন, ও সুন্দর। রক্তিমাভা যুক্ত গণ্ড স্থল দেখিলে মনে হয়, যেন, সামান্য আচরেই ফুটীয়া শোণিত বহমান হইবে। মাথায় ঘণ লালবর্ণ কেশগুলি বসন্ত বাতাসে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে উড়িয়া পড়িতেছে। বক্ষস্থলে ঈসৎ উন্নত সুন্দর পয়ধর যুগল কন্দর্পেব দর্পচূর্ণ করিয়া স্বগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া আপন প্রভাবের পরিচয় দিতেছিল। সুন্দর হস্তে দেখিলাম দুই তিন খান পুস্তক হাতের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। আমি বালিকার নিকট—শিখদের বাসস্থান কতদূর জিজ্ঞাসা করিলাম। বালিকা অবনত মস্তকে উত্তর করিল "আর অনেক দূর নয়"। তখন ফিবিয়া দাঁড়াইয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দিল "ঐ, ঐস্থানে অবস্থিত।" আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া পুনঃ পথ চলিতে লাগিলাম। বালিকা তাহার পথ অনুসরণ করিল।

ক্ষণপর পশ্চিম দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সূর্য্যদেব তখন অবসন্ন হইয়া অস্তাচলে দাঁড়াইয়াছেন। চারিদিক অপরূপ শোভায় শোভিত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্তাচলে ডুবিয়া গেলেন। ক্রমে ক্রমে জগতের সেই সান্ধ্য সৌন্দর্য্যরাশি বিলীন হইয়া আসিতে লাগিল, আমি শিখদের বাসস্থানে উপস্থিত হইলাম।

আশ্চর্য্য উদ্যম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। ধরাতল অন্ধকারে আবৃত হইতেছিল, এমন সময় আমি শিখদের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমাকে দেখিয়াই চিনিতে পারিল যে আমি বাঙ্গালী। তখন বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাকে বসিতে যত্ন করিল। আমি তাহাদের বিছানায় উপবেসন করিলাম। তাহারা আমাকে নানা-রূপ কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমিও তাহাদের উপস্থিত প্রশ্ন সমুহের মুখে উত্তর দিতে লাগিলাম, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, এত যত্নের মানে কি? আমাকে অনেকক্ষণ এই চিন্তায় কাল ক্ষেপণ করিতে হইল না। অল্পক্ষণ পরেই দুই তিন জন পুস্তক লইয়া আসিয়া আমার পাশে বসিল। ঘরের ভিতর আর চারি জন লোক রুটী প্রস্তুত করিতেছিল, তাহারাও এই তিন জনের ব্যাপার দেখিয়া হস্ত-প্রক্ষালন করতঃ তাহাদের ইংলিশ প্রাইমার লইয়া আর তিন জনের সঙ্গে—আমার পাশে আসিয়া বসিল। লেখাপড়া শিক্ষার জন্য এইরূপ উৎসাহ ও চেষ্টা দেখিয়া বলা বাহুল্য আমি অতিশয় সুখানুভব করিলাম, এবং ক্লান্ত শরীরেও অনেকক্ষণ তাহাদিগকে উৎসাহের সহিত পড়াইতে রহিলাম। তৎপর শ্রান্তি নিবন্ধন শরীর অবসন্ন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল কিন্তু তখনও শিখ ভায়ারা ছাড়িল না, তাহারা তাহাদের পড়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু যখন দেখিল, আমি একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছি, তখন তাহাদের সর্দ্দার

আমাকে রুটী খাইতে অনুরোধ করিল। আমি তাহাব জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম, সুতরাং আর কাল বিলম্ব না করিয়া আহার করিতে বসিলাম। তখন তাহারাও রুটী খাইতে লাগিল। প্রায় এক ঘণ্টার ভিতর আহারাদি শেষ হইয়া গেল। দুই এক জনে শয়ন করিল, কিন্তু পড়ুয়াগন পুনরায় আসিয়া আমার পার্শ্বে বসিয়া পড়া জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল। সমস্ত দিন পথ শ্রান্তির পর, প্রায় দেড় ঘণ্টা কি দুইঘণ্টাকাল, আমার এইরূপে ভুগিতে হইল। তৎপর যখন একবারে অবসন্ন হইয়া পরিতে লাগিলাম, তখন তাহারা তাহাদেরই যে দুই এক খানা পরিস্কার কাপড় ছিল তদ্বারা তাহাদের সমভিব্যহারে আমার বিছানা করিয়া দিল। আমি তথায় শয়ন করিলাম।

পরদিন প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগের পর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া যখন তাহাদের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম, তখন তাহারা আমাকে প্রাতঃকালে রুটী খাইয়া যাইতে অনুরোধ করিল। আমি তজ্জন্য একটু অপেক্ষা কবিতে লাগিলাম। ইত্যব সবে দুই তিন জন পুনরায় পুস্তক লইয়া আসিয়া পাশে বসিল, এবং পড়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে রুটী গরম করা হইয়া গেল। আমি চা সহ রুটী খাইতে লাগিলাম। ভায়াগণ তখন আমাকে পুনঃ পুনঃ, অন্তঃত পক্ষে দিনেকের জন্য তথায় অপেক্ষা করিতে অতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। রুটী খাওয়ার পরই পথ চলিতে ব্যস্ত হইলাম। শিখ ভায়ারা দুই তিন জন পুস্তক

হস্তে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল, এবং তখনও দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া লইল। তৎপর আমি তাহাদের নিকট হইতে বহুকষ্টে বিদায় লইয়া পুনরায় আপন পথে চলিতে লাগিলাম।

অত্য আমেরিকায় নিরক্ষর শিখদিগের লেখা পড়া শিক্ষার জন্য এত অধিক উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তাহাদের এই উদ্যমে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার কেহ নাই। কিন্তু তাহাতেও দেখিলাম, তাহারা যে নিতান্ত কিছুই করিতে পারে নাই তাহা নহে। তাহারা বিনা শিক্ষকে যে টুকু যাহা করিয়াছে, তাহা প্রসংশণীয় সন্দেহ নাই।

সীমা অতিক্রম।

যাহাই হউক, শুনিতে পাইলাম এখান হইতে যুক্ত রাজ্য, ও ক্যানাডার সীমান্ত সহর প্রায় নয় মাইল দূর। কিরূপে সহর পার হইয়া যুক্ত রাজ্যে প্রবেশ করিব তাহা ঠিক করিয়া লইলাম। আমেরিকার ম্যাপ খানা মানসচিত্তে অঙ্কিত করিয়া দেখিলাম, যে, এখান হইলে যদি ক্রমান্বয়ে কেবলই দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাই, তাহা হইতে, তিন কিম্বা চারি ঘণ্টা কাল পরে আমি নিশ্চয়ই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স এ উপস্থিত হইব। সুতরাং সীমান্ত সহরে উপস্থিত হইয়া আর কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিবার কোনই দরকার নাই। যখন সহরে উপস্থিত হইব,

তখন ঠিক যেন আমি এই সহরের বসতিওয়ালা এরূপ ভাব দেখাইব। তৎপর যে কোনও রাস্তা দক্ষিণদিকে চলিয়া গিয়াছে সেই রাস্তায় চলিতে থাকিব। সুতরাং জিজ্ঞাসা করিবার আর কোনও দরকারই নাই।

এইরূপ স্থির করিয়া চলিতে লাগিলাম, বেলা অনুমান দশটার সময় সহরের পশ্চিম উত্তর সীমানায় পদার্পন করিলাম। কাহারও নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। দেখিলাম সহরের ঠিক পশ্চিম দিকে চার পাঁচ জন লোক অনুচ্চ একটী পাহাড়ের উপরে কাজ করিতেছিল। আমি যখন তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া প্রায় একশত গজ দূরে চলিয়া গিয়াছি, তখন শুনিতে পাইলাম, তাহারা বলিতেছে "এই লোকটা সীমা অতিক্রম করিতে যাইতেছে"। তৎপর আমার পশ্চাৎ দিকে চার পাঁচ গজ দূরে একটী ঢিল পতনের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তখন আমার প্রাণ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না, যেন আমি কিছুই জানি না। আর কেহ কিছু বলিল না। যদিও তখন আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল, তথাপি, সাহসে ভর করিয়া স্থির পদ বিক্ষেপে স্বাভাবিক ত্রস্ত গতিতে চলিতে লাগিলাম। আর প্রায় পাঁচ মিনিট কাল পরে আমি সহরে উপস্থিত হইলাম। কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। একটু এ রাস্তা এবং একটু সে রাস্তা ঘুরিয়া ফিরিয়া, আমার প্রতি লোকের দৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটাইতে চেষ্টা করিলাম, এবং অবশেষে একটী রাস্তা ধরিয়া ঠিক দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলাম। এ দিকে ওদিকে

কোনও দিকেই চাহিলাম না, কেবল রাস্তার দিকে চাহিয়া ভ্রান্ত গতিতে চলিতে লাগিলাম। তখন আমার, এমন কি, নিশ্বাস পশ্বাস ফেলিতেও প্রাণ দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। কিন্তু তথাপী স্থির অতর্কিত পদ বিক্ষেপে চলিতে লাগিলাম। সহরের গেট্ পার হইযা তৎপর দুই রাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিয়া এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা সময় পর্য্যন্ত এত বেগে চলিতে লাগিলাম যে একটু নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিবার ও আমার অবসর ছিল না। কোনও দিকে চাহিয়া কিছু দেখিবার অবসর ছিল না। কেবল রাস্তার পাশে চিঠির বাক্স মাত্র নজরে পরিত। কতক সময় পর্য্যন্ত তাহাতে কি লেখা ছিল তাহাও দেখিবার সময় ছিল না।

এইরূপ ভাবে প্রায় পাঁচ কি ছয় মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া তৎপর—গতি ক্রমে কমাইতে লাগিলাম। পথের পাশে যাহা কিছু ছিল, তাহা এখন দৃষ্টি পথে পতিত হইতে লাগিল। আবার একটী চিঠির বাক্স দৃষ্টি গোচর হইল। দেখিলাম ইহাতে লেখা রহিয়াছে—"letter box U. S. A." (চিঠির বাক্স) আমেরিকা যুক্ত রাজ্যে) দেখিয়া আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। মনে করিলাম, আর কি, আমি এখন যুক্ত রাজ্যে। যে যুক্ত রাজ্যে আসিবার জন্য আজ কয় মাস যাবত কত ভাবিতে ছিলাম, আমি এখন সেই যুক্ত রাজ্যে। আমি তখন কত সুখি হইয়াছিলাম, তাহা বাস্তবিকই, আমি এখানে বর্ণনা করিতে অক্ষম। কলম তাহা ভাষায় লিখিতে পারে না। কেবল মন তাহা অনুভব করিতে পারে।

বেলিং হাম।

প্রায় দুই ঘণ্টা কাল ক্রমাগত এই প্রকার পথ চলাতে শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধিত ও তৃষ্ণিত হইয়া পড়িলাম। সঙ্গে শিখপ্রদত্ত এক খানা রুটী ছিল তাহা উদরস্থাত করিয়া অবশেষে একপল্লীতে উপস্থিত হইয়া একটী সুতার বাড়ীতে উঠিয়া জল চাহিলাম। একটা যুবক কূপ হইতে জল উঠাইয়া একটী গ্লাসে করিয়া আমাকে পান করিতে দিল। তৎপর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "কোথা হইতে আসিতেছ ?"

অনেক সময় ঠিক সত্য কথা বলিলে কাজ চলে না, অনেক কাজ পণ্ড হয়, এবং সামান্য একটু মিথ্যা বলিলে মহৎ কার্য্য সাধিত হয়। যে স্থানে মিথ্যা বলিলে কাহারও কোন হানি না হয় ববং বলিলে কোনও মহৎ কার্য্য সংসাধিত হইতে পাবে তেমন স্থলে বোধ হয় সামান্য একটু মিথ্যা কথা বলাতে তেমন কোন দোষ হইতে পারে না। আমিও আজ দেখিলাম এস্থলে আমাব সামান্য একটু মিথ্যা বলাতে কাহারও কোন অনিষ্ঠ হইবে না, অথচ সত্য বলিলে আমার বিশেষ অনিষ্ঠের সম্ভাবনা এইরূপ স্থলে একটু মিথ্যা বলাতে তেমন কিছু দোষ নাই। সুতরাং ঠেকিয়া পরিয়া অগত্যা পক্ষে বলিলাম আমি বেলিংহাম হইতে কোন কার্য্যবশতঃ এদিকে আসিয়াছিলাম, এখন ফিরিয়া পুনরায় বেলিংহামে যাইতেছি; এই সময়ে কুলাইতে পারিব ত ?" তখন প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে। যুবক কহিলেন, "একটু

রাত্রি হইবে। বেলিংহাম এখান হইতে প্রায় চব্বিশ মাইল।" আমি তখন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম, এবং পুনরায় পথ চলিতে লাগিলাম। অতঃপর, প্রায় দুই ঘণ্টা কাল খারাপ রাস্তায় চলিতে হইল। তৎপর রেলের সরকে উঠিলাম এবং যতদূর সম্ভব দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিলাম।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সুদূরে পাহাড়ের উপর বেলিংহাম দৃষ্টিগোচর হইল। তখন আমি আমার গতি আরও একটু বাড়াইয়া দিলাম। কিন্তু তখনও বেলিংহাম প্রায় দশ মাইল দূরে অবস্থিত। সন্ধ্যা হইয়া গেল, বড়ই ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তখন আর চলিবার শক্তি নাই। অগত্যা পক্ষে পথ পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম।

প্রায় ১৫মিনিট কাল বিশ্রাম করিয়া তৎপর পুনরায় চলিতে লাগিলাম। কিন্তু তিন মাইল রাস্তা অতিক্রমের পরই পা বড় ভয়ঙ্কর ব্যাথা করিতে লাগিল, সুতরাং আবার পথ পার্শ্বে বসিয়া পড়িলাম। এইবার আরও একটু বেশী সময় বিশ্রাম করিতে হইল। কতক্ষণ বিশ্রাম করিলাম তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কতক্ষণ পরেই আবার উঠিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। পায় আরও ভয়ঙ্কর ব্যাথা হইতে লাগিল, কিন্তু যাইতে হইবে, তাই চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে অধিক দূর যাইতে পারিলাম না, আবার বসিয়া পড়িলাম। তখন বেলিংহামের আলোক রাশি দেখা যাইতেছিল!

অনেকক্ষণ পরে আবার উঠিয়া চলিতে লাগিলাম, আবার বসিলাম, আবার উঠিলাম, আবার বসিলাম। এইরূপ উঠা চলা

বসা করিতে করিতে রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বেলিংহাম রেল ওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। জানিতাম এখানে কয়েক জন শিখ কাজ করিত, কিন্তু তাঁহারা কোথায় তাহা জানিতাম না। এত রাত্রে খুঁজিয়া বাহির করাও নিতান্ত সোজা ব্যাপার হইবে না আর খুজিবার শক্তিও তখন ছিল না। সুতরাং সে রাত্রি রেলওয়ে ষ্টেসনে যাপন করাই ঠিক করিয়া গায়েব ওভার কোটটী বিছাইয়া লইয়া তাহার আধখানিতে যত টুক সম্ভব আবরিত হইয়া ঘুমাইতে প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু ঘুম কোথায়? ক্লান্তি, শ্রান্তি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় সে কোথায় লুকাইয়াছিল, তাহাকে খুজিয়া পাইলাম না। পুনঃ পুনঃ ঘড়ির দিকে তাকাইতে লাগিলাম। বহু কষ্টে, অতি ধীরে, এক একটী ঘণ্টা অতীত হইতে লাগিল, তাহাতেই প্রাণে একটু একটু আশার সঞ্চার হইতে লাগিল—"আবার প্রভাত আসিবে"।

করাতের কারখানা

পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে শিখদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল অনুসন্ধানেব পর শিখদের আবাসে উপস্থিত হইলাম। তখন ভায়ারা কাজ হইতে আসিল। আমি তাহাদের বাসায় উপস্থিত হইলে তাহারা যথোচিত যত্নাদি করিতে ক্রটী করিল না। তথায় প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিলাম, তৎপর তাহারা আমার পরিচর্য়াদি বিশেষরূপ লইতে প্রয়াস পাইল। বলা বাহুল্য, তাহারা যখন জানিতে পারিলে যে আমি ইংরেজি জানি, তাহারা তখন যার পর

নাই সুখী হইল এবং বলিল, "বাবু জি, এখানে কাজ কর। বেশ ভাল, খুব পয়সা পাওয়া যায়।"

আমি—কোথায় ? কি করিব ? কি কাজ পাওয়া যায় ?

শিখ—কেন, এখানে করাতের কারখানায় বহুৎ কাজ পাওয়া যায়। মাহিয়ানা খুব বেশী। দিন সোয়া দুই ডলার হিসাবে দেয়। বাবু জি, খুব পয়সা পাওয়া যায়। খরচও খুব কম। মাসে আমাদের ছয় ডলারের বেশী খরচ হয় না। নিতান্ত কম পক্ষে মাসে পঞ্চাশ ডলার জমা করা যায়। কি দোষ, বাবুজি ? এখানে কে তোমাকে দেখিবে ? কাম কর, আমাদের সঙ্গে থাক।

আমি—সে ত বেশ ; তা আমি কাজ করিতে রাজী. পাওয়া যাবে ত ?

শিখ—হাঁ, তা আমরা আজই যোগাড় করিয়া দিব।

আমি—তবে ত ভালই হয়।

তৎপর শিখ সর্দ্দার গঙ্গা সিং আমাকে রুটী খাইতে বলিল, আমি রুটী খাইতে লাগিলাম। তাহারাও তিন চারিজনে রুটী খাইতে আরম্ভ করিল।

এখানে প্রায় ১৫পনর বিশজন শিখ আছে। সকলেই করাতের কারখানায় কাজ করে। তাহারা ভগবানের ইচ্ছায় যথেষ্ট পয়সা রোজগার করে, এবং দুই একজন ব্যতীত সকলেই যথাসাধ্য পয়সা জমাইতে চেষ্টা করে। তাহাদের এখানে বাবু গিরির বাহাদুরী নাই, তবে অনেকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে চেষ্টা করে। ইহারা ভ্যাঙ্কোভারের শিখদের মত

তেমন অপরিষ্কার ভাবে থাকে না। এই শিখেরা অনেকেই বৃটিশ আর্ম্মির অবসর প্রাপ্ত সৈন্য।

যাহাই উকক, আহারাদি শেষ হইলে সকলেই যে যাহার বিছানায় শয়ন করিয়া ঘুমাইতে লাগিল। আমিও যেহেতু পূর্ব্ব রাত্রে একটুও ঘুমাইতে পারি নাই, সুতরাং তাহাদেরই একজনের বিছানায় শয়ন করিলাম, এবং অল্প সময়মধ্যে ঘুমাইয়া পরিলাম।

বেলা প্রায় তিনটার সময় আমরা সকলে শয্যা ত্যাগ করিলাম। এদিকে আমার কার্য্যে যাওযার প্রস্তাব ঠিক হইল। তৎপর বেলা ছয়টার মধ্যে আমাদের সকলেরই আহারাদি শেষ হইয়া গেলে দুই তিনজনে আরাম করিতে লাগিল। গঙ্গারাম সিং তখন আমাকে পোষাক পড়াইতে লাগিল। তাহার কথা অনুসারে আমাকে তাহাদের পরিত্যক্ত একটী ছেড়া পেণ্টুলেন পরিধান ধান করিতে হইল। তৎপর তাহার উপর একটী ছেঁড়া কোট পড়াইয়াদিল। মাথায় আমারযে ফেণ্ট হ্যাট ছিল, তাহাই রহিল। যখন পোষাক পড়া সমাপ্ত হইল, তখন আমি আয়নার সম্মুখে যাইয়া আরনাতে আমার প্রতি মূর্ত্তি দেখিয়া হাসিতে লাগিলাম, ভায়ারাও খিল খিল করিয়া হাসিতে লাগিল। অপরূপ শোভাযই শোভিত হইয়াছিলাম বটে!

এইরূপে আমার পোষাক পরা সমাপ্ত হইলে আর সকলেও যে যাহার পোষাক পরিধান করিয়া টীনের বাক্সে রুটীও চা লইয়া করাতের কারখানা অভিমুখে চলিল। আমিও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম।

ইহাদের সকালেই যে ঠিক একই কারখানায় কাজ করে তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্নকারখানায় নিযুক্ত আছে। যে ব্যক্তি, নিকটেই, বড় একটী কারখানায় কাজ করিত, গঙ্গা সিং আমাকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিযা উক্ত লোকটীকে বলিয়াদিল, বাবুজকে ফোরম্যানের নিকট লইয়া গিয়া যাহাতে উহার ভাল একটী কাজ হইতে পারে তাহা করিয়া দিও এবং তুমি নিজে যত দূব সাহায্য করিতে হয় তাহা করিও। কিন্তু যে লোকটীব সঙ্গে আমাকে পাঠাইল,সে তেমন চালাক চতুর ছিল না। ঐকারখানাটি অতিশয় বড় ছিল। ইহাতে প্রায় ১২ ১৪ শত লোক কাজ করিত। কারখানায় ঢুকিবাব সময টাইমকিপার জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কাজ চাও না কি—?" আমি সম্মতি প্রকাশ করাতে সে আমার সঙ্গীকে ফোরম্যানের নিকট আমাকে লইয়া যাইতে বলিল। শিখ ভায়া আমাকে লইয়া ফোরম্যানের নিকট গেল। কিন্তু লোকে যে বলে যে, 'অভাগাব স্থখ স্বর্গেও নাই," তাহা ঠিক। কেননা আমরা যখন ফোরম্যানের নিকটে গেলাম, এবং আমি যখন তাহাকে কোন কাজ আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলাম, সে প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিল "কঠোর পরিশ্রম করিতে রাজী আছ?" আমি উত্তর করিলাম,—রাজী আছি। "তবে বেশ আমার সঙ্গে এস" বলিয়া ফোরম্যান আমাকে কাজ দেখাইতে লইয়া চলিল। শিখ ভায়া তাহার কাজে চলিয়া গেল।

ফোরম্যান আমাকে কার খানার এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে লইয়া গেল। সেখানে যাইয়া দেখিলাম জমিন

হইতে ক্রমোন্নত একটী পুলের উপর দিয়া একগাছি মোটা সিকল বড় বড় কাঠের কুন্দা টানিয়া লইয়া উপরে উঠাইতেছে পর্য্যায় ক্রমে সাত আট জন লোক পার্শ্বস্থিত পুলের উপর দাঁড়াইয়া সেই গুলি উঠাইয়া নিচে গাড়ীর উপরে ফেলিয়া দিতেছে। ফোরম্যান এখানকার ফোরম্যানের অধীনে আমাকে এই কাজ করিতে হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন। আমি অন্য সকলের সঙ্গে কাজ করিতে প্রস্তুত হইলাম। প্রথমে অন্য পরিশ্রমীগণ আমাকে ঐরূপ চলিত কাঠ ধবিবার কৌশল শিক্ষাইয়া দিল তৎপর আমি তাহাদের সহিত কাজ করিতে লাগিলাম।

দৈহিক কি মানসিক বলে
লোকে কাজ করিয়া থাকে !

আমার শরীর উপস্থিত পরিশ্রমী দিগের তুলনায় অতিশয কমযোরী। যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড একেকটী কাঠের কুন্দা হর্ হর্ করিয়া উপরদিকে চলিযা আসিত, আমাব নিম্নদিকে আমা অপেক্ষা দৈহিক বলে অধিক বলবান দুই তিন জন লোক সেই সবগুলা ধরিতে সাহস করিত না, এবং আমাদের বামদিকে উপরে সব্ব শেষে একজন প্রকাণ্ড কায় রুশের জন্য ছাড়িয়া দিত। আমার নিকট আসিলে আমি সমস্তই রুশের উপর নির্ভর কবিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তি যুক্ত মনে না করিয়া সাহসে নির্ভর করিয়া আমার দক্ষিণদিকে অবস্থিত তিন চারি জনেব উপদেশ না মানিয়া সেই গুলাকে ধরিতে চেষ্টা করিতাম, এবং ধরিয়া, ঠিক অন্য গুলির ন্যায়, নিম্নে দণ্ডায়মান গাড়ীর উপর ফেলিয়া

দিতাম। আমার মনে তখন সতত এই প্রশ্ন উদিত হইত, "জগতে কার্য্য সম্পাদন করা কি দৈহিক বলে হইয়া থাকে না মানসিক বলেই হইয়া থাকে ?"

বস্তুতঃ দেখিতে গেলে দেখা যায় জগতের মহাজনগণ এযাবত যত সব মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, যদি দৈহিক বলের উপর কার্য্য সম্পাদন করা নির্ভর করিত, তবে তাহারা তাহাদের এই সামান্য শরীরিক শক্তি দ্বারা কখনই এত বড় বড় কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না। মানসিক বলের উপরেই যে কার্য্য করি শক্তি সন্নিহিত রহিয়াছে তাহাতে আর কোন ভুল নাই। মানসিক শক্তি ব্যতীত দৈহিক শক্তি কখনই মহৎ কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম হয় না। তবে ইহাও ঠিক যে যেহেতু দেহের দ্বারাযই মনের বিকাশ, সুতরাং দেহের সাহায্য ব্যতীরেকে মানসিক শক্তি কাজ করিতে অক্ষম। তবে তুলনায় মানসিক শক্তির স্থান দৈহিক শক্তির অনেক উচ্চে। তাহা হইলেও দৈহিক শক্তি মানসিক শক্তির সাহায্যার্থে যত টুকু শক্তি ইহাতে ধারণ করিতে পারে তাহা দরকার। মানুষ মনের জোরে এবং দেহের সাহায্যে কার্য্য সম্পন্ন করে।

সিয়াটেল্ যাত্রা।

ক্রমে তিন রাত্রি এইরূপ কঠোর পরিশ্রম করিয়া শরীরের নানা স্থানে এমন ভয়ানক ব্যাথা হইয়া গেল যে আর উক্ত কার্য্যে যোগদান করিতে সাহসী হইতে পারিলাম না। সুতরাং চতুর্থ

বাত্রে কাজে ইস্তাপা পাইলাম। তৎপবদিন সকাল বেলায কাব খানায যাইযা হিসাবে ছয় ডলাব পঁচাত্তব সেণ্ট আমাব প্রাপ্য সুস্থিব হইল। কিন্তু ছয ডলার পঁচাত্তব সেণ্ট হইতে পঞ্চাশ সেণ্ট ডাক্তাবী কি বলিযা কাটীযা লইল। এতদ্বাদে বকি টাকা তাহাবা আমাকে তখনই দিযা দিল। আমেবিকায এই প্রথম উপার্জ্জনের টাকা হাতে লইযা তখন মনে হইল, একটী ঘডি সঙ্গে থাকা নিতান্ত দবকাব। সুতবাং তখনই দোকানে যাইযা আডাই ডলাব দামেব একটী ঘডি খবিদ কবিযা লইলাম। তৎপব বকি পৌনে চাবি ডলাব পকেটে লইযা ভাবিতে লাগিলাম যদি এখান হইতে ষ্টিমাব যোগে সিযাটেলে যাই, তবে ষ্টিমাবেব ভাডা বাদ এবং যাওযা খবচ বাদ সিযাটেলে পৌছা কালে আমাব হাতে দেড ডলাবেব অধিক থাকিবে না। দেড ডলাব অতি সামান্য সিযাটেলে পৌছিযা যদি এক সপ্তাহেব খবচ হাতে না থাকে তবে কিরূপে চলিতে পাবিবে। দুই চাবিদিন যদি কোন কাজ না পাই, তবে আমাব কি গতি হইবে? সুতবাং এখান হইতে ষ্টিমাব যোগে না যাইযা হাটীযাই সিযাটেল পর্য্যন্ত যাইব, এবং পথি মধ্যে যদি আব দুই এক দিন কাজ কবিযা আবও দুই তিনটী ডলাবেব যোগাব কবিযা লইযা যাইতে পাবি, তাহাও বিশেষ সুবিধাব বিষয হইবে। এইরূপ স্থিব কবিযা বেবা প্রায সাডে দশটাব সময বেলিংহাম ত্যাগ করিযা পদ ব্রজে সিযাটেল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ঐ দিন সমস্ত দিন হাটীযা সন্ধ্যা বেলায কোনও একটী ছোট সহরে উপস্থিত হইলাম। সহবে

প্রবেশ করিবার সময় দেখিলাম বাহিরে একটী করাতের কারখানা। এ কারখানাটী বেলিংহামের কারখানা অপেক্ষা অনেক ছোট। কারখানার কাজও বেলিংহামের কারখানার মত নয়, অন্যরূপ। সেখানে নানা রকম তক্তাদি ও আর আর সমস্ত জিনিস পত্রের কাজকর্ম্ম হইত, আর এখানে কেবল ঘরের ছাউনী দিবার পাতলা কাঠগুলি চেড়া হইয়া থাকে। এ ফ্যাক্টারীতে তখন প্রায় দশ বার জন লোক কাজ করিত। আমি ঐ রাত্রি কোনও একটী হোটেলে অবস্থান করিলাম। এবং তৎপরদিন সকাল বেলায় পূর্ব্বোল্লিখিত কারখানার প্রপ্রাইটারের নিকট যাইয়া কার্য্য প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিনে কয় ডলার করিয়া চাও"? আমি তখন বলিলাম, এখানে লোকে দিন কত করিয়া কাজ করে তাহা আমি জানি না। তোমার যাহা খুসী হয় দিও। প্রত্যুত্তরে তিনি কহিলেন "দিন দুই ডলার করিয়া দিব"। আমি তাহাতে সম্মত হইলাম, এবং তৎপর তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া কাজ দেখাইতে গেলেন।

এখানে আমার কাজ বিশেষ কোনও পরিশ্রমের কাজ বলিয়া বোধ হইল না। কারখানাটী একটী ছোট নদীর কিনারায় অবস্থিত। নদী হইতে কারখানা পর্য্যন্ত কাঠের পুল দেওয়া আছে। তাহার উপর দিয়া হুক্‌ওয়ালা একটী সিকল কলের সাহায্যে সততই ঘুরিতেছিল। পুলটীর

একটী মাথা নদীর জলে নিমজ্জিত। পার্শ্বে জলের উপর মাচাং পাতা ছিল। ঐ মাচাংএর উপর দাঁড়াইয়া একটী লাঠির সাহায্যে যে সমস্ত কাঠ অন্য লোকে ভাসাইয়া পুলের ঐ জলমগ্ন মাথার নিকট লইয়া আসিবে ঐ সমস্ত ভাসমান কাষ্ঠগুলিকে কলচালিত সিকলের আকরে বাঝাইয়া দেওয়াই আমার কাজ সুস্থির হইল। কাজটি অতি সোজা এবং প্রায় কোন পরিশ্রমেরই কাজ নয়। তবে একভাবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকাই যে কেবল একমাত্র কষ্টের বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহাই হউক, প্রথম দিন আমি এইরূপে সমস্ত দিন দাঁড়াইয়া যাহা করা দরকার করিলাম, এবং সন্ধ্যা বেলায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করার পর একটী হোটেলে যাইয়া রাত্রি যাপন করিলাম। পর দিন সকাল বেলায় আসিয়া পুনরায় কার্য্যে যোগদান করিলাম, এবং পূর্ব্বদিনের ন্যায় কাজ করিতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে দেখিলাম দুইজন জাপানী গারোয়ান কাঠ বোঝাই গাড়ী আনিয়া নদার কিনারে ছাড়িয়া দিল। কাঠগুলি গড়াইয়া গড়াইয়া জলে পরিয়া জল রাশিকে তরঙ্গান্দোলিত করিল। আমি তখন গাড়োয়ানদিগকে সম্বোধন করিয়া জাপানীতে (তখন আমি কিছু কিছু জাপানী বলিতে পারিতাম) জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা জাপানী কি না? প্রত্যুত্তরে তাহারা আমার অনুমান সত্য বলিয়া স্বীকার করিল; এবং আমি কিরূপে জাপানীভাসা শিক্ষা করিলাম, এবং আমি জাপানে গিয়াছিলাম কি না,

তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাঁহাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর করিলে পর তাহারা আমাকে মধ্যাহ্নে তাহাদের বাসায় আহার করিতে অনুরোধ করিল, এবং বলিল, "আমাদের বাসায় এস, যতক্ষণ সময় পাই, আলাপ করিব।" আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত ও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অতঃপর পুনরায় তাহারা গাড়ী লইয়া দূরে চলিয়া গেল। বেলা তখন এগারটা বাজিয়া গিয়াছে।

বারংবার ঘড়ি দেখিতে দেখিতেই এক ঘণ্টা কাল কাটিয়া গেল। কারখানায় হুইসল্ পড়িয়া গেল, সকলেই কাজ বন্ধ করিয়া এক ঘণ্টা কাল বিশ্রামের জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। আমিও অবসর গ্রহণ করিয়া আস্তে আস্তে জাপানীদের বাসস্থানে যাইতে লাগিলাম। জাপানীদের বাসায় যাইয়া দেখিলাম তাহারা কেবল মাত্র ভাত রান্না শেষ করিয়াছে। আমাকে দেখিয়া তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে আমাকে বসিতে বলিল। তৎপর আমাদের মধ্যে কেবল একথা ওকথা সাত পাঁচ গল্প হইতে লাগিল। অল্পক্ষণ মধ্যে আহার্য্য প্রস্তুত হইল, এবং অতঃপর আমরা তিন জনে আহার করিতে বসিলাম। কিন্তু হায়! এখানেও সেই কাঠি ব্যবহার! দেখিয়া প্রাণ শুকাইল। আমি অগত্যা পক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম, যদি "কোন রকম একটা চামচ থাকিয়া থাকে? তাহার ফলে তাহারা বহু চেষ্টায় একখানা চা খাইবার চামচ সংগ্রহ করিল, এবং আমি তদ্বারা আহার করিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ মধ্যে আমাদের আহারাদি শেষ হইয়া গেল। কিন্তু ক্ষণকাল পর যখন তিন জনে বসিয়া গল্প করিতেছি তখন কারখানার প্রপ্রাইটার আসিয়া সেখানে হাজির হইল; এবং তিনটী ডলার আমার হাতে দিয়া কহিল "বর্ত্তমানে আর আমার লোকের দরকার নাই।" আমি ডলার তিনটি হাতে লইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিলাম, প্রপ্রাইটার তখন চলিয়া গেলেন। জাপানী বন্ধুগণ ও আপন কাজে চলিয়া গেল, আমিও আস্তে আস্তে বিদায় হইলাম।

আমি উক্তদিন ঐ স্থানে রহিলাম; এবং পর দিন প্রত্যুষে উঠিয়া সিয়াটেল অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রাস্তায় নানারূপ সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে রাস্তা চলিতে লাগিলাম। ক্রমাগত দুই দিন এইরূপ পথ চলার পর তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পর সিয়াটেল সহরে উপস্থিত হইলাম।

সিয়াটেল ইউনাইটেডষ্টেটস্‌এর ওয়াসিংটন ষ্টেটের রাজধানী। এটী একটা নূতন সহর। ইহা প্রশান্ত মহাসাগরের একটী উপসাগরের পারে অবস্থিত। সহরটী নূতন, এবং প্রতি বৎসরেই ইহার আয়তন বাড়িতেছে। কালে সিয়াটল একটী বৃহৎ সহরে পরিণত হইবে এরূপ অনেকেই ধারণা করিতেছেন। সহরটী বর্ত্তমানে তত বড় না হইলেও দেখিতে ইহা অতি সুন্দর। ইহার চারিদিগের প্রাকৃতিক দৃশ্য বাস্তবিকই অতিশয় মনোহর। জাপানী জাহাজ সমুদয় এখানে আসিয়া ভিরাইয়া থাকে। এখান হইতে তীরবাহি ছোট জাহাজে আট

ডলার ভাড়ায় স্যানফ্রান্সিস্কোতে যাওয়া যায়। গ্রাণ্ডটাঙ্ক ইউনিয়াস প্যাসিফিক, এবং গ্রেট নর্দারন্, প্যাসিফিকমেইল প্রভৃতি রেল লাইনের যোগে অবাধে, এখান হইতে মহাদেশের পূর্ব্ব সীমা এ্যাটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

আমি সিয়াটেলে পদার্পণ করিয়া অতি প্রথমেই Y. M. C. A.র অনুসন্ধান করিলাম. এবং দশ মিনিটকাল অনুসন্ধানের পর Y. M. C. A. তে উপস্থিত হইয়া এডুকেসন্যাল ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টারের সন্ধান পাইলাম. এবং অনতিবিলম্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি ভিক্টোরিয়ার Y. M. C. A.র সেক্রেটারী সাহেব তাঁহার নামে যে চিঠিখানা আমার হাতে দিয়াছিলেন, তাহা আমার পকেট হইতে বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি পত্রখানা পাঠ করনান্তর হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক আমার সহিত আর একবার কর মর্দ্দন করিয়া বলিলেন "মিঃ ঘোষ, যথার্থই আপনাকে দেখিয়া আমি বড়ই সুখী হইলাম।" আমিও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম, আমিও আপনার সঙ্গে পরিচিত হইয়া যথার্থই পরম প্রীতি লাভ করিলাম।

সিয়াটেলে

Y. M. C. A. র ডিরেক্টারের সহিত এইরূপ ভাবে ক্ষণকাল কথোপকথনের পর তিনি আমাকে কোন একটী হোটেলে প্রেরন করিলেন। সেখানে দুই তিন দিন থাকাতেই আমার যে

সামান্য অর্থ পকেটে ছিল তাহা নিশ্বেষিত হইয়া গেল, কিন্তু এই সময় মধ্যে কোনও কাজেরই যোগাড় হইল না। সুতরাং চতুর্থ রাত্রিতে আর আমার হোটেলে যাইবার সাধ্য হইল না। কাজে কাজেই রাস্তায় হাটিয়া বেড়াইয়া রাত্রি যাপন করিতে হইল। রাত্রি এইরূপ ভাবে কাটাইয়া পরদিন প্রাতে পুনরায় Y.M. C.A. তে গেলাম। সেখান হইতে আমাকে কোন একটি ভদ্রমহিলার গৃহে দুই এক ঘণ্টা সময়ের জন্য কাজ করিতে পাঠাইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ভদ্র মহিলার নিকট কার্য্য প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, "আর কোন কাজ করিবার নাই, তবে এই যে কাঠগুলি দেখিতেছ, ইহাই চিরিতে হইবে ; তুমি কি কাঠ চিরিতে পারিবে ?" প্রত্যুত্তরে আমি বলিলাম—হাঁ, চেষ্টা করিয়া দেখিব। তৎপর তিনি বলিলেন, "বেশ কথা ; তবে এই কুঠার লইয়া কাঠ চিরিতে আরম্ভ কর"। এই বলিয়া তিনি আমার হস্তে একখানি কুঠার দিলেন। আমি আমার কোট এবং ওভার কোট ছাড়িয়া কুঠার দ্বারা কাঠ চিরিতে আরম্ভ করিলাম। এক ঘণ্টা কাজ করিলেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তখন ভদ্র মহিলাটী আসিয়া কহিলেন "এখন আর দরকার নাই, সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, কোনরূপ আঘাত লাগিতে পারে।" আমি তখন কাঠ চিরা সাঙ্গ করিয়া কোট এবং ওভার কোট পরিধান করতঃ কুঠার হস্তে ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়া মহিলাটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা কি সন্তুষ্ট জনক হইয়াছে ? "ও নিশ্চয়ই" বলিয়া ভদ্র মহিলাটী একটী পঁচিশ

সেণ্ট রৌপ্য মুদ্রা আমার হস্তে দিলেন! আমি তৎপ্রতিদানে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কত দিন হইল এ দেশে আসিয়াছ"? আমি বলিলাম, এই দুই চারি দিন মাত্র। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছ?" আমি উত্তর করিলাম, পড়িতে। এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কি কাজ করিয়া পড়িবে?" প্রত্যুত্তরে বলিলাম, হাঁ।

লেডি—সে অতি মহৎ! তুমি তাহা হইলে বড়ই সাহসী এবং অতিউচ্চাভিলাষী।

আমি—তা বলিতে পারিনা। লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞান-লাভ করা বোধ হয় অনেকেরই ইচ্ছা।

লেডি—হলেও, পৃথিবীর সেই পার থেকে লেখা পড়া শিক্ষার জন্য এপারে এই অজানিত ভূমিতে, অপরিচিত লোক সমাজে আসাটা নিতান্ত ছোট কথা নয়!

আমি—তাহা না হইতে পারে। কিন্তু দেখুন, আজকাল আরত আসিতে কোন অসুবিধা নাই।

এইরূপ আর দুই চারি কথা আলাপের পর ভদ্র মহিলাটী বড় বড় সুন্দর দুইটি আপেল ফল ও দুইটি কমলা লেবু আনিয়া আমার হাতে দিলেন। আমি তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলাম। তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় দিয়া আপন ঘর কন্নার কাজে ব্যাস্ত হইলেন, আমি চলিয়া আসিলাম। সমস্ত দিন ভাগ্যে আর কিছুই ঘটিয়াছিল না।

সুতরাং রাস্তায় বাহির হইয়া আপেল দুইটি ভক্ষণ করিলাম, এবং কমলা দুইটি ওভার কোটের পকেটে পুরিয়া বিদায় হইলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, আর কিছু না খাইলে নয়। সুতরাং খাবার ঘরে যাইয়া দশ সেণ্ট ব্যয় করতঃ কিছু রুটী আর মাখম খাইয়া লইলাম। তৎপর স্যালভেইসন্ আর্মির হোটেলে গিয়া আর দশ সেণ্ট ব্যয় করিয়া বিছানা ভাড়া করতঃ ঐ রাত্রে ঐ স্থানে যাপন করাই স্থির করিলাম। ঐ রাত্রিতে আর কোন কষ্ট পাইতে হইল না, শক্তিময়ী নিদ্রাদেবীর সুকোমল অঙ্কে সমস্ত রাত্রি সুখে বিরাম করিতে লাগিলাম।

পরদিন সকালে, যে পাঁচটি সেঁণ্ট পকেটে ছিল, তদ্দ্বারা কিছু খরিদ করিয়া ব্রেকফাষ্ট করতঃ কার্য্যান্বেষণে বহির্গত হইলাম। সমস্ত দিন চেষ্টা করিয়াও সে দিন কোনও রূপ কাজ মিলিল না। নিরূপায় হইয়া রাত্রিতে আবার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ঐ দিন সন্ধ্যার পর হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিও পড়িতে ছিল। সুতরাং রাস্তা পার্শ্বে একটি দোকান ঘরের দেউড়িতে যে সামান্য যায়গা ছিল তথায় আশ্রয় লইতে গেলাম। কিন্তু দেখিলাম সেখানে একটি পাহারাওয়ালা পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। সে আমাকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও? তাহার এই প্রশ্নের উত্তরে আমি তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। সে তখন আমাকে উপদেশ দিল—"পুলিশ ষ্টেসনে যাও না কেন; তাহারা সেখানে তোমাকে থাকিবার স্থান দিবে।" আমি তখন

তাহার উপদেশ অনুযায়ী পুলিশ ষ্টেসনাভিমুখে চলিলাম। চারি পাঁচ মিনিট অনুসন্ধানের পর পুলিশ ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া তখন তথায় উপস্থিত পোলিস কর্ম্মচারীর নিকট আমার সমস্ত অবস্থা খুলিয়া বলিলাম। সে তখন আমার পকেটে ছুরি, কাঁচি, কিম্বা অন্য কোনও জিনিস আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল। আমি আমার কলম কাটা ছুড়ি খানা এবং ঘড়িটী পকেট হইতে বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলাম। অতঃপর সে একটি লোকের সহিত আমাকে নিচতলায় পাঠাইয়া দিলেন। আমি সেখানে পৌঁছিয়া দেখিলাম, সে স্থানে আমার মত আরও তিন চারিটী লোক আছে। যাহাই হউক কিছুক্ষণ পরে ইনস্পেক্টার আসিয়া আমাদের কামরায় হাজির হইলেন, এবং আমাকে আমার নাম, ধাম, এবং এই দেশে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহার প্রশ্ন সমুহের যথাযথ উত্তর প্রদান করিলে পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি ব্রিটীশ গভার্ণমেণ্টের প্রজা?" আমি এই প্রশ্নের সম্যকরূপ উত্তর প্রদান করিলে পর তিনি আমার জন্য সুন্দর রূপে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তথায় একজন কনেষ্টবলকে আমার জন্য "ভাল" মাংস ও প্রীতিকর খাদ্য সামগ্রী আনিতে হুকুম করিয়া চলিয়া গেলেন। যথা সময়ে খাদ্য সামগ্রী আসিয়া পৌঁছিল। আমি, রুটী, মাখম ও দুধ, এই আহার করিলাম। তাহাদের ভাল মাংস পড়িয়া রহিল। আহার্য্য দ্রব্য গুলি অনেক ক্ষণ এই অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে পারিল না, উপস্থিত অন্যান্য ব্যক্তিগণ মহাআনন্দে তাহাই ভোজন

করিতে লাগিল, এবং আমি খাইতে জানিনা ইত্যাদি কত কি বলিতে লাগিল। আমি তাহাদের এই সব মত প্রকাশে বড় বেশী কিছু মনে না করিয়া এক খানা লম্বা টেবিলের উপর শয়ন করিয়া নিদ্রা দেবীর শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্ষণ কাল পরে তাঁহার আগমণ হইল,আমি তাঁহার শান্তিময় অঙ্কে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া জগৎ ভুলিয়া গেলাম। হায় দেবী, তুমি যথার্থই দয়াময়ী, তুমি যথার্থই শান্তিময়ী পথশ্রান্ত পথিকের শ্রান্তি দূর করিতে তুমি তাপিতের তাপ হরণ করিতে তুমি, আশ্রয়হীন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি। তুমি যথার্থই সর্ব্বশান্তি ময়ী।

যুক্তরাজ্যের কয়েদখানা।

পরদিন সকালে উঠিয়া শুষ্ক রুটী ও কফি দ্বারা ব্রেকফাষ্ট করিয়া কার্য্যানুসন্ধানে বহির্গত হইলাম। পূর্ব্বদিনের মত সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইলাম, কিন্তু কোথায়ও কোন কাজ মিলিল না। সুতরাং সন্ধ্যার পর পুনরায় পোলিস ষ্টেসনে গেলাম, এবং তথায় রাত্রি যাপন করিলাম। কিন্তু সেই রাত্রে কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া দিলেন, আবার সেখানে গেলে কয়েদ খাটীতে হইবে। কিন্তু তৎপর দিনও সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া কোন কাজেরই যোগার করিতে পারিলাম না। কাজে কাজেই সন্ধ্যা বেলায় পুনরায় পোলিস ষ্টেশনে যাইতে হইল, এবং তাহার ফলে যথার্থই সেই রাত্রিতে কয়েদ খানায় প্রবেশ করিতে হইল। তখন একটু চিন্তিত হইলাম।

কিন্তু পর ক্ষণেই মনে হইল, আমার আবার কয়েদই কি আর খালাসই কি? সবই সমান। পয়সা নাই. সুতরাং স্বাধিনতায় ও যে সুখ, বন্ধনেও সেই সুখ। কাজে কাজেই দুর্গা বলিয়া, ওভার-কোটে শরীর যতটুকু সম্ভব জড়াইয়া, নিদ্রাদেবীর সুভাগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। অভাগার প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া তিনি বিমুখ হইলেন না। যথাসময়ে আগমন করিয়া হতভাগ্য আমাকে কৃতার্থ করিলেন। আমি নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলাম।

পরদিন বেলা নয়টা পর্য্যন্ত আমাকে এই কয়েদখানায় থাকিতে হইল। তৎপর ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজির হইতে হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট আমার নাম ধামাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অবশেষে আমি কেন ইউনাইটেডষ্টেটস্‌এ আসিয়াছি, বিশেষ, কেন পোলিস ষ্টেসনে আসিয়াছি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাহার প্রশ্নের উপযুক্তউত্তর প্রদান করিলে পর তিনি আমাকে খালাসের হুকুম দিয়া কহিলেন, "যে পর্য্যন্ত না কোন কাজের যোগার হয়, সে পর্য্যন্ত স্যালভেসন আমির হোটেলে গেলেই সুবিধা হইতে পারিবে।" তৎপর আমি পোলিস্ ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া গবর্ণমেণ্ট এম্প্লয়মেণ্ট আফিসে গেলাম। ভাগ্যক্রমে তখনই এক কাজ জুটিয়া গেল। আমার সুখের সীমা রহিল না। আমি এখন কার্য্য স্থানের অনুসন্ধানে চলিলাম।

ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না।

কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এটী একটী সিমেণ্ট ফ্যাক্টারী। তথায় একটী মাত্র লোক বসিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। আমি যাইবামাত্র সে কহিল, "তুমি কি এম্‌প্লয়মেণ্ট অফিস হইতে আসিতেছ?" আমি বলিলাম, হাঁ। তৎপর সে কাজ দেখাইয়া দিল, আমি সাবল্ হাতে লইয়া কাজ করিতে লাগিলাম। কাজ নিম্নলিখিত প্রকার—সে কতগুলি বালি চুন এবং মিহি করাতের গুড়া প্রয়োজনীয় অনুসারে মাপিয়া দিল, আমি সাবল্ দ্বারা সেই সমুদয় মিশাইতে লাগিলাম।

প্রথমে এই কার্য্য তেমন কঠিন বলিয়া মনে হইল না. বরং সহজই বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু একঘণ্টা কাল কাজ করার পর বুঝিলাম এই কাজ কিরূপ সহজ বা কঠিন ছিল। লোকটী একঘণ্টা কাজের পর আমাকে একটু বিশ্রাম করিতে বলিল। আমি তাহাকে মৌখিক ও আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করতঃ তৎপর সে বলিবার আগেই পুনরায় কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম। এবার এই-রূপ অনেক গুলি বালি চুন ও করাতের গুড়া উত্তম রূপে মিশান হইয়া গেলে, সেগুলি কাঠের ব্যারালের ভিতর বোঝাই করিয়া পুনরায় আবার ঠিক ততগুলি মাপিয়া দিল, আমি সাবল্ দিয়া পূর্ব্ববৎ মিশাইতে লাগিলাম। সে লোকটীও আমার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী সাবল্ লইয়া কাজ করিতে লাগিল। দেড়ঘণ্টার

ভিতর সমস্ত গুলি মিশান হইয়া গেল। তৎপর সে আমাকে বসিতে বলিল, এবং বাক্স খুলিয়া নব্বইটী সেণ্ট আমার হস্তে দিয়া বলিল "তোমার কাজ শেষ হইয়াছে।" আমি তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার কাজ কি সন্তুষ্ট জনক হইয়াছে?" "Iam satisfied" "আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি" বলিয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিতে যাইতে প্রয়াস পাইল। আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া সহর অভিমুখে প্রস্থান করিলাম। সহরে পৌঁছিয়া সর্ব্বপ্রথম একটী রেষ্টুরেণ্টে প্রবেশ করিয়া দশ সেণ্ট দ্বারা দুধ রুটী খাইয়া আত্মাটাকে একটু ঠাণ্ডা করিয়া লইলাম। তৎপর বাহিরে আসিয়া জাহাজে পরিচিত একজন জাপানী বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর সংমিলনে বাস্তবিক আমরা বড়ই সুখী হইলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কয় দিন হইল এখানে আসিলে?

আমি—চা'র পাঁচদিন হইয়াছে।

জাপ—কোথায় আছ?

আমি—সবখানে, অথবা কোন খানেই না।

জাপ—সে কেমন?

আমি তখন সমস্ত ঘটনা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। সে আমার কয়েক দিনের বিভ্রাটাবলী শ্রবণ করিয়া দুঃখিত হইল, এবং বলিল "আজকাল যে কয়দিন তোমার কোন কাজ না হয় সে পর্য্যন্ত চল আমাদের বাসায় থাকিবে।" তখন সে আরও দুই তিনটী পরিচিত বন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, "আমরা সকলেই এক

বাসায় আছি। সুতরাং তোমার সেখানে থাকিতে কোন কষ্টই হইবে না। বরং আমরা পূর্ব্বের মত আবার কয়দিন সুখে কাটাইতে পারিব।" আমি তাহার প্রস্তাবে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে মৌখিক এবং আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়া তাঁহার প্রস্তাব অনুসারে সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। সমস্ত বৈকাল বেলাটা দুই বন্ধুতে সিয়াটেলের এদিক ওদিক ঘুরিয়া দেখিয়া, সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহাদের বাসায় উপস্থিত হইলাম এবং দুই জনে ক্ষণকালের জন্য কথোপকথন করিতে করিতেই আর আর বন্ধুগণ যে যাহার কার্য্য স্থান হইতে যথাসময়ে ফিরিয়া আসিল এবং তাহারা আমাকে তাহাদের বাসায় দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইল। আমরা পরস্পর কোলাকুলি করিলাম, এবং তাহার পর গল্প হইতে লাগিল। গল্প সাঙ্গ করিয়া সকলে এক সঙ্গে বাহিরে আহার করিতে গেলাম।

আহারাদি সাঙ্গ করিয়া কিছুকাল এদিক ওদিক ঘুরা ফেরা করিয়া তৎপর সকলে মিলিয়া বাসা অভিমুখে চলিলাম। সে রাত্রিতে বারটার পূর্ব্বে কাহারও হুস্ হইল না যে তখন শয্যায় কোল দেওয়া দরকার। যাহাই হউক, বারটার সময় যখন ফ্যাক্টারীর হুইস্‌ল পড়িল তখন সকলেরই খেয়াল হইল, এখন না ঘুমাইলে সকালে উঠিয়া পরদিন কাজে যাওয়া হইবে না। সুতরাং পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া সকলে শয়ন করিলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া সকলে যে যাহার কাজে গেলাম। আমি নয়টার সময় পুনরায় এম্‌প্লয়মেণ্ট আফিসে গেলাম। কিন্তু সেখানে

গিয়া আমার আমেরিকান যুবক বন্ধুটীকে উপস্থিত পাইলাম না। সে সেদিন অনুপস্থিত হইয়াছিল। অন্য যে লোকটী ছিলেন তাহার সাহায্যে সে দিন কোন কাজের যোগার হইল না। কাজে কাজেই ঐস্থান হইতে চলিয়া যাইয়া একবার অন্যান্য প্রাইভেট্ এম্প্লয়মেণ্ট আফিসে কাজের খোজ নিলাম। কিন্তু সে দিকেও কোন কাজের যোগার হইল না। এইরূপে সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় জাপানী বন্ধু দিগের বাসায় আসিলাম। দেখিলাম তখনও তাহারা কেহ বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই।

কিন্তু কিছুকাল বসিয়া অপেক্ষা করিতেই দুই এক জন করিয়া তাহারা সকলে আসিয়া জুটীল এবং আমার সে দিনের ভাগ্যফল জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শ্রবণে দুঃখিত হইল। যাহাই হউক, সকলে সমাগত হইলে আবার সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদ উপস্থিত হইল। সকলেই সমস্ত দিন পরিশ্রমের ক্লেশ ভুলিয়া গেল।

আজও পূর্ব্বদিনের মত সকলে বাহিরে যাইয়া রেষ্টুরেণ্টে আহারাদি করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। বাসায় আসিলে আজও গল্প গুজব, হাস তামাসা, গান বাজনাদি হইতে লাগিল। কিন্তু আজ আর তত সময় এই ব্যপারে ক্ষেপণ করা হইল না। এগারটার সময় পোষাক পরিচ্ছদ ছাড়িয়া সকলে শয়ন করিলাম। পরদিন সকাল বেলায় সকলেই যে যাহার কাজে চলিয়া গেল আমিও কতকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া নয়টার সময় পুনরায় এম্প্লয়মেন্ট আফিসে গেলাম।

আজ এখানে যুবক বন্ধুটীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমি তাহার আফিস কামরায় ঢুকিয়া চুপে চুপে বলিলাম, ভাই, পরশু দিন তোমার সাহায্যে যে কাজ পাইয়াছিলাম, এবং সারে তিন ঘণ্টায় যে নব্বই সেণ্ট রোজগার করিয়াছিলাম, তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে। গত কল্য তোমার পার্টনারের সাহায্যে কোন কাজের যোগার হইতে পারে নাই। আজ যদি তুমি কোন একটী কাজের যোগার করিয়া না দেও, তবে আমি বিষম বিপদে পড়িব। আমার এই কথা শুনিয়া যুবক বন্ধুটী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তিনি কাল তোমাকে কোনও কাজ দিতে পারেন নাই?" উত্তরে আমি কহিলাম তিনি কাজ দিতে যে অসাকৃত ছিলেন তাহা নহে। তিনি আমাকে এক ট্যানিং ফ্যাক্টারীতে পাঠাইয়া ছিলেন। আমার সেখানে কাজ করিতে নিতান্তই প্রবৃত্তি হইল না, সুতরাং ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু পুনরায় আর কিছু যোগার হইল না। আমি, ভাই, হিন্দু। আমার ওসব কাজে বড় ঘৃণা হয়। শুনিয়া—"আচ্ছা আমি দেখিতেছি" বলিয়া সে তাহার একাউণ্ট বই বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি গিয়া টেলিফোন ধরিল, এবং যাহা শুনিল, তাহা লিখিয়া লইয়া আমার নিকট আসিল। আমি বুঝিলাম আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছে। যুবক বন্ধু আসিয়া আমাকে কাজের অবস্থা বিরত করিয়া কহিল, "এই কাজ করিতে পারিবে? আমি বলিলাম, অবশ্য চেষ্টা

করিব। সে বলিল, "উত্তম"। তৎপর সে একখানা অফিসিয়াল চিঠি লইয়া তাহার পৃষ্ঠে লিখিয়া দিল—"The bearer is a student. If he will be appointed it will be very much appreciated by us." পত্রবাহক একজন ছাত্র, ইহাকে যদি কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় আমরা আপ্যায়িত হইব। পত্র হস্তে করিয়া আমি কর্ম্মস্থলে চলিলাম। প্রায় পনর মিনিট পর আমি কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এটী একটী Harness ফ্যাক্টরী। এখানে ঘোড়ার গাড়ীর এবং ঘোড়ার যাবতীয় সরমজাম প্রস্তুত হয়। কারখানাটী খুব বড়। আমি সোজাসুজি ম্যানেজারের আফিসে গেলাম। যাইয়া দেখিলাম সেখানে আর কেহই নাই, কেবলমাত্র একটী বালিকা বসিয়া টাইপরাইটীং করিতেছে। বালিকার বয়স আঠার কিম্বা উনিশ বৎসরের অধিক হইবে না। দেখিতে বেশ মন্দ নয়, তবে তেমন নামডাকের সুন্দরী বলিয়াও খ্যাতা হইবার উপযুক্ত নয়। তবে চলনসই বটে। তাহার মুখাকৃতি দেখিলে মনে হয়, বালিকার হৃদয় এখনও দয়া-দাক্ষিণ্যে পরিপূর্ণ। যাহাই হউক, আমি আফিসে উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম—"ম্যানেজার কোথায় আছেন?" বালিকা মুখ উঠাইয়া আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, "বাহিরে গিয়াছেন। কেন? কি চাই?" আমি তখন 'এমপ্লয়মেণ্ট' আফিস হইতে যে চিঠিখানা পাইয়াছিলাম তাহা তাহার হাতে দিলাম। সে চিঠিখানা পাঠ করতঃ উল্টাইয়া তাহার পৃষ্ঠ দেশে যাহা লিখিত ছিল তাহাও দেখিল, এবং তৎপর কহিল, "বাবা

সকালেই ফিরিয়া আসিবেন। একটু অপেক্ষা করিতে পারিবেন কি ?" আমি তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার প্রদর্শিত এক-খানা চেয়ারে বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায় দশ মিনিট পর ম্যানেজার ফিরিয়া আসিবামাত্রই বালিকা এম্প্লয়মেণ্ট আফিসের চিঠিখানা তাহার হাতে দিল। তিনি চিঠিখানা দেখিয়া টেবিলের উপর রাখিতে ছিলেন, কিন্তু বালিকা তখন চিঠিখানা উল্টাইয়া উহার পৃষ্ঠে যাহা লিখিত ছিল তাহা তাহার পিতাকে দেখাইয়া দিল। ম্যানেজার ঐটুকু পাঠ করিয়া চিঠিখানা হস্তে করিয়া আমার নিকট আসিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি এই কঠোর পরিশ্রম করিতে পারিবে ?"

আমি—আমি অবশ্য চেষ্টা করিব।

ম্যানে—অনেক সময়! দৈনিক নয়ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে হইবে।

আমি—তাহা হইলেও আমি একবার চেষ্টা করিব।

ম্যানে—বড় ময়লা কাজ।

আমি—তা হউক।

ম্যানেজার তখন, "উত্তম" বলিয়া আমাকে কাজ দেখাইতে চলিলেন। নিজেই হাতের জামা কাচিয়া লইয়া কতকগুলি তোয়ালে কালীর ভিতর ডুবাইয়া দিয়া কতক্ষণ পর সেই গুলি উঠাইয়া উপরে রাখিলেন, এবং আর কতকগুলি রঙের ভিতর ফেলিয়া দিয়া পূর্ব্বে যেগুলি উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা

হইতে এক একটী উঠাইয়া তাহার এক মাথা একটা হুকে আটকাইয়া দিয়া এক খণ্ড চট্ লইয়া সেই গুলাকে সজোরে সুন্দররূপে মুছিয়া রাখিতে লাগিলেন। দুই তিনটী এইরূপ করিয়া দেখাইবার পর আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে গেলাম। আমাকে চেষ্টা করিতে দেখিয়া ম্যানেজার বলিলেন, "বোধ হইতেছে তুমি কাজ করিতে পারিবে।" আমি কিছু বলিলাম না, কিন্তু ম্যানেজার আমাকে বলিলেন, "এইকাজে দৈনিক আমরা আড়াই ডলার হিসাবে দিয়া থাকি। তুমি নূতন লোক, এই সপ্তাহে বোধ হয় তেমন ভাবে কাজ করিতে পারিবে না। সুতরাং এ সপ্তাহে আমরা তোমাকে দুই ডলার পঁচিশ সেণ্ট হিসাবে দিব।" আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া একটু স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ করিতে লাগিলাম।

তিন ঘণ্টা কাজ হইলে পর, মধ্যাহ্নে আহারের ছুটী হইল। আমি বাহিরে গিয়া একখান রুটী ও একটু চিনি কিনিয়া আনিলাম, এবং ফ্যাক্টরীতে বসিয়াই তাহা দ্বারা মধ্যাহ্ন-ক্রিয়া সম্পাদন করিলাম। বারটা ত্রিশ মিনিটের সময় পুনরায় কাজ আরম্ভ হইল। আমি আবার নূতন উদ্যমে স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ করিতে লাগিলাম। বেলা চারিটার সময় ম্যানেজার আসিয়া আমাকে কহিলেন, "তুমি যেরূপ কাজ করিয়াছ তাহা বেশ সন্তোষজনক। সুতরাং তোমাকে আমরা এই সপ্তাহ হইতেই দৈনিক আড়াই ডলার হিসাবে মাহিয়ানা দিব।" আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি বক্রি একঘণ্টা সময় দ্বিগুণ

উৎসাহে কাজ করিলাম। পাঁচটার সময় ছুটী হইল। আমি সানন্দচিত্তে ডাক্তেন কন্যাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় হইলাম।

সুখের সময়।

এক দুই তিন করিয়া ছয় দিন কাটিয়া গেল। সন্ধ্যাবেলায় খাজাঞ্চীর নিকট যাইয়া একখানি চেক পাইলাম। চেকখানি লইয়া একটী ব্যাঙ্কে গেলাম। এবং চেকের পরিবর্ত্তে তিনটী স্বর্ণ মুদ্রা হাতে পাইলাম। আমি কত সুখী হইলাম, তাহা এখানে লিখিতে আমি অক্ষম। ভাবিলাম, আজ হইতে এক সপ্তাহ পূর্ব্বে আমি পথের ভিখারী ছিলাম, আর আজ আমি তিনটী স্বর্ণ মুদ্রার অধিকারী! যথার্থই এটী কত সুখের বিষয়—তাহারাই বুঝিতে পারিবে যাহারা কখনও এই অবস্থায় পতিত হইয়াছে।

সুখ আর দুঃখ কি? আমি অনেক সময় এই প্রশ্নটার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিয়াছি, একবার ভাবিয়াছি, দুইবার ভাবিয়াছি, তিনবার ভাবিয়া দেখিয়াছি, সুখ দুঃখ এ সব বাস্তবিকই কিছুই নয় কেবল হাতের এ পিঠ আর ও পিঠ; আমার মন যেমন মনে করে সুখ কিংবা দুঃখ ঠিক তেমনি। আমার ভিতর যে "আমি," সেই "আমি"র আবার সুখ আর দুঃখ কি? নিত্যের আবার অনিত্যতা কি? নিত্য পবিত্র ও সুখময় জিনিষের আবার অপবিত্রতা কিংবা অসুখ কি? আমি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করি, অথবা শুধু মৃত্তিকা-শয্যায় শয়ন করি "আমার" তাহাতে আবার

সুখ আর অসুখ কি? আমি ষোড়শ উপচারে ভোজন করি, অথবা শাকান্নে জীবন ধারণ করি, কিন্তু তাহাতে সুখ আর দুঃখ কি? আমি গাড়ী ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াই, অথবা পদব্রজে জগত ভ্রমণ করি, তাহাতেই বা আত্মার সুখ বা অসুখ কি? আত্মা স্বয়ং নিত্য সুখ, তাহার আবার সুখ আর দুঃখ কি? সুখ দুঃখ মানুষের মনই গঠন করিয়া থাকে। মন যাহা সুখ বলিয়া ধারণা করিয়া লয় তাহাই তাহার নিকট সুখের। আর যাহা দুঃখময় বলিয়া ধারণা করিয়া লয় তাহাই তাহার নিকট দুঃখের। কিন্তু আমার "আমি"র, নিকট সুখ দুঃখের কি মূল্য থাকিতে পারে? আমি সর্ব্বদাই এইরূপ মীমাংসা করিয়া আসিতেছিলাম। আজ আমার আর একটু বিশেষভাবে মিমাংসা করিতে হইল। দেখিলাম—যদিও বাহ্যিক জগতের অভাব-অনাটনের সঙ্গে আত্মা তেমন ভাবে সংশ্লিষ্ট নহেন, যদিও আত্মা পরম পবিত্র, শুদ্ধ, নিত্য সুখ, ও মুক্ত, তথাপি বাহ্যিক জগৎ হইতে তিনি একেবারেই মুক্ত নন। তিনি মুক্ত তথাপি মুক্ত নন। তিনি স্বয়ং—নিত্য সুখ, তথাপি তিনি দুঃখ ছাড়া নন। তিনি নিত্য পবিত্র, তথাপি তিনি জগতের অপবিত্রতা হইতে একবারেই মুক্ত নন। বাহ্যিক জগৎ তিনি ছাড়া নয়। তিনি যদিও সতত মুক্ত, তথাপি বাহ্যিক জগৎ ছাড়া নন। বাহ্যিক জগৎ হইতে তিনি মুক্ত হইলেও, এ বাহ্যিক জগতের অভাব-অনাটন ও সুখ-দুঃখ তাহাতে সংশ্লিষ্ট। জগৎ তারে ছাড়া নন। বর্ত্তমান জগতের সুখ-দুঃখের সঙ্গে

আমার "আমি"র সঙ্গে সম্বন্ধ রহিয়াছে। যতক্ষণ আমি এই দেহে থাকিয়া এই দেহ দ্বারা পরিচয় দিতেছি, যতক্ষণ বর্ত্তমান জগতের দ্বারা আমার বর্ত্তমানতার প্রমাণ, ততক্ষণ এই বাহ্যিক দেহ সম্বন্ধে জগতের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। আমি চক্ষু বুজিয়া না করিলে চলিবে না। যতক্ষণ আমি এই পৃথিবীর মনুষ্য ততক্ষণ আমাকে এ পৃথিবীর মানুষের মত চলিতে হইবে, এইটী খাঁটী কথা। স্বভাবের স্বভাবও এই। আমি মনে যাহাই বুঝি, আর মুখে জোর করিয়া যাহাই বলি, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না আমি স্বভাবের নিয়ম অতিক্রম করিতে সক্ষম হই, সে পর্য্যন্ত আমাকে স্বভাবের নিয়ম পালন করিয়াই চলিতে হইবে। সুতরাং চক্ষু বুজিয়া স্বভাবের যে নিয়ম রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। আজি এই পৃথিবীর মানুষ, অন্য মানুষের ন্যায় আমারও ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদি আছে। সুতরাং এই মানব আমারও খাদ্যসামগ্রী পানীয় পদার্থ ইত্যাদি সংগ্রহ করিতে হইবে। দেহ ধরিয়া থাকিতে হইলে যতক্ষণ ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে ততক্ষণ আহার ও পান করিতে হইবে। সুতরাং তজ্জন্য যাহা দরকার তাহা যদি সংগ্রহ করিতে না পারি তবে তাহাই অশান্তি তাহাই দুঃখ, এবং তাহাই কষ্টের কারণ। আর দেহ-ধারণে যতটা দরকার তাহা যদি সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে তাহাই শান্তি ও তাহাই সুখ। সাতদিন পূর্ব্বে আমার গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান ছিল না কাজে কাজেই আমি দুঃখিত ছিলাম। আজ আমার হাতে

তিনটী স্বর্ণ মুদ্রা আছে। ইহা আমার সেই অভাব এবং তজ্জনিত অশান্তি দূর করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে।

যাহাই হউক, আমি মোহর তিনটী হাতে লইয়া Y. M. C. A.র ডিরেক্টারের নিকট যাইয়া তাহাকে আমার কাজ পাওয়ার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। তৎপরে মোহর তিনটী তাহাকে দেখাইলাম। তিনিও আমার এত বিভ্রাটের পর কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি একটী ব্যাঙ্কের ঠিকানা লিখিয়া আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই ব্যাঙ্কে গিয়া আপনি যতটা পারেন এবং যতটা সম্ভব, টাকা জমা রাখিবেন। এখানে জমা রাখিতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই।" এই উপদেশ প্রাপ্তে আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া ঐ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্যে গমন করিলাম। ১৩ মিনিট পরে ঐ ব্যাঙ্কে উপস্থিত হইয়া দশটী ডলার জমা রাখিলাম, এবং পাঁচটী ডলার এক সপ্তাহের খরচ বাবদ পকেটে রাখিলাম।

পরদিন রবিবার সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্ট খাওয়ার পরই একজন জাপানী বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া ঘর দেখিতে চলিলাম এবং তাহার সাহায্যে তাহার বন্ধুর ফ্রিমণ্ট হোটেলে, একটী কামরা ভাড়া করিয়া সেই দিন হইতেই সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলাম।

মনের সুখে লোকের শরীরের কান্তি বৃদ্ধি পায়। কথাটী

বড়ই ঠিক। এক দুই তিন করিয়া অনেক দিন কাটিয়া গেল, প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করিতেছিলাম, কিন্তু আমার শরীর তাহাতে একটুকুও খারাপ হইল না, বরং প্রতিদিনই আমি হৃষ্ট পুষ্ট হইতে লাগিলাম। তবে প্রশ্ন এই আমি খাইতাম কি? প্রত্যেক দিন সকালে ছয়টার সময় জাপানী হোটেলে যাইয়া তথায় দশসেণ্ট ব্যয়ে ছোট এক প্লেট ভাত ও একখানা মৎস্য খাইতাম। দুপুর বেলায় ফ্যাক্টরীতে বসিয়া ৫ সেণ্ট দামের একখানা রুটীর অর্দ্ধেক একটু চিনির সহিত খাইতাম। আর সন্ধ্যাবেলায় কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পুনঃ সেই জাপানী হোটেলে যাইয়া, ঠিক সেই দশ সেণ্ট ব্যয়ে সেই এক প্লেট ভাত ও এক খানা মৎস্য খাইতাম। এই মাত্র খাদ্য খাইয়াও দিন দিন আমার শরীর হৃষ্ট পুষ্ট হইতেছিল। সুতরাং বলি—বাস্তবিক মনের সুখই শারীরিক উন্নতির কারণ।

সিয়াটেল ত্যাগ।

দুই একদিন করিয়া এইরূপে "ডাকেন এণ্ড সন্স" কোম্পানীতে এই কাজে প্রায় দশ সপ্তাহ কাটিয়া গেল। ইতি মধ্যে আমার প্রমশন হইল, এদিকে ব্যাঙ্কে আমার প্রায় এক শত ডলার জমা হইল। আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তখন সুখী, কিন্তু সুখী হইয়াই যে আমি আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহা নহে। এই উপার্জ্জন হইতে আমার দৈনিক খরচ যাহা দরকার তদ্ব্যতীত এক শত টাকা এ

পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে জমা করিয়া আরও কতকগুলি পুথি পুস্তক কিনিয়া দস্তুর মত পড়া শুনা করিতেছিলাম। আশা করিয়াছিলাম— আগামী সেপ্টেম্বরে সিয়াটেলে ওয়াসিংটন ইউনিভারসিটীতে যোগ দান করিব। সুতরাং, যে সমস্ত বিষয়ে আমি কাঁচা ছিলাম সেই সমস্ত বিষয়ে পুস্তকাদি কিনিয়া দস্তুর মত পড়া শুনা করিতে-ছিলাম। কিন্তু আমি এই টুকু বুঝিতে পারিয়াছিলাম না যে আমার শুভগ্রহের ভোগ ফুরাইয়া আসিয়াছে এবং আমার উপরে কুগ্রহের আধিপত্য কাল অতি নিকটে।

দশ পনের দিন পূর্ব্বে জাপান হইতে "শাস্ত্রলু" নামে কোন এক মাদ্রাজী ছাত্র সিয়াটেলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি আমার একটী জাপানী বন্ধুর নিকট তাহার আগমন-বার্ত্তা শ্রুত হইয়া, বিশেষতঃ তিনি আসিয়া পীড়িত হইয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া, অতি ব্যগ্রতা সহকারে তাহাকে দেখিতে গেলাম। তাহার সঙ্গে দেখা হইল। দেখিলাম, বাস্তবিকই তাহার জ্বর হইয়াছে এবং তখনও জ্বর ছিল। একজন জাপানী ডাক্তার তাহার চিকিৎসায় নিযুক্ত। ডাক্তার বলিলেন তাহার সামান্য মাত্র জ্বর হইয়াছে, শীঘ্রই আরাম হইবে। কিন্তু রোগীর ধারণা এই যে তিনি অনেকগুলি রোগে একেবারে আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আমি তাহাকে নানাপ্রকার উপদেশ বাক্য বলিলাম এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে তাহার ঐ ধারণা একটী প্রধান রোগ। তৎপর আমার যে টুকু সাধ্য তাহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। প্রায় প্রতি দিনই তাহার বাসায় যাইতাম। জাপানী ডাক্তারটী

বিশেষ যত্নের সহিত তাহার চিকিৎসা করিতেছিলেন। এই চিকিৎসার ফলে ৩।৪ দিন পরে শাস্ত্রলু মহাশয় আরোগ্য লাভ করিলেন। বলা বাহুল্য তাহাকে কুনাইন খাইতে হইল।

পাঠক মহাশয় বোধ হয় শাস্ত্রলু মহাশয়ের সম্বন্ধে একটু বেশী জানিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বর্ত্তমান পরিচ্ছেদের পরে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবে না, বিধায় তাঁহার সম্বন্ধে আর বেশী কিছু লেখা হইল না, তবে তাহার গুণাবলী যতটুকু জানি, তাহাই লিখিব ও তাহাই গাইব। তিনি দেখিতে গৌরবর্ণ নন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ও নন, তবে তাহারই একটু উপরে। তেমন উচালম্বা নন, খাট এবং কৃশ। কথাবার্ত্তা মাদ্রাজের লোকসমূহ যেরূপ ভাবে বলিয়া থাকেন তিনিও তাহাই বলেন। তিনি সকলের সঙ্গেই মিশিতে পারিতেন, আমার সঙ্গেও মিশিতে পারিলেন। তাহার প্রধান গুণ এই—তিনি বেশ ভদ্রলোক, এবং ভদ্রতা জানেন। কিন্তু একটু "খাতঙ্করী" দোষ আছে। ট্যানিং কিম্বা উইভিং এইরূপ কোন কিছু শিক্ষা করিতে তিনি জাপানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তাহার মন লাগিল না, অথবা শিক্ষার তেমন সুবিধা নাই, মনে করিয়া জাপান ত্যাগ করতঃ আমেরিকায় চলিয়া আসিলেন। আমেরিকায় আসিয়া তাহার আবার জাপান ত্যাগ করার জন্য অনুতাপ হইতেছিল। তাহাই তিনি অনেক সময় পুনঃ জাপানে ফিরিয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিতেন। আবার অনেক সময় বলিতেন আমেরিকায়

ইউনিভারসিটীতে এপ্লাইড্ কেমিষ্ট্রী অধ্যয়ন করিবেন। কাজে কাজেই তিনি কি করিবেন তাহার কিছুই তখন আমি ঠিক করিতে পারিতাম না। তিনি মাদ্রাজের কোন এক সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে একটী বৃত্তি লইয়াই জাপানে আসিয়াছিলেন। কিন্তু জাপান হইতে আসিবার সময় তাহাকে জানাইয়া আসিতে সময় পান নাই, কিন্তু তথাপি আশা করিতেছিলেন যে, তাহার পেট্রন এই সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হইবেন না, এবং ভবিষ্যতেও বৃত্তিদান করিবেন। যাহাই হউক পূর্ব্বেই বলিয়াছি তাঁহার একটু মাতব্বরী দোষ ছিল। সুতরাং তিনি যখনই আমার নিকট আসিতেন তখনই আমাকে বলিতেন, "তুমি কেন এখানে পড়িয়া রহিয়াছ। ক্যালিফোরনিয়াতে কেন চলিয়া যাও না। সেখানে রোজগারেও সুবিধা আছে, ইউনিভারসিটীও ভাল, পড়াশুনাও রীতিমত হইবে। আর তথায় অনেক ভারতীয় ছাত্রও রহিয়াছে। কেন সেখানে না যাইয়া একাকী এখানে পড়িয়া রহিয়াছ? আমার যদি টাকা থাকিত, আমি আজই ক্যালিফোরনিয়াতে চলিয়া যাইতাম।" তারপর আরও বলিতেন,—"সিয়াটেল ভাল নয়। জাপানীগণ আমাদিগকে বড় ঘৃণা করে। আর এই সহরও তেমন বড় কিম্বা ভাল নয়। তবে কেন এই সহরে একাকী পড়িয়া রহিয়াছ? তুমি এখানে যেরূপ যাহা রোজগার করিতেছ, ক্যালিফোরনিয়াতে তাহা অপেক্ষা বেশী রোজগার করিতে পারিবে।" ইত্যাদি। প্রতিদিন তাহার এইরূপ উপদেশে বাস্তবিকই সিয়াটেল হইতে আমার মন উঠিয়া গেল।

কয়েকদিন পূর্ব্বে যে সিয়াটেলকে অতি সুন্দর, স্বাস্থ্যকর এবং সুখের আকর বলিয়া মনে করিতাম, এখন তাহা ক্রমেই বিশ্রী, অসাস্থ্যকর এবং অসুখের কারণ বলিয়া দেখিতে লাগিলাম। মন খারাপ হইয়া গেল, কাজে আর তেমন স্ফূর্ত্তি রহিল না; কয়েকদিন পরে ৭ই কিম্বা ৮ই জুন আমার স্থানে পূর্ব্বে যে লোকটী কাজ করিত সে আসিয়া উপস্থিত হইল, আমার কাজে জবাব হইল।

সিয়াটেল আর ভাল লাগে না। পূর্ব্বে এখানে যাহা মধুর বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা ক্রমে ক্রমে তিক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। পূর্ব্বে এখানে যাহা সুখময় বলিয়া ধারণা হইত, এখন আর সেরূপ নাই, তাহা গরলে পরিণত হইয়াছে। সিয়াটেল হইতে একেবারে মন উঠিয়া গিয়াছে। তবে কেন রহিতেছি? কাজ আছে টাকা পাই। তবে শুধু টাকার জন্যই রহিতেছি! কিন্তু এখন কাজে জবাব হইল? আর কেন এখানে থাকিব, তথায় জিনিষ আর কিছুই নাই। সুতরাং যাইব। কিন্তু কোথায়? তাহাই তখন ভাবিতে লাগিলাম। যথাসময়ে শাস্ত্রলু মহাশয় উপস্থিত হইলেন। তিনি পরামর্শ দিতে লাগিলেন ক্যালিফোরনিয়াতে চলিয়া যাও। কিন্তু আমার মন সে দিকে যাইতে চাহিল না। মনে হইল যদি সিয়াটেলই ত্যাগ করিলাম তবে আর এ রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে থাকিব না, পূর্ব্বদিকে চলিয়া যাইব। শাস্ত্রলু মহাশয়কে আমি এ কথা স্পষ্ট বলিয়া ফেলিলাম। তিনি অমনি বলিলেন, "তবে চিকাগোতে যাও না কেন? সেখানে

যথেষ্ট উপার্জ্জনের সুবিধা আছে। ধীরেন লাহিড়ী দৈনিক ৫।৬ ডলার রোজগার করিয়া থাকে। তুমি অন্ততঃ পক্ষে তিন চারি ডলার রোজগার করিতে পারিবে।”

ধীরেন লাহিড়ীকে আমি পূর্ব্বে জানিতাম। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে জাপান রাজধানী টোকিওতে একবার তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। শাস্ত্রলু লাহিড়ী মহাশয়ের কথা উল্লেখ করিতেই আমার জাপানের সমস্ত ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। লাহিড়ী মহাশয়ের সঙ্গ, কেন জানি না, আমি ভাল বাসিতাম। সুতরাং আজ তাহার নাম শুনিয়া এবং তিনি চিকাগোতে আছেন জানিয়া মন চিকাগো অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন চিকাগো অধিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের কথাও স্মরণ হইল। তিনিও তখন চিকাগোতে আছেন। এই দত্ত মহাশয়ের সঙ্গেও ইতিপূর্ব্বে পাঠকের একবার পরিচয় হইয়াছে।

যাহা হউক, এই সব কারণে চিকাগোতে চলিয়া যাওয়াই এক প্রকার ঠিক হইল। কিন্তু তথাপি রোজগারের সম্বন্ধে আর একটু ভাল করিয়া জানা দরকার মনে করিয়া তৎপর দিন ফ্যাক্টরীতে যাইয়া দুই চারিজন বন্ধুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিলাম। তাহারা আমার সিয়াটেল ত্যাগের প্রস্তাব শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কোথা যাইবে ঠিক করিলে?”

আমি—পূর্ব্বদিকে চলিয়া যাইব মনে করিতেছি।

বন্ধুগণ—পূর্ব্বদিকে!

আমি—কেন আশ্চর্য্য হইলে যে ?

বন্ধু—পূর্ব্বদিকে কেন যাইতেছ ?

আমি—পড়িতে।

বন্ধু—সে স্বতন্ত্র কথা।

আমি—কেন, যদি কাজ করিতে যাই ?

বন্ধু—তাহা হইলে কয়েকদিন পরে বুঝিতে পারিবে পূর্ব্বদিকে যাইয়া তুমি বোকামী ভিন্ন আর কিছুই কর নাই।

আমি—কেন পূর্ব্বদিকে কি কাজ নাই ?

বন্ধু—আছে, কিন্তু যে কাজের জন্য এখানে যে টাকা পাইয়াছ সে দিকে তাহার অর্দ্ধেক পাইবে।

আমি—তাই না কি ?

বন্ধু—তাই নয় তো কি।

আমি—পূর্ব্বদিকে সকল স্থানেই কি এইরূপ ?

বন্ধু—প্রায় সব স্থানেই এইরূপ। তবে কেবল এক চিকাগোতে অন্যরূপ।

আমি—সেখানে আবার কেমন ?

বন্ধু—সেখানে এখানকারই মত।

আমি—তবে তোমরা চিকাগোতে যাইতে পরামর্শ দেও ?

বন্ধু—হা ! যদি যাবেই তবে চিকাগোতে যাইতে পার। অন্য কোথাও গেলে শেষ বেলায় পস্তাইতে হইবে।

আমি এই কথোপকথনে পরম সুখী হইলাম। কেননা, চিকাগোতে গেলে যে আমি এখন বোকা বনিয়া যাইব সে ভয়

এই কথোপকথন হইতে দূর হইয়া গেল। আমি চিকাগোতে যাওয়াই স্থির করিলাম। অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাসাভিমুখে আসিতেছি তখন কে একজন পশ্চাৎদিক হইতে আমায় ডাকিল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম একটী বালিকা। দেখিয়াই চিনিলাম। এ সেই পূর্ব্বপরিচিতা ডাংকেন কন্যা। দেখিয়াই বলিলাম "হ্যালো, মিস্ ডাংকেন, কেমন আছ?"

মিস্ ডা—ধন্যবাদ, ভালই আছি। তুমি কেমন আছ?

আমি—ভালই, ধন্যবাদ।

মিস্ ডা—শুনিলাম তুমি সিয়াটেল ত্যাগ করিয়া শীঘ্রই পূর্ব্বদিকে চলিয়া যাইতেছ?

আমি—হাঁ এইরূপই ঠিক করিতেছি।

মিস্ ডা—কবে যাইবে?

আমি—দুই এক দিনের ভিতরেই—

মিস্ ডা—কেন যাইবে?

আমি—তথায় ইউনিভারসিটীতে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছি!

মিস্ঃ ডা—এখানে কি ইউনিভারসিটী নাই?

আমি—অবশ্য আছে। তবে কি জান, সেখানে দুই চারজন বন্ধু আছে, তাই তথায় যাইব ঠিক করিয়াছি—

মিস্ ডা—এখানে কি বন্ধু নাই?

আমি—অবশ্য আছে, কিন্তু তা'রা ভারতবর্ষীয় বন্ধু।

মিস্ ডা—তাই বল। সিয়াটেলে আর তোমার ভাল লাগে না, তা বুঝিয়াছি। তবে ঠিক কবে যাইবে?

আমি—বোধ হয় আগামী কল্যই যাইব।

মিস্ ডা—তাহা হইলে আর দেখা হইবে না।

আমি—বোধ হয় না।

মিস্ ডা—তবে তোমার সঙ্গে দেখা করিয়া ভালই করিয়াছি, নইলে, আর দেখা হইত না। যাহাই হউক, আমার নিকট চিঠি পত্র লিখিও, আমি যদি কখনও সামান্য একটু সাহায্যেও আসিতে পারি আমাকে জানাইও। আমার যতটুকু সাধ্য আমি চেষ্টা করিব। আর বলিব কি, রাস্তাঘাটে সাবধান হইয়া চলিও, এবং ভুলিয়া যাইও না।

অতঃপর তাহার নিকট বিদায় লইয়া বাসাভিমুখে চলিলাম. সন্ধ্যা বেলায় জাপানী বন্ধুদিগের সহিত দেখা করিতে গেলাম। নানারূপ আলাপের পর তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলাম, এবং তৎপর দিন সিয়াটেল হইতে চিকাগো অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটী কথা।

সিয়াটেল হইতে বিদায় হইবার পূর্ব্বে এ অঞ্চল সম্বন্ধে মোটামুটি আরও দুই চারিটী কথা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক। ইতি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, খৃষ্টিয় ১৯০৭ সালের ২৪শে জানুয়ারী

তারিখে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া ভিক্টোরিয়া (B. C.) বন্দরে অবতরণ করিলাম। সেই জানুয়ারী মাসেও ভিক্টোরিয়াতে শীত খুব বেশী বলিয়া মনে হইল না। তবে, বলা বাহুল্য, আমাদের এই বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী তাহাতে সন্দেহ নাই। বরফও যে তেমন বেশী পতিত হইয়াছে তখন এমন বোধ হইল না, তবে এখানে যে যথেষ্ট বরফ পতিত হয় তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল।

যাহাই হউক দুই দিন পরে যখন ভ্যাঙ্কোভারে চলিয়া আসিলাম, তখন ষ্টেসন হইতে উপরে ডাঙ্গায় উঠিবার সময় দেখিলাম, জলবিন্দুসকল বৃক্ষশাখায় ঝুলিতেছে এবং নূতন তপনের নূতন কিরণ লাগিয়া উজ্জ্বল রৌপ্য মালাবৎ ঝিকি মিকি করিতেছে। এরূপ দৃশ্য পূর্ব্বে আমি আর কখনও দেখি নাই, কাজে কাজেই প্রথম দর্শনে একটু আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলাম, কিন্তু তৎপর মুহুর্ত্তেই স্মরণ হইল, এটী শীতপ্রধান দেশ, বিশেষতঃ এটা শীতকাল, কাজে কাজেই শীতাধিক্যে জলবিন্দুসকল যেমন পড় পড় হইতেছিল কিম্বা পড়িতেছিল, তখনই শীতাধিক্য নিবন্ধন জমিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্য আর আশ্চর্য্যের বস্তু রহিল না, ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই হইল যে, আমি যেন তখন শীতাধিক্য অনুভব করিতে লাগিলাম। এমনই হইয়া থাকে বটে, অবস্থার আধিপত্য এইরূপই বটে। স্মৃতির স্থিরতাও এই প্রকারই হইয়া থাকে।

মাসাধিক কাল আমি ভ্যাঙ্কোভারে ছিলাম। তখন

ফেব্রুয়ারী মাস। কিন্তু সেই সময়ও এখানে শীত তেমন বেশী বলিয়া অনুভব করিতে পারি নাই। শিখদিগের আড্ডায় অবস্থান সময়ে সামান্য এক খানা কম্বল এবং একটী 'ওভার-কোট' দ্বারাই শীত নিবারণ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শীত তেমন বেশী বলিয়া বোধ হইত না। তবে বলা বাহুল্য আমাদের দেশ অপেক্ষা শীত অনেক বেশী। ভ্যাঙ্কোভারে সেই ফেব্রুয়ারী মাসেও তেমন বেশী বরফ পড়িত না, তবে সামান্য ২।৪ পশলা বরফ-বৃষ্টি প্রায় মাঝে মাঝেই হইত।

তৎপর ৭ই মার্চ্চ তারিখে ভ্যাঙ্কোভার হইতে রওয়ানা হইয়া পদব্রজে সিয়াটেল পর্য্যন্ত গেলাম। রাস্তার শীত যে অসহনীয় হইয়াছিল তাহা নহে। পাহাড় পর্ব্বতেও তেমন ভয়ঙ্কর বরফ পতনের চিহ্নাদিও পরিলক্ষিত হয় নাই। সীমান্ত প্রদেশে, তৎপর Bellingham ষ্টেসনে আমি যেরূপ ভাবে অবস্থান করিয়াছিলাম তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

এই সমুদয় হইতে ইহা অনুমেয় যে, এতদঞ্চলে শীত তেমন বেশী নয়। তবে আমাদের দেশ অপেক্ষা অনেক বেশী ইহা বলাই বাহুল্য। এই দিকে শীত কম হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় সাধারণতঃই এই প্রকার। ইহার বৈজ্ঞানিক বিশেষ কোন কারণ আছে, তাহা এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

যাহাই হউক, এই দিকে ক্যালিফর্নিয়ার আব-হাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সেখানে সর্ব্বদাই বসন্ত বিরাজমান।

শীতকালে তেমন "ইহি, উহু" করিয়া কাঁপিতে হয় না, গ্রীষ্মেও তেমন "আহা, অহো" করিয়া হাঁপ ছাড়িতে হয় না। এখানে

"সতত ফুটিছে ফুল, গুঞ্জরিছে অলিকুল
বিহঙ্গ করিছে রঙ্গ ঘনপাতা আড়ালে!
যুবক যুবতী হেথা, কহিছে মনের কথা
চুমিছে প্রণয়ে মাতি পরস্পর দু'গালে।"

তাহারা যেমন বলে যথার্থই ক্যালিফর্ণিয়া is the ideal place in the world.

এতদঞ্চলের লোকদিগের চরিত্রও তেমনই সুন্দর। সাধারণ লোকের চরিত্র সচরাচরই সরল বলিয়া বোধ হয়। এখনও যেন কুটিলতা তাহাদের ভিতরে তেমন ঘন ঘটা করিয়া বসিতে পারে নাই। আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের প্রদেশগুলি এখন তুলনায় নূতন। এদিকের লোকদিগের চরিত্রও কাজে কাজেই নূতন ও সরল। আমেরিকার পশ্চিমদিক হইতে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে যাইতে থাকিলে নূতন এবং পুরাতনে, সরলমতি বালক এবং বৃদ্ধে, পূর্ব্বকাল এবং বর্ত্তমানে কি তফাৎ তাহা কিছু কিছু অনুমান করা যায়। রাজ্যগঠনের প্রথম অবস্থার এবং গঠনানন্তর যে অবস্থা এবং যে তফাৎ তাহা সহজে অনুমেয়।

আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের প্রদেশ সমূহের অবস্থা।

এই প্রদেশসমূহে লোকের বসতি অতি কম। কাজে কাজেই আবাদও সেইরূপ। কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতে বহুসংখ্যক চীনদেশীয় ও তৎপর জাপানী কর্ম্মজীবিগণ টাকা রোজগার করিতে এদেশে আসিত। কিন্তু যুক্তরাজ্যের আইনানুযায়ী ইহারা কেহই এ রাজ্যে বসবাস করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। ভারতবাসীরা তখনও এ দেশের খবর পায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাজে কাজেই এক ইউরোপ হইতে আগত লোকসমূহ দ্বারাই এই রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সেই সময় যেহেতু এই দেশের পূর্ব্বদিকই লোকাভাবে সম্পূর্ণ রূপে আবাদ হইতে পারে নাই সুতরাং পশ্চিমে আর কে যায়। ইহাও একটী ভাবিবার কথা বটে যে ইউরোপিয়ান কর্ম্মজীবীদিগের পক্ষে সেই আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছাও সহজসাধ্য ছিল না, কি নয়। তবে যাহারা যাইত, কি যায়, তাহাদের সংখ্যা অতি কম। কাজে কাজেই পশ্চিমাঞ্চলে লোকের অধিবাস কম। আর সেইজন্যই এই অঞ্চলে পরিশ্রমের দামও অতিশয় বেশী।

এ সমুদয় প্রদেশে গম, ভুট্টা, প্রভৃতি শস্য যথেষ্ট জন্মায়। এদিকের লোক সচরাচরই সুস্থকায়, সবল এবং সুখী।

এই অঞ্চলে যথেষ্ট কাজ পাওয়া যায়। নানা প্রকার

কল কারখানা, রাস্তা ঘাট, ব্যবসা বাণিজ্য, নানারূপ ফল বাগান, এবং শস্যক্ষেত্র সর্ব্বত্রই কাজ পাওয়া যায়। কাজ দেখিয়া ভীত না হইলে, আর কোন কাজে বিশেষ কোনরূপ আপত্তি না রাখিয়া কার্য্যপ্রার্থী হইলে, কোন প্রকার কাজ মিলেই। কাজে কাজেই প্রায় সকলেরই একটা কিছু উপায়ের পথ আছে অতএব সকলেই সুখী। কিন্তু তাই বলিয়া আমি বলিতেছি না এদেশে গরিব নাই। তবে কি না তুলনায় অন্যস্থান অপেক্ষা এখানে গরিবের সংখ্যা অনেক কম।

উচ্চশ্রেণী অথবা শিক্ষিত আমেরিকাবাসিগণের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের প্রতি কর্ত্তব্য।

আমরা দরিদ্রের দরিদ্রতা দুর করিতে পারি কি না? যদি পারিতাম কিম্বা পারি তবে এখনও সর্ব্বত্রই দরিদ্রের সংখ্যা এত অধিক কেন? প্রত্যেক দেশেই সাধু, মহান এবং পরোপকারী অন্ততঃ কয়েকজন জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই দরিদ্রের দুঃখ দুর করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু পারিয়াছেন কি?

পৃথিবীতে সকলের অবস্থাই সমান হইতে পারে না। এরূপ হয় নাই, হইবেও না। কেননা সেটী প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ। সমতায় সৃষ্টির স্থিতি অসম্ভব। অসমতাই এই বিশ্বের সৃষ্টি ও স্থিতির কারণ। সুতরাং সেই অসমতা দুর করা অসম্ভব।

তথাপি দেখিতে পাওয়া যায় আমেরিকার যুক্তরাজ্যে

দরিদ্রের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। ইহার কারণ কি তাহাই বিবেচ্য। আমেরিকার ধনিগণ ও খনির অধিকারিগণ, অথবা শিক্ষিত লোক সমুদায় তাহাদের ধন সোনা রূপা অথবা জ্ঞান নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অমনি বিলাইয়া দেয় না। কিন্তু তাহারা মনে করে যে যথেষ্ট কাজের সৃষ্টি করিয়া নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে কাজ করিতে সুযোগ দিয়া তাহাদের ভাগ্যগঠনের ভার তাহাদের উপরে ন্যস্ত করিতে পারিলেই তাহাদের প্রতি তাহাদের যে কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করা হয়। আমেরিকাবাসী বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ, ব্যবসায়িগণ, ক্রোড়পতিগণ, ইহারা সকলেই এই একই মতাবলম্বী। তাহারা স্বার্থের জন্যই হউক, আর পরার্থের জন্যই হউক, যথেষ্ট কাজ যোগাড় করিয়া গরিব লোকদিগের সম্মুখে রাখিয়া তাহাদিগকে কর্ম্ম করিয়া বড় হইতে বলিতেছে। নিঃস্ব ব্যক্তিগণও এই সুযোগের অবমাননা করিতেছে না। কাজে কাজেই আমেরিকার অবস্থা আজ অন্য দেশের মত নয়, ভিন্নরূপ। এখানে দরিদ্র কম, ভিক্ষুকের সংখ্যাও কম। যদি কেহ ভিক্ষা করিতে যায় পুলিস অমনি তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ করে। কেননা তাহাদের জন্য কাজের যোগাড় করিয়া রাখা হইয়াছে, সুতরাং সর্ব্বসাধারণের উপর নির্ভর করিতে প্রয়াস পাওয়া তাহাদের অন্যায়।

আমেরিকার উপযুক্ত ব্যক্তিগণ যথার্থই বুঝিয়াছে। গরিব সব দেশেই আছে, ছিল, ও থাকিবে, তথাপি তাহারা

জগতের অন্য স্থান অপেক্ষা গরিবের সংখ্যা যে কম করিতে পারিয়াছে তাহা তাহাদের নিঃস্বজনগণের প্রতি তাহাদের এই উপযুক্ত উপায়ে কর্ত্তব্য সম্পাদনেই হইয়াছে। কেহই কোন দিন অগণিত দরিদ্রদিগকে আপন ধন দান করিয়া বড় করিতে পারে না। আমেরিকানেরা যথার্থই বুঝিয়াছে যে ধন দানে দরিদ্রদিগকে কোনই স্থায়ী উপকার করা হইবে না, কাজের যোগাড় করিয়া দিলেই স্থায়ীরূপে উপকার করা হইবে, দেশের দরিদ্রতাও কমিয়া আসিবে। যথেষ্ট কাজের যোগাড় করা যাউক, যাহার সাধ হয় সে কাজ করিয়া বড় মানুষ হইবে।

সিয়াটেল হইতে চিকাগো।

যাহাই হউক পরদিন সন্ধ্যা বেলায় শাস্ত্রলু মহাশয় এবং আর কয়েক জন জাপানী বন্ধু সমভিব্যাহারে আমি রেলওয়ে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। শাস্ত্রলু মহাশয় যথা সময় ব্যাগেইজটী গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া চেক্ লইয়া আসিলেন। তৎপর নানারূপ আলাপাদিতে আধঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল, সাড়ে সাতটার সময় গাড়ীখানি আসিয়া লাইনে দাঁড়াইল। দুই মিনিট পর 'ওয়েটীং' রুমের দরজা খুলিয়া গেল, যাত্রিগণ যে যাহার জিনিষ পত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। আমিও বন্ধুদিগের সহিত কর-মর্দ্দন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম, এবং অল্প সময়ের মধ্যে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আর দুই মিনিট পরে হুইস্‌ল দিয়া গাড়ীখানা ষ্টেসন ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বিদায় হইল। আমি

আধঘণ্টা কাল জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। তৎপর যখন আর ভাল লাগিল না তখন ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম।

আমেরিকার রেলগাড়ী ভারতবর্ষের রেলগাড়ীর মত নয়। এখানে তৃতীয় কি মধ্য শ্রেণী নাই, কেবল একটী মাত্র শ্রেণী। গাড়ীর মধ্য দিয়া গাড়ীর এক দিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত রাস্তা রহিয়াছে। এই রাস্তার দুই পাশেই দুইটী করিয়া যাত্রী বসিবার জন্য দুই খানা করিয়া চেয়ার সজ্জিত রহিয়াছে। এক খানি গাড়ী হইতে গাড়ী চলিবার সময় বিনা বিপদপাত আশঙ্কায় অন্য গাড়ীতে যাওয়া যাইতে পারে। প্রত্যেক খানা গাড়ীতে দুইটী করিয়া টয়লেট রুম আছে। প্রত্যেক খানা গাড়ীতে একটী করিয়া জলের কল এবং তাহার নিকটে একটী করিয়া জলের গ্লাস রহিয়াছে। যাহার যখন দরকার বরফজল খাইতে পারেন। প্রত্যেক গাড়ীতে একখানি করিয়া "পুলম্যান" ডাইনিং কার রহিয়াছে। ব্রেকফাষ্ট, ডিনার, অথবা 'ছাপার' যাহার যখন যাহা খুসি খাইতে পারে। প্রত্যেক খানি ট্রেণে একখানি অথবা দরকার অনুসারে অধিক "পুলম্যান" ডাইনিং কার রহিয়াছে, যিনি অতিরিক্ত ভাড়া দিতে সক্ষম ও স্বীকৃত তিনি একটা কামড়াতে একখানি বিছানা ও টয়লেট সরঞ্জাম প্রতিদিন যাহা দরকার তাহা তাহার ব্যবহারের জন্য পাইবেন। বাড়ীতে থাকিতে দৈনিক জীবনে যাহা কিছু দরকার হইয়া থাকে সমস্তই গাড়ীতে দেওয়া আছে। কিন্তু আমি অধিক

পয়সাও দিলাম না ঐ সমুদয় সুবিধাও কিছু ভোগ করিতে প্রয়াসী হইলাম না। আমি আমার চেয়ারে বসিয়া যতদূর সম্ভব ঘুমাইতে লাগিলাম।

সে দিন সমস্ত রাত্রি গাড়ী চলিল, কিন্তু কোথাও গাড়ী বদলাইতে হইল না, তবে কেবল মাঝে মাঝে দুই চারিটী ষ্টেসনে থামাইয়া আরোহী নামাইয়াছিল এবং কতক উঠাইয়াছিল। এই নূতন যাত্রীদের মধ্যে আমি দেখিলাম একজন ভারতবাসী। তাহার হাতে একটী ভাড়। বোধ হইল যেন তাহাতে কিছু বোঝাই করা রহিয়াছে। আমি তখন সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কি ভারতবাসী?"

আগ—হা। তুমি?

আমি—আমিও ভারতবাসী। তুমি এদিকে কি করিতে আসিয়াছ?

আগ—পয়সা রোজগার করিতে।

আমি—কিরূপে পয়সা রোজগার করিয়া থাক?

আগ—এই যে সঙ্গে দেখিতেছ ইহা দ্বারা।

আমি—ও কি?

আগ—ও এক প্রকার মিঠাই। এখানে আমরা বলি চারম্, এই দেখ না। (সে পাত্র হইতে একটী উঠাইয়া দেখাইল ইহা দেখিতে প্রায় মোচার মত। কিন্তু মোচা অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট। আমি ইতিপূর্ব্বে এমন মিঠাই কখনও দেখি নাই।)

আমি—কেমন কিছু হয় ত?

আগ—না হইলে করব কেন? দিন ৪।৫ ডলার হয় বৈকি।

আমি—শুনিয়া সুখী হইলাম।

আগ—তুমি কি করিতে এ মুলুকে আসিয়াছ?

আমি—আমি পড়িতে আসিয়াছি।

আগ—বাড়ী হইতে টাকা পাও?

আমি—না, বাড়ী হইতে টাকা পাই না। আমি নিজে রোজগার করিয়া পড়ি। এই অল্পদিন হয় আসিয়াছি।

আগ—এ কাজ করিতে মন যায়?

আমি—না যাওয়ার মানে কি? যখন টাকার দরকার তখন যে কাজে বেশী টাকা পাওয়া যায় তাহাই করিতে রাজি। কেবল চুরি করিতে পারিব না।

আগ—তবে চল না আমার সঙ্গে। সম্মুখে দুই ষ্টেসন পরে নামিয়া যাইব। সেখানে আমাদের সর্দার আছে। তাহার কাছে তোমাকে লইয়া গিয়া সমস্ত ঠিক করিয়া দিব।

আমি—আমি এখন চিকাগোর টিকেট করিয়াছি, সুতরাং এদিকে আর কোথাও থাকিতে ইচ্ছা করি না। যাহা করিতে হয় সেখানে যাইয়াই করিব, এইরূপ স্থির করিয়াছি।

এইরূপ গল্প করিতে করিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। তৎপর তাহার ষ্টেসন আসিলে, ভারতবাসীটী সেলাম করিয়া বিদায় হইল। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়াই গাড়ীখানা পুনরায় দৌড়াইতে লাগিল।

এইরূপ ভাবে সমস্ত রাত্রি দৌড়াইয়া পরদিন প্রত্যুষে গাড়ীখানা বেগবতী স্রোতস্বতী কলম্বিয়া নদীর তীরে পৌঁছিল। উষার হাসির ছটায় তখন চারিদিক হাসিতেছিল। মন উষার সেই মনোহর দৃশ্যে আকৃষ্ট হইল। চাহিয়া দেখিলাম কলম্বিয়ার উপত্যকায় বৃক্ষসমূহের নবপল্লবে নূতন আলোক লাগিয়া নদীসৈকত হাসিতেছিল। আমাদের গাড়ীখানা ধীরে ধীরে আসিয়া নদীর কূলে দাঁড়াইল, আরোহিগণ গাড়ী হইতে অবতরণ করিল। ইতিমধ্যে এক সঙ্গে আবদ্ধ চার খানি পণ্টুন নৌকা আসিয়া কূলে লাগিল, এবং নদীর কিনারায় পুলের সঙ্গে উত্তম রূপে আবদ্ধ হইল। তৎপর দেখিলাম আরোহিগণ আস্তে আস্তে সকলে গিয়া নৌকায় উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আমিও উঠিলাম। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম এক খানি ইঞ্জিন ট্রেণখানার এক তৃতীয়াংশ কাটিয়া লইয়া নৌকায় টানিয়া উঠাইল, আর এক খানি ইঞ্জিন আর এক তৃতীয়াংশ উঠাইয়া লইল, তৎপর আরও একখানি ইঞ্জিন অবশিষ্ট তৃতীয়াংশ উঠাইয়া লইলে পর নৌকা তীর ছাড়িয়া অপর কূলাভিমুখে চলিতে লাগিল।

পনের মিনিট পর নৌকা আসিয়া পর পাড়ে লাগিল। পর পাড়ের পুলের উপর যে সমস্ত রেল লাইন ছিল তাহার সহিত নৌকার রেল লাইন গুলির সুন্দররূপে সংযোগ করা হইলে পর, এক একটী ইঞ্জিন যেমন এক এক তৃতীয়াংশ উঠাইয়াছিল তেমনি নামাইয়া লইল। তৎপর আবার সবগুলি একত্র হইলে আরোহিগণ

পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করিল। গাড়ীখানা তখন আবার দৌড়িতে লাগিল। বেলা প্রায় নয়টা ত্রিশ মিনিটের সময় আমরা অরিগণের রাজধানী পোর্টল্যাণ্ডে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনে নামিয়া জানিতে পারিলাম বেলা এগারটা ত্রিশ মিনিটের সময় অগ্ডেন্-রাইও-গ্র্যাণ্ড লাইনের গাড়ী পাওয়া যাইবে। সুতরাং তখন আমি সহর পরিভ্রমণে বাহির হইলাম। দেড়ঘণ্টা ঘুরিয়া ফিরিয়া তৎপর আহারাদি সম্পন্ন করতঃ এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় ষ্টেসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। যথাসময়ে গাড়ী খানা ষ্টেসন ছাড়িয়া অগ্ডেন্ অভিমুখে দৌড়াইতে লাগিল।

কত সহর, বন্দর, বন, উপবন এবং মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তৎপর দিনও সমস্ত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর বৈকাল বেলায় অগ্ডেন্ সহরে উপস্থিত হইলাম, তথায় গাড়ী পরিবর্ত্তন করিয়া সল্টলেক সহর অভিমুখে চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বাহ্ণে গাড়ী খানা সল্টলেক সহরে উপস্থিত হইল। তথায় অবতরণ করিয়া ষ্টেসনের নিকটে কোন একটী হোটেলে যাইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। আমার সঙ্গে বিশেষ কিছুই ছিল না, সুতরাং আমার ভাবিবার বিষয়ও কিছু ছিল না। সন্ধ্যার সময় হ্রদতীরে হ্রদের শোভা সন্দর্শন করিতে গেলাম। বাস্তবিকই হ্রদের শোভা অতীব মধুর, এবং সম্পূর্ণ চিত্তাকর্ষণীয়। সন্ধ্যার পর হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া সান্ধ্য আহারাদি সমাপন করিয়া কতক্ষণ পার্লারে (বসিবার ঘর) বসিয়া প্রাদেশিক

আলাপ শুনিতে লাগিলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ এই অবস্থায় থাকিতে পারিলাম না, ঘুম পাইতে লাগিল সুতরাং আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে গিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া শয়ন করিলাম এবং অল্প সময় মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকালে ব্রেক-ফাষ্ট খাওয়ার পর সহর পরিভ্রমণে বাহির হইলাম এবং চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া ১২টার সময় হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। সেখানে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া গাড়ী আসার সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিন যে সময়ে গাড়ী এখানে আসিয়াছিল; আজও সেই সময়েই গাড়ী আসিবে। সে অনেক সময়ের কথা। কাজে কাজেই আর কোনও উপায় নাই জানিয়া অগত্যা হোটেলের প্রোপ্রাইটারের সঙ্গে আলাপে ব্যস্ত হইলাম।

সল্টলেক সহরে একটী বিদায় কালীন সম্ভাষণ

A good-bye at Salt-lake city.

আমেরিকায়ও পত্নী সত্বে পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে, এ কথা শুনিয়া কেহই আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না। যদি পৃথিবীর অন্য কোথাও পত্নীসত্বে দ্বিতীয়বার পত্নী গ্রহণ করা যাইতে পারে, তবে, হউক আমেরিকা সভ্য, অতি উন্নত এবং সর্ব্বাগ্রগণ্য সেখানেও এই প্রথা প্রচলিত থাকিতে পারে। যুক্ত রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটী প্রদেশে "মর্ম্মন" বলিয়া একটী শ্রেণী

আছে। মর্ম্মনগণও ইয়োরোপীয়দের বংশধর, তাহারাও সাহেব শ্বেতাঙ্গ, তাহারাও খৃষ্টীয়ান। তাহাদের মধ্যে এই পত্নী সত্ত্বে একাধিক বার পরিণয়ে পত্নী গ্রহণ করা প্রথা প্রচলিত। অন্যান্য আমেরিকানদের চক্ষে এই প্রথাটী বড় আশ্চর্য্যজনক এবং ভীষণ। আমেরিকান কিংবা ইয়োরোপবাসী মাত্রেই এ কথা ভাবিতে পারে না যে কিরূপে লোকে পত্নী সত্ত্বে অন্য একজনকে ভালবাসিতে পারে এবং বিবাহ করিতে পারে। বলিতে কি ইহা তাহাদের চক্ষে ভীষণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। অনেক আমেরিকান কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহাদের অবস্থা দেখিতে এই মর্ম্মন প্রদেশে বেড়াইতে যাইয়া থাকে। আমি আমেরিকার পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব্বদিকে যাইতে পথে এই মর্ম্মনদের সল্টলেক সহরে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান হইলাম।

বলা বাহুল্য আমাকে হোটেলে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। এই সহর খানি দেখিতে বেশ সুন্দর, প্রকৃতিজাত যাহা কিছু তাহা এখান হইতে একেবারে অপসৃত হইতে পারে নাই। গাছপালা এখানে বেশ আছে। সহর খানি হ্রদের ধারেই অবস্থিত। সহর হইতে হ্রদের দৃশ্য এবং হ্রদ হইতে সহরের দৃশ্য অতিশয় মনোহর।

এই দিকের লোকের প্রকৃতি ও মন্দ নহে। ইহারা বেশ আলাপী। বিদেশী লোকের সহিতও তাহারা অকাতরে এবং অকপট চিত্তে আলাপাদি করিতে কুণ্ঠিত হয় না। মোটের উপর লোকগুলি বেশ ভাল। আমি যে কয়েক ঘণ্টা মাত্র

সময় হোটেলে ছিলাম, সেই সময় মধ্যে হোটেলের প্রোপ্রাইটারের সহিত আলাপাদি করিয়া বেশ একটু মেশামিশির মত ভাব করিয়াছিলাম। কথায় কথায় আমি তাহাকে পূর্ব্বোক্ত প্রথাটীর বিষয় উল্লেখ করিয়া, অবশেষে কহিলাম,—আপনাদের এখানে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা ত ভাবিতেই পারে না যে. আপনারা কিরূপে এক পত্নী সত্ত্বে অপর একজনকে ভালবাসিতে পারেন, এবং বিবাহ করিতে পারেন। উত্তরে তিনি কহিলেন, যে প্রথা পূর্ব্ব হইতে চলিয়া আসিয়াছে তাই আজিও চলিতেছে। শুধু তাহাই নহে, ইহার সঙ্গে ধর্ম্মেরও সংশ্রব আছে। আমাদের এখানে যদি কেহ অন্তত পক্ষে দুইটী স্ত্রী গ্রহণ না করে, তাহা হইলে খৃষ্টীয়ান শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। তিনি তখন যীশু খৃষ্টের একজন শিষ্যের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "তিনি বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ অন্ততঃ পক্ষে দুইটী স্ত্রী গ্রহণ করিবে।"

আমি। অন্যান্য স্থানে তো তাহারা বলে যাহারা স্ত্রীসত্ত্বে স্ত্রী গ্রহণ করে তাহারা খৃষ্টীয়ান শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। বাইবেলে দুইবার স্ত্রী গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

হো প্রো। কিন্তু আমাদের এই দিকে আমরা তো খৃষ্টীয়ানিটী এইরূপই জানি। আমরা ত বুঝি প্রত্যেকটী খৃষ্টীয়ান অন্ততঃপক্ষে দুইটী স্ত্রীর অধিকারী থাকিবে।

আমি তখন বুঝিতে পারিলাম না বাস্তবিক খৃষ্টীয়ানিটীর গুপ্ত তত্ত্বটী কি, এখানে কি শুধু ধর্ম্মই! না আরও কিছু আছে? আমার বোধ হয়, যে সমস্ত লোক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের প্রথম

অবস্থায় উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছিল, এই মর্ম্মনগণ তাহাদেরই বংশধর। সেই সময়ে খৃষ্টীয়ান দিগের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সম্ভবতঃ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণও তৎকালে বহুবিবাহ-প্রথা প্রচলন করিতে ত্রুটি করেন নাই।

যাহাই হউক, আমি প্রোপ্রাইটারকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—একাধিক স্ত্রী বর্ত্তমানে ঘরকন্নায় কোনরূপ অসুবিধা বোধ করেন কি না ?

হো. প্রো। কিছুই না, একাধিক স্ত্রী থাকায় আমরা কোনই অসুবিধা বোধ করি না। বরং একজন মাত্র হইলেই অসুবিধা অনুভব করিয়া থাকি। সংসারের কাজ কর্ম্ম তাহাদের সমভাগে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। সুতরাং যে যাহার অংশ অনুসারে কাজ করিয়া থাকে কোন গণ্ডগোলের আশঙ্কা থাকে না।

আমি। আর কোন বিষয়ে গণ্ডগোল হয় না ?

হো প্রো। ন। জিনিষ পত্র যাহা কিছু বাহির হইতে আনা হয় সমভাবে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। সকলই তুল্যরূপে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। তৎপর একজনে যদি বয়স্থা এবং অপরে যদি যুবতী হয়, বৃদ্ধার যদি কোন কিছু যথেষ্ট পরিমাণে উদ্বর্ত্ত হয়, তবে অনেক সময়ে কনিষ্ঠাকে দিয়াও থাকে।

আমি। তাই না কি। আপনাদের মধ্যে অনেকে অধিক বয়সেও বিবাহ করিয়া থাকে না কি ?

হো প্রো। হয় বই কি ? এরই মধ্যে একটী হইয়া গিয়াছে।

সম্ভবত আজ ষ্টেশনে তাহাদের লোকজনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হইতে পারে। তাহারাও ঐ দিকে যাইবে।

তখন "টুন্" করিয়া একটী শব্দ হইল, চাহিয়া দেখিলাম সাড়ে চারিটা বাজিয়া গিয়াছে। আর অপেক্ষা করিবার সময় নাই, পাঁচটায় আমাকে গাড়ীতে উঠিতে হইবে। সুতরাং হোটেলের প্রোপ্রাইটারকে ধন্যবাদ দিয়া এবং তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া, হোটেল হইতে বিদায় হইলাম। সঙ্গে বেশী কোন জিনিষপত্র ছিল না, কাজে কাজেই 'ট্র্যান্সফার' কোম্পানীকে স্মরণ করিতে হইল না। একটী মাত্র ট্রাঙ্ক তাহা হস্তে লইয়া বিদায় হইলাম।

হোটেল হইতে রেলওয়ে ষ্টেশন অনেকদূর নয়, অতি নিকটে। পাঁচ মিনিট সময়ের মধ্যেই রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম, তখনও গাড়ী আসিতে বিশ মিনিট সময় বাকী। সুতরাং ষ্টেশনে বসিয়া আরাম করিতে লাগিলাম।

নীরবে নিস্তব্ধভাবে নিষ্কর্ম্মা হইয়া হইয়া বসিয়া থাকা বড়ই মুস্কিল। কাজে কাজেই খবরের কাগজওয়ালার দোকান হইতে একখানা দৈনিক পত্রিকা কিনিয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহার সংবাদের কলমে দেখিলাম, হোটেলের প্রোপ্রাইটার যাহা বলিয়াছে, তাহা সত্য। পাত্রী পক্ষের অবশিষ্ট দুই চার জন ঐ গাড়ীতেই চলিয়া যাইবে।

তখন গাড়ী আসিবার পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী। এমন সময়ে দেখিলাম, তিনটী স্ত্রীলোক ও দুইটী পুরুষ এক সঙ্গে

ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। পুরুষ দুইজনের বয়স প্রায় সমান, কাহারও পঞ্চাশের কম হইবে না। স্ত্রীলোক তিনটীর এক-জন প্রায় বৃদ্ধা, আর একজন প্রৌঢ়া, এবং তৃতীয়টী অনুমান ঊনবিংশতি কিম্বা বিংশতি বৎসরের যুবতী। দেখিতে অতীব সুশ্রী, শরীরের কোন অংশে কোন প্রকার খুঁত নাই। বলিতে কি সরলা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।

দেখিতে দেখিতে আমাদের গাড়ীর সময় হইল, ষ্টেশনে সিগ্‌নাল্ পড়িল, এবং অনতিবিলম্বে গাড়ীখানা আসিয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম, এবং ট্রাঙ্কটী পার্শ্বে উপরে রাখিয়া, একখানা আসনে উপবেশন করতঃ পুর্ব্বোল্লিখিত যাত্রিগণ কোথায় দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, একজন পুরুষ এবং প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটী গাড়ীতে আরোহণ করিয়াছে। আর বৃদ্ধা, যুবতী, এবং অপর পুরুষটী ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে গাড়ীখানা আস্তে আস্তে চলিতে আরম্ভ করিল এবং পুনর্গমনে ক্লেশ হেতু পুনঃ পুনঃ চিৎকার করিতে লাগিল। এ দিকে যুবতী মধুর ধ্বনিতে উচ্চৈঃস্বরে "গুড্ বাই" "গুড্ বাই" করিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। স্বরটী কাণে অতিশয় মিষ্টি লাগিতেছিল কাজে কাজেই ক্ষণকাল সেইদিকে তাকাইয়া রহিলাম, দেখিলাম বৃদ্ধা যুবতীকে বাহুমূলে আবদ্ধ করতঃ "চল বাই বোন" বলিয়া ষ্টেশন হইতে গৃহাভিমুখে চলিল। পুরুষটী আস্তে আস্তে তাহাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে গাড়ীখানা "ছল্টলেক" সিটী ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব দিকে চলিতে লাগিল। প্রায় তিন ঘণ্টা চলিবার পর একটু থামিল এবং গ্রীণনদী পার হইয়া পুনঃ দৌড়াইতে লাগিল। আর দুই ঘণ্টা পর আমাদের ট্রেন কলোরেডো নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া ইহার তীর বহিয়া চলিতে লাগিল।

কলোরেডো নদীর উপত্যকার দৃশ্য অতি মনোহর। তাই ট্রেণ কলোরেডো তীরে উপনীত হইবামাত্রই আরোহিগণ কলোরেডোর সেই সৌন্দর্য্যরাশি অবলোকন করিতে যে যেমন পারিল জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। আমি এই সৌন্দর্য্যরাশি দেখিবার জন্যই সিয়াটেল হইতে আর যে সব সোজা রাস্তায় অল্প সময় মধ্যে চিকাগোতে পৌঁছিতে পারা যায় সে সমস্ত লাইনে না যাইয়া এতটা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাইতেছিলাম। সুতরাং আমিও জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া কলোরেডোর অনুপমেয় দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিলাম। আমাদের ট্রেণখানা তীর বহিয়া ক্রমে কলোরেডোর উৎপত্তি স্থানাভিমুখে যাইতে লাগিল। এবং প্রায় তিন ঘণ্টা কাল এইরূপে চলিয়া শেষে কলোরেডো পার হইয়া পুয়েব্লো সহরাভিমুখে বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অপরাহ্ণে ট্রেণখানি পুয়েব্লোতে উপনীত হইল। আমরা সেই খানে অবতরণ করিয়া অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। ট্রেণখানা পুয়েব্লো ছাড়িয়া ডেনভার অভিমুখে ধাবিত হইল, এবং রাত্রি প্রায় বারটার সময় ডেনভারে পৌঁছিল।

আমরা ডেনভারে উপনীত হইয়া গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম, এবং ষ্টেশনের অনতিদূরে একটী হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পর দিন সকালে উঠিয়া সহর পরিভ্রমণে বাহির হইলাম।

ডেনভার খুব বড় সহর না হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও চিত্তরঞ্জনকারী। সহরের চতুষ্পার্শ্বের দৃশ্যে ভারতবর্ষীয় সহরের দৃশ্যে অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। তাই এখানে আসিয়া আর একবার দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে হইল। হায়, স্বদেশ কতই মিষ্টি! সহরের দালান-কোটা, ব্যাঙ্ক-ব্যবসা, দোকান-পশার, গাড়ী-ঘোড়া, এবং রাস্তা-ঘাট, সমুদয়ই আমেরিকার অন্যান্য সহরের মত। যাহাই হউক, অনেকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া যখন বড় ক্লান্তি বোধ হইতে লাগিল তখন আমরা হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

IN A RESTAURANT AT DENVER.

(ডেনভার সহরে খাবারের ঘরে)

বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা। আমি রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম যে, একটা সাত মিনিটের সময় "ওমাহার" গাড়ী পাওয়া যাইবে। সুতরাং বাসায় ফিরিয়া যাইয়া সুইজ বন্ধুদ্বয়কে জানাইলাম যে, একটার সময় গাড়ীতে উঠিতে হইবে। তৎশ্রবণে সুইজ ভ্রাতাদ্বয় তাড়াতাড়ি বাহিরে

চলিয়া গেল। আমি তখন তাহাদিগকে তাহারা কোথায় যাইতেছে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু ব্যস্ততা নিবন্ধন আমার কথায় কর্ণপাত করিতে সময় পাইল না। সুতরাং কোন উত্তর না দিয়া চলিয়া গেল। আমি ক্ষণকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া, তৎপর কিছু আহার করা দরকার মনে করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলাম।

অনতিদূরেই দেখিলাম পথ পার্শ্বে একটী রেষ্টুরেণ্ট। রেষ্টুরেণ্টটী তেমন ভাল নয়। তবে কোন রূপে কাজ চলিতে পারে বিবেচনা করিয়া আমি ভিতরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশান্তর দেখিলাম ঘরে চারি খানি টেবিল, প্রত্যেকে চারি চারি খানি চেয়ারে ঘেরাও হইয়া অলসভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আমি একখানি চেয়ার টানিয়া একটী টেবিলের পার্শ্বে বসিলাম, কিন্তু কেহ আমার কোনরূপ তত্ত্ব লইল না। ক্ষণকাল পর আর জন চারি আমেরিকান আসিয়া আর একটী টেবিলের চেয়ারগুলি অধিকার করিয়া বসিল। রেষ্টুরেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ তখন আমাদের খবর লইতে আসিল। ইতিমধ্যে দু'চার জন করিয়া আরও লোক আসিতে লাগিল। তখন বারটা বাজে বাজে। অল্প সময়েই ঘরখানি সম্পূর্ণ ভরিয়া গেল। প্রত্যেকটী টেবিলের চারিধারে চারিখানি করিয়া যাইচা, সবগুলি ভরিয়া গেল। তখন দুইজন 'ওয়েটার' আসিয়া প্রত্যেকের নিকট হইতে খাবারের আদেশ-লিপি গ্রহণ করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য আমাদের নিকটেও খাবারের লিষ্ট সহ

আসিয়া দাঁড়াইল, এবং যাহার যাহা দরকার তাহা লিখাইয়া লইয়া বিদায় হইল।

যাহাই হউক, দুই তিন মিনিটের পর চার গ্লাস জল ও চারখানি থালা সহ ওয়েটার পুনরায় দেখা দিল। আবার অন্তর্হিত হইয়া কয়েকখানা রুটির টুকরা সহ পুনরাগত হইল। তৎপরে প্রত্যেকের সম্মুখে চারিখানা করিয়া রুটির টুকরা রাখিয়া পুনরায় চলিয়া গেল।

এইবার আর তত সকালে ফিরিল না, আমরা হাঁ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তখন একটা অভাবনীয় বিষয়ে আমার মন আকৃষ্ট হইল। আমাদের টেবিলে আমরা চারিটী লোক খাইতে বসিয়াছিলাম। ইহার একজন আমেরিকান, অন্য এক জন জাপানী, তৃতীয় একজন কাফ্রি, এবং চতুর্থ জন ভারত-বাসী আমি। যখন আমরা সকলেই ওয়েটারের আসার প্রত্যাশায় হাঁ করিয়া বসিয়া আছি, তখন হঠাৎ ঐ কয়টা জলের গ্লাসের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলাম, চারিটা গ্লাসই একই রকম জলে পরিপূর্ণ। তৎপরে থালার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, চারিজনের থালাতেই একই প্রকার রুটি আহারের জন্য প্রস্তুত। তখন টেবিলের আর তিন দিকে তিন খানি মুখের দিকেও তাকাইলাম, দেখিলাম, সকলেই মানুষ। তবে কেউ বা সাদা, কেউ বা হলদে, কেউ বা শ্যাম, এবং কেউ বা কাল বর্ণের। কিন্তু এ কথা ঠিক যে সকলেই একই মানুষ। একই জল এবং রুটিতে তাহাদের শরীর রক্ষিত হয়, এবং তাহারা

জীবন ধারণ করিয়া থাকে। মনে হইল—এই জল এবং রুটিই সাহেব, জাপানী, নিগ্রো এবং আমার পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে। একই ঈশ্বর একই প্রণালীতে আমাদিগকে এই বিশ্বজগতে প্রেরণ করিয়াছেন, আমরা সকলে একই মানুষ। হোক্ কেহ সাদা, কেহ রাঙ্গা, কেহ কাল, এবং কেহ বা শ্যাম, কিন্তু সকলেই মানুষ। সকলে একই ঈশ্বর কর্তৃক সৃজিত একই ঈশ্বরের সামগ্রী ভোগে জীবিত। সুতরাং সকলেরই এই ঈশ্বর-সৃজিত বিশ্বে সমান অধিকার। হোক্ কাল কিম্বা সাদা, আর হলদে কিম্বা শ্যাম তাহাতে কিছু আসে যায় না, সকলেই একই ঈশ্বর-সৃজিত মানুষ, এবং ভগবানের এই বিশাল রাজ্যে তাহাদের সকমেরই তুল্য অধিকার। ঈশ্বর-সৃজিত জীবের ঈশ্বরে যেমন অধিকার, ঈশ্বর-সৃজিত বিশ্বেও তাহাদের ঠিক তেমনি অধিকার। কাল, শুধু কাল বলেই যে সাদার দাসত্ব স্বীকার করিবে, আর শ্যাম শুধু শ্যাম বলেই যে হরিতের দাসত্ব স্বীকার করিবে তাহার কোন মানে নাই। সাদাও যেমন সাদা, কালও ঠিক তেমনি কাল। সাদারও এই ঈশ্বর-রচিত জগতে যতটুকু অধিকার, কালরও ঠিক ততটুকু অধিকার। এইরূপ মীমাংসায় উপনীত হইতেছি এমন সময় দেখিলাম ওয়েটার আর আর খাবার জিনিষগুলি আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া গেল। সুতরাং তখন চিন্তা ছাড়িয়া আহারে মনোযোগ দিলাম।

এমন সময় হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়িল, দেখিলাম

সাড়ে ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। আমি তখন তাড়াতাড়ি যাহা কিছু পারিলাম আহার করিয়া বিদায় হইলাম। বাসায় ফিরিয়া আসিয়া দেখি সুইজগণ ইতিপূর্ব্বেই ষ্টেশনে চলিয়া গিয়াছে। কাজে কাজেই আর ঐ স্থানে অবস্থান করা নিষ্প্রয়োজন বিধায় তাড়াতাড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের দিকে চলিলাম। বাসা হইতে ষ্টেশন অধিকদূর নয়। সুতরাং ষ্টেশনে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল না। অনতিবিলম্বেই তথায় পঁহুছিলাম।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিলাম, আমার পূর্ব্বেই সুইজ ভ্রাতাদ্বয় তথায় উপস্থিত হইয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি ষ্টেশনে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে আমাকে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহাদের ভারী বোঝা দেখাইয়া ইঙ্গিতে তাহারা কহিল "ভারী বোঝা, কি করিব।" যাহাই হউক, এইরূপ কথা বার্ত্তা বলিতে বলিতেই বিশ মিনিট মাত্র সময় কাটিয়া গেল। যথাসময়ে গাড়ী খানা আসিয়া ষ্টেশনের সম্মুখে দাঁড়াইল। ১টা ৭ মিনিটের সময় আমরা পুনরায় ট্রেণে চাপিলাম। ট্রেণ খানা ধীরে ধীরে ডেনভার পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ প্লেটী নদী পার হইয়া ওমাহা অভিমুখে ধাবিত হইল। পরদিন প্রত্যুষে আমরা ওমাহাতে উপস্থিত হইয়া তথায় আর একবার গাড়ী পরিবর্ত্তন করিলাম। তৎপর দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে চলিয়া ক্যানস্যাস্ সিটি দক্ষিণ দিকে রাখিয়া মিসরী নদীর তীর ধরিয়া সেণ্টলুইশ অভিমুখে

চলিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমরা সেণ্টলুইশে উপস্থিত হইলাম। এখানে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর চিকাগো অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

রাত্রি ৯টার সময় ট্রেণখানি চিকাগো ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম, কিন্তু কোথায় যাইব তাহা কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না। চিকাগোতে বন্ধুগণ কে কোথা থাকে তাহা জানিতাম না। চিকাগো অতিশয় বড় সহর, লোক-সংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়নের (৩০ লক্ষ) কম নয়। এত বড় সহর হইতে ঠিকানা না জানিয়া কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করা দিনেও সম্ভবপর নহে রাত্রিবেলায় আর কিরূপে তাহা ভাবিতে পারি। কিন্তু যেরূপেই হউক কোথাও রাত্রি যাপন করিতে হইবে বিবেচনা করিয়া কোন একটী হোটেলে গেলাম এবং এক ডলার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া হোটেলে আশ্রয় লইলাম। আমার সঙ্গে কোন জিনিষপত্র ছিল না, সুতরাং ডলারটী হোটেলওয়ালাকে পূর্ব্বাহ্নেই জমা দিতে হইল। তৎপরে হোটেলওয়ালা আমাকে আমার শয়ন কক্ষ দেখাইয়া দিল আমি তথায় গিয়া সামান্য কাপড় চোপড় যাহা সঙ্গে ছিল, আমার পরিধানের অপরিষ্কার কাপড় পরিত্যাগ করিয়া তাহাই পরিধান করিয়া আহার করিতে নীচে গেলাম, এবং যথা-সময়ে আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কক্ষে আসিয়া শয়ন করিলাম।

অজানিত বিপদ।

কক্ষে গিয়া শয়নের পরেই প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু রাত্রি অনুমান দুইটা কি আড়াইটার সময় হঠাৎ চৈতন্য লাভ করিয়া দেখিলাম ২।৩ জন লোক আমার ঘরের ভিতর ভয়ঙ্কর গোলমাল করিতেছে তাহাদের এই ব্যাপার দেখিয়া আমি বোধ হয় আশ্চর্য্যভাবে চীৎকার করিয়া উঠিলাম। তাহাদের একজন আসিয়া তখন আমার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিল, অপর জন ঘরের জানালা গুলি খুলিয়া দিল। এবং আমি যখন একটু শান্তি বোধ করিতে লাগিলাম তখন তাহারা আমাকে রাখিয়া প্রস্থান করিল। আমি এতরাত্রে তাহাদের আমার কক্ষে আগমনের কারণ চিন্তা করিতে করিতে পুনরায় ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরদিন সকাল বেলায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আমি ব্রেক ফাষ্ট খাইতে যখন নীচে গেলাম তখন হোটেলওয়ালা বলিল, "আমরা যাইয়া যদি গ্যাস বন্ধ করিয়া না দিতাম তাহা হইলে তুমি কাল রাত্রেই প্রাণ হারাইতে।" আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিল "গত রাত্রে তুমি গ্যাস বন্ধ করিয়াছিলে না, কিন্তু ঘরের কবাট এবং জানালাদি সমস্ত বন্ধ করিয়া শয়ন করিয়াছিলে। আমরা গ্যাসের গন্ধ পাইয়া প্রথম ঠিক করিতে পারি নাই কোথা হইতে গ্যাস বাহির হইতেছে। তখন সবদিক খুঁজিতে লাগিলাম; এবং

অবশেষে তোমার ঘরে গিয়া দেখিলাম গ্যাস খোলা রহিয়াছে।” আমি তখন বলিলাম আমি ত প্রদীপ নিবাইয়া শয়ন করিয়াছিলাম। সে বলিল “প্রদীপ নিবাইয়াছিলে বটে, কিন্তু চাবিটী সম্পূর্ণরূপে ঘুরাইয়া গ্যাস বন্ধ করিয়াছিলে না। সুতরাং গ্যাস বাহির হইয়া তোমাকে অচেতন-প্রায় করিয়াছিল। এমন সময় আমরা তোমার কোঠায় প্রবেশ করিয়া গ্যাস বন্ধ করিয়াছিলাম তাই এখন বাঁচিয়া আছ। আমি তখন পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম এবং তাহাদিগকে অনেক ধন্যবাদ দিয়া পরে ব্রেকফাষ্ট খাইতে গেলাম।

চিকাগো।

ব্রেকফাষ্টের পর একটী ফার্নিস্‌ট রুমের অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। একটু অগ্রসর হইয়াই একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এখানে ফার্নিস্‌ট রুম কোন দিকে পাওয়া যায়? লোকটী কহিল—“পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ এ সব দিকেই আছে।”

আমি—এখান হইতে কোন্ দিকে সুবিধা

লোক—পশ্চিম দিকেই সুবিধা।

আমি—পশ্চিম দিকে অনেক দূরে হইবে কি?

“O Zee ! man, took me to be a talking machine,” (তুমি আমাকে একটী কথা বলিবার “কল” মনে করিয়াছ”, বলিয়া লোকটী চলিয়া গেল। অগত্যা আমি পশ্চিম দিকেই চলিতে লাগিলাম। কিন্তু আমাকে অধিক দূর যাইতে হইল

না, প্রায় পাঁচ মিনিটের পথ হাঁটিয়াই ওয়েষ্ট এ্যাডাম্ ষ্ট্রীটে একটী সজ্জিত কামরা পাইলাম। কামরার ভারা ঠিক করতঃ টাকা অগ্রিম দিয়া একখানা রসিদ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম এবং ষ্টেশনে পঁহুছিয়া ব্যাগেইজ রুম হইতে ট্রাঙ্কটী বাহির করিয়া লইয়া ওয়েষ্ট এ্যাডাম ষ্ট্রীটের বাসা অভিমুখে চলিলাম। এবং জিনিষ পত্র তথায় রাখিয়া আহারান্তে একবার সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম।

চিকাগো আমেরিকার যুক্তরাজ্যে দ্বিতীয় সহর, এবং পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ সহর। ইহার আয়তন তেইশ বর্গ মাইল। ত্রিশ লক্ষ লোক এই সহরে বাস করে। কিন্তু আসল চিকাগো আটখানি মাত্র ব্লক্ লইয়া। এইটীই সহরের কেন্দ্র; প্রধান প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য এবং কারবারাদি যাহা কিছু এই আটখানি ব্লকেই শেষ হইয়া গিয়াছে।

আমি সহর পার হইয়া একেবারে মিসিগান হ্রদের তীরে যাইয়া পৌঁছিলাম; এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম মিসিগানের জল যথার্থই পানোপযোগী কি না? তৎপর তথা হইতে একটু পশ্চিমে সরিয়া আসিয়া আবার উত্তর দিকে যাইতে লাগিলাম। কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, চিকাগো নদীর তীরে অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তখন ছোট একখানা ষ্টিমার ভিতর হইতে বাহিরে মিসিগানে যাইতেছিল। কাজে কাজেই চিকাগো নদীর উপর একটী পুল খোলা হইতেছিল। দেখিলাম, এত বড় প্রকাণ্ড পুলটী

মাঝখানে কাটিয়া গিয়া সমান দুই ভাগে বিভক্ত হইল। তৎপর দুইটী ভাগ নদীর দুই পারে সমানে দাঁড়াইতে লাগিল। যখন ঠিক সোজাভাবে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তখন ষ্টিমার খানা চলিয়া গেল। অনন্তর পুলের দুইটি অংশ আবার আস্তে আস্তে নামিয়া যেমন অবস্থায় ছিল ঠিক তেমনই অবস্থায় মিলিয়া গেল, তখনই তাহার উপর আবার ট্রাম গাড়ী চলিতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া আমি হাবা ছেলের মত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভাবিলাম, বর্ত্তমান জগতের সভ্যতা এই। শুধু নিরাকার জগৎ লইয়া থাকিলে চলিবে না আকারে আসিতে হইবে। আকারে না আসিলে তোমার নিরাকারের প্রমাণ কি? তোমার বিষয় হ'ক, তুমি বিষয়ী হও, তার পর বিষয়ত্যাগী হইবে। নইলে তোমার যদি বিষয়ই না থাকে, তবে তুমি ত্যাগ করিবে কি? আর তা হলে, ত্যাগী জিতেন্দ্রিয়ই বা কিরূপে হইবে? বাহ্যিক বিষয়ে উন্নত হও, ঘরে খাবার হউক, যথেষ্ট জিনিষপত্র হ'ক, ভোগ বাসনা ক্রমে কমিয়া আসুক তখন ত্যাগ করিও, সে ত্যাগে বাহাদুরী আছে; তখন নিরাকার ভাবিও, ভাবিতে পারিবে। নতুবা ধামা চাপা দিয়া সিঁড়ি ডিঙ্গাইয়া চলিলে চলিবে কেন?

যাহাই হউক, আর কতকক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যা বেলায় বাসায় ফিরিলাম। তৎপর দিন Y. M. C. A.তে, এবং তার পর চিকাগো ইউনিভারসিটিতে যাইয়া ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগের খোঁজ করিতে প্রয়াস পাইলাম। কিন্তু তাহাদের অনুসন্ধান

করিতে অসমর্থ হইয়া, অবশেষে, কাজকর্ম্মের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম।

ইতিমধ্যে রাস্তায় একটী অভাবনীয় ঘটনার সংঘটন হইল। কয়েক দিন মাত্র সময় এই নূতন বাসায় অবস্থানের পরই তথায় অনেক বিষয়ে অসুবিধা বোধ করিতে লাগিলাম। কাজে কাজেই স্থানান্তরে যাওয়া বিধেয় বিবেচনা করিয়া একদিন মধ্যাহ্নে আহারের পর নূতন একটী কামরার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। কিন্তু শীঘ্র কোন কাজ পাওয়া দরকার বিধায় প্রথমে ওয়াবেশ এ্যাভিনিউতে অবস্থিত সরকারী এম্প্লয়মেণ্ট আফিসে কাজের অনুসন্ধানে গেলাম। তথা হইতে আসিবার সময় ঐ স্থানের পশ্চিমে কোন জায়গায় ঘরভাড়া পাওয়া যায় কি না দেখিবার জন্য একটী অপ্রচলিত গলির ভিতর দিয়া আসিতেছিলাম, দেখিলাম তিন চারি জন লোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে। আমি তাহাদের নিকট যাইয়া সে স্থানে কোন রকম ভাড়াটে ঘর পাওয়া যায় কি না জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। লোকগুলি বিয়ার পান করিতেছিল, সুতরাং আমাকে বিয়ার পান করিতে অনুরোধ করিল। আমি অস্বীকার করাতে তাহারা আমার নিকট পাঁচটী সেণ্ট চাহিল, আমি অস্বীকার করিয়া চলিয়া আসিব এমন সময় একজন আসিয়া আমাকে ধরিল অপর জন আসিয়া পকেটে হাত দিল, আমি জোর করিতে লাগিলাম, এবং প্রায় তাহাদের হাত ছাড়াইয়াছি এমন সময়

আর দুই জন আসিয়া পশ্চাৎদিক হইতে ধরিয়া ফেলিল। আর হাত ছাড়াইতে পারিলাম না। যে পকেটে হাত দিয়াছিল সে মানিব্যাগটী হাতে লইয়া যখন প্রস্থান করিল তখন আর সকলে ছাড়িয়া দিল, আমি দৌড়াইয়া বড় রাস্তায় যাইয়া পুলিশের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। কিন্তু নিকটে কাহাকেও পাইলাম না। তখন যাইয়া পুলিশকোর্টে খবর দিলাম একজন ডিটেক্টিভ অনুসন্ধান করিতে আসিল। কিন্তু বদমাইসদের কোন খোঁজ করা গেল না। আমি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। একটী পাঁচসেণ্ট ভিন্ন আর কিছুই আমার পকেটে রহিল না, সে রাত্রি অনুতাপে ও অনুশোচনায় কাটিয়া গেল। পর দিন সকালে পাঁচসেণ্টের রুটি কিনিয়া তদ্দ্বারা ব্রেকফাষ্ট করতঃ কার্য্য অনুসন্ধানে পুনরায় এমপ্লয়মেণ্ট আফিসে গেলাম; কিন্তু তখনও কোনই কাজ মিলিল না। বিফলমনোরথ হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু বাসায় আসিয়া কি করিব, খাইব কি? ভাবনায় অধীর হইলাম। বাক্স খুলিয়া সমস্ত উলটপালট করিয়া দেখিলাম একটী পয়সাও নাই। যখন থাকে না তখন কোথাও থাকে না। এখন নাই বাক্সে কিরূপে থাকিবে।

কয়েক দিন আগে সিয়াটেলে অবস্থানের সময় একজন জাপানী বন্ধু আমাকে ভাল একখানা জাপানী রেসমের রুমাল উপহার দিয়াছিলেন। পয়সা খুঁজিতে পকেটে হাত দিয়া তাহাই স্মৃতে পড়িল, ভাবিলাম "ইহা দ্বারা কি কিছু উপকার হইতে

পারে ?" রুমাল খানা লইয়া তখন এক রুটি-পিঠা-ওয়ালীর দোকানে গেলাম। তাহাকে আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়টা অবগত করাইয়া তৎপর পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিয়া তাহাকে বলিলাম 'এই রুমালখানা আপাততঃ তোমার নিকট রাখিয়া আমাকে যদি কিছু পিঠা দেও, তবে এ বেলায় আমার কিছু খাওয়া হয়, নইলে অনাহারে থাকিতে হইবে।" স্ত্রীলোকটী তাহাতে স্বীকৃত হইয়া পাঁচ সেণ্টের পিষ্টক আমার হাতে দিল। আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম "অনুগ্রহ করিয়া রুমালখানা হারাইও না, আজ কিম্বা কা'ল অথবা নিতান্ত পক্ষে এই সপ্তাহের ভিতর তোমার পয়সা দিয়া রুমাল ফিরিয়া লইব। রুমালখানা আমার একজন বন্ধু আমাকে উপহার দিয়াছেন, সুতরাং উহা আমি হারাইতে চাই না।" স্ত্রীলোকটী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইল আমি তাহার দোকান হইতে বিদায় হইলাম।

বাসায় পঁহুছিয়া পিঠা দ্বারা কোন ক্রমে উদর জ্বালা নিবারণ করিলাম এবং তৎপর ভাবিতে লাগিলাম—এই অবস্থায় কি কর্ত্তব্য ? তখন মনে হইল, বন্ধুদিগের ঠিকানা পাইলে একটা উপায় হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহাদের ঠিকানা কি আমার নিকট আছে ?" মনে হইল জাপানে অবস্থানের সময় একখানা নোটবুকে তাহাদের ঠিকানা লিখিয়া লইয়াছিলাম বটে, কিন্তু সে নোট-বই কি এখন খুঁজিয়া পাইব ?" তৎপর বাক্স খুলিয়া নোট-বই খুঁজিতে লাগিলাম এবং ভাগ্যক্রমে বহু চেষ্টায় নোট-

বই খানা মিলিল, বন্ধুদিগের ঠিকানাও তাহাতে পাইলাম। তখন আমার হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না। যাহা হউক আমি আর কাল বিলম্ব না করিয়া ঠিকানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। বেলা তখন প্রায় একটা।

প্রায় চারিটার সময় বহু পরিশ্রম ও বহু অন্বেষণের পর ১০৪১ নম্বর ওয়েবল্যাণ্ড এ্যাভিনিউতে উপস্থিত হইলাম, দরজায় বেল দিলে একজন ভদ্রলোক দরজা খুলিয়া অতি আত্মীয়ের ন্যায় কহিলেন "আসুন, ভিতরে আসুন।" আমি শুনিয়া খুসি হইলাম এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলাম। ভদ্র লোকটী বলিলেন "তিনি এখানেই থাকেন, এখন কাজ করিতে গিয়াছেন, সন্ধ্যাবেলায় ফিরিবেন।" তিনি আরও বলিলেন যদি সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে। প্রত্যুত্তরে কহিলাম আপনি ভারত-বাসী, বিশেষতঃ বাঙ্গালী, তাই একটী কথা বলিব মনে করিতেছি। আমি যোগেশ বাবুর বিশেষ পরিচিত, জাপানে আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমি কয়দিন হয় এখানে আসিয়াছি। আপনাদের এই ঠিকানা পাইবার জন্য Y.M.C.A. এবং তৎপরে ইউনিভার-সিটীতে গিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিয়াছিলাম না। বর্ত্তমানে আমি ঘোর বিপদে পতিত হইয়া বহুচেষ্টায় আপনাদের অনুসন্ধান করিয়া এই পর্য্যন্ত আসিয়াছি।" আমি বিপদের কথা বলিতেই ভদ্রলোকটী সানুকূল

দৃষ্টি অথচ ব্যাগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বিপদ?" আমি তখন আমার পূর্ব্ব দুর্ঘটনা সম্বন্ধে সমস্ত কথা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। তিনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু সে কেবল মুখে দুঃখ প্রকাশ নয়, তিনি শুধু কথায় বলিলেন না মনে হইল, তিনি বাস্তবিক তাহার অন্তরের কথা বলিতেছিলেন। শুধু এই বলিয়াই তিনি আপনার কর্ত্তব্য পালন করা শেষ হইয়াছে মনে করিলেন না। অতি যত্ন সহকারে স্নেহের সহিত বলিলেন, "আপনার এখন আর কোন বিপদ নাই। যত দিন কোন কাজের সুবিধা না হয় ততদিন আমাদের এখানে থাকুন। আমরাও চেষ্টা করিয়া দেখি, এবং আপনি চেষ্টা করিয়া দেখুন, কোন কাজ যোগাড় হয় কি না"। আমি তাহার এই কথা শুনিয়া যেন আকাশ হাতে পাইলাম। তাহাকে মুখে ধন্যবাদ দিলাম, অন্তরে অন্তরে তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইলাম। শুধু যে তাহার দয়ায়ই যে আমি এরূপ হইলাম তাহা নহে, তাহার ব্যবহারও আমাকে বিশেষ আপ্যায়িত করিয়াছিল। এই ভদ্রলোকটী আর কেহই নহে, আমার পরমহিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু M. D. ইতি মধ্যে গৃহ-কর্ত্রী মিসেস্ ফোর্‌সেল পার্লারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তার বসু আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন, এবং আমার বিভ্রাট বিবরণ তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। সেই গল্প শ্রবণ করিয়া মিসেস্ ফোরসেল একেবারে বলিয়া উঠিলেন "আপনি আমাদের বাড়ীতে আসুন, আমাদের সঙ্গে থাকিবেন এবং

তৎপর যাহা হয় করিবেন।" ডাক্তার বসু তখন বলিলেন "আমি উহাকে আপনি বলিবার পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছি।"

মিসেস্ ফোঃ—তাই না কি? তা'বেশ করিয়াছেন।

ডাক্তার বসু—আমি জানি আমি "বেশ করিয়াছি"। এ বাড়ী যে আমাদের ইহা আর কেউ না জানিতে পারে, কিন্তু আমি জানি।

মিসেস্ ফোঃ—সেটী আমার বড়ই সুখের বিষয়; আশা করি সকলেই সেই রূপ জানেন এবং জানিবেন।

তখন ডাক্তার বসু আমার সঙ্গে যোগেশ বাবুর পূর্ব্ব পরিচয়ের বিষয় ও আমার সম্বন্ধে আর যাহা তিনি ক্ষণকাল পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার নিকট বিবৃত করিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ সময় কাটিয়া গেল। তৎপরে তাহারা দুইজন রান্না করিতে রান্নাঘরে গেলেন। আমাকেও তথায় তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন, সুতরাং আমিও তাহাদের অনুসরণ করিলাম। তাহারা রান্না করিতে লাগিলেন। আমি রান্না দেখিতে লাগিলাম, মিসেস্ ফোরসেল, আর্টিষ্ট মিঃ জন ফোর্‌সেলের স্ত্রী। ইঁহারা উভয়েই সুইডিস। ইহাদের বয়স ৪০ বৎসরের উপরে। তাঁহাদের কোনও সন্তান-সন্ততি নাই, সংসারে তাঁহারা একা। মিঃ ফোর্‌সেলের ব্যবসায় আমেরিকার লোকে বেশ দু'পয়সা রোজগার করিয়া থাকে, মিঃ ফোর্‌সেলও বেশ করেন বটে। নগদ টাকা-পয়সাও তাঁহাদের আছে, সুতরাং মোটের উপর তাঁহাদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

মানুষ একা থাকিতে ভালবাসে না, সঙ্গী চায়, সমাজ চায়। কাজে কাজেই অরণ্যে না থাকিয়া সকলে মিলিয়া গ্রাম কিম্বা নগর সৃষ্টি করিয়া তথায় বাস করে। ইহার উদ্দেশ্য এক সঙ্গে বাস করা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কথা এই মানুষ মানুষের সঙ্গ চায়। মিঃ এবং মিসেস্ ফোর্‌সেলের অবস্থা বেশ একরূপ মন্দ নয়। অন্ততঃ বাড়ীর ঘর ভাড়া দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মানুষ সঙ্গ চায়, তাঁহাদের তাহারই অভাব, তাই ডাক্তার বসু, মিঃ বসু এবং মিঃ দত্ত, মিঃ এবং মিসেস্ ফোর্‌সেলের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন।

মিঃ এবং মিসেস্ ফোরসেল, বলা বাহুল্য, শিক্ষিত এবং জ্ঞানী, সুতরাং তাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত; ইঁহারা অনেক বিষয়ে এখনও শিক্ষাপ্রার্থী। ডাক্তার বসু প্রভৃতি ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণও শিক্ষার্থী। সুতরাং তাঁহাদের এক সঙ্গে বাস করা প্রায় সব বিষয়েই সুখের।

এই সঙ্গ এত সুখের হইবার আরও একটী কারণ আছে। মিঃ এবং মিসেস্ ফোর্‌সেল হিন্দুধর্ম্ম বড় ভালবাসেন। প্রত্যেক দিন সকালে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া স্নানান্তে বিশুদ্ধ চিত্তে কতক্ষণ গীতা পাঠ না করিয়া অন্য কিছুই করেন না। এ বিষয়ে তাঁহারা একবারে গোঁড়া হিন্দু। এক কথায় তাঁহাদের পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়—আধ্যাত্মিক বিষয়ে তাঁহারা হিন্দু, আর সামাজিক স্বভাব-রীতি-নীতিতে তাঁহারা ইউরোপীয়ান। তাঁহাদের স্বভাব ও আচার-ব্যবহার যথার্থই পরম পবিত্র এবং

অতিশয় মধুর। তাই ভারতবাসী ছাত্রগণ এই প্রবাসেও বাড়ীর সুখ অনুভব করিতে সক্ষম।

যাহাই হউক, রান্না শেষ হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল, তখন যোগেশ বাবু আসিলেন। তাঁহার সহিত দেখা হইয়া আমি পরম সুখী হইলাম, তাঁহার সহিত অনেক কথা আলাপ হইতে লাগিল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, আকাশে চাঁদ উঠিল। দশদিক সুখে ভাসিতে লাগিল, পবিত্র বাবু তখন বাড়ীতে আসিলেন।

শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার বসু মহাশয় শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের স্ত্রীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইঁহার বয়স তখন অনুমান ২২।২৩ বৎসর। তিনি দেখিতে সুন্দর ও সুপুরুষ। ইনি যে কেবল দেখিতে সুন্দর তাহা নহে, তাঁহার চরিত্র এবং ব্যবহারও এত সুন্দর ও ভদ্র যে, যে কেহ এ যাবত তাঁহার সংস্পর্শে ও সংশ্রবে আসিয়াছেন সকলেই এক বাক্যে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। আমি জাপান অবস্থানের সময়ই এই গৌরভ পাইয়াছিলাম, তৎপর আমেরিকায় তাঁহার সহিত দীর্ঘ দিন এক সঙ্গে বাস করিয়া তাঁহার চরিত্র ও ভদ্রতা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছিলাম ও জানিয়াছিলাম তাহার সত্যতা নিজেই অনুভব করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। অতএব আমি যাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ এবং এমন কি কেবল মাত্র পরিচিত তাহাদের কাহারও নিকট কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি নাই। বাস্তবিকই তাঁহার চরিত্র এতই সুন্দর ও মধুর, আচার-ব্যবহার এত মিষ্ট যে, তিনি যে কোন ব্যক্তির সহিত অবাধে অনতি-

বিলম্বে মিশিতে পারেন এবং যে কেহ তাহার ব্যবহারে প্রীত ও আপ্যায়িত হইয়া থাকেন।

যাহাই হউক, পবিত্র বাবু আসিবামাত্র যোগেশ বাবু আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। তৎপর যোগেশ বাবু আমার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত খবর তাহার নিকট খুলিয়া বলিতে লাগিলেন, পবিত্র বাবু এক মনে তাহাই শুনিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে রান্না শেষ হইয়া গেল। ডাক্তার বাবু আমাদিগকে টেবিল ঠিক করিতে ডাকিলেন। সকলে মিলিয়া তখন টেবিল ঠিক করা হইল, এবং পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা সকলে আহার করিতে বসিলাম। অনেকদিন পর সেই ডাল ভাত আহার করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। যথাসময়ে আহারাদি শেষ হইয়া গেল। আমাদের কেহ কেহ যাইয়া পার্লারে বসিলেন, কেহ কেহ থালা বাসন পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। এই সব হইয়া গেলে সকলে মিলিয়া পার্লারে বসিয়া কতক সময় গল্পের পর যে যাহার কাজে ব্যস্ত হইলেন। এবং রাত্রি প্রায় ১২টার সময় সকলে শয়ন করিতে যাওয়া হইল।

পর দিন রবিবার বৈকাল বেলায় আমি যোগেশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া ওয়েষ্ট এ্যাডাম ষ্ট্রীটে গেলাম। তাঁহাকে আমার বাসায় রাখিয়া আমি পূর্ব্বপরিচিতা রুটিওয়ালীর দোকানে গেলাম এবং তাহাকে তাহার প্রাপ্য পাঁচ সেণ্ট বুঝাইয়া দিয়া তাহার নিকট হইতে আমার রুমালখানি বুঝিয়া লইয়া বাসায়,

আসিলাম এবং ট্রাঙ্ক ও বিছানা-পত্রাদি সহ দুই জনে ট্রামে আরোহণ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ১০৪১ নম্বর ওয়েবল্যাণ্ড এ্যাভিনিউতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যায় আবার সকলে এক সঙ্গে সমবেত হইলাম এবং তৎপর রাত্রিও পূর্ব্ব রাত্রির মতই কাটিয়া গেল।

পর দিন সকাল বেলায় আবার যে যাহার কাজে চলিয়া গেলেন। আমাকেও সহরে যাইবার মত উপায় করিয়া দিয়া গেলেন। এই প্রকারে ৪।৫ দিন ঘুরিয়া ফিরিয়াও কোন কাজের যোগাড় হইল না। অগত্যা ডাক্তার বাবু আমাকে এ্যাড্ভারটাইজার মিঃ এডুইন রুডের অফিসে লইয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন।

মিঃ রুড্ একজন মিসনারীর সন্তান। তাঁহার পিতা মিসনারী হইয়া কোন সময়ে ভারতবর্ষে ছিলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিলেন। মিঃ রুড্ নিজের চরিত্র-দোষে লেখা-পড়া তেমন কিছুই শিখেন নাই, সুতরাং তিনি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। তাঁহার যৌবন সময়ে তিনি নানা প্রকার এ্যাডভেনচার করিয়া কাটাইয়াছেন। কিন্তু অবশেষে তিনি এই এ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি খুলিয়া বর্ত্তমানে তদ্দারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। মিঃ রুড্ পিতার নিকট ভারতবর্ষের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় ততটা তাহার মনে লাগে নাই। কিন্তু

ভারতবর্ষীয় বাজিকরদিগের আশ্চর্য্যজনক খেলা তাহার বড়ই পছন্দ হইয়াছিল। সুতরাং সেই সমস্ত লোকদিগকে তিনি বিশেষ পছন্দ করিতেন এবং বাজিকরগণের নিকটেই তিনি প্রথম পরিচিত হন। সুতরাং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার যতটুকু জ্ঞান ছিল তাহা একমাত্র তাহাদের হইয়াছিল। কিন্তু যখন তিনি ডাক্তার বসু, মিঃ বসু এবং আর আর সমুদয় ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত এবং শিক্ষার্থী যুবকদের সহিত পরিচিত হইলেন, তখন ভারতবর্ষের প্রতি তাহার ইতিপূর্ব্বে যে ধারণা ছিল তাহা অনেক অংশে পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। তিনি ভারতবর্ষের অনেক বিষয় জানিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্যই তাহা দ্বারা যতটুকু সম্ভব, ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে সাহায্য করিতেন। এই সাহায্যের আরও কারণ ছিল, তিনি নিজের স্বার্থ-সাধনের জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব সাহায্য পাওয়া তাহার এক প্রবল ইচ্ছা হইয়াছিল। সুতরাং তিনি সেই ইচ্ছার অনুবর্ত্তী করিয়া ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

ডাক্তার বসু তাঁহার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন। আমি তাহার আফিসে তিনি আমার জন্যে কি করিতে পারেন তাহা জানিতে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি অবশেষে একখানা চিঠি দিয়া আমাকে কারসন পিয়ারী স্কট্ এণ্ড কোম্পানীতে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ পিয়ারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম

এবং সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের কোম্পানীতে নয় ডলার সাপ্তাহিক বেতনে এন্ট্রি ক্লার্কের কাজে বহাল হইলাম। এবং যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া ১৮০নম্বর ডিয়ার বরণ ষ্ট্রীটে মিঃ রুডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে শুভ সমাচার জ্ঞাপন করাইলাম। তিনি সংবাদ শুনিয়া অতিশয় সুখী হইলেন। তখন বেলা প্রায় এগারটা ত্রিশ মিনিট হইয়াছে। সহরে আর কোন দরকার নাই বিধায় ১০৪১ নম্বর ওয়েবল্যাণ্ড এ্যাভিনিউ অভিমুখে চলিয়া গেলাম। সমস্ত দিন একাকী বসিয়া নানাপ্রকার সুখ-স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, সন্ধ্যাবেলায় বন্ধুগণ সমবেত হইতে লাগিলেন আমি তাহাদিগকে শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করাইলাম। তাহাঁরা সকলেই পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

পর সপ্তাহে সোমবার দিন কাজে যোগ দান করিলাম, এবং তার পর সপ্তাহে একটী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যোগ দান করিয়া ছামার কোর্সে ম্যাথামেটিক্স ও ফিজিক্স ক্লাসে পড়িতে লাগিলাম। এই প্রকারে গ্রীষ্ম কাল কাটিয়া গেল। সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে যখন নূতন বৎসর আরম্ভ হইল তখন রেগুলারলী ক্লাশে এটেণ্ড করিয়া ম্যাথামেটিক্স ও ফিজিক্স অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম।

আট মাস কাল এই ভাবে কাটিয়া গেল। মার্চ্চ মাসের শেষে ঝগড়া করিয়া কারসন পিয়ারী স্কট্ এণ্ড কোম্পানীর কাজ ছাড়িয়া দিলাম। সুতরাং বাধ্য হইয়া ঠিক কলেজও ত্যাগ করিতে হইল। তৎপর আর চিকাগোতে অবস্থান না করার মৎলব স্থির করিয়া চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক চলিয়া যাইতে মনস্থ করিলাম।

চিকাগো আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় সহর এবং পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ সহর। ইহার আয়তন বর্ত্তমানে প্রায় ২৩ তেইশ বর্গ মাইল, লোক-সংখ্যা ত্রিশ লক্ষের কম নয়। উহার ষ্টেট ষ্ট্রীট পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা জনতাপূর্ণ ষ্ট্রীট। প্রধান প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি কারবারাদি সহরের কেন্দ্রে আট খানি ব্লকের মধ্যেই শেষ হইয়াছে।

চিকাগো আমেরিকার যুক্তরাজ্যে একটী প্রধান রাজনৈতিক কেন্দ্র। প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থিগণকে মনোনিত করা এবং প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হওয়া চিকাগোর উপর অধিকাংশটা নির্ভর করিয়া থাকে।

শিক্ষা সম্বন্ধেও চিকাগো আমেরিকার একটী প্রধান কেন্দ্র। সহরে এবং সহরের সুবার্ব্বে অনেকগুলি কলেজ এবং ইউনিভার্সিটী আছে। এই সব গুলির মধ্যে, বলা বাহুল্য, চিকাগো ইউনিভারসিটীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এখানে তুলনায় অন্যান্য আমেরিকান প্রাইভেট ইউনিভারসিটী অপেক্ষা খরচ কিছুতেই বেশী পড়ে না, বরং কম। ইউনিভারসিটী খরচ ছাড়া অন্যান্য সব খরচও কম পড়ে। এখানে রাজনৈতিক, ধর্ম্ম-নৈতিক, এবং সামাজিক প্রভৃতি নানা প্রকারের ইন্‌ষ্টিটিউসনই আছে। এক কথায় আমেরিকায় চিকাগো একটী শিক্ষাকেন্দ্র। চিকাগোর সে প্রকাণ্ড পাবলিক লাইব্রেরী একটী দেখিবার জিনিষ।

শুধু ইহাই নহে, চিকাগো একটী প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য-কেন্দ্রও বটে। চিকাগোর রেলওয়ে ষ্টেসন আমেরিকার

মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ট। বিশাল রেলওয়ে সিষ্টেম যাহা সমগ্র মহাদেশকে জেলের জালের মত ছাপিয়া ফেলিয়াছে, ইহাদের সকলেরই সংযোগ-স্থান চিকাগো। এই লাইনগুলি যুক্ত-রাজ্যের সমস্ত সহরগুলিকে চিকাগোর সহিত এরূপ ভাবে সংযোজিত করিয়া ফেলিয়াছে যে যদিও চিকাগো একটী স্থল-মধ্যস্থ সহর তথাপি ইহা ব্যবসা-বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

চিকাগো একটী ম্যানিউফ্যাক্টারীং সহরও বটে। এখানে অনেকপ্রকার জিনিষ প্রস্তুত হয়।

চিকাগো একটী বেশ রোজগারের জায়গা, এখানে সব রকমের কাজ আছে, কাজে কাজেই এখানে সব রকমের লোকও আছে। চিকাগোতে পরিশ্রমের দামও খুব বেশী। বড় বড় ধনী লোক এখানে যথেষ্ট।

চিকাগো যে শুধু উপার্জ্জনের জায়গা আর খরচের জায়গা নয় তাহা নহে; এ যে শুধু পরিশ্রমের জায়গা আর বিশ্রামের স্থান নয় তাহা নহে; এ যে শুধু খাটুনীর স্থান তাহা নহে, এটী একটী অতি উচ্চদরের সুখসম্ভোগের স্থানও বটে। পৃথিবীতে সর্ব্বা-পেক্ষা জনতাপূর্ণ ষ্টেট ষ্ট্রীটে ক্ষণকাল দাঁড়াইলে কাহার না নয়ন পরিতৃপ্ত হয়। বাস্তবিকই তখন মনে হয় ,চিকাগো যেন জগতে সমস্ত সৌন্দর্য্যের আঁধার। পৃথিবীর সমুদয় সুন্দরীগণ যেন তাহাদের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করাইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছে। আর তারপর ক্ষণকাল মিলওয়াকী এ্যাভিনিউ এবং মিসিগান-

তীরে বেড়াইলে কাহার না প্রাণ ঠাণ্ডা হয়। তৎপরে লিন্‌কন, জ্যাক্‌সন, এবং রিভারভিউ প্রভৃতি পার্ক একজনকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম।

এই সমুদয় সুখের আধার চিকাগো পরিত্যাগ করিতে মন কিছুতেই চাহিল না। কিন্তু কেহই চিরদিন কোথাও থাকিতে আইসে নাই। অনিচ্ছা সত্বেও যাইতে বাধ্য, সকলেরই যাইতে হইবে। আমিও তাই চিকাগো পরিত্যাগ করিয়া নিউইয়র্ক অভিমুখে চলিলাম।

চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক ৯০০ নয় শত মাইলেরও বেশী হইবে। এখান হইতে অনেকগুলি লাইনেই নিউইয়র্ক পৌঁছা যায়। আমি যখন চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক যাই, তখন রেলওয়ে কোম্পানী সকলের প্রতিযোগিতা নিবন্ধন ওয়াব্যাস্ লাইনে এই নয় শত মাইলের ভাড়া কেবল মাত্র দশ ডলার। সুতরাং ওয়াব্যাস্ লাইনেই যাওয়া ঠিক করিয়া ২৯শে মার্চ্চ (১৯০৮) তারিখে গাড়ীতে চাপিলাম। বেলা প্রায় দুইটার সময় গাড়ী খানা চিকাগো ষ্টেসন হইতে আস্তে আস্তে নিউইয়র্ক অভিমুখে চলিল।

তখনও অনেক বেলা ছিল। কাজে কাজেই দিবা ভাগে যত দূর সম্ভব রাস্তার দুইধারের দৃশ্যগুলি দেখিয়া লইলাম। এই অল্প মাত্র সময়ে গাড়ীখানা কত ছোট ছোট সহর অতিক্রম করিয়া চলিল, কত নূতন সহরের নূতন পত্তন দেখিয়া লইলাম।

চিকাগো হইতে নিউইয়র্ক যাওয়া কালে নায়গারাতে গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া পৃথিবীর আশ্চর্য্য দৃশ্য নায়গারার

জল-প্রপাত দেখিতে গেলাম। বাস্তবিকই এটী একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য বটে! জলরাশি অন্টারিও হ্রদ হইতে বাফেলো সহরের নিকট দিয়া গড়াইয়া আসিয়া নায়গারার নিকট প্রবল বেগে প্রায় ৩৫ কিম্বা ৪০ফিট নীচে পড়িয়া ক্ষুদ্র একটি স্রোতস্বতী সৃষ্টি করিয়া ইরাই হ্রদে পতিত হইতেছে। যেখানে জল এমনভাবে পড়িতেছে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলে নিতান্তই মনে হয় জলের সঙ্গে সঙ্গে পতিত হই না কেন? এই কথা যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে, আরও অনেক যাহারা নায়গারা জল-প্রপাত দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহাদের অনেকেই এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার পরপারে পশ্চিমদিকে ক্যানেডা রাজ্যভুক্ত হর্সসু জল-প্রপাত। সেটীও নিতান্ত কম নয়. তবে কোন অংশেই যুক্তরাজ্য অধীন নায়াগারার জলপ্রপাতের তুল্য নয়। সম্মুখে অনতিদূরে সাগর মাঝে তিনটি-ভগ্ন-দ্বীপ পরস্পরে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এটীও একটী মনোহর দৃশ্য বটে।

নায়গারার এই জল-প্রপাতটী যুক্তরাজ্যের একটী বিশেষ আয়ের কারণ; কেননা, এখান হইতে কারেণ্ট লইয়া যুক্তরাজ্যের প্রায় অধিকাংশ স্থানে ইলেকট্রিসিটি সরবরাহ করা হইয়া থাকে।

নায়গারা একটি সুন্দর সমৃদ্ধিশালী সহর। ইহার আয়তন তত বড় না হইলেও, ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় চমৎকার। এই সহর ইহার জলপ্রপাতের জন্যই প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক প্রকার কারবার-কারখান আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে অনেক বড় বড় ফ্যাক্টারী আছে, তাহার মধ্যে শ্রেডেড্‌ হুইটের

ফ্যাক্টরী একটী প্রধান এবং অতি অল্প দিন হয় স্থাপিত হইয়াছে। আমি আমার নায়গারায় অবস্থানের সময় এই এই ফ্যাক্টরী দেখিতে গিয়াছিলাম; এবং ইহার বিরাট ব্যাপার দেখিয়া অবাক হইতে হইয়াছিল। একটী খাদ্যসামগ্রী তৈয়ারী কারখানায় এত কল কারখানা এবং এত লোকজন নিযুক্ত হইতে পারে পূর্ব্বে ইহা আমি কখন ভাবিতেও পারি নাই।

তাহাদের প্রকাণ্ড কারখানা ঘুরিয়া দেখিতে অনেক সময়ের দরকার হইয়াছিল, এবং বলিতে কি ক্লান্ত হইতে হইয়াছিল। পরিদর্শনান্তে আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিলাম। একটী বালিকা দুধ ও চিনি সহ তাহাদের ফ্যাক্টরীতে তৈয়ারী বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ শ্রেডেড হুইট আনিয়া দিল, আমি তদ্দ্বারা জলযোগ করিয়া দেখিলাম "দুধের সহিত শ্রেডেড্ হুইট বিশেষ উপাদেয় খাদ্য বটে"। যাহাই হউক, আসা কালে একজন লোক তাহাদের ভিজিট বই আনিয়া আমার হাতে দিল। তাহাতে দেখিলাম কত হাজার লোকের নাম ও ঠিকানা তাহাতে লিখিত রহিয়াছে। সুতরাং আমিও তখন আমার নাম ও ঠিকানা তাহাতে লিখিয়া দিয়া বিদায় হইলাম।

নায়গারায় এক দরিদ্র গাড়োয়ানের অতিথি-সৎকার।

তখনও ৪টা বাজে নাই। আমি শ্রেডেড্ হুইটের ফ্যাক্টরী হইতে বাহির হইয়া পুনরায় জলপ্রপাতের নিকট গেলাম, তথায় কতকগুলি জল-পতন-দৃশ্য সন্দর্শন করিয়া সাগরের পূর্ব্ব

পার ধরিয়া চলিয়াছি, তখন এক টম্‌টম্‌-ওয়ালার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গাড়োয়ান প্রথমে গাঁড়োয়ানের ন্যায় আমাকে তাহার গাড়ী ভাড়া করিতে বলিল। প্রতি উত্তরে আমি কহিলাম কত দিতে হইবে?

গাড়ো—Just a quarter, that's all—একটি সিকি, এই মাত্র! (এই সিকি আমাদের সিকি নয়, ইহা আমাদের সাড়ে বার আনা)

আমি—Quarter! That's too much, I believe. সিকি! আমার বিশ্বাস এ অতি বেশী—

গাড়ো—Why, it's not too much; I will take you round the city! But, allright, give me a dime (American ten cents, আমাদের ।/০ আনা) I will take you along. কেন, এ বেশী নয়; আমি তোমাকে সহরের চারিদিকে ঘুরাইয়া আনিব! কিন্তু বেশ আমাকে একটা ডাইম দেও—আমি তোমাকে সঙ্গে লইব।

আমি—But, listen man, I haven't got any! কিন্তু শুন, আমার কোনও পয়সা নাই।

গাড়ো—Is that so, why? তাই না কি, কেন?

আমি—Well, don't know why, but I don't have any that I know well—আমি জানি না, "কেন?" কিন্তু—আমার সঙ্গে নাই তা আমি জানি ভাল। তৎপর সে একটু গা ঝাড়া দিয়ে সরিয়া বসিয়া কম্বলখানা উচু করিয়া ধরিয়া বলিল

"Allright, my dear man, come up, I will take you along just the same, বেশ, উপরে এস, আমি তোমাকে সঙ্গে লইব।"

আমি—But I haven't got money আমার যে পয়সা নাই!

গাড়ো—Never mind, never mind, my dear man just come up! না থাক, তুমি উপরে এস।

আমি তখন গাড়ীতে আরোহণ করিয়া তাহার পার্শ্বে বসিলাম, সে তাহার টমটম চালাইতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, "dear man, I earned a good deal and spent good deal too; and though I am poor, yet I think I can spare this much. I don't care, I think I can make my bread anyway, আমি অনেক রোজগার করিয়াছি, তেমনি খরচও করিয়াছি; এবং যদিও আমি গরিব তথাপি আমার মনে হয় এটুকু আমি করিতে পারি। ও আমি তা কিছু মনে করি না, যে করেই হউক আমি আমার রুটির যোগাড় করিতে পারি। এ সব কথায় আমি বড় বেশী কোনও একটা জবাব দেই নাই, তবে মাঝে মাঝে "yes," অথবা "no" না বলিয়া থাকিতে পারি নাই।

যাহাই হউক লোকটী টম্‌টমে করিয়া সমস্ত সহরটী আমাকে ঘুরিয়া দেখাইয়া দিল। এবং অবশেষে বলিল "Our Naigara is a nice little city, don't you think so? আমাদের

নায়গারা একখানা সুন্দর ছোট সহর, তাই না কি? তদুত্তরে আমি কহিলাম—Certainly it is. It's a very good little city.

গাড়ো—Don't you like it? তুমি ইহা পছন্দ কর না?

আমি—Surely I do—অবশ্য করি।

গাড়ো—But, I believe, you like India best, don't you? কিন্তু আমার বিশ্বাস তুমি ভারতবর্ষকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পছন্দ কর, তাই না?

আমি—O' That's quite different thing. India is my mother country, so naturally, I should like her best. সে হ'ল অন্য কথা, ভারতবর্ষ আমার মাতৃভূমি, সুতরাং স্বভাবতঃই সর্ব্বাপেক্ষা তাকেই আমার বেশী পছন্দ করা উচিত।

গাড়ো—That's yet, that's yet my boy. You are right, you are all right, my good fellow, you are all-right, তা ঠিক, তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ।

ইতি মধ্যে আমরা ষ্টেসনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। গাড়োয়ান তখন কহিল, "Here you are, here is your station, just get down, please. We made a very good trip though. এই এখানে, এই তোমার ষ্টেসন। আমরা বেশ একটি চক্র দিয়ে এলাম!

আমি—Yes, we did. Thank you very much John,

much obliged, হাঁ; তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, তোমার নিকট অতিশয় কৃতজ্ঞ।

গাড়ো—Don't mention. Not at all, goodbye.

গাড়োয়ান, এই বলিয়া টম্‌টম্ লইয়া চলিয়া গেল, আমি সন্ধ্যাবেলায় সহরের শোভা সন্দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া আস্তে আস্তে ষ্টেসনে গেলাম। তথায় বসিয়া সাত পাঁচ ভাবিতেছি, তখন দেখিলাম, গাড়োয়ান ফিরিয়া আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়াই আমি, জিজ্ঞাসা করিলাম—Hallo, where are you going? হ্যালো, কোথায় যাইতেছ?

গাড়ো—Say man, Don't you want to see my girl? বলি, তুমি কি আমার স্ত্রীকে দেখিতে চাও না?

আমি—Certainly I do.

"Then, come on, we will have our supper together and will spend the evening nicely. তা' হলে এস, আমরা এক সঙ্গে খাবার খাইব, এবং আজ সন্ধ্যাটা সুন্দররূপে কাটাইব। বলিয়া গাড়োয়ান অগ্রসর হইল, আমি তখন তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম।

অনতিদূরেই গাড়োয়ানের বাড়ী। অবিলম্বেই আমরা তথায় পঁহুছিলাম। গাড়োয়ান আমাকে পার্লারে বসাইয়া রাখিয়া আমার আগমন বার্ত্তা তাহার স্ত্রীকে জানাইল এবং ক্ষণকাল পর তাহাকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া তাহার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়া দিল। আমরা পরিচিত হইয়া কর-মর্দ্দনাদি

করণান্তর কতকক্ষণ এ কথা সে কথা আলাপ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গাড়োয়ান কহিল "Marie, I think you should go to the kitchen now, and get those things ready quick, ম্যারী, আমার বোধ হয় তোমার এখন রান্না ঘরে যাওয়া উচিত, এবং ও সব তাড়াতাড়ি প্রস্তত করিয়া লইয়া আইস।" "O, yes, ও হাঁ" বলিয়া ম্যারী রান্না ঘরে চলিয়া গেল। গাড়োয়ান তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "would you like to have a wash ?" এক বার হাত মুখ ধোয়াটা কি পছন্দ করিতে ?"

আমি—Yes, I would, অবশ্য।

"Then, come on" বলিয়া সে আমাকে স্নানের ঘরে লইয়া গেল, এবং কহিল—"Here is hot and cold water, and then there is soap for you ; take bath if you like.' এখানে ঠাণ্ডা এবং গরম জল, এবং ঐ ওখানে তোমার জন্য সাবান রহিয়াছে যদি ভাল বোধ কর ত স্নান কর," বলিয়া সে চলিয়া গেল, আমি তাহার এই কথা শুনিয়া বড়ই খুসি হইলাম ; কেন না, স্নান করাটা আমার নিতান্ত দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। যাহাই হউক, আমি ঠাণ্ডা ও গরম উভয় জল ছাড়িয়া দিয়া টবের মধ্যে বেশ করিয়া স্নান করিয়া লইলাম।

স্নানান্তে পার্লারে আসিয়া বসিয়াছি তখন গাড়োয়ান আসিয়া কহিল—"took bath ?"

আমি—Yes, হাঁ।

গাড়ো—How do you like it now? এখন কেমন লাগে?

আমি—First rate.

গাড়ো—I bet, you do, I know it. I take bath every day."

ইতিমধ্যে ম্যারী ডাকিয়া কহিল, "John, I am through." আমার কাজ শেষ হইয়াছে। "Allright Dearie, I'm comming" বলিয়া জন্ চলিয়া গেল। তৎপর তাহারা দুই জনে মিলিয়া আহারের টেবিল প্রস্তুত করণান্তর জন্ আমাকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। অতঃপর তিন জনে আহার করিতে বসিলাম! আহারান্তে ঐ স্থানে বসিয়া গল্প চলিতে লাগিল কিন্তু ম্যারী অবশেষে আমাদের দেশী স্ত্রীলোকেরা কেমন, তাহাদের মত কি না, এবং কি অবস্থায় থাকে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া প্রত্যুত্তরে যখন শুনিল যে, আমাদের স্ত্রীলোকেরা তাহাদের ন্যায় স্বাধীন নয়, তখন শিহরিয়া উঠিল এবং শেষকালে গালে হাত দিয়া উঠিয়া পলায়ন করিল। জন্ তখন আমাকে কহিল—"Allright, let's go now, it's Eleven I think" আচ্ছা, চল এখন যাই, বোধ হয় এখন ১১ টা হইয়াছে। তৎপর সে আমাকে ষ্টেসনে রাখিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। আমি সেইখানে বসিয়া "জনের" ব্যবসা এবং ব্যবহারের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পর দিন প্রত্যুষে আরোহীদিগের জনতায় চেতন পাইয়া

দেখিলাম, গাড়ী আসিয়াছে, তখন তাড়াতাড়ি যাইয়া গাড়ীতে উঠিলাম, গাড়ী নিউইয়র্ক অভিমুখে ধাবিত হইল।

নিউজার্জি ষ্টেসনে নিগ্রো বালিকা।

রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আমাদের ট্রেণ খানি আসিয়া নিউজার্জি সহরে উপস্থিত হইল আমরা সকলে অবতরণ করিলাম। নিউইয়র্কে বেদান্তসমিতি কিম্বা ভারতবর্ষীয় ছাত্রাবাস কোথায় অবস্থিত তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। সুতরাং রাত্রিকালে হাড্‌ছান নদীর পরপার নিউইয়র্ক সহরে যাইয়া বেদান্ত-সমিতি, কি ছাত্রদের ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হইবে না বিবেচনা করিয়া, আমি সেইরাত্রি জার্জি ষ্টেসনে যাপন করাই বিধেয় মনে করিলাম, এবং ষ্টেসনে যাত্রিদিগের বিশ্রাম-আগারে হেলান দেওয়া বেঞ্চে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নিদ্রা পুনঃ পুনঃ আসিয়া আমার উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে বেঞ্চের উপরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার আমার কোন সুবিধা হইল না বলিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার সহিত অভদ্র ব্যবহার করিতে হইল। তিনি রুষ্ট হইয়া এক ভীষণ ব্যাপারের যোগাড় করিলেন। রাত্রি প্রায় দুইটার সময় যেমন অনেক যাত্রী ষ্টেসনে আসিয়া থাকে এবং অপেক্ষা করে, তেমনি এক নিগ্রো বালিকাও ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ষ্টেসনে তখন অন্য লোকের তেমন কোন সমাগম ছিল না। বালিকা একা

একখানি বেঞ্চির উপরে বসিয়া রাত্রি চারিটার গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই অবসরে ষ্টেসনের কেরাণীবৃন্দের তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। ক্ষণকালমধ্যে এক জন বৃদ্ধপ্রায় পোর্টার আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল। বালিকা তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। ষ্টেসনে সকলেরই সমান অধিকার।

এইরূপে কিয়ৎ ক্ষণ বৃদ্ধ পোর্টার বালিকার পার্শ্বে বসিয়া রহিল। পরে যখন ষ্টেসনে লোকের প্রায় একেবারেই সমাগম নাই, তখন বৃদ্ধ পোর্টার বালিকাকে বিরবির করিয়া কি বলিতে লাগিল। বালিকা ক্ষণকাল পোর্টারের কথা শুনিয়া তৎপর জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চাও"? পোর্টার কহিল, "You understand what I mean? তুমি বুঝিতে পার "আমি কি বলিতেছি?" বালিকা তখন মুখ ফিরাইয়া কহিল— "না, আমি কিছুই বুঝি না, বুঝিতেও চাই না।"

পোর্টার—"Yes you do—but you are kind of bashful, that's all. হাঁ তুমি বোঝ "কিন্তু তুমি একটু লাজুক, তাই—"

বালিকা—"না, আমি ও সব কিছু বুঝি না, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাও।" এই বলিয়া বালিকা চুপ করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল, ক্ষণকালের জন্য আর কিছুই শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু প্রায় দুই মিনিট পরে শুনিতে পাইলাম বালিকা আবার কহিতেছে, "না মিঃ, আমি কিছু চাই না। তুমি বরং এখান হইতে চ'লে যাও"।

অতঃপর পো টার চলিয়া গেল ; কোথায় গেল দেখিলাম না, বোধ হয় দোতালায় আর আর দুই একজন কেরাণীদের সহিত কি কথোপকথন করিতে গিয়াছিল। ক্ষণকাল নির্ব্বিবাদে কাটিয়া গেল ; কিন্তু দুই তিন মিনিট পর সে আবার আসিতেছে দেখিয়া, বালিকা বেঞ্চির যে দিকটা আমার দিকে ছিল: সেই দিকে কতকটা সরিয়া বসিল। পোর্টার তাহার এই স্থান পরিবর্ত্তনটা তেমন কিছু মনে করিল না, পুনরায় আসিয়া তাহার পার্শ্বে বসিল এবং আবার বিরবির করিয়া কি বলিতে লাগিল। বালিকা প্রথমে কোন জবাব দিল না ; কিন্তু অবশেষে কহিল—"না মিঃ, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি কি বলিতেছ আমি কিছু বুঝি না।"

পোর্টার।—Yes, you do ; but you are kind of bashful, that's the trouble with you ; but listen. You will get money, nice drink and a good meat. ain't it great ! হাঁ, তুমি বুঝ ; কিন্তু তুমি কি এক রকমের লাজুক, সেই বিপদ ; কিন্তু শুন, তুমি টাকা পাইবে, তারপর মদ ও মাংস ইত্যাদি খাইতে পাইবে, তা কি ভাল না ?

বালিকা—"I do not care for those things, because, I have had my supper. I don't want any more of them. আমি আহার করিয়াছি, ও সব জিনিষের আর আমার দরকার নাই।" এই বলিয়া সে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল। পোর্টার আবার উপরে চলিয়া গেল। আমি তখন চক্ষু খুলিয়া

উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, তথায় কেরাণীদিগের বেশ মদের আড্ডা পড়িয়াছে। বৃদ্ধ পোর্টার তাহাদের কামরায় প্রবেশ করিবা মাত্র দুই জন কেরাণী তাহাকে লইয়া বাহিরে বারিন্দায় আসিয়া কি কি কহিতে লাগিল এবং পুনঃ পুনঃ তথা হইতে নিগ্রো বালিকার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। আমি তাহাদের এই ব্যাপার দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম না, কেন এত বাড়াবাড়ি হইতেছে। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। চক্ষু খুলিয়া চুপি চুপি নিগ্রো বালিকার দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে পূর্ণ যুবতী। তাহার স্ফীত বক্ষ দেখিয়া অনেকেই তাহার প্রতি আকর্ষিত হইতে পারে। আর এই নির্জ্জনপ্রায় ষ্টেসনে তাহার সেই আকর্ষণীশক্তিতে ষ্টেসনে মদোন্মত্ত যুবক কেরাণীগণ যে তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে সে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? যাহাই হউক, ক্ষণকাল পর দেখিলাম বৃদ্ধ পোর্টার আবার আসিয়া বালিকার পার্শ্বে বসিল এবং পকেট হইতে একখানি নোট বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বালিকা ঘৃণার চক্ষেও তাহার দিকে তাকাইল না। অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, নোটখানি চাহিয়াও দেখিল না। বৃদ্ধ পোর্টার তখন ব্যর্থ মনোরথ হইয়া উপরে ফিরিয়া গেল।

নিগ্রো বালিকার কার্য্যকলাপ দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম এবং সে নিগ্রো হইলেও তাহার যদি কোন সাহায্য করিতে পারি তাহা করা বিধেয় মনে করিলাম এবং যদি তাহার

প্রতি কোনরূপ বল প্রয়োগ করিতে আইসে তবে আমার দ্বারা যতদূর সম্ভব সাহায্য করিতে চেষ্টা করিব স্থির করিলাম।

এতক্ষণ আমি কোন কথাই বলিতেছিলাম না। কেবল, যেন আমি নিদ্রিত, এইরূপ ভাণ করিতেছিলাম; কিন্তু আর সে অবস্থায় না থাকিয়া বালিকাকে তখন জিজ্ঞাসা করিলাম "পোর্টার তোমাকে কোনোরূপ অন্যায় কথা বলিতেছিল?" বালিকা লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমি জানি না"। আমি ব্যাপার খানা কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সুতরাং তাহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা দরকার বোধ না করিয়া কহিলাম —তুমি ভীতা হইও না, আমাদ্বারা তোমার যদি কোন সাহায্য হইতে পারে তাহা আমি অবশ্য করিব। বালিকা আমাকে ধন্য-বাদ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আমি পূর্ব্বের ন্যায় নীরবে বসিয়া পোর্টারের পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এবার একটু দেরি হইল, কিন্তু বলা বাহুল্য সে আবার আসিল, এবং বালিকার পার্শ্বে বসিয়া আবার কি বলিল ও পকেট হইতে নূতন একখানি নোট বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইতে চেষ্টা করিল। বালিকা পূর্ববৎ মুখ ফিরাইয়া রহিল। আমি অবসর বুঝিয়া উঠিয়া বসিলাম, এবং পোর্টারের দিকে তাকাইয়া বলিলাম "You ought to be ashamed of your-self, old man. But be careful, man! বৃদ্ধ কিছুই উত্তর করিল না। ভাণ করিল যেন সে শুনিতেছে না। তৎপর আর

অধিক ক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল, আর তাহার আগমন হইল না। আধ ঘণ্টা পর ষ্টেসনে পুনরায় লোক সমাগম হইতে লাগিল। চাহিয়া দেখিলাম রাত্রি তখন প্রায় চারিটা বাজিতে চলিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে গাড়ীর সময় হইল। বালিকা টিকেট করিয়া চলিয়া গেল, আমি আরও আধ ঘণ্টা কাল ষ্টেসনে অপেক্ষা করিয়া প্রায় পাঁচটার সময় ষ্টেসন হইতে বহির্গত হইয়া নিউইয়র্ক অভিমুখে চলিতে লাগিলাম।

মজুরের দয়া

যখন আমি 'জার্জি' ষ্টেসন হইতে নিউইয়র্ক অভিমুখে যাত্রা করিলাম, তখন আমার হাতে একটি কড়িও নাই। কি উপায়ে হাড্‌ছান পার হইব তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। এক যদি পুলে পার হওয়া যায় তাহা হইলে হয়, নইলে এ তেমন ছোট খাট নদী নয় যে সাঁতার দিয়া পার হইতে চেষ্টা করিব। এই ভাবনায় অনেকক্ষণ বিলম্ব হইয়া গেল। এদিক ওদিক পায়চারি করিতেছি এমন সময় দেখিলাম দুই চারি জন মজুর কার্য্যস্থলাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম ওপারে যাইবার সুবিধা কি? তাহারা কহিল, "পুলের উপর দিয়া বোধ হয় যাওয়া যাইবে।" তাহারা আরও জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় যাইবে?" আমি বলিলাম—"নিউইয়র্ক।" এই কথা শুনিয়া তাহাদের ভিতর

একজন বলিল—"নিউইয়র্ক কোন্ জায়গায় যাইবে?" আমি ইতিপূর্ব্বে জার্জি ষ্টেসনে টেলিফোন বই হইতে বেদান্ত-সমিতির ঠিকানা খুঁজিয়া লইয়াছিলাম, সুতরাং বলিলাম—"৮৫ নম্বর রাস্তায় ১৩৫ নম্বর বাড়ীতে।" শুনিয়া প্রশ্নকারী কহিল—"ওঃ সে অনেক দুর! আচ্ছা এস, আমরাও ওপারে যাইতেছি।" আমি অতঃপর তাহাদের সঙ্গে পুলের উপর দিয়া হাডসন পার হইয়া নিউইয়র্কে চলিলাম।

আমার হাতে তখন প্রায় দশ সের বোঝা, ডান হাতে একটী ব্যাগ্ ও বাম হাতে একটী ভারি কাপড়ের গাটরী। নদী পার হইলে পর একটী ট্রামওয়ে রাস্তার ধারে আসিয়া মজুরটী পকেট হইতে একটী ডাইম বাহির করিয়া আমার হাতে দিতে লাগিল। আমি তাহা গ্রহণ করিলাম না। সে কহিল—"৮৫ নম্বর রাস্তা এখনও অনেক দূরে। তুমি হাটিয়া যাইতে পারিবে না; সুতরাং এই ডাইমটী (দশ সেণ্ট, আমাদের পয়সায় প্রায় ।/০ পাঁচ আনা) লও, ইহা দ্বারা এখান হইতে ট্রামে উঠিয়া চলিয়া যাও।" আমি তাহার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না। সে অগত্যা আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দিয়া তাহার আপন কাজে চলিয়া গেল।

বেদান্ত-সমিতি

বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময় বহু কষ্টে আসিয়া বেদান্ত সমিতিতে উপস্থিত হইলাম। দরজায় ঘণ্টা বাজাইলেই এক

নিগ্রো বালিকা আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—স্বামীজি এখানে আছেন? বালিকা কহিল,—"হাঁ, কেন? ভিতরে আসুন।" আমি তাহার অভ্যর্থনানুযায়ী ভিতরে গেলাম। সে পুনরায় দরজা বন্ধ করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমি ব্যাগ্ ও কাপড়ের পাট্‌রী নামাইয়া রাখিয়া স্বামীজির আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ক্ষণকাল পর একজন বৃদ্ধা শ্বেতাঙ্গিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি কোন্ স্বামীকে খুঁজিতেছেন?"

আমি—কোন্ স্বামী এখন এখানে আছেন?

বৃদ্ধা—স্বামী পরমানন্দ।

আমি—আমি তাঁহারই সহিত দেখা করিতে চাই।

বৃদ্ধা—আপনি তবে বসিবার ঘরে গিয়া একটু অপেক্ষা করুন, তিনি এখনই আসিবেন, তিনি যোগে বসিয়াছেন।" আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তৎপর পার্লারে যাইয়া বসিলাম। দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিলাম স্বামীজি বিবেকানন্দের একখানি ছবি তথায় ঝুলান রহিয়াছে। অন্য দিকে চাহিয়া দেখিলাম স্বামী অভেদানন্দের তিন রকম অবস্থার তিন খানি ছবি। আর একটু দূরে দেখিলাম, স্বামী ত্রিগুণাতীতের এবং আর আর দুই চারিজন স্বামীজির ছবি দেওয়ালে টাঙ্গান রহিয়াছে। উত্তর দিকে চাহিয়া দেখিলাম পার্শ্বস্থিত কোঠায় একটী বেদির উপরে একখানা চেয়ার বসান রহিয়াছে এবং তাহার পশ্চাৎ দিকে দেওয়ালের গায় দেখিলাম

ষট্‌চক্র হইতে তেজ বিকীরণ হইতেছে এমন একটী চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে। ঐ কোঠার পশ্চিম দিকে দেওয়ালের গায় প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানা বাঁধান ছবি দেওয়ালের গায়ে ঝুলান রহিয়াছে। অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর নয়নযুগলকে তথা হইতে ফিরাইয়া যে কোঠায় বসিয়াছিলাম পুনরায় সেথায় আনিলাম। চক্ষু তখন ঘরে কি কি আসবাব-পত্র ছিল তাহাই দেখিতে ব্যস্ত হইল। দেখিলাম কয়েকটী আলমারীতে বেদান্ত-সমিতি হইতে প্রকাশিত স্বামীজি বিবেকানন্দের ও আর আর স্বামী দিগের রচিত অনেক পুস্তক রহিয়াছে, এতদ্ব্যতীত আরও অনেক বই তাহাতে পরিপূরিত হইয়াছে। ঘরের ভিতর খুব উঁচু দামের দুই খানি টেবিল এবং কয়েকখানি চেয়ার আছে। এই কোঠারই পূর্ব্ব উত্তর কোণে একটী সঙ্গীত-যন্ত্র দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পিয়ানোটী বোধ হইল খুব বেশী দামের। ঘর খানি এই সব জিনিস পত্র লইয়া বেশ শান্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আমি নানা দিকে চাহিয়া নানা রূপ জিনিস দেখিতে দেখিতে সময় কাটাইতে লাগিলাম।

প্রায় তিনপোয়া ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর স্বামীজি পরমানন্দ আসিলেন। তাঁহাকে নমস্কার করিলে তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে যথাযথ পরিচয় প্রদানে সন্তুষ্ট করিলাম।

স্বামী পরমানন্দকে দেখিয়া আমি একটু কেমন হইলাম।

তাঁহার বয়স নিতান্ত কম বলিয়া বোধ হইল। মনে হইল, এত অল্প বয়সে সংযম সম্ভব হইয়াছে! যাহাই হউক, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনার বয়স কত, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

স্বামীজি—আপনাকে যে কেমন দেখাইতেছে।

আমি—বাস্তবিকই আপনাকে দেখিয়া আমি কেমন হইয়াছি।

স্বামী—কেন বলুন দেখি?

আমি—এত অল্প বয়সে কি সংযম সম্ভবে? অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন আপনার বয়স কত?

স্বামী—কিরূপে বলিব? কত শতাব্দী কিরূপে জানিব? এখনও সে ক্ষমতা হয় নাই।

আমি—সে না বলিতে পারেন, কিন্তু এই দেহ কত দিনের তাহা আশা করি বলিতে পারেন।

স্বামী—অবশ্যই; আপনি কি অনুমান করেন?

আমি—কি করিয়া বলিব, বোধ হয় ২০।২২ বৎসরের অধিক হইবে না।

স্বামী—কিছু বেশী হইয়াছে। যাহাই হউক, আপনার কি ব্রেকফাষ্ট হইয়াছে? যদি না হইয়া থাকে তবে চলুন ব্রেকফাষ্ট খাইবেন। আমি এখনও ব্রেকফাষ্ট করি নাই। চলুন একসঙ্গে ব্রেকফাষ্ট করিব। অতঃপর উভয়ে ব্রেকফাষ্ট করিতে গেলাম।

নিউইয়র্কে ভারতবর্ষীয় ছাত্রাবাস।

উভয়ে ব্রেকফাষ্ট করার সময় উভয়ের মধ্যে দুই একটী আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা হইল। তৎপরে ব্রেকফাষ্ট সমাপ্ত করিয়া পার্লারে আসিয়া ক্ষণকাল আলাপের পরই আমি তাহার নিকটে বিদায় প্রার্থনা করিলাম এবং ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণ নিউইয়র্কে কোন্ স্থানে অবস্থান করে তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া লইলাম। তৎপর আমার কাপড়ের গাটরীটী ঐ স্থানে রাখিয়া তাঁহার নিকট বিদায় হইয়া চলিয়া আসিলাম।

ছাত্রগণ তৎকালে ১০৪ নম্বর রাস্তায় ৬০ নম্বর বাড়ীতে অবস্থান করিত। আমি সে স্থানে যাইয়া গেটের ভিতর ফটকে লেখা দেখিলাম "হিন্দু ষ্টুডেণ্টস্।" লেখার পার্শ্বে একটী বোতাম ছিল। আমি ঐ বোতাম টিপিয়া দিলাম, সম্মুখের দরজা খুলিয়া গেল। আমি ভিতরে গেলাম, কিন্তু কোন্ তালায় ছাত্রগণ বাস করে, না জানিয়া উপরে যাওয়া ঠিক মনে করিলাম না। পুনঃ বাহিরে আসিয়া আবার বোতাম টিপিলাম। ইহার ফলে এক জন ভারতবাসী ছাত্র নীচে নামিয়া আসিলেন। আমি তাহাকে হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা করিলাম—আপনি ভারতবাসী; কিন্তু কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন, বলিলে সুখী হইব।" তিনি তখন বাঙ্গালায় বলিলেন—"চলুন উপরে যাই।" তৎপর তাহার সহিত উপরে চলিলাম। ইহার নাম শ্রীযুত ব্রহ্মবিহারী সরকার, পশ্চিম বঙ্গ হইতে আগত। ইহার বয়স অনুমান

২০।২২ বৎসরের অধিক হইবে না। দেখিতে রং ফরসা না হইলেও কাল নহে। সুন্দর এবং চালাক চতুর।

তাহার সহিত উপরে যাওয়ার পরে তথায় অন্য দুই একজন ছাত্র যাহারা তখন বাসায় উপস্থিত ছিলেন তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং অনতিবিলম্বে পরস্পরে পরিচিত হইয়া গেলাম। ইঁহাদের নিকট জানিতে পারিলাম ইহারা প্রায় সকলেই স্বাবলম্বি; কেবল মাত্র নিজের সাহস ও পরিশ্রমের উপর নির্ভর করিয়া নিজ রোজগারে পড়াশুনা করিতে আসিয়াছে।

আমি বেদান্ত সমিতি হইতে আসিবার সময় তথায় টেবিলের উপরে কয়েকখানা নিমন্ত্রণি পত্র দেখিয়াছিলাম; এবং তাহা হইতে জানিতে পারিয়াছিলাম যে এখানে "ইণ্ডিয়া-হাউস" বলিয়া আরও কোন একটা কিছু আছে এবং তথায় সেই রাত্রে একটী সভার অধিবেশন হইবে। সেই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য সকলেই নিমন্ত্রিত। তখনই মনে করিয়াছিলাম ছাত্রাবাসে যাইয়া তাহাদের দুই একজনকে লইয়া রাত্রে ঐ সভায় যাওয়া যাইবে। ছাত্রাবাসে আসিয়া অপরাহ্ণে শ্রুত হইলাম ছাত্রগণ পরস্পরে বলাবলি করিতেছিল—সভাতে তাহারা যাইবে কি না; তাহাদের যাওয়া উচিত কি না; গেলে পরে তাহাদের অসন্তুষ্ট হইবার কিছু আছে কিনা ইত্যাদি; আমি তখন বলিলাম—আমরা ভারতবাসি। আর যতদূর জানিতে পারিয়াছি এই সভাও যেহেতু ভারতবর্ষ সম্বন্ধিয় কোন বিষয়ের আলোচনা

করিতে যাইতেছে, সুতরাং আমাদের এই সভায় যাওয়াই উচিত। ইহাতে আবার দোষাদোষ কি? আমাদের বিষয় আলোচনা হইবে, আর আমাদের যাওয়া উচিত নয়? তবে কাহার যাওয়া উচিত? আমি এইরূপ বলায় ২।৩ জন যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা সকলে একমত হইলেন, এবং সভায় যাওয়াই ঠিক হইল।

অতঃপর ব্রহ্মবিহারী, সন্তোষ রায়, এবং আমি আরো ২।৩ জন মিলিয়া আমরা সেণ্ট্র্যাল পার্কে বেড়াইতে গেলাম। তথায় নানারূপ মনোহর দৃশ্যাবলী দর্শনান্তে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, অন্যান্য ছাত্রগণ যাহারা দিবাভাগে নানারূপ কার্য্যে ব্যস্ত ছিল, যাহাদের সহিত এ পর্য্যন্তও সাক্ষ্যাৎ হইতে পারে নাই, তাহারা বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহাদের কেহ কেহ বা গল্প-গুজবে কেহ কেহ বা জলযোগে, আর কেহ বা চিঠি পত্র লেখায় ব্যস্ত রহিয়াছে। যাহাই হউক, ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল, সামান্যরূপ আলাপও হইল। ইতিমধ্যে খাওয়ার ডাক পড়িল। সকলেই তখন আহার করিতে চলিল, এবং ৫ মিনিটের মধ্যে রান্নাঘর ভরিয়া গেল। এইরূপ যখন সকলে মিলিত হইয়াছে, তখন আবার সভায় "যাওয়া না যাওয়া" প্রশ্ন উত্থাপিত হইল এবং ক্ষণকাল মধ্যে পূর্ব্ববৎ তর্ক উত্থাপিত হইল। আমিও তখন তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যুক্তি তর্ক দ্বারা আমার মত প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্বে যে কয়জন যাওয়ার মত করিয়াছিলেন এখনও তাঁহারা সেইরূপ করিলেন। তখন ফকিরচাঁদ পাল নামক একটী বাঙ্গালী যুবক আসিয়া কহিলেন—"মিঃ জোসি বলিয়াছেন—কাহারও যাওয়া উচিত নয়।"

এই কথা শুনিয়া আমি মিঃ জোসি কে, তাহা জানিবার জন্য একটু উদ্বিগ্ন হইলাম; শুনিলাম, মিঃ জোসি বোম্বাইপ্রদেশবাসী। তিনি এক জন এম্, এ, এবং বর্ত্তমানে তিনি এখানকার প্যান-এরিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত আছেন। আরও জানিতে পারিলাম, এই ছাত্রগণ—যাঁহারা এই বাসায় আছেন, তাঁহারা প্যান-এরিয়ান এসোসিয়েসনের সাহায্যভোগী। এই কম্পার্টমেণ্টটি, প্যান-এরিয়ান এসোসিয়েসনের সাহায্যে ভাড়া লওয়া হইয়াছে। ছাত্রগণ যাঁহারা এখানে বাস করেন, তাঁহাদিগকে ঘরভাড়াদি কিছু দিতে হয় না। এতদ্ব্যতীত তাঁহাদের খাওয়া খরচ প্রায় সম্পূর্ণই প্যান-এরিয়ান এসোসিয়েসন বহন করিয়া থাকে। ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ বা আর সকলের জন্য রান্না করিয়া, কেহ কেহ বা আর সকলের থালা বাটি পরিষ্কার করিয়া, এবং কেহ কেহ বা ঘর ঝাড়ু দিয়া নিজের খাবার ও থাকিবার স্থান পাইতেন। মানে, যে কোন একটী কাজ করিয়া খাওয়া এবং শোওয়ার জায়গা এখানে পাইতেন; সুতরাং যাঁহারা এখানে রহিয়াছেন, এবং ইঁহাদের সাহায্য ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা যে ইঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? কৃতজ্ঞতার আরও একটু কারণ ছিল—প্যান-এরিয়ান এসোসিয়েসনের সদস্যগণ প্রায় সকলেই ধনবান্।

এই ত গেল প্যান-এরিয়ন এসোসিয়েসনের কথা। ইহার পর "ইণ্ডিয়া হাউস" সম্বন্ধে একটু কিছু না বলিলে পাঠক কথাটা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিবেন না মনে করিয়া, ইহার সম্বন্ধেও দুই চারিটি কথা বলিব, ঠিক করিয়াছি।

"ইণ্ডিয়া হাউসটার" কেবলমাত্র সূচনা হইতেছিল। ইহার স্থাপক এবং প্রেসিডেণ্ট Mr. Myron H. Phelf, কতক দিন পূর্ব্বে প্যান-এরিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী ছিলেন। কতক দিন সেক্রেটারী পদে অতিবাহিত করিয়া তৎপরে কোনও কারণবশতঃ এসোসিয়েসনের সহিত মিল থাইল না বিধায় বর্ত্তমানে তিনি নিজে প্রেসিডেণ্ট হইয়া প্রতিযোগী এই "ইণ্ডিয়া হাউস" স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন। অনেকটা কৃতকার্য্য যে না হইয়াছেন, তাহাও নহে। এখন "ইণ্ডিয়া হাউস" অনেক আমেরিকানের মন আকর্ষণ করিয়াছে। অনেকে যথাসাধ্য ইহার মঙ্গল-কামনায় সাহায্য করিতেছেন। সুতরাং পূর্ব্ব পরিচিত "প্যান-এরিয়ান এসোসিয়েসনের" সভ্যগণ যে ইহার প্রতি বিদ্বেষ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? যাহাই হউক, সেদিন সন্ধ্যাবেলায় যখন ঐ সভায়—"যাওয়া না যাওয়া" প্রশ্নের মীমাংসা হইতে লাগিল, তখন পূর্ব্বোক্ত বাবু ফকিরচন্দ্র পাল শেষে ইহাও বলিলেন "মিঃ গেষ্টেরও ইহা অভিমত নয় যে, যে সমস্ত ছাত্র এই বাড়ীতে আছে, তাহারা ঐ সভায় যোগ দান করে। মিঃ জাসি সেইজন্যই আমাদিগকে যাওয়ার জন্য নিষেধ করিয়াছেন।" এই কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবিহারী সরকার, অবনীমোহন ঘোষ এবং আর ২।৪ জন বলিলেন—"মিঃ গেষ্টের এরূপ মত নহে। যদি তাহা হইত, তবে তিনি স্বতন্ত্রভাবে আমাদিগকে জানাইতেন। সুতরাং আমরা যাইব। আর যাহার খুসী, যাইবেন, না হয় না যাইবেন।" এইরূপ স্থির করিয়া আমরা কয়েক জনে মিলিয়া ইণ্ডিয়া হাউসের সভায় চলিলাম।

ইণ্ডিয়া হাউসে সে দিন সভায় বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। তন্মধ্যে অধিকাংশই নিউ ইয়র্কের পদস্থ ও গণ্য মান্য ব্যক্তি। সভায় স্থির হইল যে, সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাহাতে ভারত বর্ষীয় লোকদিগকে অন্ততঃ পক্ষে শিক্ষা সম্বন্ধে কতকটা সাহায্যও করিতে পারেন, সেরূপ চেষ্টা তাঁহারা অবশ্য করিবেন। যাহাতে ভারত-বাসী লোকগণ আমেরিকায় আসিয়া উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতঃ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া স্বদেশের সাহায্যকল্পে দণ্ডায়মান হইতে পারে, সেই চেষ্টা করিতে তাঁহারা বিস্মৃত হইবেন না; সুতরাং ভারতবাসী যুবক-গণ যাহারা স্বাবলম্বী হইয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এবং স্বাবলম্বী হইয়াই এখানে পড়া শুনা করিতে প্রস্তুত, এমন সমুদয় ছাত্রেরা যাহাতে এখানে কোন স্থানে অন্ততঃ পক্ষে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে এবং তাহারা যেখানে দাঁড়াইলে কোথায় কিরূপ সুবিধা হইতে পারে জানিতে পারিবে, এইরূপ একটী স্থান থাকা নিতান্ত কর্ত্তব্য। অতএব মিঃ ফেল্পস্ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইহা অতি মহৎ এবং ইহা দ্বারাই আমাদের ভারতবর্ষের প্রতি যাহা কর্ত্তব্য, তাহা প্রতি-পালিত হইতে পারে। এই ইণ্ডিয়া হাউস, যাহা উক্ত মহাত্মা দ্বারা এক-রূপ স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতেই আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়া, যাহাতে এই ইণ্ডিয়া হাউস ইহার উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হয় তদনুরূপ চেষ্টা করিব এইরূপ স্থির হওয়ার পর অপরাপর দরকারী বিষয়ের পরিসমাপ্তে সভা ভঙ্গ হইল। আমরা সকলে বাসায় চলিয়া গেলাম।

বাসায় আসিয়া এক নূতন সুখের অধিকারী হইলাম। দেখিলাম

আমার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু সুধাংশুমোহন দত্ত এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া বাস্তবিকই যার পর নাই সুখী হইলাম এবং অনেক দিন পরস্পরের অদর্শনকালমধ্যে পরস্পরের যে সমস্ত বিপদ-বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে সে সমস্ত আলাপ করিয়া যার পর নাই আনন্দলাভ করিলাম। তৎপরে আহারাদি সাঙ্গ হইল এবং যাহার যেখানে সুবিধা, শয়ন করিলাম।

সময়ের ফের।

পর দিন অন্য দুই এক জন ছাত্রের সঙ্গে ২৭৭ নম্বর ব্রড্‌ওয়েতে মিঃ জি, এম্, গেষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। মিঃ গেষ্ট বাল্য-জীবনে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। তৎপর নিজের কঠোর চেষ্টা ও পরিশ্রমে মিলিয়নাধিপতি হইয়াছেন। এখনও তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কণ্ট্রাকটীং ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। তিনি ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকেন। অনেক ছাত্রকে অনেক উপায়ে সাহায্য করিয়াছেন। এক কথায় তিনি ভারতবাসীদিগের এক জন হিতৈষী বন্ধু। ভারতবর্ষীয় যে কোন যুবক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়, তিনি অবাধে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং অর্থে ও সামর্থ্যে যতদূর পারেন, সাহায্য করিতে কখনই কুণ্ঠিত হয়েন না। তিনি বাস্তবিকই সৎসাহসী, সদাশয় এবং ভদ্রলোক। কেহই কখন তাহার নিকট দেখা করিতে গিয়া বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই। তিনি আমাদের দেশীয় ধনী এবং বড়লোকদিগের ন্যায় নহেন। তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে

গেলে, যদিও তিনি এত বড় ধনী, তথাপি তাঁহার দ্বারে দারোয়ানের গলাধাক্কা খাইতে হয় না। যে কোন বিপন্ন ছাত্র তাঁহার নিকট যাইয়া অভয় এবং প্রায়ই কূল পাইয়া থাকে। সুতরাং তিনি ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের ভালবাসার এবং ভক্তির পাত্র। তিনি:তাহাদের অনেকের পক্ষে অকূলের কাণ্ডারী।

আমার সঙ্গীয় দুই জন ছাত্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ফিরিয়া আসিলেন। টাইপ্-রাইটীং বালিকা, যে সমাগত ব্যক্তিদিগের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করে, জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি দেখা করিবে?" "এখন না, অন্য সময় আসিব" বলিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। আমার বাস্তবিকই মিঃ গেষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা হইল না। কারণ আর কিছুই নহে, শুধু তাঁহার সম্বন্ধে আমার অজ্ঞানতা।

যাহা হউক, সন্ধ্যার সময় যখন বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, তখন দেখিলাম, গ্যালিক আমেরিকান কাগজের সম্পাদক মিঃ ফ্রিম্যান, মৌলবী বরকতুল্লা ও মিঃ জোসি বাসায় উপস্থিত হইয়াছেন; মিঃ ফ্রিম্যান ছাত্রদের সহিত ইণ্ডিয়া হাউসের বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেছেন। ইতিমধ্যে ছাত্রেরা তাঁহাকে আহারের জন্য যত্ন করিল. তিনি কিছু আহার করিলেন। তৎপরে অনেকে আহার করিল, অনেকে আহার করিল না। এমন সময় তথায় এক সভা আহূত হইল এবং সকলেই তাহাতে যোগদান করিতে চলিল। আমিও চলিলাম। সভায় মিঃ ফ্রিম্যান: সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন তৎপর মৌলবী বরকতুল্লা গত রাত্রে ছাত্রদের সভায় যোগদান করা সম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। আমি সেই বক্তৃতা এখানে সম্পূর্ণ লিখিতে

পারিব না, কিন্তু তাহার সারাংশ দুই এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

মৌলবী সাহেব কহিলেন—"ছাত্রদের ইণ্ডিয়া হাউসের সভায় যাওয়া নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। তাহারা যে এসোসিয়েসনে রহিয়াছে, তাহার প্রতি তাহাদের ভক্তি ও ভালবাসা থাকা উচিত; এবং অন্য যে কোনও কিছুর অনুষ্ঠান হউক না কেন, এই এসোসিয়েসনের কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে সেই সমস্তে যোগদান করা নিতান্ত অন্যায়।"

মিঃ জোসিও সেই মর্ম্মেই একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন। তৎপরে সভাপতি মহাশয় ভারতবাসীদের এখানে কি কর্ত্তব্য, কি অকর্ত্তব্য, ইত্যাদি নানা কথা লইয়া একটি সুন্দর বক্তৃতা দিলেন। আমি তখন তাঁহাদের অনুমতি লইয়া, আমার পূর্ব্ব মত প্রকাশ করতঃ একটী বক্তৃতা করিলাম—আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহার মর্ম্ম এই—"আমরা এখানে নিজের বাহুবল ও চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া পড়া শুনা করিতে আসিয়াছি। আমেরিকান্‌দের নিকট আমরা অন্য কোনরূপ সাহায্য প্রার্থনা করি না। শুধু এই মাত্র সাহায্য চাই যে, পৃথিবীর অন্য দেশীয় লোক এখানে আসিয়া যেমন কাজ কর্ম্ম করিতে পারে, তাহাদিগকে যেমন কাজ কর্ম্ম দিয়া থাকে, আমরাও যেমন সেইটুকুতে বঞ্চিত না হই। আমার মনে হয়, ভারতবাসী ছাত্রগণ এখানে এই সাহায্য ব্যতীত অন্য কোন সাহায্য প্রার্থনা করে না; তাঁহাদের করাও উচিত নয়। এমতাবস্থায় এক জনের সহিত মিত্রতা অন্য জনের সহিত শত্রুতা করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। এখানে আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, স্বীয় চেষ্টায় যাহাতে লেখা পড়া শিখিতে পারি এবং

ভবিষ্যতে ভারতে যাহা দরকার তাহা শিখিতে পারি, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা সে চেষ্টায় যাঁহারাই আমাদিগের প্রতি সামান্য সহানুভূতিও দেখাইবেন, আমরা তাঁহাদের নিকটই যাইব। আমাদের নিকট কেহই মিত্র কেহই শত্রু নয়। সকলেই মিত্র। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যেখানেই যে কোনরূপ সমালোচনা আরম্ভ হইবে, আমাদের সেখানেই যাওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইহাতে যে আমাদের কোনরূপ অনুচিত কর্ম্ম করা হয়, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না।" অতঃপর মিঃ জোসি আমার প্রতি ভয়ানক ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিলেন। তিনি আরও এক বক্তৃতা দিলেন, তৎপর বরকতুল্লা আর এক বক্তৃতা করিলেন, তাঁহাদের কথার জবাব দিব বলিয়া আমি দাঁড়াইয়াছি, এমন সময় সভা ভাঙ্গিয়া দিলেন।

এই বক্তৃতার ফলে সেই রাত্রেই আমাকে সেই বাসা ত্যাগ করিয়া নিউইয়র্কে পথের ভিখারী হইতে হইল। আমি বাসা হইতে তাড়িত হইয়া বাহির হইতেছি, এমন সময় একটী ভদ্রলোক আমাকে পিছন হইতে ডাকিয়া কহিলেন—"একটুকু দাঁড়ান, আমি আসিতেছি।" ফিরিয়া যাঁহাকে দেখিলাম, তিনি আর কেহই নন। তিনি সুবোধ কুমার বসু।

সুবোধ বাবু তখন ব্রুকলিনে প্র্যাট ইনষ্টিটিউসনে পড়িতেন। তিনি ক্লাশের ভাল ছেলে। তিনি দেখিতে অতিশয় সুন্দর না হইলেও, চালাক চতুর এবং সুবোধ নামের উপযুক্ত বটে। তিনি ব্রুকলিনে বাস করিতেন। এখানে এই সভা উপলক্ষে আসিয়াছিলেন। সভা-ভঙ্গের পরে আবার ব্রুকলিনে চলিয়া যাইতেছেন। আমার সম্বন্ধে

এখানে যাহা যাহা হইয়াছিল, সমস্তই সুবোধ বাবু অবগত ছিলেন, সুতরাং তিনি বাহিরে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথায় যাইতেছেন ?"

আমি—জানি না কোথায় যাইব, তবে যাইতেছি এই মাত্র।

সুবোধ—আমার ওখানে চলুন।

আমি—না, আপনাকে আর ভোগাইতে যাইব না।

সুবোধ—আমার ইহাতে ভুগিবার কিছু নাই।

আমি—অবশ্য আছে। যখন অন্যান্য সকলে জানিবে যে আপনি আমাকে অদ্য রাত্রির জন্য আশ্রয় দিয়াছেন, তখন তাহারা আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেই।

সুবোধ—আমি তাহাতে ভীত নই। আপনি চলুন। অন্ততঃ পক্ষে আজ রাত্রি আমার ওখানে থাকিবেন, তৎপর কাল সকালবেলায় যে দিকে হয় যাইবেন।

অগত্যা সুবোধ বাবুর সঙ্গে ব্রুকলিনে তাঁহার বাসায় গেলাম। সে রাত্রি সেইখানেই রহিলাম। পরদিন প্রাতে ব্রেকফাষ্টের পর তথা হইতে বিদায় হইলাম।

সমস্ত দিন ঘুরিয়া ফিরিয়া কোন কাজেরই যোগাড় হইল না, আর কিছু খাওয়াও ভাগ্যে ঘটিল না। তৎপরে সমস্ত রাত্রিও রাস্তায় ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইল। পয়সা নাই, সুতরাং কোন কিছুরই যোগাড় নাই। তৎপরদিনও কোন কাজের সুবিধা হইল না—ভাগ্যেও কিছুই জুটিল না। এই রাত্রিও পূর্ব্বরাত্রির মত রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইল। প্রভাতের সময় আবার ভয়ঙ্কর

দুর্যোগ আরম্ভ হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সে বৃষ্টি আর থামে না। কখনও বেশী হয়, কখনও কম হয়, আবার বেশী হয়, আবার কম হয়। এইরূপ হইতে হইতে বেলা প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল, তথাপি থামিল না। আমি তখন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন; কিন্তু মনে হইল, যদি শিক্ষিত সমাজের সন্ধান পাই, তাহা হইলে কোন একটি কাজের অবশ্য যোগাড় হইবে। সুতরাং শিক্ষিত সমাজের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

বেলা প্রায় ১১টা ৩০ মিনিট বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু তখনও বৃষ্টি থামে নাই। আমি শিক্ষিত সমাজের সন্ধানে চলিয়াছি। একটি ভদ্র, লোককে রাস্তায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোর্ট কোন্ দিকে ?"

ভদ্রলোক—কেন, কি হইয়াছে ?

আমি—আমি বড় বিপদে পতিত হইয়াছি।

ভদ্রলোক—কি বিপদ ?

আমি তখন তাঁহাকে গত দুই দিনের ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন—"তা কোর্টে গিয়া কি করিবে ?"

আমি—কোর্টে গেলে দুই চারি জন শিক্ষিত লোকের সঙ্গে দেখা হইবে। যদি তাঁহাদের সাহায্যে কোন কাজের যোগাড় হয় তাহাই উদ্দেশ্য।

"তা কি হইবে ? তুমি আমার সঙ্গে এস" বলিয়া ভদ্রলোকটী আগে আগে চলিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া একেবারে ওয়েষ্টারন্ ইউনিয়ান টেলিফোন্

কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকট গেলেন ও সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলেন। তৎপরে ভদ্রলোকটী চলিয়া গেলেন। ম্যানেজার আমাকে তখন সমস্ত কথা খুলিয়া বলিতে বলিলেন। আমি আনুপূর্ব্বিক ঘটনা তাঁহাকে বলিলে পর, তিনি আর একটী ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করিয়া আমাকে তথায় যাইতে বলিলেন এবং পকেট হইতে একটী ৫০ সেণ্ট্ লইয়া আমার হাতে দিতে প্রয়াস পাইলেন। আমি তাহা লইলাম না; কহিলাম—"আমার এ পয়সা ফিরাইয়া দিবার ক্ষমতা নাই; আর যেহেতু আমি ইহার পরিবর্ত্তে কোন কাজ করিয়া ইহা পরিশোধ করিবারও সুযোগ পাইতেছি না, সুতরাং আমি ইহা গ্রহণ করিতে পারিব না।" এই কথা শুনিয়া ভদ্রলোকটী ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। তৎপরে চেয়ারে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিতে লাগিলেন। চিঠিখানা লেখা শেষ হইলে, তাহা আমার হাতে দিয়া কহিলেন "মিঃ ব্রিস্টল যে কোনও উপায়ে হউক, তোমাকে কাজ দিবেন। তুমি এই চিঠি তাঁহাকে দিও।" আমি চিঠি লইয়া বিদায় হইলাম।

যথাসময়ে মিঃ ব্রিষ্টলের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিঠি দিলাম। তিনি চিঠি পড়িয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি কাজ করিতে পার?"

আমি—যে কোন কিছু পাইব, করিতে চেষ্টা করিব।

ব্রিল্—নৌকার মাঝির কাজ করিতে পার?

আমি—অবশ্য পারিব।

আমার মনে হইল, এ বড় জাহাজের কাজ। যদি এই কাজে

নিযুক্ত হই, তবে নৌকা চালান বিষয়টীও কতকটা বুঝিতে পারিব। সুতরাং নিরাপত্তিতে এই কাজ গ্রহণ করিলাম।

মিঃ ব্রিষ্টল আমার উত্তর শুনিয়া সুখী হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে কাজে নিযুক্ত করিয়া কাপ্তেনকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যে আমার খাওয়া দাওয়াও হইল।

কার্য্যস্থানে আসিলাম। স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আমার চিত্ত আকর্ষিত হইল বটে, কিন্তু কার্য্যে মন আকৃষ্ট হইল না। আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম, এ তাহা নহে, অন্যরূপ। এ বাস্তবিকই নৌকায় দাঁড় ফেলা মাঝির কাজ। আমি যাহা শিখিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা কিছুই নয়; সুতরাং ইহাতে একেবারেই মন আকৃষ্ট হইল না। তথাপি এক সপ্তাহ তথায় কাজ করিলাম এবং তাহাতে খরচাদি বাদে আমার পাচ ডলার হাতে হইল; তাহা লইয়া নিউইয়র্কে চলিয়া আসিলাম।

নিউইয়র্কে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে ১০ম রাস্তায় স্বতন্ত্র একটি বাসা ভাড়া করিয়া তৎপরে পুনরায় ছাত্রাবাসে ছাত্রদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলাম। এখানে আসিয়া প্রথমে মিঃ জোসির সহিত সাক্ষাৎ হইল। আজ মিঃ জোসি আমাকে বিশেষ যত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন, আজ আর আমাকে তাড়াইয়া দিলেন না। ছাত্রগণও বিশেষ যত্ন করিল। হায়, পাঁচ ডলারেরই মূল্য এত অধিক? আমি মনে মনে একটু হাসিলাম। যাহাই হউক, আজ তাঁহারা আমাকে তথায় থাকিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু আমি রহিলাম

না, চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় তথায় একটী সুসংবাদ শুনিয়া আসিলাম।

সন্ধ্যাবেলায় ইণ্ডিয়া হাউসে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় যাহারা ছিলেন, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সহিত সান্ধ্য আহারের অনুরোধ করিলেন। আমি অগত্যা তাঁহাদের সহিত আহারে যোগদান করিলাম। আহারাদির পর উল্লাসিত ভাবে এক জনের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

বসিবার ঘরে টেবিলের উপরে কয়েকখানা ভারতবর্ষীয় সংবাদপত্র ছিল। তন্মধ্যে "বেঙ্গলী" খানা হাতে লইয়া পড়িতে লাগিলাম। আধ ঘণ্টা কাল প্রায় এই কাজে কাটিয়া গেল। তৎপরে দেখিলাম, দুইটী ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রথমটী মিঃ ফেল্‌ফস্‌। তিনি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন?" উত্তরে যেমন আমি বলিয়াছি—"মিঃ মুখার্জ্জির জন্য," অমনি পেছন হইতে অপর ভদ্রলোকটী আসিয়া অতি পরিচিত বন্ধুর ন্যায় আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন—"যামিনী!" আমি মিঃ মুখার্জ্জিকে কখনও দেখি নাই, তাঁহার নাম শুনিয়াছিলাম, তাঁহার কাহিনী শুনিয়াছিলাম, আজ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিলাম। আর জিজ্ঞাসা করিতে হইল না, বুঝিলাম, ইনিই মুখার্জ্জি, ইনিই শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন মুখার্জ্জি। ব্যাপার দেখিয়া মিঃ ফেল্‌ফস্‌ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি গিরীন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি কি ইঁহাকে জানেন?" গিরীন বাবু বলিলেন—"আমি ইঁহাকে বিশেষরূপে জানি। আমার অতিশয় সুখের বিষয় যে, সে

আসিয়াছে। ফেল্‌ফস্ আবার কহিলেন—"ইতিপূর্ব্বে আর কখনও কি আপনাদের দেখা শুনা হইয়াছিল ?" মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন—"তাহা যদিও হয় নাই, তথাপি আমাদের পরস্পরের বিশেষ জানা শুনা ও দেখা শুনা আছে।" "Is that so. তাই না কি ?" বলিয়া ফেল্‌ফস্ অন্যত্র গমন করিলেন। আমরা দুই জনে গল্প করিতে লাগিলাম। গল্পে গল্পে অনেক রাত্রি হইয়া গেল ; সুতরাং সে রাত্রে আমার আর বাসায় ফিরিয়া যাওয়া হইল না, গল্পান্তে দুইজনেই পার্লারে শয়ন করিলাম।

এই অবস্থায় ২।৩ দিন কাটিয়া গেল। মিঃ ফেল্‌ফস্ আমাকে সাহায্য করিতে নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু আমি তাহাতে রাজী হইতেছিলাম না। এক দিন মিঃ ফেল্‌কস্ গিরীন বাবুর সঙ্গে বেড়াইবার ভান করিয়া আমাকে নিউইয়র্কের পশ্চিমে স্টক্লেয়ারে মিসেস্ হুইলারের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু সেই স্থানে পৌছিয়া যখন আমি জানিতে পারিলাম যে, তিনি চালাকি করিয়া আমাকে সে স্থানে পাঠাইয়াছেন, তখন যাহার নিকট পাঠাইয়াছিলেন, সেই ভদ্র মহিলাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম যে, "আমি আপনার নিকট হইতে কোনও সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি না।" ইহার কারণ এই যে, ইহাদের ভিতর যে দুইটী পার্টী হইয়াছে, এই দুই পার্টীর কাহারও নিকট হইতে সাহায্য লইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। সেইজন্যই ইতিপূর্ব্বে মিঃ জি, এম, গেষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই এবং সেই হেতুই এই ভদ্রমহিলার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

আমি ভদ্রমহিলার সাহায্য গ্রহণ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করাতে গিরীন বাবু আমার প্রতি একটু অসন্তুষ্ট হইলেন ; সুতরাং আর তাঁহার

সঙ্গে নিউইয়র্কে ফিরিয়া আসিলাম না। সমস্তরাত্রি এক পাহাড়ের পার্শ্বে বসিয়া কাটাইতে হইল। তখনও মার্চ্চ মাস। এই অঞ্চলে এই সময় খুব শীত আছে।

যাহা হউক, পাহাড়ের কিনারে সামান্য জঙ্গলের ধারে ওভারকোট বিছাইয়া শয়ন করিলাম। এই অবস্থায় শয়ন করিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য কিছুতেই ঘুম আসিল না; সুতরাং নানা বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে পত্র-পতনের ন্যায় অতি সামান্য একটু শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। তখন চাহিয়া দেখিলাম, অদূরে দুইটী শশক খেলা করিতেছেল। আমি মস্তক উন্নত করিয়া যখন দেখিতে লাগিলাম, তখন তাহারা ছুটিয়া পলাইল। আমার মনে তখন নূতন সমস্যা জাগিয়া উঠিল। ভাবিলাম—এইরূপ কষ্ট ভোগ করিয়া কি লাভ হইবে? আজ যদি এই জঙ্গল হইতে কোন হিংস্র জন্তু বাহির হইয়া আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে, তবে আমি কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব? আর বিশেষতঃ এইরূপ বৃথা কষ্টভোগ করিয়া কি ফল লাভ করিতেছি? জীবনটা কি এমনি ভারবহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কোন প্রকারে ইহার বিনাশ সাধন করিতে পারিলেই নিষ্কৃতি পাইলাম? তাহা ত নহে। তবে এ অনর্থক কষ্টভোগে কি প্রয়োজন? ইহা হইতে আমার কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে? ইহা হইতে আমি কি শিক্ষা পাইতে পারি? ইহা হইতে আমি কিরূপে জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারি? অনর্থক কষ্ট ভোগ করা, অনুদ্দেশ্যে কষ্ট ভোগ করা, লক্ষ্যহীন অবস্থায় কষ্ট ভোগ করা কি লাভ? কি প্রতিদান আর কি ধর্ম্মই বা সংস্থাপিত হয়? আর যথার্থ দেখিতে গেলে ইহা কি অধর্ম্ম নয়? তবে

এক কথা এই, এই দেশে কাহারও কাহারও নিকট হইতে কোনও সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কি না, তাহাই বিবেচ্য। এই প্রশ্ন হইতে আবার এই প্রশ্নগুলি উত্থিত হইয়া পড়িল—সাহায্য ব্যতিরেকে কি জীবনে কেউ কিছু করিতে পারে? কেউ কি কাহারও সাহায্য না লইয়া এই পৃথিবীতে চলিতে পারিয়াছে?—অনেক তর্ক করিয়া দেখিলাম, কেউ পারে না। প্রত্যেকেই অন্যের নিকট কোন না কোন সাহায্য পাইতেছে এবং করিতেছে। এই পৃথিবীতে থাকিতে হইলে লোকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া থাকিতে পারে কি না, সন্দেহ। অনেক তর্ক করিয়া দেখিলাম, সকলেই কোন না কোন কিছুর সাহায্যে আত্ম-কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। এমন কি স্বয়ং সূর্য্যদেবও সম্পূর্ণ স্বাধীন নন। তিনিও সোজাসুজি এই পৃথিবীতে তেজঃবিকীরণ করিতে পারেন না, তাহাকেও বায়ুমণ্ডলের সাহায্য লইতে হয়। সুতরাং আমি কিরূপে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে এই পৃথিবীতে চলিতে পারিব? প্রকৃতির নিয়মে যাহা নাই, তাহা আমি কিরূপে করিতে সমর্থ হইব? বুঝিলাম, চাহিয়া দেখিলাম, কেহই বিনা সাহায্যে এই পৃথিবীতে দাঁড়াইতে পারে না। আমার চক্ষুঃখুলিল, বুঝিলাম আমার ভুল হইয়াছে।

কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর কিরূপে "না হওয়া" করিতে পারি? যাহা হইয়াছে—তাহা হইয়াছে, তাহা আর "না হওয়া" হইবে। ভুল হইয়াছে, তাহা আর "না হওয়া" করিতে পারিব না, কিন্তু ভবিষ্যতে আর হইবে না। এতক্ষণে আমার সমস্যার মীমাংসা হইল। স্থির করিলাম, ভবিষ্যতে এরূপ ভুল করিব না। তখন দূরে ঘণ্টাধ্বনি শুনিলাম; জানিতে পারিলাম, ছুটা বাজিল।

এই সময় ভয়ঙ্কর শীত বোধ হইতে লাগিল। তখন অনাবৃত স্থানে অবস্থান করা অসম্ভব মনে করিয়া আস্তে আস্তে ওভার কোটটি গায় পরিলাম এবং উঠিয়া ধীরে ধীরে সহরের দিকে চলিলাম। ক্ষুদ্র সহর মণ্টক্লেয়ার তখন নিস্তব্ধ নির্জ্জন। কোথাও কোন শব্দ মাত্র নাই। আমি আস্তে আস্তে রেলওয়ে ষ্টেসনে গেলাম। এমন সময় ঠন্ ঠন্ করিয়া ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, বুঝিলাম একখানা গাড়ী আসিতেছে। অনতিবিলম্বে গাড়াখানা আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু এই ষ্টেসনে কেহ নামিল না, এখান হইতে কেহ উঠিলও না। অগত্যা গাড়ীখানা ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। অতঃপর পোর্টার ষ্টেসনের ওয়েটিং রুমের দরজা বন্ধ করিবে বলিয়া আমাকে ঘর হইতে তাড়াইয়া দিল। আমি পুনরায় সহরের রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

দশ মিনিট এইরূপ ভ্রমণের পরে দেখিলাম সম্মুখে যেন কেহ চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে ডাকিলাম। সে কোন উত্তর করিল না। অন্ধকারে স্পষ্ট কিছু দেখাও যাইতেছিল না। সুতরাং মনে একটু ভীতির সঞ্চার হইল। তথাপি সাহসে ভর করিয়া অগ্রসর হইলাম এবং আর একটু নিকটে গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম—কে যাইতেছ? উত্তর হইল, "কেন, কি চাই?" তখন বুঝিলাম ভীতির কোন কারণ নাই। সুতরাং দ্রুতবেগে তাহার নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিন পোলিশ ষ্টেসন

কোথায়?” “আমার সঙ্গে এস” বলিয়া লোকটী যেমন ভাবে চলিতেছিল তেমন ভাবেই চলিতে লাগিল, আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছি পর লোকটী জিজ্ঞাসা করিল,—“পোলিশ ষ্টেসনে কেন, কি হইয়াছে?” আমি তখন সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা তাহাকে খুলিয়া বলিলাম। এবং জানাইলাম যে আমার রাত্রি যাপনের আর কোন স্থান নাই, কাজে কাজেই পোলিশ ষ্টেসনে গিয়া অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। ‘আচ্ছা এস, আমি দেখাইয়া দিতেছি” বলিয়া সে পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল। আমি ও পূর্ব্বের ন্যায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলাম। প্রায় ৫ মিনিট পরে আমরা দুইজনে পোলিশ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এবং লোকটী পোলিশ অফিসারের নিকট আমার বিষয় সম্পূর্ণ খুলিয়া বলিল। “আচ্ছা বেশ, আমি তাহাকে দেখিয়া রাখিব” বলিয়া পোলিশ কর্ম্মচারী চাবি হস্তে আসিয়া একটী কামরার দরজা খুলিয়া দিল, এবং আমি তাহাতে প্রবেশ করিলে পর বাহির হইতে তালা বন্ধ করিয়া বলিল,—“কাল সকাল ৬টায় খুলিয়া দিব।” সে চলিয়া গেল। আমি কক্ষ-বদ্ধ হইয়া কাঠের বেঞ্চির উপরে সোজা হইয়া শুইয়া ভাগ্যের বিচিত্র ব্যাপার চিন্তা করিতে লাগিলাম। আর কিছু দেখিবার কি শুনিবার অবসর পাইলাম না। অল্পকাল মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া দরজা খোলার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় এক ঘণ্টা কাল এই রূপে অপেক্ষা

করিতে হইল। এই সময় পোলিশ ষ্টেসনের অবস্থাটা অবলোকন করিয়া লইলাম। দেখিলাম আমি যে কক্ষে আবদ্ধ ছিলাম তাহা প্রায় ৮—১০ ফুট। চারিদিকে মোটা লোহার শিকের বেড়া দেওয়া। ভিতরে একদিকে পাঁচফুট লম্বা আর দেড় ফুট প্রস্থে এক খানা বেঞ্চি। এক কোণে একটি পায়খানা, এইরূপ প্রায় বিশটী কক্ষ এই ষ্টেসনে ছিল। যেন ঠিক একটী চিঁড়িয়াখানা। এই চিঁড়িয়াখানার পশ্চিমদিকে ঘরের প্রায় এক চতুর্থাংশে পোলিশ কর্ম্মচারীদিগের অফিস। এই সব দেখিতে দেখিতে মনে হইল, এখানে যাহারা আইসে তাহারা এই চিড়িয়া-খানায় থাকিবার উপযুক্তই বটে। ইতিমধ্যে হঠাৎ একটী শব্দ হইল। চাহিয়া দেখিলাম পশ্চিম দিকে অফিসের দরজা খুলিয়া গেল। তৎপর চাবি হস্তে একজন লোক আমার কক্ষের দিকে আসিয়া কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিল, আমি বাহির হইয়া বিদায় হইলাম।

পূর্ব্ব রাত্রে যে পথিক আমাকে পোলিশ ষ্টেসন দেখাইয়া দিয়াছিল, সে তাহার ঠিকানা বলিয়া সকালে আমাকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিল। সুতরাং পোলিশ ষ্টেসন হইতে বাহির হইয়া তাহার উদ্দেশে চলিলাম। অবিলম্বে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে একটী ঠিকানা দিয়া তথায় যাইতে বলিলেন। আমি সেই স্থানে গেলাম। তথায় একটী স্ত্রীলোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার নিকট সমুদয় ঘটনা খুলিয়া বলিলাম। স্ত্রীলোকটী এক

খানি চিঠি আমার হাতে দিলেন, আমি তাহা লইয়া নূ-য়ার্কে চলিলাম।

যথা সময়ে নূ-য়ার্কে পঁহুছিয়া নির্দ্দেশিত সমিতির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে অনেক-বার ঘুরাইয়া অবশেষে কিছু করিতে পারিবেন না এরূপ প্রকাশ করিতেই আমি উত্তেজিত হইয়া কহিলাম, "আপনি আমাকে অনেক ঘুরাইয়াছেন, এখন জওয়াব দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। আমাকে কোনও একটী কাজ দেওয়া আপনার নিতান্ত উচিত। আপনি অবশ্য কাজ দিবেন।" ভদ্রলোক আমার ভাব গতি দেখিয়া নাচার হইয়া পড়িল এবং অগত্যা আমাকে এখানকার Y. M. C. A.তে পাঠাইয়া দিলেন, তথায় আমি অবশেষে কাঠুরিয়ার কাজে নিযুক্ত হইলাম।

Y. M. C. A.তে যাওয়া মাত্রই যে আমার কাজ হইয়াছিল, তাহা নহে, যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছিল। তাহারা প্রথম আমাকে নিকটবর্ত্তী আরও দু'চারটী ছোট সহরে পাঠাইয়াছিল। এই সমস্ত ছোট সহরের মধ্যে পেটার্স'ন সহরখানি উল্লেখযোগ্য। এখানে যথেষ্ট উলের জিনিষ তৈয়ার হইয়া থাকে। নূ-য়ার্কের Y. M. C. A.র সেক্রেটারী এখানকার Y. M. C. A.র সেক্রেটারীর নিকট পেটার্স'নের উল ফ্যাক্টরীতে আমাকে কোন একটী সুবিধা করিয়া দিতে পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কথাটা কি, "সব রসুনেরই এক বাস!" সব খৃষ্টানেরই এক কথা—তুমি খৃষ্টান

কি না। যদি বল হাঁ, তবে কতকটা আশা আছে। মানে, তোমার কাল চামড়া সত্ত্বেও তোমার জন্য সামান্য একটু চেষ্টা করিতে পারে। আর যদি বল "না" তবে ত তুমি হিদেন খাঁ! তবে একটু ভদ্রতা না করিলে নয়, তাই "Very sorry, indeed I am very sorry" বলিয়া একটু মুচকি হাসিয়া তোমাকে আপ্যায়িত করিল। তাহাদের Universal Brotherhoodএর কাজ মিটিয়া গেল। কিন্তু সব যায়গায় যে একই রকম ব্যবহার—তা নয়। তবে অধিকাংশ যে তাই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক, পেটার্সন হইতেও বিফলমনোরথ হইয়া নূ-ইয়র্কে ফিরিয়া আসিলাম। এবং Y. M. C. A.র সেক্রেটারীর নিকট পেটার্সনের কৃতকার্য্যতার কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি তখন পূর্ব্বের ন্যায় রস-শূন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বিশেষ আপ্যায়িত করিলেন। কিন্তু কথায় পেট ভরে না। ক্ষুধার সময় খাদ্য না দিয়া কোলাকুলি দিলেও ভাল লাগে না। শুষ্ক কথা ত দূরের কথা। সুতরাং আমি তাহাকে বলিলাম—মহাশয়, শুধু ঘুরিলে ফিরিলেই ত আর আমার চলিবে না,—"একটা কাজ আমাকে দিতেই হইবে।"

সেক্রেটারী——"কি করা যায়। আমি ত চেষ্টা করছি! আরও করিব। কিন্তু কাজ না জুটিলে কি করিতে পারি।"

আমি—ঐ কথায় আমার বড় কিছুই সাহায্য করা হইল না, আমার কাজ পাওয়া দরকার, আমি কাজ চাই।

সেক্রেটারী মহাশয় বড়ই মুস্কিলে পড়িয়া গেলেন, কিন্তু অবশেষে বলিলেন, "just wait, I will see, একটু অপেক্ষা কর আমি দেখ্‌ছি।" আমি তখন বসিয়া তিনি কি দেখিবেন তাহারই জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সেক্রেটারী টেলিফোন্ যন্ত্র সংযোগে কাহার সঙ্গে কি আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পর তিনি টেলিফো-কক্ষ হইতে বাহিরে আসিয়া নিজের টেবিলে বসিয়া একখানা চিঠি লিখিলেন এবং চিঠিখানা আমার হাতে দিয়া কহিলেন—"See this gentleman, and he will fix you up. এই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা কর, সে তোমার সব ঠিক করে দিবে।" আমি তখন বলিলাম—"আমি কি আবার ঘুরিতে চলিলাম না কি? তাহা হইলে আমি আর যাইতে চাই না; আমি আর ও সব ঘুরাফেরা ভাল বাসি না। তুমি যে কোন একটা কিছু করে দাও, এই আমি চাই।"

সেক্রেটারী—Oh no; you won't have to come back—he will fix you up, my dear friend, he will fix you up, don't be impatient. অঃ—না, তোমাকে ফিরে আস্‌তে হবে না। এই লোকটী ঠিকই তোমাকে একটা কিছু করে দিবে।"

আমি "আচ্ছা, তবে যাই। দেখি এবার আবার কি হয়" বলিয়া আমি চিঠিখানা হাতে লইয়া পত্রের শিরোনামায় লিখিত ঠিকানা অভিমুখে চলিলাম।

THE DARK SIDE.

তিন চারি মিনিট পর আমি নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় উপস্থিত হইলাম। দালানের সম্মুখে লেখা দেখিলাম Y. M. C. A. Woodyard department. আফিসে যাইয়া দেখিলাম, একটী আধবুড়ো ভদ্রলোক তথায় বসিয়া আছেন। দেখিয়া মনে হইল— ইনিই বা তিনি। তখন good morning দিয়া চিঠিখানা তাহার হাতে দিলাম। ভদ্রলোক চিঠিখানা খুলিয়া পাঠান্তে "all right, let me see, ভাল, দেখি"—বলিয়া কিছুকাল দম ধরিয়া রহিলেন। তারপর একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন— "I see, yes, I think I can use you. Let me see, what can I do for you.—হাঁ, আমার বোধ হয়, আমি তোমাকে খাটাইতে পারিব।" এই বলিয়া তিনি আবার একটু দম ধরিয়া থাকিয়া বাম হাতের কনিষ্ঠাঙ্গুলী কামড়াইতে লাগিলেন। ক্ষণ-কাল পর আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"Sit down, man, sit down,—have a chair, I will fix you up. Let John come. বস, বস, ঐ চেয়ার লও—জন্ আসুক, আমি তোমায় একটা কিছু ঠিক করিয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি আপন কাজ আরম্ভ করিলেন। আমি হাঁ করিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া জনের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম। প্রায় দশ মিনিট পর, একটী লোক অফিসে আসিয়া হাজির হইল। কেরাণী সাহেব তাহাকে দেখিবামাত্র কহিলেন—"John, can you use this

man ? I think you can. জন্, এই লোকটীকে কোন কাজে লাগাইতে পার কি ? আমার বোধ হয় তুমি পার।"

জন্। I don't know, I might. জানি না—পার্‌তেও পারি।

কেরাণী। Then go and see, তাহা হইলে যাও, দেখ।

জন্। All right, sir, বেশ।

জন্ তখন ভিতরের দিকে চলিল। আমি কেরাণীর অনুজ্ঞায় তাহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, বাটীর পিছনে, বেশ একটা সীমাবদ্ধ যায়গা আছে। তথায় স্তূপাকারে জ্বালানি কাঠ সকল, সজ্জিত রহিয়াছে। এবং এক একটা স্তূপের নিকট দু'জন করিয়া লোক কুঠার হস্তে সেই সমুদয় কাঠ চিড়িতেছে। আর তিন জন করিয়া লোক চলাগুলি স্থানান্তরিত করিতেছে। সেখানে এইরূপ বড় অনেক-গুলি কাঠের স্তূপ ছিল। প্রত্যেকটির নিকট উল্লিখিত বা তদধিক সংখ্যক লোক কাঠ চিড়িতে এবং চলাগুলি স্থানান্তরিত করিতে নিযুক্ত ছিল। জন্ প্রথমে আমাকে চলাগুলি স্থানান্তরিত করার সাহায্যার্থে নিযুক্ত করিয়া গেল। কিন্তু ক্ষণকাল পর আসিয়াই আমাকে তথা হইতে কার্য্যক্ষেত্রের অন্যপ্রান্তে লইয়া গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেটী একটী খসরা কাগজের ঘর। তথায় গাদায় গাদায় দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক খবরের কাগজ, পত্রিকা, নানা রকমের পুস্তক এবং নানা রকমের খাতাপত্র ধূলায় ধূসরিত হইয়া

স্তূপাকারে পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যূন দশ জন লোক সেই সমস্তগুলিকে বাছিয়া লইয়া পৃথক পৃথক অবস্থায় সাজাইয়া রাখিতেছে। আমি তথায় উপস্থিত হইলে, জন্ আমার প্রতি পুস্তকগুলি বাছিয়া লওয়ার ভার অর্পণ করিল। আমি অতিশয় খুসি হইয়া তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম।

ঘণ্টাখানি কাজ করার পরেই মধ্যাহ্ন ভোজনের ছুটি হইল। সকলে হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করতঃ খাওয়ার ঘরে আহার করিতে চলিল. আমিও আস্তে আস্তে তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিলাম। খাবার ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ঘরে লম্বালম্বি টেবিলসমূহ পাতা রহিয়াছে। তাহার উভয় পার্শ্বস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া ভায়ারা সকলে অপেক্ষা করিতেছে। আমি তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম আমার বসিবার স্থান আর নাই। সুতরাং একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ভাব দেখিয়া ভায়াদের একজন কহিল "Say, Jemie let him have a seat. জিমি, এই লোকটীকে বসতে দাও।" জিমি তখন একটু সরিয়া বসিয়া কহিল—"Come here, boy, এস।" আমি তখন তাহার পাশে সামান্য একটু যায়গা অধিকার করিয়া বসিলাম। ইতি মধ্যে খাদ্য সামগ্রী আসিতে লাগিল। সামগ্রীর মধ্যে আর বেশী কিছুই ছিল না। কেবল মাত্র কপি সিদ্ধ, এবং এক টুকরা করিয়া রুটি। ইহাই যে যতটা পারিল, খাইল। আমি জিমির কাপড়ের গন্ধে অস্থির হইয়া উঠিলাম। আর, যে সব খাওয়ার জিনিষ—দেখিয়াই সন্তুষ্ট হইলাম! সুতরাং বেশী কিছু আহার করা হইল না। এক টুকরা রুটি দ্বারাই সর্ব্ব কার্য্য সমাধা

করিলাম। তৎপর সকলের জন্যই কাফি আনীত হইল। তাহারা সেই দুধ ও চিনিশূন্য কাল কাফি মহা তৃপ্তির সহিত পান করিতে লাগিল। আমি হাঁ করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহারা আমাকেও কাফি পান করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু আমি চিনি ও দুধশূন্য শুধু কাফি খাইতে পারিব না শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল; জিমি তখন পরিবেশনকারীকে ডাকিয়া কহিল—"Say man, give him some sugar লোকটাকে একটু চিনি দাও।" পরিবেশনকারী তখন আমাকে একটু গুড় আনিয়া দিল। আমি তৎসংযোগে সামান্য একটু কাফি পান করিলাম। ইতি মধ্যে অনেকেই আহার সাঙ্গ করিয়া খাবার ঘর হইতে চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমিও কাফি পানান্তে কাজের ঘরে চলিয়া গেলাম। তৎপর ১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কাজ করিয়া পুনরায় সকলের সহিত ঐ প্রকার আহার করিতে গেলাম। এই বেলায় আহারের বন্দোবস্ত আরও খারাপ। কেবল মাত্র সেই কপি, আর রুটি। যাহাই হ'ক আহারান্তে উপাসনা-গৃহে ডাক পড়িল। সকলেই তথায় চলিল। উপাসনার ঘরটীও ঠিক সেই আফিস ঘরই বটে। উপাসনা-ঘরের একটি কোণে তিন চারিখানি চেয়ার ও এক খানি টেবিল লইয়া এই Wood-yard departmentএর অফিস। পাঠক একবার তথায় গিয়াছিলেন।

যাহা হউক আমরা সকলে তথায় উপস্থিত হইলে আমাদের কেরাণী সাহেব তথায় আসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা

সমাপনান্তে বাইবেল হইতে কোন এক স্থান উদ্ধৃত করিয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। ভাবে বুঝিলাম সেখানে আমরা সকলেই হিদেন। তাই কেরাণী আমাদিগকে খৃষ্টীয়ান হইতে উপদেশ দিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিন কেহই খৃষ্টীয়ান হইল না। সুতরাং কেরাণী সাহেব খাতা বন্ধ করিয়া পুনরায় কতক্ষণ প্রার্থনা করার পর সভাভঙ্গ করিলেন। আমরা যে যথায় সুবিধা শয়ন করিলাম। পরিশ্রান্ত শরীর আজ আর শয্যার অপেক্ষা করিল না। আমি শুষ্ক শক্ত কাঠের উপর পড়িয়া অচিরে নিদ্রিত হইলাম। পরদিন সকালে উঠিয়া সকলের সঙ্গে ব্রেকৃফাষ্ট করিতে গেলাম। কেবল মাত্র গমের ক্ষুদের জাউ এবং রুটির দ্বারা ব্রেকৃফাষ্ট করতঃ কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

ইতিমধ্যে কত কি মাহিয়ানা পাইব, তাহা জানিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। সুতরাং একজন মুজুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমরা কত করে পাও ?"

মু। খাবার আর থাকৃবার ছাড়া আর কিছুই পাই না।

আমি। কিছুই না ?

মু। না।

আমি। তবে কেন এখানে তোমরা এ অবস্থায় রহিয়াছ ?

মু। কি করিব ! সময় বড় মন্দ পড়িয়াছে, তাই। বড় খারাপ সময়, কোন কাজ কর্ম্ম মিলে না; কিন্তু অন্ন খাইলে ত আর চলিবে না। তাই বাধ্য হইয়া এই করিতেছি। তা না হ'লে কি আর এ ভাবে থাকি ! "তা'রা" এই দুঃসময়ের একটা সুবিধা নিতেছে।

আমি। 'কত দিন হয়, তুমি এখানে আছ ?

মু। চা'র মাসের উপরে !

আমি। তাই ? এত দীর্ঘ দিন ?

মু কি করি ! নিরুপায়, তাই—

যাহাই হউক আমি তাহার কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। এবং Y. M. C. A.র Universal Brotherhood এর আভ্যন্তরিক খবরে একটু হাসিলাম। কিন্তু আমার ভয় হইল আমারও বা আবার কত দিন থাকিতে হয়। আমার মুখ শুকাইল। যাহাই হউক এইরূপ আলাপ করিতে করিতে দশটা বাজিয়া গেল। মনে সাহস হইল যে বারটা ও বাজিবে। কিন্তু এ দুটী ঘণ্টা যাইতে অনেকক্ষণ হইল। তথাপি বারটা বাজিল। সকলে হাত মুখাদি প্রক্ষালন করতঃ ডিনার খাইতে চলিল, আমিও চলিলাম। আজ ও ডিনারে সেই-ই দশা। কপি সিদ্ধ এবং রুটির পরিমাণ দেখিয়া মনটা ভয়ঙ্কর চটিয়া গেল। কিন্তু কি করিব ? অগত্যা উহাই সামান্য কিছু খাইয়া উদর জ্বালা নিবৃত্তি করিলাম।

এইরূপ দুইদিন এখানে কাজ করিয়া তৎপর আমার কাপড় চোপড় আনিবার জন্য পুনরায় নিউইয়র্ক ফিরিয়া গেলাম। আবার ইণ্ডিয়া হাউসে যাইতে হইল। তথায় মিঃ মুখার্জ্জির সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়া "স্বয়ম্ভু স্বয়ম্ভু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। আমি তাহার কথার অর্থ যে না বুঝিলাম তাহা নহে।

কেহই আপনা আপনি এই পৃথিবীতে আসিতে পারে না। দেখিতে পাই এই পৃথিবীতে আসিতে পিতা মাতার সাহায্য লইতে হয়; জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে গুরুর সাহায্য লইতে হয়; দেশ জয় করিতে সৈন্যের সাহায্য লইতে হয়; রাজত্ব করিতে মন্ত্রীর সাহায্য লইতে হয়; এমন কি জীবন রক্ষা করিতে খাদ্যের সাহায্য লইতে হয়। আরও কত বিষয়ে কত সাহায্য এই পৃথিবীতে থাকতে হইলে দরকার। আমি বিনা সাহায্যে এই পৃথিবীতে আসিতে পারি নাই; এ যাবৎ এখানে বিনা সাহায্যে জীবিতও থাকিতে পারি নাই। এ সমুদয় চিন্তা না করিয়া অজ্ঞানের ন্যায় একেবারে স্বাধীন ভাবে চলিতে প্রয়াস পাইতেছিলাম। মিঃ মুখার্জ্জি এই সব চিন্তা করিয়াছেন, তাই আমি আসিবামাত্রই তিনি স্বয়ম্ভু স্বয়ম্ভু করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। আমি অর্থ বুঝিতে পারিলাম সুতরাং একটু হাসিলাম। তখন মুখার্জ্জি কহিলেন "কিছু হ'ল কি?"

আমি।—হইয়াছে। আমি কাপড় চোপড় লইতে আসিয়াছি।

মিঃ মুখার্জ্জি। স্বয়ম্ভু ভাবে?

আমি—তা'ও কি কখন হয়? মিঃ মুখার্জি একটু হাসিলেন।

মিঃ মুখা—আজ এই বেলা এখানে থাক, যা হয় কাল করিও। মিঃ মুখার্জির এ প্রস্তাবে আমার অসম্মত হইবার তেমন কোন কারণ ছিল না, সুতরাং সম্মত হইলাম। রাত্রি কালে দুই জনে পুনরায় কথোপকথন হইতে লাগিল। তাহা এইরূপ—

আমি—আমার মনে হয় এইরূপ ভাবে কষ্ট ভোগ না করিয়া বরং কোন কলেজে গিয়া পড়িয়া থাকা ভাল। যে কোন রূপে হউক খাইতেছি ও ঘুমাইতেছি। দিন কোনও না কোন উপায়ে কাটিয়া যাইতেছে, কেবল পড়াশুনাই হইতেছে না। খাওয়াও হইতেছে, পরাও হইতেছে, এবং ঘুমও হইতেছে; দিন কাটিয়া যাইতেছেই। বাকি রহিতেছে কেবল পড়াটী। যদি আর সকলই চলিতে পারে তবে ঐটাই বা চলিতে পারিবে না কেন? অবশ্য চলিবে। সুতরাং বলি কি, এমন একটা কলেজ এই দিকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না যে স্থানে পয়সা কড়ি কিছু দিতে না হয়? তাহা হইলে সেই স্থানে গিয়া পড়িতে পারি, এবং খাই না খাই যে সময়টুকু পাই তাহা অকারণ ঘুরিয়া ফিরিয়া ক্ষেপণ না করিয়া পুস্তক হাতে করিয়া লাইব্রেরীতে বসিয়া কাটাইতে পারি? এমন কোন স্থান আছে কি?

মিঃ মু—সেটী অতি উত্তম কথা। তাহাই কর্ত্তব্য। দেখ ভাই, আমি নিজে তাহাই করিয়াছি, অন্যকেও সর্ব্বদা সেইরূপ পরামর্শ দিয়া আসিয়াছি। তাহা যদি করিতে পার সে সব চেয়ে উত্তম। তুমি যদি যাও এখনি খুঁজিয়া দেখি কোথায় যাওয়া যাইতে পারে।

তিনি তখন আতিবিতি করিয়া কতগুলি ইউনিভারসিটী ক্যাটালগ্ খুজিয়া বাহির করিলেন এবং পূর্ব্বদিকে নিকটে যে সমস্ত ইউনিভারসিটী ও কলেজের ক্যাটালগ্ দেখা গেল, তন্মধ্যে কনেক্‌টিকাট্ ষ্টেট কলেজ ভাল বলিয়া বোধ হওয়াতে তথায় চলিয়া যাওয়া স্থির হইল। পরদিন সকাল বেলায় আর

নু-য়ার্কে যাওয়া হইল না। সেদিন স্ফুর্ত্তিতে কাটিয়া গেল। মিঃ ফেল্সও মিঃ মুখার্জ্জির নিকট এই সিদ্ধান্ত জানিতে পারিয়া সুখী হইলেন। আমি তৎপর দিন অপরাহ্ণে কনেকৃটিকাট্ যাত্রা করিলাম।

কনেকৃটিকাট্ ষ্টেট কলেজ

সন্ধ্যা সমাগত। সান্ধ্যকিরণে ধরাতল নূতন সাজে সজ্জিত হইল। পাহাড়ের চূড়াগুলি অস্তগামী সূর্য্যের বিমল লোহিত রং মস্তকে ধারণ করিয়া উত্তম শোভা পাইতে লাগিল। আমি একটী প্রাসাদের চূড়ার দিকে লক্ষ্য করিয়া আস্তে আস্তে পশ্চিমদিকে চলিতে লাগিলাম। আমি যেমন একবার পাহাড়ের উপরে উঠিলাম, আবার রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিতে লাগিলাম, প্রাসাদের চূড়াটী কখন দৃশ্য কখন অদৃশ্য হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব অস্ত হইলেন; ক্ষণকালের জন্য একটু আঁধার হইল। কিন্তু পরক্ষণেই পশ্চাৎ দিকে চাহিয়া দেখিলাম, পূর্ব্ব দিক উদ্ভাসিত করিয়া চন্দ্রদেব প্রকাণ্ড একখানি সোণার থালার ন্যায় উদয়াচলে উদয় হইলেন। জ্যোৎস্নালোকে দিঙ্মণ্ডল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চন্দ্রদেব যেমন ক্রমে একটু ঊর্দ্ধে উঠিলেন, আমিও আস্তে আস্তে আসিয়া ষ্টর্সে উপস্থিত হইলাম।

ষ্টর্স এক খানি পল্লিগ্রাম। ইগল্ ভিল ষ্টেসন হইতে ইহা প্রায় ৫ মাইল পশ্চিম দিকে অবস্থিত। পল্লিখানি কয়েকটী ছোট ছোট পাহাড়ের শিরোদেশ ও তাহাদের উপত্যকায় আপন কলেবর বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। ইহার একটী পাহাড়ের

উপর কনের্কৃটিকাট্ ষ্টেট কলেজ অবস্থিত। ইহার সম্মুখে দক্ষিণ দিকে একটী জলাশয় আছে। এই জলাশয় হইতে কলদ্বারা সমস্ত পল্লিতে পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। জলাশয়ের দক্ষিণ দিকে কলেজ-গির্জ্জার দক্ষিণে কলেজের কৃষিবিভাগ ও দুধের কারখানা। কলেজের প্রধান দালানটী একটী ছোট পাহাড়ের উপর দণ্ডায়মান। তাহার পশ্চাৎ ভাগে উত্তর দিকে, সম্মুখে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ও পশ্চাতে দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ক্রমে তিনটী দালান কলেজের ছাত্রাবাস। ইহাদের নাম যথাক্রমে ও ড্, ও গোল্ড ডর্‌মেটারী এবং ষ্টর্স হল। ইহার মধ্যে শেষোক্তটীই সর্ব্বাপেক্ষা বড় ও নূতন, সুতরাং ভাল। পল্লিখানি প্রায় কলেজের অধ্যাপক এবং কলেজ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কার্য্যকারকগণ ও তাহাদের সাহায্যকারী ব্যক্তিদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু বলা বাহুল্য আমেরিকার অন্যান্য সহরের ন্যায় ষ্টর্সও দিন দিনই উন্নতির দিকে ধাবিত হইতেছে।

ষ্টর্সের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোহর। এখানে ছাত্রগণ এক যোগে সহর ও পল্লি জীবন ভোগ করিতে পারে। সহরে বাস করিতে লোকে যে সমস্ত সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে, এখানে সাধারণতঃ সে সমুদয়ের অভাব নাই। সহরে যেমন কলের বিশুদ্ধ জল পান করিয়া থাকে এখানকার লোকেও তাহা পায়। সহরে যেমন যখন যাহা দরকার বোধ করে এবং কিনিতে পারে, এখানেও দুই খানি দোকানে ঠিক সহরের দরেই সেই সমস্ত জিনিষ ঠিক তেমনই ভাবে পাইয়া থাকে। সহরে যেমন

শিক্ষার বিশেষ সুবিধা এখানেও ঠিক তাই। সহরে যেমন দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখন প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদি বিশুদ্ধ ও টাটকা পাইয়া থাকে এখানেও তাহাই পায়। এই সামান্য পল্লিতেও স্নানের জায়গা এবং পায়খানা ঠিক সহরের মতই আছে। সহরেও কলের জল আর ড্রেণ-পায়খানা, এখানেও ঠিক তাই। এই হইল সহরসুখের কথা। তৎপর আবার পল্লি-জীবনে লোকে যে সমস্ত সুখ-শান্তি লাভের জন্য পল্লি-গ্রামে যাইয়া থাকে, তৎসমুদয়েও ষ্টর্স অতি ধনী। ষ্টর্স যথার্থই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বশান্তিপ্রদায়িনী। ষ্টর্স বাস্তবিকই একখানি অতি সুন্দর ও উন্নত পল্লি। সুদুরাগত ছাত্রগণ এখানে আসিয়া অনেকেই গৃহ-ত্যাগ-দুঃখে দুঃখিত হয় না।

কলেজের ছাত্র-সংখ্যা নিতান্ত কম হইলেও এখানে স্ত্রীপুরুষে ১৮০ জনের কম থাকে না। এবং তাহারা যাহাদের যে বিষয়ে ইচ্ছা পড়িবার সুযোগ পায়।

আমি ষ্টর্সে পৌঁছিয়া একটী ভদ্রলোকের সাহায্যে প্রথমে কলেজের প্রেসিডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার সমস্ত সংবাদ এবং অভিপ্রায় জানিয়া তখনই আমাকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। তৎপরে আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়া কহিলেন, "কাল সকালবেলা মিঃ হুইলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও।" তৎপর তিনি যে ভদ্রলোকটী আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন তাঁহাকে সঙ্গে দিয়াই আমাকে খাবার ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাহার নিকট হইতে বিদায়

হইলাম। ভদ্রলোকটী আমাকে খাওয়ার ঘরে লইয়া গেলেন।

তখন প্রায় সকলেরই আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে, একটী মাত্র ছাত্র উপস্থিত ছিল। আমার সঙ্গের ভদ্রলোকটী তাহাকে ডাকিয়া কহিল "প্রেসিডেণ্ট বলিয়াছেন, ইনি এখানে খাইবেন। ইহার যাহা দরকার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা ইহাকে দেও।" ছাত্রটী একখানি কাগজ ও রুল পেন্সিল লইয়া আমার নিকট আসিল এবং জিজ্ঞাসা করিল আপনি কি খাইবেন? আমি তখন কাগজখানায় আমার যাহা দরকার লিখিয়া দিলাম। সে অনতিবিলম্বে তাহা আনিয়া দিল। আমি আহার করিতে লাগিলাম। ভদ্রলোকটী আমার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

আহারান্তে সেই ভদ্রলোকটীই আমাকে আমার শয়ন-কক্ষ দেখাইয়া দিলেন। আমি কাপড় ছাড়িয়া শয়ন করিবার পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ শয়ন করিলাম। তখন মনে হইল—সেই দিন আর এই দিন! সেই পাহাড় গায়, আর এই সৌধে সুকোমল শয্যায়! সেই ভ্যাগাবণ্ড জীবন, আর এই ছাত্র-জীবন!

যাহাই হউক, তৎপর দিন প্রাতে ব্রেকফাষ্টের পর কলেজে যাইয়া মিঃ হুইলারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে প্রেসিডেণ্টের চিঠিখানা দিলাম। তিনি খামখানা খুলিয়া পত্রখানা পড়িলেন; এবং পাঠান্তে আমাকে তাহার ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া তৎপরে দাঁড়াইয়া ছাত্র ও ছাত্রীদের নিকট

আমাকে পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি ঐ দিন হইতে রীতিমত পড়া শুনা করিতে লাগিলাম।

পড়া শুনা ঠিক হইয়া গেল; কিন্তু কি খাইয়া পড়া শুনা করিব, তাহাই তখন এক মাত্র ভাবিবার বিষয় রহিল। সুতরাং ঐ দিনই কলেজ-সময়ের পর কলেজে কৃষিবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম এবং তাহার নিকট কাজ প্রার্থনা করিলাম। তাহাকে বেশী কিছু বলিতে হইল না। কাজের কথা বলিবা মাত্রই তিনি কাজ দিতে স্বীকৃত হইলেন। আমি তৎপর দিন হইতে কার্য্যে নিযুক্ত হইলাম।

একদিন দুইদিন করিয়া একে একে তিন মাস কাটিয়া গেল। জুন মাস আসিল। ভয়ঙ্কর গরম পড়িল। কলেজ বন্ধ হইল। কিন্তু কলেজ বন্ধ হইয়াও হইল না, আবার গ্রীষ্মের ছুটির ক্লাস খোলা হইল। চারিদিক হইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, প্রভৃতি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং আর আর লোক ষ্টেট 'সামার কোর্স' পড়িতে আসিল। ষ্টেট যেমন তেমনই রহিল, কেবল মাত্র পল্লিখানা নূতন সাজে সজ্জিত হইল। আমিও সামার কোর্স পড়িতে লাগিলাম।

তখন ভয়ঙ্কর গরম পড়িয়াছে। দিনের মধ্যভাগে তাপ নব্বই ডিগ্রীর কম নয়। ঐ সময়ে কাজ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সদয় হইয়া যখন ইচ্ছা তখন কাজ করিতে অনুমতি দিলেন। আমার তাহাতে বিশেষ সুবিধা হইল। আমি ভোরে চারিটার সময় উঠিয়া কাজে

যাইতাম এবং সাড়ে আটটার সময় মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও পাউরুটী খাইয়া পড়িতে বসিতাম। পড়া শুনা করিয়া আবার যথেষ্ট দুধ রুটী খাইয়া চারিটা ত্রিশ মিনিটের সময় কাজে যাইতাম। আবার সাতটা ত্রিশ মিনিটে বাসায় ফিরিয়া আহারাদি সমাপ্ত করতঃ আধঘণ্টাকাল মিঃ এডুইন স্মিথের সহিত আলাপাদিতে কাটাইয়া আবার পড়িতে বসিতাম। তৎপর রাত্রি বারটা কি সাড়ে বারটায় শয়ন করিতাম।

এইরূপ ভয়ানক পরিশ্রম করিয়াও আমি বলিতে পারি, ইসে আমি যার পর নাই সুখী ছিলাম। মনে অনন্ত আশা ও উত্তেজনা বিরাজ করিত; হৃদয়ে অসীম উদ্যম ছিল; এবং বাহুতে কার্য্যকরী ক্ষমতা ছিল। মাঠে কাজ করিতে যাইতাম—আমি একাকী। উপরে অনন্ত আকাশ, নিম্নে প্রশস্ত ময়দান। চতুর্দ্দিকে প্রকৃতির প্রশস্ত ছবি। আমি মুক্ত বায়ুতে মুক্তভাবে কত সুখের চিন্তা করিতাম। হাতে কাজ করিতাম, মনে কত উন্নত আশার চিত্র স্তরে স্তরে উদিত হইত। আমি অবারিত ভাবে প্রাণ ভরিয়া চিন্তা করিতাম। পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্য আমার চিত্তপটে জাগিয়া উঠিত। আমি সেই সুদূর প্রবাসে নির্জ্জন মাঠে সেই চিন্তায় যে কত সুখ, কত শান্তি পাইতাম, তাহা অবর্ণনীয়।

ইসে যে কয় দিন কাটাইয়াছি, যথার্থই সে কয়টী দিন

জীবনের সুখের দিনের তালিকাভুক্ত। একদিকে এই, অন্য-দিকে এই যে, প্রাণের আশা মিটাইয়া পড়িতে পারিতাম। ক্লাসের পড়াশুনা বাদেও অনেক পুস্তক পড়িতাম। তাহাতে কোনও অসুবিধা ছিল না। হাতের নিকট ল্যাইব্রেরী, যখন যে পুস্তক দরকার বোধ করিতাম, অবাধে আনিয়া পড়িতে পারিতাম।

এতদ্ব্যতীত আরও একটী সুখ ছিল, যাহা অতি অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। এটি প্রোফেসার এড্‌ইন ওস্‌কার স্মিথের সঙ্গ লাভ। সেই উদার-স্বভাব, উন্নতমন, চরিত্রবান অধ্যাপকের মূর্ত্তিখানি চিরদিন এ হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। খেলায় খেলার সাথী, বাক্যালাপে ও বিপদে বন্ধু, এবং উপদেশে গুরু, এমন মহাজনের সঙ্গ লাভ আর কখনও এ জীবনে ঘটিবে কি না জানি না। তবে কয়েক দিন যে এমন মহতের সঙ্গলাভ হইয়াছে, সেই জন্য পরম পিতাকে ধন্যবাদ, এবং এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

ষ্টর্সে অবস্থান সময় আমার কোনও অশান্তি ছিল না। কলেজের সময় কলেজে যাইতাম, পড়ার সময় পড়িতাম, কাজের সময় মাঠে কাজ করিতাম এবং আপন মনে অনন্ত উন্নত চিন্তা করিতাম। আর অবসরকালে পরম বন্ধু অধ্যাপক স্মিথের সহিত নানা কথা আলাপ করিতাম এবং কত সদুপদেশ পাইতাম। পাঠ্য জীবনে ইহা অপেক্ষা আর কি সুখের কামনা হইতে পারে?

একখানা চিঠির সমাদর।

আস্তে আস্তে গ্রীষ্মাবকাশ ফুরাইয়া আসিল; আমি যদিও সুখের ষ্টর্স ছাড়িয়া এই বৎসর কোন স্থানে যাইব না স্থির করিয়াছিলাম, তথাপি নানাদিকে পত্রাদি লিখিয়া অনেক ইউনি-ভার্সিটি ক্যাটালগের যোগাড় করিয়া দেখিতেছিলাম, পর বৎসর কোথায় যাইতে হইবে।

আগষ্ট মাস গত হইয়াছে। আজ সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ। মাঠ হইতে আসিয়া স্নানাহারান্তে একবার কলেজের পোষ্টা-ফিসে গিয়াছি, দেখিব চিঠি পত্র আছে কি না? ক্লার্ক কহিল "কিছুই নাই"; সুতরাং ফিরিয়া চলিয়াছি। কিন্তু পিছন হইতে পোষ্টমাষ্টার আমাকে ডাকিলেন। অতএব ফিরিয়া গেলাম, তিনি একখানা পত্র আমার হাতে দিলেন। আমি একটু হাসিলাম। পোষ্টমাষ্টার কহিলেন "সে (কেরাণী) ইহা জানিত না।" "That's Allright" বলিয়া আমি বিদায় হইলাম। বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, চিঠিখানা ব্রাউন ইউনিভার্সিটীর প্রেসিডেণ্টের আফিস হইতে আসিয়াছে। "দুই দিন পূর্ব্বে ঐ ইউনিভারসিটির একখানা ক্যাটালগ পাইয়াছি; আজ আবার এ পত্র কিসের" ভাবিয়া চিঠি খানা খুলিলাম। পড়িতে লাগিলাম, পাঠান্তে আপনা আপনিই একটু হাসিলাম। আমি ষ্টর্স ছাড়িয়া এ বৎসর কোথাও যাইব না। প্রেসিডেণ্ট আমাকে ব্রাউনে যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি আমার অবস্থা জানেন না, তাই লিখিয়াছেন। "যদি

জানিতেন তা' হলে লিখিতেন না" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রোফেসার স্মিথের নিকট গিয়া হাসিতে হাসিতে চিঠিখানা তাহার হাতে দিলাম। তিনি চিঠি পড়িয়া কহিলেন "তাঁহাকে কিছু লিখে দাও।"

আমি—কি লিখিব?

প্রো: স্মিথ—তোমার অবস্থা।

আমি—কেন?

প্রো: স্মিথ—যদি সে তোমার জন্য কিছু করিতে পারে?

আমি—কি করিবেন? আমি কিছু চাই না।

প্রো: স্মিথ—কেন?

আমি—আমি ষ্টর্স হইতে যাইতে চাহি না।

প্রো: স্মিথ—ব্রাউন ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল।

আমি—হ'তে পারে, কিন্তু আমি মনে করিতেছি এ বৎসর ষ্টর্সেই থাকিব। পরের বৎসর যেখানে হয় যাইতে চেষ্টা করিব।

প্রো: স্মিথ—যদি তুমি এই সুযোগ পাও, তবে ছাড়িবে কেন?

আমি—বড় কষ্ট হইবে।

প্রো: স্মিথ—এমন যদি হয়, তবে না হয় পুনঃ এখানে চলিয়া আসিবে।

আমি—না, একেবারে যাইবই না। একবার গেলে কি আর ফিরে আসা যায়?

প্রো: স্মিথ—কেন?

আমি—আমার এই একটা স্বতন্ত্র মত যেখান হইতে

চলিয়া যাইব, সে দিকে আর ফিরিব না। ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করা অবধি এই মতেই কাজ করিতেছি।

প্রোঃ স্মিথ—আচ্ছা না গেলে, চিঠিখানা আমাকে দাও।

আমি তখন চিঠিখানা তাঁহাকে দিয়া চলিয়া আসিলাম। দুই দিন পরে মিঃ স্মিথ্ আমাকে ডাকিয়া একখানা চিঠি পড়িতে দিলেন। চিঠিখানা পড়িয়া দেখিলাম, ব্রাউন ইউনিভার-সিটীর প্রেসিডেণ্ট Dr. W. H. Faunce লিখিয়াছেন, "তিনি আমাকে বার্ষিক ১৫৩ ডলার বৃত্তি দিবেন, তদ্দ্বারা আমার কলেজ-ফি চলিয়া যাইবে। তৎপর আমার আর আর যে সমুদয় খরচ তাহা আমার নিজেরই রোজগার করিয়া লইতে হইবে।" চিঠি পড়িয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম। প্রোঃ স্মিথ কহিলেন "কেমন মনে কর?"

আমি—এ ত ভালই; কিন্তু কি করিব। যাওয়া কি ঠিক?

প্রোঃ স্মিথ—কি বল্‌ছ, যাওয়া ঠিক নয়? এমন সুবিধা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? আর তুমি এমন সুবিধা পেয়েও বল্‌ছ "যাওয়া কি ঠিক?"

আমি—আপনি তবে যাইতেই বলিতেছেন?

প্রোঃ স্মিথ—হাঁ, সে কি শুধু একবার ক'রে? একশত বার বলিতেছি।

আমি—তবে যাইব। কিন্তু, বল্‌তে কি, আমার বড় ভয় হয়।

প্রোঃ স্মিথ—তা আর ভয় কি? যদি এমনই চলিতে না পার, তবে ষ্টস´ ত সর্ব্বদাই তোমার জন্য রহিল।

সুতরাং ব্রাউন ইউনিভারসিটীতে যাওয়া ঠিক হইল। আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর ব্রাউন ইউনিভারসিটীর সেসন্ আরম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বে আমাকে তথায় যাইতে হইবে। প্রোঃ স্মিথ বলিলেন, "১৫ই তারিখ এখান হইতে চলিয়া গেলেই হইবে। ১২।১৪ দিন পরিশ্রম করিয়া যতদূর সম্ভব যোগাড় করিয়া লইয়া যাও।" তাঁহার এই উপদেশ অনুযায়ী তৎপর দিন হইতে ঠিক দশ ঘণ্টা করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে ১৩।১৪ দিন কাটিয়া গেল। ১৫ই তারিখ সকাল বেলায় উঠিয়া পুথি পুস্তক বাঁধিয়া, ষ্টর্সের বন্ধুদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, মিঃ স্মিথকে যথাসম্ভব বিদায় সম্ভাষণ করিয়া, ষ্টর্স হইতে বিদায় হইলাম।

বেলা প্রায় এগারটার সময় প্রভিডেন্সে পৌঁছিলাম এবং একটী দোকানে কিছু আহার করিয়া ইউনিভারসিটীর দিকে চলিলাম।

সহরের উত্তরাংশে একটী পাহাড়ের উপরে ব্রাউন ইউনিভারসিটী অধিষ্ঠিত। দূর হইতেই ইউনিভারসিটী অট্টালিকার চূড়া দেখা যায়। আমি ইউনিভারসিটীতে উপস্থিত হইয়া প্রেসিডেন্টের আফিসে খবর লইয়া জানিলাম প্রেসিডেন্ট তখনও আফিসে আসেন নাই। তিনি বাড়ীতে আছেন। আমি তখন তাঁহার বাড়ীর দিকে চলিলাম। পাঁচ মিনিট মধ্যে তাঁহার গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

এবং ভিতরে লইয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র সন্তান বালক ফন্‌সের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন। তৎপর আমরা উভয়ে ইউনিভারসিটীর দিকে চলিলাম। ইউনিভারসিটী কম্পাউণ্ডে পৌঁছিয়া তিনি নিজে কোন্ দালানে কোন্ ডিপার্টমেণ্টের হেড আফিস দেখাইলেন। তৎপরে জুলিয়াস্ সিজার, আউরলিয়াস্ প্রভৃতি রোমান্ বীরদিগের প্রস্তর নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তিগুলি দেখাইয়া তাঁহাদের ঐতিহাসিক ব্যাপার সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেন। তৎপর আমরা আরও অগ্রসর হইলে ইউনিভারসিটী ধর্ম্ম-মন্দির দেখাইয়া কহিলেন "আমরা প্রত্যহ কলেজ বসিবার পূর্ব্বে, এই গির্জ্জায় বিশ মিনিট সময় উপাসনায় ক্ষেপণ করি।" অতঃপর আমরা এ্যাডমিনিষ্ট্রেসন দালানের দিকে চলিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন "তুমি রেজিষ্ট্রারের নিকট যাইয়া দেখ ডরমেটারীর কোন রুম খালি আছে কি না।" আমি তাহাই করিলাম; কিন্তু রেজিষ্টার আসিয়া সংবাদ দিলেন একটী রুমও খালি নাই। তখন ইউনিভারসিটী কম্পাউণ্ডের বাহিরে যে সমস্ত জায়গায় সচরাচর ছাত্রগণ বাস করিয়া থাকে, সেই সব স্থানে পাঠাইলেন। কিন্তু কোন সুবিধা হইল না। অতঃপর, যখন তাঁহারা একরূপ অপারগ হইলেন, তখন আমি নিজেই চেষ্টা করিয়া একটী ঘর ভাড়া করিলাম এবং তথায় থাকিয়া ইউনিভারসিটীতে পড়িতে লাগিলাম।

হতাশ।

ইউনিভারসিটীতে পড়িতে লাগিলাম; কিন্তু কি খাইয়া পড়িব তাহার কোনোই যোগাড় নাই। ষ্টর্স হইতে যে কয়টী ডলার লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইল, কিন্তু তখনও কোন কাজের যোগাড় হইল না। যদি আর অল্প দিনে কোন কাজের যোগাড় না হয়, তবে কি করিয়া চলিতে পারিব, এই ভাবিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলাম; কিন্তু চেষ্টা করিতে ভুলিয়া গেলাম না।

দ্বিগুণ উৎসাহে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ইউনিভারসিটীর Y. M. C. A. এর 'এমপ্লয়মেণ্ট' আফিস হইতে চিঠি দিয়া নানা স্থানে পাঠাইয়া দিল, কিন্তু সকল স্থান হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। আমি স্বীকার করি, তখন আমি প্রায় অধীর হইয়া পড়িলাম এবং আর কোনও উপায়ান্তর নাই দেখিয়া ষ্টর্সে প্রোফেসার স্মিথের নিকট পত্র লিখিলাম। তিনি উত্তর লিখিলেন "যদি কোনও যোগাড় না হয়, অগৌণে এখানে চলিয়া আইস।" আমি ফিরিয়া না যাইয়া আবারও চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই যোগাড় হইল না। মিঃ স্মিথ আমার গৌণ দেখিয়া আবার পত্র লিখিলেন "যদি কোনও যোগাড় না হইয়া থাকে, তোমার অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া এখানে চলিয়া আইস। ইহাতে তোমার কোনও লজ্জার কিম্বা দুঃখের কারণ নাই। এখানে আসিলে এক যোগাড় হইবেই।" আমি তথাপি ষ্টর্সে

চলিয়া গেলাম না। তাঁহাকে লিখিলাম—আমাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিন। আমি তদ্দ্বারা কোন উপায় করিয়া লইতেছি।

যখন কোন কাজের যোগাড় হইল না, তখন ভাবিতে লাগিলাম—এত দিন চেষ্টা করিয়াও কোনই কাজের সুবিধা করিতে পারিলাম না। আমিই এস্থানে প্রথম ভারতবাসী আসিয়াছি। যখন এতদিন এত চেষ্টায় কোনও যোগাড় হইল না, এবং দেখিতেছি আর কিছু যে হইবে, তাহারও আশা করা যায় না, তখন বৃথা ঘুরিয়া ফিরিয়া "ভারতবাসীরা ভ্যাগাবণ্ড" এই পরিচয় দিয়া দরকার নাই। ইতিপূর্ব্বে কোন ভারতবাসী এখানে আসে নাই; সুতরাং এখানকার লোকে ভারতবাসীদিগকে বিশেষ জানে না। যদি ইতিপূর্ব্বে ভারত-বাসী আর কেহ এখানে আসিত এবং ইহারা আমাদিগকে জানিত তাহা হইলে আমার বাসস্থান ঠিক করিতে এত বেগ পাইতে হইত না। কাজেরও যোগাড় হইত। দেখিতেছি আমিই এখানে প্রথম ভারতবাসী আসিয়াছি। কাজে কাজেই এমন কিছু করা উচিত যাহাতে আমরা এখানে পরিচিত হইতে পারি এবং আমার পরে যদি কেহ এখানে আসে তবে আমার যেরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হইল তাহাকে আর সেরূপ করিতে না হয়। এইরূপ ভাবিয়া মনে করিলাম আর কাজের জন্য ঘুরিয়া বেড়াইব না। যদি কোন উপায়ে বক্তা বলিয়া পরিচিত হইয়া বক্তৃতা দিতে পারি, তাহা হইলে আমার দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে। টাকাও পাইব তদ্দ্বারা

খরচ চলিবে এবং এখানে আমাদিগকে পরিচিতও করিতে পারিব। এই হইলে ভবিষ্যতে যাহারা এখানে আসিবে তাহাদের আর আমার মত কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। এই রূপ স্থির করিয়া আমার সুহৃদ মিঃ সুয়েলকে এই সব কথা বলিলাম।

মিঃ আর্‌থার্‌ এফ সুয়েল এখানে আমার একজন সমপাঠী ছাত্র। বয়স আমাপেক্ষা কিছু কম, কিন্তু বুদ্ধি বিবেচনা এবং কার্য্যকারিতায় আমাপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতাশালী। দুই চারি দিনেই তাঁহার সহিত আমার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমাকে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। তাঁহার নিকট বক্তৃতার বিষয় প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে আমার উদ্দেশ্য জানাইলে তিনি আমার প্রস্তাব সঙ্গত বোধ করিলেন। তৎপর কিরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিব, তদ্বিষয় আমরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলাম এবং প্রোফেসার স্মিথের নিকট হইতে টাকা আসার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। যথাসময়ে সেই টাকা আসিয়া পৌঁছিল। তদ্দ্বারা আমাদের বক্তৃতার যোগাড় করিতে যাহা দরকার তাহা করিয়া লইলাম। অল্পদিন মধ্যেই এই চেষ্টা অনেকটা ফলবতী হইল। ক্রমে মিঃ সুয়েলের নামে দুই এক খানা করিয়া চিঠি আসিতে লাগিল। আমি দুই একটী করিয়া বক্তৃতা পাইতে লাগিলাম ; তদ্দ্বারা আমার মাসের খরচ চলিয়া যাইতে লাগিল।

বক্তৃতা-ব্যবসায়ে আমার যে শুধুই অর্থলাভ হইত, তাহা

নহে। আমেরিকান সামাজিক সংবাদ জানিবারও ইহা আমার একটী উত্তম পথ হইয়াছিল। তাহাদের রীতিনীতি, আচার-পদ্ধতি, এবং সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি বিষয় জানিবার ইহা একটী উত্তম উপায় হইয়াছিল। সামাজিক বৈচিত্র্যতা, চরিত্র-বিভিন্নতা এবং আচার-ব্যবহারে স্বাতন্ত্র্যতা—এ সব বিষয় অবগত হইবার বক্তৃতা আমাকে অনেক সুযোগ মিলাইয়া দিত। আর সর্ব্বশেষে, প্রত্যেকটী মনুষ্যের স্বতন্ত্র মতের পিছনে যেমন একটী সাধারণ মত আছে, প্রত্যেকটী স্বতন্ত্র সমাজের পিছনে, ঠিক তেমনি একটী সাধারণ ভাব আছে, তাহা বুঝিবারও ইহা একটি সুন্দর উপায় হইয়া পড়িয়াছিল। কেননা, অনেকের সহিত অনেক বার মিশিলে, এবং অনেক সমাজের সংস্রবে আসিলেই, এ সব বিষয় বোধগম্য হইবার সম্ভাবনা, নচেৎ নয়।

আমি সর্ব্বপ্রথমে প্রোফেসার আর্থার আব্রাম পোপের সাহায্যে ইউনিভারসিটীর সংস্পৃষ্ট একটী ক্লাবে বক্তৃতা করি। সেই বক্তৃতার ফলে উপর্য্যুপরি কয়েকদিন কয়েকজন প্রোফেসারের বাড়ীতে আহারের জন্য নিমন্ত্রিত হই। সেই নিমন্ত্রণের ফলে আমি ইহা অবগত হইতে পারিয়াছিলাম যে, স্ত্রীলোক সর্ব্বদাই স্ত্রীলোক। তাহারা রাজনৈতিক চর্চ্চাই করুক আর বৈজ্ঞানিক চর্চ্চাই করুক, তাহারা পুরুষের অফিসই গ্রহণ করিতে চাউক, আর পুরুষের অধিকারই বিলোপ করিতে চাউক, তাহারা কলমই ধরুক আর কোমরে অসিই

ঝুলা'ক তাহারা যে স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই বটে। প্রকৃতির আকৃতি পরিবর্ত্তন করে কাহার সাধ্য? স্ত্রীলোক হাজার উন্নত হউক আর শিক্ষিতা হউক, এ দেশে হউক, আর বিদেশেই হউক, স্বর্গে হউক আর পাতালে হউক, স্ত্রীলোক সর্ব্বত্রই স্ত্রী-স্বভাবাপন্নই বটে!

Happy new year, (নব বর্ষোৎসব)

এই সময়ে খ্রীষ্ট মাসের বন্ধ ছিল। ক্লাবে বক্তৃতার দুই এক দিন পরেই আমার বন্ধু মিঃ আর্থার এফ নূয়েল বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। বোষ্টনের একটী সহরতলীতে তাঁহার বাড়ী। তিনি যাইবার সময় আমাকে বলিয়া গেলেন "I would like to have you at our place. I will write you when you must go to Boston. My mother will be very glad to see you. Wouldn't you like to see her? আমি তোমাকে একবার আমাদের বাড়ীতে নিতে চাই। তুমি কখন যাবে,' আমি তোমাকে লিখ্‌ব। আমার মা তোমাকে দেখে বড়ই খুসী হবেন। তুমি কি তাঁকে দেখিতে চাও না?"

আমি—"Certainly I would. অবশ্যই চাই।"

মিঃ নুয়েল—"All right then. Either to morrow or day after to morrow. I will write to you, and before you start, you must drop a postal card, so that I may wait for you in the Railway station.

বেশ, কাল কি পরশুদিন আমি তোমাকে লিখিব—তুমি রওনা হওয়ার পূর্ব্বে কয়টার সময় যাবে, আমাকে একখানি কার্ডে লিখে পাঠাবে। তা হ'লে আমি তোমার জন্য ষ্টেশনে অপেক্ষা করব।"

অতঃপর মিঃ নুয়েল বাড়ী চলিয়া গেলেন। আমি বাসায় গেলাম।

এক দিন ইতিহাস পাঠে কাটিয়া গেল। তৎপর দিন সকাল বেলার ডাকে নূয়েলের কার্ড পাইলাম। এবং তৎপরদিনই দুইটার সময় তাদের বাড়ীতে যাইব লিখিয়া পাঠাইলাম। আরও একদিন কাটিয়া গেল। ৩১শে ডিসেম্বর দুইটার গাড়ীতে বোষ্টনে রওনা হইলাম। একঘণ্টা সময়ে প্রায় পঞ্চাশ মাইল রাস্তা অতিক্রম করিয়া বোষ্টন রেলওয়ে ষ্টেসনে পঁহুছিলাম। দরজায় টিকিট দিয়া বাহির হইয়া এ দিক ও দিক তাকাইতেছি তখন কে যেন পিছন হইতে কহিল—"Hallo —" ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম মিঃ নূয়েল। সে তখন কহিল—"Have you come? এসেছ তুমি?

আমি—"I think I did—বোধ হয়।"

তৎপর উভয়ে মিলিয়া তাঁহাদের গৃহাভিমুখে চলিলাম। যাওয়ার সময় নূয়েল বোষ্টনে যে সমস্ত ঐতিহাসিক স্থান ও দৃশ্য আছে, সে সকল দেখাইয়া লইয়া চলিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বসময়ে আমরা তাঁহার ভাবি পত্নীর বাড়ীতে পঁহুছিলাম। দরজায় ঘণ্টা বাজাইলে এইটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন

নুয়েল তাঁহাকে দেখিয়াই মাথার টুপি নামাইয়া কহিল—'Hallo mamma, how do you do ? কেমন আছ মা ?''

প্রৌঢ়া কহিলেন—Oh, Newell, come in, অঃ—নুয়েল এস, ভিতরে এস !

আমরা তখন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। নুয়েল তাঁহার সহিত তখন কর-মর্দ্দন করিলেন এবং আমার দিকে ফিরিয়া কহিলেন—"This is my friend, Mr. Ghosh from Calcutta, India. He is now with me at Brown. ইনি আমার বন্ধু মিঃ ঘোষ। ইঁহার বাড়ী কলিকাতায়। ইনি এখন ব্রাউনে আমার সঙ্গে পড়েন।" এই রূপ বলিয়া সে আবার কহিল—"Mr. Ghosh, shakehand with Mrs. Freeman. মিঃ ঘোষ মিসেস ফ্রিম্যানের সঙ্গে কর-মর্দ্দন কর।" আমি তাহাই করিলাম। মিসেস ফ্রিম্যান প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন—"Is that so ? Oh, how lovely it is ! come in, have a chair. তাই না কি ? কি সুখের কথাই বটে ! ভিতরে আসুন—বসুন।" আমরা দুই জনে তখন দুইখানি চেয়ার লইয়া বসিলাম। মিসেস ফ্রিম্যানও বসিলেন। দুই চারিটা বাজে কথা হইয়া গেল। তৎপর নুয়েল জিজ্ঞাসা করিলেন—"Is Miss Freeman at home ? মিস্ ফ্রিম্যান কি বাড়ীতে আছে ?" "O, yes, I will fetch her down—হাঁ, আমি এই তাকে নিয়ে আস্‌ছি" বলিয়া মিসেস্ ফ্রিম্যান উপরে চলিয়া গেলেন। মিঃ নুয়েল তখন চোখ মিট মিট করিতে করিতে একটু একটু মুচকি হাসিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় মিনিট পাঁচেক সময় অতিবাহিত হইলে পর কাহার পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। চাহিয়া দেখিলাম, সিঁড়ি দিয়া কে একজন নামিয়া আসিতেছে। অনতিবিলম্বে একটি যুবতী 'পার্লারে' প্রবেশ করিল। নুয়েল তাহাকে দেখিয়া উৎফুল্ল হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমিও দাঁড়াইলাম। তখন নুয়েল আমার দিকে চাহিয়া মিস্ ফ্রিম্যানকে বলিলেন —"This is my friend Mr. Ghosh from Calcutta, of whom I told you before. ইনি আমার বন্ধু মিঃ ঘোষ. বাড়ী কলিকাতা। ইঁহার কথা পূর্ব্বে তোমাকে বলেছিলুম।"

"Is it so? O, I am so glad to meet you, Mr Ghosh. তাই কি? অঃ—মিঃ ঘোষ, আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে কত সুখী হলুম!" বলিয়া তিনি হস্ত প্রসারণ করিলেন। আমি সুবোধ বালকটির মত তাহার সহিত করমর্দ্দন করিলাম। মিস্ ফ্রিম্যান তখন একখানা চেয়ারে বসিয়া আমাদিগকে বসিতে অনুমতি করিলেন। আমরা দু'জন তখন আসন গ্রহণ করিলাম। মিস ফ্রিম্যান তখন কহিলেন "You know, Mr. Ghosh, that Mr. Newell is going to sing a song for us, don't you? মিঃ ঘোষ, আপনি জানেন, মিঃ নুয়েল আমাদিগকে একটী গান শুনাইবে, জানেন না?

আমি—O' yes I do আমি অবশ্য জানি।

মিঃ নুয়েল—You know it well, Mr. Ghosh, that I don't sing unless Miss Freeman plays violin with

me. মিঃ ঘোষ আপনি বেশ জানেন যে মিস্ ফ্রিম্যান আমার সঙ্গে বেহালা না বাজাইলে আমি গাইতে পারি না ?

আমি—certainly I do, and I hope she will attend her office today too, অবশ্য জানি ; এবং আমি আশা করি তিনি আজও তাঁহার সে কর্ত্তব্য পালন করিবেন ! এই কথায় মিস্ ফ্রিম্যান বলিয়া উঠিলেন, "O, Mr. Ghosh, you are a very clever witness—অঃ, মিঃ ঘোষ, আপনি বড় চালাক সাক্ষী।" এই টুকু শেষ হইতে না হইতেই আমরা হাসিয়া উঠিলাম। ক্ষণকালের জন্য পার্লারখানি হাসির ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া গেল, মিস্ ফ্রিম্যান হাসিতে হাসিতে পরিশেষে বেহালা হাতে লইলেন ; আমরা হাস্য সংবরণ করিলাম। মিঃ নুয়েল তখন পিয়ানো বাজাইয়া গাইতে লাগিলেন, মিস্ ফ্রিম্যান বেহালার কান টিপিতে টিপিতে আস্তে আস্তে উক্ত যন্ত্রে সুর ধরিলেন। এদিকে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মিসেস্ ফ্রিম্যান পুনরায় পার্লারে অবতরণ করিলেন।

স্পষ্ট কথা বলিতে কি, আমি কিন্তু ইহাতে কিছুই আনন্দ উপভোগ করিতে পারিলাম না। কেমন জানি বেসুর, বেতাল এবং বেলয় বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি ভদ্রতার খাতিরে দ্বিতীয় সঙ্গীত শ্রবণের পর "Thank you very much, obliged to you both. অতিশয় ধন্যবাদ; তোমাদের দুই জনের নিকট যারপর নাই কৃতজ্ঞ" ইত্যাদি বলিলাম।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মিঃ নুয়েল প্রণয়িনীর সমভিব্যাহারে

সঙ্গীত সাধনে ব্যস্ত থাকিয়াই যে সন্ধ্যা সমাগম না জানিতে পারিয়াছেন, তাহা নহে। সুতরাং তিনি তখন পিয়ানো বন্ধ করিয়া একেবারে দাঁড়াইয়া কহিলেন—"Well ladies, you must excuse us, but we must be going home now—ভদ্রমহিলাগণ, ক্ষমা করবেন। আমাদের এখনই বাড়ী যেতে হচ্ছে।"

মিস্ ফ্রিম্যান তখন বেহালাখানা হাতে লইয়াই দাঁড়াইয়া কহিলেন—"Are you going now! এখনই যাচ্ছ!"

নূয়েল—Yes, Good-bey. হাঁ। এখন আসি।

নূয়েল হস্ত প্রসারণ করিলেন—মিস্ ফ্রিম্যান এতক্ষণ বেহালা হস্তে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই বেলা সেই যন্ত্রটি টেবিলের উপর রাখিয়া নূয়েলের সহিত করমর্দ্দন করিলেন। আমাকেও ইহাতে বঞ্চিত করিলেন না।

অতঃপর আমরা নূয়েলের বাড়ীর দিকে চলিলাম। প্রায় দশ মিনিট পরে তথায় পঁহুছিলাম। আমরা পার্লারে বসিলাম। অচিরে তাঁহার মাতার সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা আস্তে আস্তে একটু মিষ্ট আলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নূয়েলের পিতা বাড়ীতে পঁহুছিলেন। মিঃ নূয়েল তাঁহার সহিতও আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মিঃ নূয়েল (সিনিয়র) আমার সহিত সামান্য একটু আলাপ করিয়াই হাত মুখ ধুইতে গেলেন। হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে ক্ষণকাল পরেই পার্লারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ও আমার

সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি আস্তে আস্তে আমাদের দেশের সামাজিক আচার-পদ্ধতি সম্বন্ধীয় দু'চারিটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে প্রশ্ন সমুদয়ের যথাযথ উত্তর প্রদান করিতেছি এমন সময় (জুনিয়র) নূয়েল আসিয়া কহিলেন "Father, Supper is ready, আহার্য্য প্রস্তত।" "All right, we are ready too, come on Mr. Ghosh. Let us have supper first, বেশ, আমরা ও প্রস্তুত। আসুন মিঃ ঘোষ, চলুন আমরা খেয়ে নি।" বলিয়া তিনি খাওয়ার ঘরে যাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলাম। খাওয়ার যোগাড় বেশ ছিল। খাইলামও খুব। কিন্তু হাজার হইলেও আমরা ভেতো বাঙ্গালী, সাহেবীখানা কি আর আমাদের ভাতের মত হয়?

যাহাই হউক অচিরেই খাওয়া হইয়া গেল। আহারান্তে নূয়েলের সমভিব্যাহারে তাহার এক স্ত্রীলোক বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াইতে চলিলাম। প্রায় ২০ কি ২৫ মিনিট পরে আমরা নুয়েলের বন্ধুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। বন্ধুটি একজন স্কুল মিষ্ট্রেস্। বয়স প্রায় পঞ্চাশ পার হইয়াছে। মিষ্ট্রেসের এই বয়সে সৌন্দর্য্য আর কি থাকিবে; তবে সাধু সজ্জনের স্বভাবসিদ্ধ বিমল দীপ্তি তাহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হওয়ায় রূপান্তেও তাঁহার শরীরে রূপের ডালি ঢালিয়া দিয়াছে, তাই এই বয়সেও তাঁহার চেহারাখানি নয়ন-প্রীতিকর, দেখিলেই আপনা হইতে হৃদয়ে ভক্তিরসের আবির্ভাব হয়।

যাহাই হউক, আমরা তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হওয়ার

পর মিঃ নুয়েল আমাকে তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। পরিচয়ান্তে সামান্য শিষ্টাচারের পরই, মিষ্ট্রেস্ একটি যুবতীকে কক্ষান্তর হইতে ডাকিয়া আনিয়া আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমি; বলিতে কি, যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলাম, কি অপরূপ রূপই বটে!

যুবতী একজন ভদ্রঘরের মেয়ে। পূর্ব্বে এই মিষ্ট্রেসের নিকটই পড়িতেছিল। 'গ্রামার স্কুলের' অধ্যয়ন শেষ করিয়া ইঁহার নিকট হইতে বিদায় হইয়া হাই স্কুলে গিয়াছিল। তথাকার পাঠ শেষ করিয়া ঐ সময় 'প্রিপারেটারী' স্কুলে পড়িতেছিল। কিন্তু স্কুল মিষ্ট্রেসের সঙ্গে পূর্ব্বের সে ভাব অক্ষুণ্ণ ভাবে রহিয়াছে; সুতরাং মিষ্ট্রেসের সঙ্গে প্রায়শঃই দেখা শুনা হয়। এবং কোন একটি পর্ব্বেই মিষ্ট্রেসের সহিত একত্রিত হইয়া পর্ব্বোপলক্ষে বিশুদ্ধ আমোদ-প্রমোদাদি করিয়া থাকে। আজও সেই উপলক্ষে আসিয়াছে। যুবতীর আরও বিশেষ পরিচয় এই যে প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ নুয়েলের সহিত তাহার পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইবার কথা একরূপ ঠিক হইয়াছিল; কিন্তু মিঃ নুয়েল তাহাকে হতাশ করিয়া অবশেষে মিস্ ফ্রিম্যানের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

যাহাই হউক পরিচয়াদির পরেই আমরা সামান্যরূপ শিষ্টাচারী কথা বার্ত্তা বলিতেছি তখন স্কুল মিষ্ট্রেস্ মিঃ নুয়েলকে সঙ্গে লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। আমরা এদিকে গল্প করিতে লাগিলাম। যুবতী আমাকে ভারত-

বর্ষের স্ত্রীলোকদের অবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। যদ্যপি তাহার নিকট এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার তখন বিরক্তিজনক বোধ হইতেছিল, তথাপি আমি বাধ্য হইয়া তাহার প্রশ্নসমূহের উত্তর করিতেছিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, (আমি তাহার রূপরাশি অবলোকন করিয়াই সময় পাইতেছিলাম না।) সুতরাং অন্যান্য প্রশ্নসমুদয় তখন আমার নিকট কি?

প্রায় ১৫ মিনিট পরে মিঃ নূয়েল ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সহিত আলাপে যোগদান করিলেন। আমাদের ভিতর তখন বেশ দুইটি আমোদ-প্রমোদ এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় কথাবার্ত্তাও চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে মিষ্ট্রেস পার্লারে প্রবেশ করিয়া নূয়েলকে পুনরায় ডাকিয়া লইয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন। আমরা দু'জনে গল্পেই মাতিয়া রহিলাম। এমন সময় দুই একটি করিয়া ছোট ছোট বালক বালিকা আসিয়া পার্লারে প্রবেশান্তে উপবেশন করিতে লাগিল। পরবর্ত্তী ১২ মিনিট সময়ের মধ্যে এইরূপ বালক বালিকায় ঘরখানি ভরিয়া গেল। তখন মিষ্ট্রেস্ আসিয়া তাহাদিগকে উপযুক্ত স্থানে বসাইয়া তাহাদিগের কাণে কাণে কি বলিয়া আবারও কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন। ছোট বালিকারা তখন গান গাহিতে লাগিল। সেই গীত সমাপ্ত হইলে তাহাদেরই বড় আর কয়েকটি বালিকা আর একটি গান গাহিল। এবং তৎপর সর্ব্বশেষে বালিকাদের মধ্যে

যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা বয়োধিকা তাহারাও একটি গান করিল। গান পরিসমাপ্তে, বুঝি না বুঝি; আমরা সকলেই সজোরে করতালি দিলাম। বলা বাহুল্য "very good, very good অতি উত্তম অতি উত্তম" বলিতে ত্রুটি করিলাম না।

শুধু ইহাতেই পরিদর্শন-কার্য্য শেষ হইয়া গেল না। মিষ্ট্রেসের আদেশে তখন একটি ক্যামেরা আনীত হইল। সকলের ফটো লওয়া হইবে। তখন বাহিরে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘরে গ্যাস-আলো; ম্যাগ্নেসিয়ামের সাহায্যে ছবি লওয়া হইল।

এই সব সময়েই যুবতীটি আমার নিকটেই বসিয়াছিল। এবং যদিও আমি স্ত্রীলোকদের সঙ্গে আলাপ করিতে জানি না, তথাপি আমাকে বাধ্য হইয়া হুঁ ও হাঁ দিতে হইয়াছিল। এবং মাঝে মাঝে যে ২।৪টি কথা বলিতে না হইয়াছিল, তাহাও নহে। এতক্ষণ যাবৎ সে নিকটে ছিল, তাহা কোনরূপই আপত্তি-জনক ছিল না, বরং, স্পষ্ট কথা বলিতে কি, বাঞ্ছনীয়ই ছিল; কিন্তু এই ফটো উঠাইবার বেলায় আমার ভয়ঙ্কর লজ্জা হইতে লাগিল। আমি চুরি করিয়া তাহার নিকট হইতে একটু দূরে যাইতে প্রয়াস পাইলাম; কিন্তু এমন সময় বন্ধুগণ আসিয়া জুটিল। নূয়েল আসিয়া আমাকে গোপনে বলিল যে এরূপ করিলে স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ ইহারা ত্রুটি লইতে পারে, সুতরাং আমাকে সাবধান হইতে হইল। কিন্তু যতদূর দূরে আসিয়াছি, সেটুকু ত আর ঘেসিয়া যাইতে পারিলাম না। তখন আমার একটি কলেজ বন্ধু এখানে আসিয়া জুটিল। সে আসিয়া

ছবি তোলার বিবেচনা অনুসারে আমাদের দুরত্বটুকু কমাইয়া দিল। আমি পুনরায় ভাবিতে লাগিলাম—এখন আবার কি আলাপ করা যায়। কিন্তু ইহা লইয়া আর আমাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। ম্যাঙ্গানিজ জ্বলিয়া উঠিল। একে একে তিন বার ছবি উঠান হইল। ছবি উঠান হইয়া গেলে বালক বালিকারা গোলমাল আরম্ভ করিল। মিষ্ট্রেস তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য জল খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন। বালক বালিকারা চা বিস্কুট খাইয়া অচিরে যে যাহার গৃহাভিমুখে রওনা হইল। তখন রাত্রি প্রায় এগারটা।

মিষ্ট্রেস এতক্ষণ নানা কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। এই বেলা আসিয়া পার্লারে বসিলেন। চারি পাঁচ জন মিলিয়া গল্প হইতে লাগিল। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই মিষ্ট্রেস বলিয়া উঠিলেন—"We must have a midnight dinner. So, Newel, you better come with me, and we better get it ready now. আমরা আজ রাত্রে ডিনার (dinner) খাইব। এস নূয়েল, আমরা তা প্রস্তুত করিগে।" এই কথা বলিয়াই মিষ্ট্রেস অন্য একটি কক্ষে চলিয়া গেলেন। নূয়েল মুচকি হাসিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। আমরা বসিয়া একথা ওকথা সাত পাঁচ গল্প করিতে লাগিলাম।

অনেকক্ষণ এই অবস্থায় আমাদের অপেক্ষা করিতে হইল না। অতি অল্পক্ষণ পরেই নূয়েল ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল—"Dinner is ready, please come along" ডিনার

প্রস্তুত হয়েছে—আপনারা আসুন।” তখন আমরা সকলে আহার করিতে চলিলাম।

ডিনারে মধ্যবিত্ত লোকদিগের পক্ষে যতদুর যাহা আয়োজন করা সম্ভব তাহা হইয়াছিল। আমরা যদৃচ্ছা ভোজন করিতে লাগিলাম। নানা দেশের নানা গল্প আরম্ভ হইল। কত সমাজের কত কথা হইতে লাগিল। তথায় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মেনী, ইটালীয়ান, স্প্যানীশ প্রভৃতি ইউরোপিয়ান দেশের সামাজিক বিষয়ের আলোচনা হইতে লাগিল। তাঁহারা আমাকে ভারতবর্ষ এবং জাপানের বিষয়ও জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমি যতদুর পারিলাম, উত্তর দিলাম। আবার অন্য প্রশ্ন উত্থাপিত হইল। এইরূপ প্রশ্নাদি হইতে হইতে, উপ-প্রশ্ন এবং প্র-প্রশ্নাদি পর্য্যন্ত হইতে লাগিল। এদিকে টেবিলের জিনিষ পত্র আস্তে আস্তে কমিয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু খাদ্য সামগ্রী সমস্ত ফুরাইল না। ইতিমধ্যে গুরুম করিয়া একটি আওয়াজ হইল। সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল। “Happy new year, Happy new year”, আমরা তখন সকলেই টেবিল পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের করমর্দ্দন করিতে লাগিলাম! রাত্রি তখন একটা বাজিয়া গিয়াছে। আমরা বিদায় প্রার্থনা করিয়া অগত্যা চলিয়া আসিলাম; কিন্তু মানস-সাগরে তখনও সেই আনন্দলহরী খেলিতে লাগিল।

পরদিন সকাল বেলায় নুয়েল কিছুতেই চলিয়া আসিতে দিলেন না। কাজে কাজেই সেই দিন তাঁহাদের বাড়ীতে

থাকিতে হইল ; সন্ধ্যাবেলায় প্রতিবেশী দুই চারিজন ভদ্রলোক এবং ভদ্র মহিলা মিঃ নূয়েলের বাড়ীতে আসিয়া দেখা দিলেন। সন্ধ্যাটি গীতবাদ্যে এবং আলাপ-প্রলাপে বেশ কাটিয়া গেল। তৎপর দিন সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্টের পর তাঁহাদের বাড়ী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। বষ্টন সহরে আসিয়া ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। এবং ঐ দিন বষ্টনেই কাটাইতে হইল। সন্ধ্যাবেলায় সকলের সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা হওয়ায় বিশেষ প্রীত হইলাম। যাহাই হউক ঐ রাত্রি তাহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদে কাটিয়া গেল। পর দিন সকালে উঠিয়া প্রভিডেন্সে চলিয়া আসিলাম।

JOLLY GIRLS

প্রভিডেন্সে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম—অফিসে আমার একখানা চিঠি রহিয়াছে। চিঠিখানা লইয়া আপন কক্ষে গেলাম। চিঠি খুলিয়া দেখিলাম, ইহাও একখানা বক্তৃতার নিমন্ত্রণ পত্র বটে। পত্রখানা আমাকে অতিশয় সুখী করিল ; কিন্তু নূয়েল না আসা পর্য্যন্ত তাহার কোনই উত্তর দিতে পারি না বিধায় একটু বিষণ্ণ হইলাম। কিন্তু কিছু করিবার যো নাই, যেরূপই হউক দুই দিন নূয়েলের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল।

তখনও কলেজ খোলে নাই ; সুতরাং দিন এখন আর তেমন সহজে যাইতে চায় না। অন্য চিন্তায় ইতিহাসেও মনঃসংযোগ করা মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইল ; সুতরাং দিন বড় ধীরে

ধীরে যাইতে লাগিল; কিন্তু তথাপি দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিন সকাল বেলায় নূয়েল প্রভিডেন্সে পৌঁছিলেন। অচিরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, চিঠিখানা তাঁহার হাতে দিলাম। তিনি তখন চিঠিখানার জবাব লিখিলেন। পরিশেষে আমরা উভয়ে মিলিয়া ইউনিভারসিটি ইউনিয়নে গেলাম। সেখানে পঁহুছিয়া মাত্রই তথাকার লোক কহিল,—Mr. Singsen was here last evening, he wanted to see you, but as you were not here, so we could not call you for him. But he gave his home number and asked to call him by the telephone. কাল সন্ধ্যায় মিষ্টার সিঙ্গসেন আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু আপনি এখানে ছিলেন না বলিয়া তাহা হইতে পারে নাই। তিনি তাহার টেলিফোন নম্বর দিয়া বলিয়া গিয়াছেন--প্রথমে টেলিফোনে তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন।" এই সংবাদ শুনিয়া নূয়েল টেলিফোন্ নম্বরটি লইয়া তখনই মিঃ সিঙ্গসেনের সঙ্গে আলাপ করিতে গেল। আলাপে জানিতে পারিলে—মিঃ সিঙ্গসেন তখনই আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিতেছেন। সুতরাং আমি সন্ধ্যার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। এই সাক্ষাতের ফলে মিঃ সিঙ্গসেনের গির্জ্জায় একটি বক্তৃতা দেওয়া ঠিক হইল। আমি উৎফুল্ল চিত্তে বাসায় ফিরিয়া নূয়েলকে সমস্ত সংবাদ জানাইলাম। তিনি শুনিয়া সুখী হইলেন। দিন কাটিয়া গেল, তৎপর দিন সকাল বেলায় পূর্ব্বদিনের পত্রের জবাব

আসিল। তাঁহারা নিতান্তপক্ষে দশ ডলার দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া বক্তৃতার দিন ধার্য্য করতঃ চিঠি লিখিয়াছিলেন এবং আমাদের চিঠি পাইলেই তদনুরূপ কার্য্য করিবেন। আমরা দশ ডলারেই সন্তুষ্ট হইয়া সম্মতি পত্র লিখিয়া দিলাম। এক দুই করিয়া সাতটি দিন কাটিয়া গেল। ঐ দিন সন্ধ্যার পর আমি ইষ্ট্ প্রভিডেন্সে একটী গির্জ্জায় বক্তৃতা করিতে গেলাম। এখানকার চার্চ্চগুলি কেবলই যে ধর্ম্ম-মন্দির, তাহা নহে, রাজনৈতিক কর্ম্মমন্দিরও বটে।

ঐ দিন বক্তৃতায় আমি লণ্ঠন খারাপ হওয়াতে ছবিগুলি দেখাইতে পারিলাম না। মনে হইল, পাছে শ্রোতৃবর্গ অসন্তুষ্ট হইয়া সভাস্থল ত্যাগ করেন; কিন্তু ঈশ্বর-অনুকম্পায় আমার সেদিনকার বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গ বিশেষ সন্তুষ্টই হইলেন। ছবিগুলি যে দেখাইতে পারিলাম না, ইহা একবার তাঁহারা মনেও করিলেন না। বরং বক্তৃতা শেষে আসিয়া নানা প্রকার কথায় আমার সন্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বক্তৃতার বেদী হইতে অবতরণ করিতেছি এমন সময় চার্চ্চের সুপারিণ্টেডেণ্ট সাত আট জন কৈশোরাতিক্রান্ত "বালিকা" সমভিব্যাহারে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—"Mr. Ghosh, if you would not mind, the girls want to ask you a question মিঃ ঘোষ, যদি আপনি কিছু মনে না করেন, তবে এই বালিকারা আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করে।" আমি বিনীত বচনে

কহিলাম—"They are welcome অবাধে।" তখন তিনি কহিলেন "They want to know if you are married? তাহারা জানিতে চায়, আপনি বিবাহিত কিনা!" প্রশ্ন শুনিয়া আমি ঈষদ্ধাস্য সহকারে কহিলাম—"If they do not mind, I beg to know the object of the question?" তাঁরা যদি কিছু মনে না করেন, আমিও জানিতে ইচ্ছা করি, এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি?" আমার প্রশ্নোত্তর শুনিয়া সমস্ত শ্রোতৃবর্গ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। প্রায় পাঁচ মিনিট সময় এই হাসির ধ্বনিতে কাটিয়া গেল। বালিকারা ইত্যবসরে শ্রোতৃবর্গের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িল। আমি বিনীত বচনে সুপারিণ্টেডেণ্টর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমার আসবাবপত্র সহ রওনা হইলাম।

আর কয়েক দিন পরে পূর্ব্বোল্লিখিত মিষ্টার সিম্পসনের চার্চ্চে বক্তৃতা দিলাম। ক্রমে এ দিক ও দিক হইতে আরও বক্তৃতা পাইতে লাগিলাম। শুধু তাই নহে, তখন ইষ্টার পর্ব্ব আসিল, আমি ডাকযোগে দুই চারি দশটা বিনামা দানও পাইতে লাগিলাম। দিনগুলি তখন একরূপ বেশ সহজে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

বক্তৃতায় আমার মাসিক আয় নিতান্ত মন্দ হইত না। এতদ্ব্যতীত মাঝে মাঝে দুই একখানি মাসিক ও সাপ্তাহিক কাগজে এক আধটি প্রবন্ধ লিখিয়া তদ্দারাও সময় সময় দুই চারি ডলার রোজগার হইত। এইরূপে কয়েক মাস চলিয়া জুন মাসের

শেষে গ্রীষ্মাবকাশে যখন বক্তৃতার আর তেমন সুবিধা নাই, তখন নিউইয়র্কে চলিয়া গেলাম। তথায় ও কোন কাজের সুবিধা না হওয়ায় ফিলেডেল্‌ফিয়াতে চলিয়া গেলাম।

ফিলেডেল্‌ফিয়া প্রায় আটলাণ্টিক মহাসাগরের ধারেই অবস্থিত। আকারে ফিলেডিল্‌ফিয়া আমাদের মাদ্রাজের প্রায় সমান। ইহার রেলওয়ে ষ্টেসন, হাসপাতাল এবং এখানকার ইউনিভার্সিটি কম্পাউণ্ডটি প্রকৃত পক্ষে দেখিবার জিনিষ বটে। তার পরে এখানকার বিখ্যাত চা'র ঘর যাহা এখন ইহাদের নিকট একটি উচ্চদরের তীর্থ স্থান অপেক্ষাও সম্মানিত, তাহা বিদেশীর পক্ষে কত আদরের দৃশ্য তাহা বলাই বাহুল্য। আমাদের মত প্রতি বৎসর পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া কংগ্রেস করিবার সুযোগ পায় নাই। সর্ব্বপ্রথমে এই চা' ঘরে বসিয়া ওয়াসিংটন, টমাস পেইন, ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি কর্ম্মবীরগণ আমেরিকার জাতীয়জীবন গঠনের উদ্বোধন করিয়াছিলেন। এই চা ঘরের আলাপই কালক্রমে আজ আমেরিকার কংগ্রেসের বক্তৃতায় পরিণত হইয়াছে। এ সব ঐতিহাসিক কথা অনেকেই অবগত আছেন; এ বিষয়ে আর কালক্ষেপ করা দরকার বোধ করি না।

যাহা হউক ফিলেডেল্‌ফিয়াতেও আমি কোন কাজের সুবিধা করিতে পারিলাম না। সুতরাং এখান হইতে গ্রীষ্মের আমোদের স্থান আটলাণ্টিক সহরে গমন করিলাম। আটলাণ্টিক সিটি ঐ নাম্নী মহাসাগরের একেবারে তীরেই অবস্থিত। এটি একটি

বিশেষ প্রকারের আমোদপ্রমোদের স্থান। অনেক ধনবান ব্যক্তিগণ গ্রীষ্মের সময় আসিয়া সমুদ্রতীরস্থ বাড়ীগুলি ভাড়া করিয়া এখানে বাস করেন। এই সময় এখানে অনেক প্রকার আমোদ প্রমোদের সামগ্রী সকল আমদানী হইয়া থাকে। বয়োবৃদ্ধ ধনী লোক সকল বৎসরে একবার এখানে আসিয়া সমুদ্রে অবগাহন করিয়া থাকেন। যুবকযুবতীরা বৎসরান্তে এখানে সমাগত হইয়া কয়েক দিনের জন্য জলকেলি করিবার সুযোগ পায়। বালক বালিকারা বৎসরে তিনমাসে এখানে বালক সুলভ ঝাপুরী খেলিয়া লয়। বৎসরে দুই বা আড়াইমাস সময় আটলাণ্টিক সিটি সোণার সাজে সাজিয়া থাকে। ইহার শীতে জড় সব তন্ত্র বৎসরান্তে একবার প্রসারণ করিয়া লয়। আটলান্টিক সহর গ্রীষ্মে একটি অতি উচ্চদরের বিলাসস্থান।

কিন্তু এখানেও আমার কোন সুবিধা হইল না। সুতরাং ফিরিয়া নিউইয়র্কে চলিলাম। এবার পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব পরিচিত মিঃ গেষ্টের নিকট গেলাম। এবং তাহার সাহায্যে কন্‌সলিডেটেড্ সাবওয়ে কোম্পানীর অধীনে আমার একটি কাজের যোগাড় হইল। কাজটি অধিক পরিশ্রমের না হইলেও কষ্টের যে তাহাতে আর ভুল নাই। কেননা, আমাকে রাত্রে কাজ করিতে হইত। প্রথম দুই তিন দিন আমার হাতে যথেষ্ট পয়সা না থাকা নিবন্ধন, সমস্ত রাত্রি কাজ করিয়া বাসস্থানের অভাবে দিনেও ঘুমাইতে পারিতাম না।

চতুর্থদিনে টাকার যোগাড় হইল। তখন ১০৯ নং রাস্তার

১০০ নম্বর বাড়ীতে মিসেস্ লিমেনের এ্যাপার্টমেণ্টে একটি ঘর ভাড়া করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলাম। মিসেস্ লিমেন একজন জার্ম্মানী স্ত্রীলোক। বয়স অনুমান পঁয়তাল্লিশ বৎসর। এই ভদ্রমহিলার চরিত্র বর্ণনা করা আমার এই কলমের সাধ্যাতীত, তবে এইমাত্র বলিয়া রাখি, ইঁহার দয়া, স্নেহ ভালবাসা এবং আর আর গুণসমূহের নিকট আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, ততদিন কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিব।

যাহাই হউক, এইবার নিউইয়র্ক অবস্থান কালে নিউইয়র্ক সম্বন্ধে অনেক বিষয় অবগত হইবার অবসর পাইয়াছিলাম, এবং তাহাই নিয়ে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

নিউইয়র্ক

পৃথিবীর মধ্যে নিউইয়র্ক তৃতীয় সহর। প্রায় সমস্তটা মানহাটান দ্বীপ কেন, তারপর আরও একটু দূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমানে ইহার কলেবর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার পশ্চিমে হাড্‌সন নদী এবং পূর্ব্বদিকে পূর্ব্ব-নদী প্রবাহমান। পূর্ব্ব নদী পার হইয়া পরপারে ব্রুকলিন্। পূর্ব্ব-নদী এখন আর নিউইয়র্কের বিস্তৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম নয়, নিউইয়র্ক ব্রুকলিনকে আপন কলেবরভুক্ত করিয়া নিজে গ্রেটার-নিউইয়র্ক নামে অভিহিত হইতেছে। উপরে একাধিক লৌহনির্ম্মিত পুলসকল এবং নীচে টানেল ব্রুকলিনকে নিউইয়র্কের সহিত সংযোজিত করিয়াছে। পূর্ব্ব-নদী থাকিয়াও

না থাকার মত। কেবল মাত্র কতকগুলি ছোট ষ্টীমার ও ফেরি-বোট আপন বক্ষে ধারণ করিয়াই পরিতুষ্ট হইতেছে। কি করিবে, এখানে মানুষের ক্ষমতা অসাধারণ।

বর্ত্তমান নিউইয়র্কের লোক-সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষেরও অনেক উপরে। দিন দিনই সংখ্যা বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইতেছে না। এদেশের লোক সাধারণতঃ সহরে থাকিতেই পছন্দ করে। কাজে কাজেই কেবল যে প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী বাড়িতেছে, তাহা নহে। গ্রামবাসী লোকও সহরের দিকে ধাবিত হইতেছে। অতএব সহরের লোক-সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিতেছে। গ্রামে বাস করা যেন একটা সখের ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে।

আর একটি কারণ ও আছে। আমেরিকানেরা সাধারণতঃ ব্যবসা-বাণিজ্যই ভাল বাসে। গ্রামে তাহারা ব্যবসা তেমন জোরে চালাইতে পারে না, কাজেই সহরের দিকে ধাবিত হয়। কেবল মাত্র কৃষকেরাই বাধ্য হইয়া গ্রামে বাস করে। কিন্তু তাহারাও গ্রামকে একখানি ছোট সহর করিয়া থাকে। যাহাই হউক, তাহারা সাধারণতঃ ব্যবসায়ের জন্যই সহরে যাইয়া উপস্থিত হয়। অথবা গ্রামকেই ক্রমে সহরে পরিণত করে। নিউইয়র্কে বর্ত্তমানে পল্লীবাসীর আমদানী বেশী হওয়াতে, লোকসংখ্যা পরিমাণের অধিক বাড়িয়া গিয়াছে।

নিউইয়র্ক আমেরিকার যুক্তরাজ্যে সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। নিউইয়র্কের এক 'ওয়াল' ষ্ট্রীটে যে ধন আছে, সমস্ত ইউরোপে

তাহা আছে কি না, সন্দেহ! নিউইয়র্কের রাস্তা ঘাট যাহা কিছু সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আধুনিক প্রণালীতে তৈয়ার হইয়াছে। পূর্ব্বকালের নিউইয়র্কে মানুষ কিম্বা দেশ অথবা অন্য কিছুর নামে রাস্তার নাম করা হইয়াছে। আধুনিক নিউইয়র্কে সে সব নামে আর কুলায় নাই। কাজে কাজেই নম্বর দ্বারা রাস্তার নাম করিতে হইয়াছে। দক্ষিণ হইতে যে সমস্ত রাস্তা সমান উত্তরদিকে চলিয়া গিয়াছে, সেগুলি 'এভিনিউ' কিম্বা 'ওয়ে' বলিয়া কথিত। আর পূর্ব্বদিক হইতে যে সমস্ত রাস্তা ঐ সমস্ত রাস্তাগুলিকে কাটিয়া সমান পশ্চিম-দিকে গিয়াছে, তাহারা ষ্ট্রীট বলিয়া কথিত। একজন আগন্তুক সহরে উপস্থিত হইয়া, যদি তাহার সঙ্গে বাড়ীর নম্বর ও রাস্তার নম্বর থাকে, একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া অথবা জিজ্ঞাসা না করিয়াই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিতে পারে।

নিউইয়র্ক সহরে প্রায় প্রত্যেকটি এ্যাভিনিউতেই ট্রাম চলিয়া থাকে। ট্রামকে এখানে ষ্ট্রীট-কার বলে। এখানকার ট্রামওয়ে লাইন পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এ লাইনে উপরে তার নাই, কারের উপর বিদ্যুৎ যোগের সে লাঠিও নাই। যাহা কিছু সমস্তই লাইনের মধ্যে।

ষ্ট্রীট-কার ছাড়া এখানে আর এক প্রকার 'কার' চলিয়া থাকে, ইহাকে "এলিভেটেড্" রেইলওয়ে বলে। কারণ উহা সর্ব্বত্রই পুলের উপর দিয়া চলে। রাস্তায় ষ্ট্রীট-কার চলিতেছে এবং এই রাস্তার উপরে পুলের উপর দিয়া এলিভেটেড্ কার

চলে। শুধু ইহাই নহে। এই রাস্তারই নীচে মাটির ভিতর দিয়া আরও এক প্রকার কার চলিয়া থাকে, তাহার নাম 'সবওয়ে'। 'সার্ফেস', 'সবওয়ে' এবং 'এলিভেটেড্' এই তিন প্রকার কারই বিদ্যুৎ সংযোগে চলিয়া থাকে। কিন্তু তথাপি 'সবওয়ে'তেই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুত যাতায়াত করা যায়। এই তিন প্রকার গাড়ী অনবরতই যাতায়াত করিতেছে, কিন্তু তথাপি কোন সময়ই গাড়ী খালী পাওয়া যায় না, সর্ব্বক্ষণই বোঝাই। এই তিন প্রকার কার যে অনবরত লোক আনা লেওয়া করিতেছে তথাপি নিষ্কর্ম্মাবস্থায় রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকা অথবা নারি ঢিলা হইয়া রাস্তায় চলা মুস্কিল।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও টেম্‌স্ নদীর নীচে টানেল-রেলওয়ে জগতে একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল, কিন্তু সেই গৌরবরবির পরমায়ুর পরিশেষ হইয়াছে। আমেরিকার শক্তি ইংলণ্ডের শক্তিকে অতিক্রম করিয়াছে। প্রায় দেড় মাইল প্রশস্থ হাড্‌সনের নীচে টানেল দিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ 'কার' দ্বারা নিউজার্জি সহরকেও নিউইয়র্কের সহিত সংযোগ করা হইয়াছে। শুধু এই টুকুই নহে। নিউইয়র্কের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তরে ত্রয়োবিংশতি রাস্তা পর্য্যন্ত এই টানেল ট্রাম চলিতেছে, আমেরিকার শক্তির বিষয় চিন্তা করিলে বাস্তবিকই চমৎকৃত হইতে হয়। মোটের উপর কথা এই,—এক কথায় বলিতে গেলে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নিউইয়র্ক লণ্ডন হইতে উন্নত।

শিক্ষা সম্বন্ধেও নিউইয়র্ক অতি উন্নত স্থান অধিকার করিয়াছে। নিউইয়র্কে একাধিক ইউনিভার্সিটী এবং কলেজ আছে। তন্মধ্যে নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটী এবং কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেবল ইহা বলিয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারি না; কেননা, বলা উচিত যে 'কলম্বিয়া' ইউনিভার্সিটী প্রকৃতপক্ষে নিউইয়র্কের উপযুক্ত শিরোভূষণ। না, ইহাও ঠিক হইল না, আরও একটু উপরে। বোধ হয় কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটীকে নিউইয়র্কের পরমাত্মা বলিলেও তেমন কিছু বেশী বলা হয় না।

কলম্বিয়া ইউনিভারসিটীর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। ইহার লক্ষ্য অতি উচ্চ; কলম্বিয়ার কর্ত্তৃপক্ষেরই কথায় ইহা এইরূপ :A serious, virtuous, and industrious course of life being first provided for, it is further the design of this college, to instruct and perfect the youth in the learned languages, and in the arts of reasoning exactly, of writing correctly and speaking eloquently: And in the arts of numbering and measuring, of surveying and navigation, of geography and history, of husbandry, commerce and government, *and in the knowledge of natures in the heavens above us*, and in the air, water and earth around us, and the various kinds of motions, stones, mines

and minerals, plants and animals, and of every-thing useful for the comfort, the convenience, and elegance of life, in the chief manufactures relating to any of these things: And finally, to lead them from the study of nature, to the knowledge of themselves, and of the God of Nature, and their duty to Him, themselves, and one another; and every thing that can contribute to their true happiness both here and hereafter." যুবকগণ যাহাতে প্রকৃত অভিপ্রায়যুক্ত, পবিত্র এবং পরিশ্রমী জীবন লাভ করিতে পারে, সেইটিই ইউনিভারসিটীর প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। তৎপর যুবকদিগকে পরিশুদ্ধ ভাষা সমূহে ঠিক রূপে কারণ দর্শাইবার, শুদ্ধ রূপে লিখিতে এবং স্পষ্টরূপে বলিবার প্রণালী, গণিতে; মাপিতে, সার্ভে করিতে, জাহাজ চালাইতে, ভূগোল এবং ইতিহাসে; গৃহস্থালী, বাণিজ্য ব্যবসা এবং রাজ্য-শাসন-প্রণালী; এবং আমাদের উপরে স্বর্গীয় বস্তুর স্বাভাবিক জ্ঞানে, বাতাসে, জলে, এবং মৃত্তিকায় এবং যত প্রকার মেঘ, বৃষ্টি, পাথর, খনি, খনিজ, উদ্ভিদ্, জন্তু এবং যাহা কিছু সুখ সুবিধার জন্য দরকার; এবং এই সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিবার প্রণালী, এবং পরিশেষে তাহাদিগকে প্রকৃতি জ্ঞান হইতে তাহাদের নিজের জ্ঞান এবং প্রকৃতির ঈশ্বর এবং তাহার প্রতি তাহাদের কর্ত্তব্য, তাহাদের নিজেদের প্রতি

কর্ত্তব্য এবং পরস্পরে কর্ত্তব্য, এবং যাহা কিছু তাহাদের এখানে এবং ইহার পরে প্রকৃত পক্ষে সুখের হয়, যুবকদিগকে এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে উপদেশ দিয়া সর্ব্বপ্রকারে সম্পন্ন করাই কলেজের উদ্দেশ্য।"

এই রূপ মহৎ উদ্দেশ্য এবং উচ্চ লক্ষ্য সম্মুখে লইয়া নিউইয়র্ক সহরে হাডসন্ নদীর প্রায় তীরে 'মর্ণিংসাইড হাইটস্'এর (Morningside heights) উপরে কলম্বিয়া ইউনিভারসিটী স্থাপিত হইয়াছে। কলম্বিয়া যেরূপ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া স্থাপিত হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে কার্য্যেও তাহাই করিতেছে। এখানে ইউনিভারসিটিতে যথার্থই শিক্ষা দেয়। কাজে কাজেই গভর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেটের জন্যে তাহারা লালায়িত নয়। তাহারা জানে, তাহাদের ভিতরে জিনিষ আছে, ফাঁকি নয়; তাহারা জানে, তাহারা যাহা শিক্ষা দেয়, তাহা খাঁটি, মেকি নয়। তাহারা জানে, তাহাদের ইউনি-ভারসিটীর ছাত্রগণ যথার্থই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং করিয়া খাইতে পারিবেই। তাঁহারা জানে, যুবকদিগের শিক্ষার ভার তাহাদের উপরে ন্যস্ত, এবং তাহারাও যোগ্যতার সহিত সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছে; এবং ইহাও জানে যে, তাহাদের ছাত্রবৃন্দ নিশ্চয়ই কাজের উপযুক্ত। কাজে কাজেই তাহারা গভর্ণমেণ্ট সার্টিফিকেটের ধার ধারে না, ইহা তাহাদের নিকট নিশ্চিত যে, যদি তাহাদের ইউনিভারসিটীর ছাত্রেরা বাস্তবিক উপযুক্ত হয়, তবে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইবেই।

আর যদি নাও পায়, তাহাতেও কোনই ক্ষতি, কিম্বা দুঃখের কারণ নাই। কেননা, তাহারা তাহাদের শিক্ষায় নিঃসন্দেহ, এবং জানে যে, যে কোন প্রকারেই হউক পৃথিবীর ভিতর তাহাদের আপন পথ পরিষ্কার করিতে সক্ষম হইবেই হইবে।

যথার্থই কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি নিউইয়র্কের প্রাণ। ইহা বাদ দাও—নিউইয়র্ক আর নিউইয়র্ক থাকিবে না। বাস্তবিক পক্ষে, কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটী নিউইয়র্কের গৌরব-রবি।

নিউইয়র্কে ইউনিভার্সিটী এবং কলেজ ছাড়া আরও অনেক প্রকার অনেক ইন্‌ষ্টিটিউশনাদি আছে। অনেক প্রকার সম্মিলনী, সমিতি, এবং সোসাইটি আছে, যাহারা প্রত্যেকেই শিক্ষা বিস্তার কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

তৎপর বাণিজ্য-ব্যবসাতে নিউইয়র্ক কতদূর উন্নত, তাহা সহজেই সাধারণের অনুমেয়। সুতরাং এ বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, ইহার হিসাব দিতে গেলে পাঠক ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া পড়িবেন।

নিউইয়র্ক যে কেবল শিক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান তাহা নহে; ইহা একটি সুখ-সম্ভোগের স্থানও বটে। এখানে দেখিবার জিনিষ এবং 'ভোগ করিবার জিনিষ অনেক আছে। এখানে প্রাণ জুড়াইবার বস্তু, নয়ন তৃপ্ত করিবার দৃশ্য এবং প্রকৃত আনন্দদায়ী চিত্র অনেক রহিয়াছে।' নিউইয়র্কের ব্রডওয়ে, ফিফ্‌থ্‌ এ্যাভিনিউ (fifth Avenue) "দশম", 'চতুর্দ্দশ", "ত্রয়োবিংশতি" প্রভৃতি ষ্ট্রীটে দাঁড়াইলে কে না সন্তুষ্ট

হয়? সেণ্ট্রাল, রিভার সাইড, ব্রোন্‌জ প্রভৃতি পার্কে বেড়াইতে কে না মনের জ্বালা ভুলিয়া যায়? তৎপর সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে অথবা প্রত্যূষে হাড্‌সন নদীর তীরে কিম্বা রিভার সাইড পার্কে দুই দণ্ড কাল দাঁড়াইলে কে না হৃদয়ে প্রকৃত শান্তি অনুভব করিতে পারে?

কিন্তু এত সত্ত্বেও নিউইয়র্কে বাস করা যে তেমন ব্যয়সাধ্য, তাহা নহে। এই সহরে সব রকম লোকই আছে, সুতরাং যাহার যত ইচ্ছা তত ব্যয় করিয়া যেমন ইচ্ছা তেমন অবস্থায় বাস করিতে পারে। এখানে পঞ্চাশতলা সুরম্য প্রাসাদও আছে, আবার ত্রিতল সজ্জিতগৃহও আছে। তোমার যত ক্ষমতা তত রোজগার কর, যাহা পার তাহাই খাও, এবং যেখানে সম্ভব সেই খানেই বাস কর। নিউইয়র্ক সকলেরই কার্য্য স্থল, এবং সকলকেই বাসস্থান যোগাইতে সক্ষম। এখন তোমার যথাসাধ্য,—যেমন সম্ভব।

যাহাই হউক, গ্রীষ্মের বন্ধের সময় একখানা ম্যাপ বিক্রয় করিয়া বেড়াইতাম। এই ম্যাপ বিক্রয় উপলক্ষে আমি রোড্‌ আয়ল্যাণ্ড, কনেক্টিকাট, নিউইয়র্ক, ম্যাসচুসেট এবং মেইন প্রভৃতি ষ্টেটের অনেক স্থানে, সহরে সহরে, এমন কি পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। তাহাতে আমার দৈনিক ৫।৬ ডলার করিয়া রোজগার হইত। কোনও কোনও দিন ৮।৯ ডলারও রোজগার না করিয়াছি তাহা নহে। যে বার এ সব যোগাড় করিতে না পারিতাম, সেইবার অন্য স্থানে নিউইয়র্ক, কিম্বা বোষ্টনে

যাইয়া কোন একটা কিছু যোগাড় করিতাম। এই প্রকার নানা উপায়ে এখানে কয়েক বৎসর কাল কাটাইয়া এখানকার পড়া সাঙ্গ করিয়া তৎপর স্বদেশে প্রত্যাগমনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। এবং অবশেষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে বোষ্টন বন্দর হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রমণার্থে যাত্রা করি।

বোষ্টন

বোষ্টন সহরটি খুব বড় নয়—মধ্যমাকারের। এখানে ৫।৬ লক্ষ লোকের বাস। সহরটি ধনী, দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত সকলপ্রকার লোকেরই বাসোপযোগী। ধনী এখানে বাস করিতে কোন অভাব বোধ করিতে পারে না; তাহার সুখের সামগ্রী, বিলাসের দ্রব্য যাহা কিছু সমস্তই এখানে পাওয়া যায়। দরিদ্রও এখানে বাস করিতে তেমন কোন কষ্ট বোধ করে না। কেননা, দরকার হইলে বিনা পয়সা ব্যয়েই সে সহরের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, পঁহুছিতে পারে। বোষ্টন ধনী ও দরিদ্র উভয়েরই বাসোপযোগী।

বোষ্টন সহরটি অতি পুরাতন। ইহার সঙ্গে আমেরিকার ইতিহাসের সম্বন্ধ খুব বেশী। যে দিন ভার্জ্জিনিয়াতে পেট্রিক হেনরি বলিয়া ফেলিয়াছিল—"ইংলণ্ডের এই নূতন মহাদেশের উপর বস্তুতঃ কোন অধিকারই নাই; সুতরাং ইংলণ্ডকে আমরা কোন প্রকার করই দিব না।" তৎপর দিন প্রত্যুষেই বোষ্টনে

ট্যাক্স্ কলেক্টরকে, বৃক্ষডালে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। সে গাছটিকে এখন 'লিবার্টি ট্রি' বলিয়া থাকে। বোষ্টনে আসিলে অনেকেই তাহা দেখিতে যাইয়া থাকে।

বোষ্টন আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা-কেন্দ্র। এই খানেই 'ম্যাসচুসেট ইন্ষ্টিটিউট অব্ টেক্নোলজি' অবস্থিত। আমেরিকার সমস্ত ইঞ্জিয়ারিং কলেজের মধ্যে এইটি সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোষ্টনের অনতিদূরে নদীর পর পারেই কেম্ব্রিজে হার্বার্ড ইউনিভার্সিটী (Harvard University) অবস্থিত। হার্বার্ড ইউনিভার্সিটী আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বাপেক্ষা ধনী এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

কিন্তু তাই বলিয়াই যে এখানে গরীব ছাত্র পড়িতে পারে না, তাহা নহে। এখানে গরীব ছাত্রের পড়া শুনা করিবার বিশেষ সুবিধা আছে। কিন্তু খারাপ, অকর্ম্মণ্য ছাত্র এখানে পড়িতে পারে না। তাহাদের সুবিধা নাই।

ইহা ছাড়া বোষ্টনে আরও অনেক স্কুল কলেজ আছে। এবং তৎসমুদয় ছাড়া নানা প্রকার ইন্ষ্টিটিউশনাদি আছে যদ্বারা শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা হইতেছে।

বোষ্টনের পাবলিক লাইব্রেরী, শুনা গিয়াছে, আমেরিকার সমস্ত গুলি লাইব্রেরী হইতে বড়। এখানে হাতে অর্ডার পাঠাইয়া কুলাইতে পারে না। একখানা বহি দরকার হইলে, কার্ড হইতে তাহার শেল্ফ নম্বর এবং গ্রন্থ-কর্ত্তার নাম দেখিয়া লইয়া অপর একখানা কার্ডে লিখিয়া পুস্তক লইবার স্থানে এক

জন লোকের হাতে দিলে সে তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কলে চালিত শিকলে সংযুক্ত একটা 'রিসিভারে' আটকাইয়া দেয়। রিসিভার অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট শেল্‌ফের নিকট উপস্থিত হইলে, তথায় যে লোক রহিয়াছে সে কার্ডখানা দেখিয়া আবশ্যকীয় বহি তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দেয়। পুস্তক আসিলে যাহার দরকার তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবে, সে পুস্তক লইবে। এই রূপই বন্দোবস্ত!

বোষ্টনের পুরাতন অধিবাসিগণ একটু বেশী 'রিফাইন', একটু বেশী ভদ্র, একটু বেশী নম্র এবং একটু বেশী 'রিজার্ভ'ও বটে! লোকের রীতি-নীতি, আচার-পদ্ধতি আমেরিকার অন্যত্রে যেমন, এখানেও তেমনই। তবে এখানকার লোক আমেরিকার অন্যস্থানের লোকের চেয়ে একটু বেশী কাল্‌চার্ড (Cultured)

আমেরিকা ত্যাগ

পাঠক! এখন আমরা আমেরিকা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আমেরিকা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া যাইতেছি। আমি স্বদেশ প্রত্যাগমনের পর অনেকে আমাকে, আমেরিকা কেমন; আমাদের দেশের মত কি না, লোকগুলি কেমন, আমাদিগের সম্বন্ধে তাহারা কি মনে করে, আমাদিগকে ঘৃণা করে কি, সেখানে কিরূপ খরচ পড়ে, যথার্থই কি স্বাবলম্বী হইয়া পড়া শুনা করা যায়, কেবলই কি ঘৃণিত কাজ করিতে হয়, না ভাল কাজও পাওয়া যায়?

ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমি প্রত্যেককে একযোগে এত কথার উত্তর দিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারি নাই। তজ্জন্য এইস্থানে সাধারণতঃ যে সমস্ত আমাদের জানা উচিত, তাহা সংক্ষেপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইব।

বলা বাহুল্য, আমেরিকা ঠিক আমাদের দেশের মত নয়। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের মত এমন সমতল প্রদেশ খুঁজিয়া সেখানে খুব কমই পাওয়া যায়; কিন্তু কঠোর পরিশ্রমী আমেরিকানেরা কল-কারখানার সাহায্যে সমতল না হইলেও ইহাকে যথেষ্ট উন্নত ও সুন্দর করিয়াছে। ধান, গম, ভুট্টা প্রভৃতি এই ভূমিতে যথেষ্ট জন্মায়।

আমাদের দেশের মত এখানে লোক কার্য্যাভাবে সুতরাং অন্নাভাবে সচরাচর, প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হয় না। এ কথা ঠিক যে, কেহই কাহাকে ভাগ্যবান করিয়া দিতে পারে না। তবে ভাগ্যবান হওয়ার পথ যদি থাকে, যাহার ইচ্ছা ভাগ্যবান হইতে চেষ্টা করিতে পারে। যাহারা কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক তাহাদিগের দরিদ্রতা দূর করা ভগবানেরও দুঃসাধ্য। কেন না তিনি তাঁহার নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন না। যাহারা কাজ করিতে রাজী নয়, তাহাদিগের দরিদ্রতা মোচন করিতে আমরা অক্ষম। তবে দরিদ্রদিগের জন্য আমরা উন্নত জন এই করিতে পারি যে, তাহারা যদি কাজ করিতে ইচ্ছা করে, যদি কেহ আপনার দরিদ্রতা স্বীয় পরিশ্রমের ফলে দূরীভূত করিতে প্রয়াস পায়, তবে সে যেন কাজ করিবার

সুযোগ ও সুবিধা পায়। আমাদের দেশে সেই সুবিধার এবং সুযোগের একরূপ অভাব বলিলে বড় বেশী বলা হয় না। তজ্জন্যই আমাদের দেশীয় লোক জন সচরাচরই দরিদ্রতা প্রযুক্ত বহু কষ্ট পাইয়া থাকে এবং অনেক সময় বহু লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেও বাধ্য হয়। আমেরিকায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তথায় কার্য্যস্থান এত অধিক, কাজ এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং আত্ম-উন্নতির সুবিধা-সুযোগ এত বেশী যে, যে কেহ আপনাকে উন্নত করিতে প্রয়াসী হয় এবং সে, যদি উপযুক্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে, তবে তাহাতে নিরাশ অথবা ব্যর্থমনোরথ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু বলা বাহুল্য, যাহারা কাজ করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা এখানেও যেমন সেখানেও ঠিক তেমনি।

আমেরিকা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আমাদের দেশ অপেক্ষা এত অধিক উন্নত যে তাহার সঙ্গে আমাদের এদেশের তুলনাই হইতে পারে না। সকল স্থানেই কল কারখানা মেসিনারীর কারবার। রান্না ঘর হইতে গভর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত স্থানেই মেসিনারী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রান্না ঘরে মেসিন, শয়ন কক্ষে মেসিন, পার্লারে মেসিন, লাইব্রেরিতে মেসিন, রাস্তাঘাটে মেসিন, জলে স্থলে মেসিন, মেসিন সর্ব্বময়।

আমেরিকার সহরগুলি অতি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। আমেরিকার পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত যতগুলি সহর

দেখিয়াছি, প্রায় সমস্তই এইরূপ আধুনিক রকমের এবং অতি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আর প্রায় সকলগুলিই যেন একই রকমে একই ধরণে তৈয়ার হইয়াছে। প্রায় সব সহরেই ট্রামগাড়ী প্রচলিত আছে, তবে বড় সহরে এই ট্রামগাড়ী তিন প্রকার। (১) সমতল ভূমিতে; (২) মাটির নীচ দিয়া, (৩) আবার পুলের 'পর দিয়া। বড় বড় সহরে এই 'সবওয়ে', 'সারফেস্ লাইন', আর 'এলিভেটেড্ লাইন', এই তিন প্রকার লাইনে অনবরত ট্রামগাড়ী চলিতেছে। ইউনাইটেড ষ্টেটে ট্রামওয়ে লাইনের বাড়াবাড়ি এত অধিক যে কেবল ট্রামে চড়িয়াই প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে।

এদেশ আমাদের দেশের মত নিরক্ষর নহে। প্রায় সকলেই শিক্ষিত। মানে লিখিবার ও পড়িবার ক্ষমতা সকলেরই আছে। শিক্ষার সুবিধাও যথেষ্ট। প্রত্যেক বালক-বালিকাই ষ্টেটের আইন অনুযায়ী কতকটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য স্কুলে যাইয়া পড়া শুনা করিতে বাধ্য। প্রবেশিকা পর্য্যন্ত শিক্ষার ভার গভর্ণমেণ্টের হাতে। প্রত্যেক সহরেই সহরের আয়তন এবং লোক-সংখ্যা বুঝিয়া এক বা ততোধিক জনসাধারণের স্থাপিত অবৈতনিক হাই স্কুল আছে। প্রত্যেক সহরেই এক বা ততোধিক পাব লিক্ লাইব্রেরী আছে। যাহার যখন যাহা খুসী লাইব্রেরীতে গিয়া পড়িতে পারে। শিক্ষার্থীর পক্ষে আমেরিকার মত সুবিধাজনক স্থান বোধ হয় পৃথিবীর অন্যত্রে খুব কম আছে।

আমেরিকানেরা বর্ত্তমানে একটি মিশ্রিত জাতি। নানা জনে নানা দেশ হইতে আগত হইয়া এই দেশে বসবাস করতঃ এখন এই দেশী হইয়া গিয়াছে। তবে তাহাদের অধিকাংশই ইউরোপিয়ান্। বর্ত্তমান আমেরিকানেরা প্রধানতঃ ইংরেজদের বংশধর। তবে আজকাল ইহারা জার্ম্মান, ফ্রেন্স, স্প্যানিশ, রুশিয়ান প্রভৃতি সকলে মিশ্রিত হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ভাষা সাধারণতঃ ইংরেজিই প্রচলিত। কেবল ক্যানাডাতে কোন কোন স্থানে ফরাসি, এবং মেক্সিকোতে স্প্যানিশ ভাষার প্রচলন আছে বটে, কিন্তু অতি কম। আমিরিকানেরা দেখিতে সর্ব্বাংশে সাহেব; মানে ইউরোপিয়ান। তবে ইংরেজদের মত ফ্যাস্‌কা সাদা নয় তাহারা একটু লাল আভাযুক্ত।

আমেরিকায় আমাদের দেশের মত জাতি-ভেদ নাই। এখানে অর্থ হইলে সকলেই সমান। আজ যে মেথরের কাজ করিতেছে কাল যদি তাহার পয়সা হয় তাহা হইলে সে বড় লোক। এখানে জল চলাচল নাই। সকলের হাতের জলই চল। সকলের হাতের জলই অচল। সকলেই সকলের হাতে খাইতে পারে তাহাতে কাহারও জাতি যায় না। এখানে মানুষ মানুষই। এক মানুষ কখনও অন্য মানুষের নিকট অস্পৃশ্য হয় না। এখানকার জাতি অবস্থাগত, কিন্তু পুরোহিত-গণের পুঁথিগত নহে। এখানকার সমাজ, সময় এবং প্রয়োজনগত, পুরাণ-গত নহে। সমাজ এখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন। আর যাহাদের লইয়া সমাজ গঠিত হইতেছে, তাহারাও

সম্পূর্ণ স্বাধীন। উন্নতির জন্যই তাহারা সর্ব্বদা একতা-সূত্রে আবদ্ধ।

এখানে গরীব গরীব বলিয়াই ধনীর গোলাম নহে। আর স্ত্রীলোক স্ত্রীলোক বলিয়াই পুরুষের কৃতদাসী নহে। সকলেরই স্বাধীনতা আছে। সকলেই ইচ্ছানুযায়ী উন্নতি কল্পে ধাবিত হইতে পারে। সকলেই স্বাধীন। তবু তাহারা কেবল দেশের, সমাজের এবং জনসাধারণের উন্নতিকল্পেই একত্রিত হইয়া থাকে। ইহারা স্বাধীন।

আমেরিকায় আমাদের দেশের গবর্ণমেণ্টের মত গভর্ণমেণ্ট নহে। আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের গভর্ণমেণ্টের মত নয়, অথবা রুশিয়ার গভর্ণমেণ্টের মতও নহে। এখানে রিপাব্লিক গভর্ণমেণ্ট। এদেশে কোন রাজা নাই, প্রেসিডেণ্ট আছে। শাসনতন্ত্র জনসাধারণের হাতে। জনসাধারণ, যিনি উপযুক্ত হইবেন তাঁহাকে পাঁচ বৎসরের জন্য প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তাঁহার হস্তে শাসন-ভার সমর্পণ করিয়া থাকেন। পাঁচ বৎসর অন্তে জনসাধারণ আবার যাঁহাকে উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহাকেই ঐ পদে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার করে আবার শাসন-ভার সমর্পন করেন। অনেক সময় এক জনই দশ বৎসর প্রেসিডেণ্টের আসনে উপবিষ্ট থাকেন, কিন্তু ততোধিক নয়। এই প্রেসিডেন্সি যে কোনও ব্যক্তি উপযুক্ত হয় অধিকার করিতে পারে। এক জন অতিশয় দরিদ্র লোকের সন্তানও কালে স্বীয় ক্ষমতা বলে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইতে

পারেন। এব্রাহিম লিঙ্কন তাঁহার বাল্যজীবনে এইরূপ অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি একজন দীন সূতারের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে কোনই পড়া শুনা করাইতে পারিয়াছিলেন না। বালক লিঙ্কন অতি কষ্টে 'গ্রামার স্কুল' (প্রায় মাইনার স্কুলের সমতুল্য) পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। তৎপর আর পড়া শুনা করিতে পারিলেন না। পড়া ছাড়িয়া তাঁহার সামান্য রোজগারে তাঁহার বৃদ্ধ পিতার সাহায্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু কালে সেই বালক এব্রাহিম লিঙ্কন আপন প্রতিভা, উদ্যম ও অধ্যবসায় বলে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনিই আমেরিকার কাফ্রি কৃতদাসদিগকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান রাজনৈতিক পণ্ডিত, যিনি তিনবার প্রেসিডেন্সির জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন কিন্তু ভাগ্যদোষে প্রেসিডেন্সি অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই, সেই অসাধারণ ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ মিঃ উইলিয়াম জেনিংস্ ব্রায়ানও বাল্যকালে সামান্য একজন সংবাদপত্র-বিক্রয়কারী বালক ভিন্ন কিছুই ছিলেন না। এইরূপ আরও কয়েকটি লোক নিতান্ত হীন অবস্থা হইতে নিজ চেষ্টা, পরিশ্রম, উদ্যম ও অধ্যবসায়ের বলে যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিয়াছিলেন। এখানে কোনো নির্দ্দিষ্ট রাজা নাই, যাহার ক্ষমতা অধিক তিনিই রাজা হইতে পারেন।

যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্টের সাহায্যার্থে একটী সিনেট ও-

আর একটি হাউস অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্ আছে। এই সিনেট এবং 'হাউস্ অব্ রিপ্রেজেণ্টেটিভস্'এর প্রত্যেকসভ্য ষ্টেটের সর্ব্বসাধারণের মনোনীত এবং নিযুক্ত। তাহাদেরই প্রতিনিধি রূপে সভ্যগণ এই মন্ত্রিসভায় রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়। এই সমুদয় অফিসারই তাহারা যে সর্ব্বসাধারণের চাকর এ কথা জানে। এবং ঠিক সেই জ্ঞানেই তাহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করে। এক কথায় বলিতে গেলে, এই দেশ সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক শাসিত, রক্ষিত ও পালিত হইয়া থাকে। এখানে গভর্ণমেণ্টই সাধারণের। সাধারণ গভর্ণমেণ্টের নয়। সাধারণের মতের উপরে গভর্ণমেণ্টের ভিত্তি সংস্থাপিত।

ধর্ম্ম বিষয়ে এই মহাদেশ জগতে তত্টা উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। তবে ইমার্সনের ন্যায় দুই এক জন মহাত্মা এই মহা দেশে জন্মিয়াছিলেন। যাহা হউক, বর্ত্তমানে পূর্ব্ব এবং পশ্চিমে কল্পনা ও চিন্তার দান প্রতিদানের সুবিধা হওয়ায় আজ কাল পশ্চিম অনেকটা উন্নত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তা'হলেও খৃষ্ট ধর্ম্মই এখানে প্রবল। তবে, বলা বাহুল্য, পৃথিবীর নানা প্রকার ধর্ম্মেরই এখানে কিছু কিছু প্রচলন আছে।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে, খৃষ্টীয় শতাব্দার ১৮৯৩ সালে সিকাগোতে যখন ধর্ম্ম-মহাসভার অধিবেশন হইয়াছিল, এত-দ্দেশীয় মহাত্মা ৺বিবেকানন্দ স্বামী তখন সেই মহাসভায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই আমেরিকায় এখন অনেক আমেরিকান হিন্দু হইয়াছে। মানে বৈজ্ঞানিক হিন্দু আজকাল

এখানে অনেক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত এক নব উদ্ভাবিত ধর্ম্মও আমেরিকাতে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমানে সেই ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। এই ধর্ম্মের নাম 'বাবি' অথবা 'বাহাই' ধর্ম্ম।

ধর্ম্মে আমেরিকা উন্নত না হউক কিন্তু ধনে যথেষ্ট উন্নত। আমেরিকায় যাহারা সামান্য মজুরী করিয়া দিন পাত করে, তাহারাও যে কোনও স্থানেই দৈনিক দেড় ডলারের (৪৷৷০ সারে চারি টাকা) কম রোজগার করে না। স্থানভেদে এই সাধারণ পরিশ্রমিগণই দৈনিক দুই, সোওয়া দুই, আড়াই এমন কি তিন ডলারও রোজগার করিয়া থাকে। ইহা আমেরিকার ধন-সম্পদের একটি প্রধান পরিচায়ক। এতদ্বাদে আমেরিকার রেলওয়ে লাইন সমূহও আমেরিকার ধনের আর একটি পরিচায়ক বটে। যুক্তরাজ্যে এমন কোন স্থান নাই, যাহার ছয় মাইলের ভিতরে কোনো না কোনো একটি রেলওয়ে অথবা ট্রামওয়ে লাইন না আছে। ইহা ছাড়া আমেরিকার সাধারণ রাস্তা ঘাটও ইহার পরিচয় দিতে ত্রুটী করে না। তৎপর আমেরিকার অত্যুচ্চ প্রাসাদ সমূহও ইহার ধন-সম্পদ ও গৌরবের যথেষ্ট পরিচয় দেয়। তাহা ছাড়া. সর্ব্বশেষে, রাস্তায় দাঁড়াইয়া দেখ, শত সহস্র কারণে তোমার দগ্ধীভূত মন লইয়া দুই মিনিট রাস্তায় দাড়াও, যাহা দেখিবে, দুই মিনিটেই তুমি সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইবে। দুই মিনিট পরে তোমার মন উৎফুল্ল হইবে, তুমি সংসারে স্বর্গের ছায়া দেখিবেণ মর্ত্ত্যে দেবলোকের—

আভাস পাইবে। সেই বহুমূল্য বেশভূষায় ভূষিতা প্রফুল্ল বদনা ললনাগণের গমনাগমন দেখিলে, কে না সংসার-জ্বালা বিস্মৃত হয়? ইহাও আমেরিকার একটি প্রধান সম্পদ-পরিচায়ক সন্দেহ নাই। আমেরিকা শুধু ধনে নয়, আরও অনেক বিষয়ে ইউরোপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা ইউরোপীয়গণও আজ কাল স্বীকার না করিয়া পারিতেছেন না। আমেরিকার যেমন ধন আছে, ধনের সংব্যয়ও তাহারা তেমনি জানে এবং করে।

আমেরিকাবাসিগণ আমাদিগকে কিরূপ মনে করে?

"আমেরিকাবাসিগণ আমাদিগকে কিরূপ মনে করে?" এই কথার এক কথায় সোজা উত্তর এই—তাহাদের নিকট আমরা 'কিরূপ' মনে করা আশা করিতে পারি? তাহারা কিসে আমাদিগকে মনে করিবে। তাহারা কেন আমাদিগের বিষয় ভাবিবে, আর কেনই বা কি মনে করিবে? আমাদের কোন 'কাজ' আছে কি? আমরা তেমন কিছু করিয়াছি কি? না করিতেছি? তবে কেন তাঁহারা আমাদিগের বিষয় ভাবিয়া মাথা ঘামাইবে? আমরা কিছু করিও নাই এবং করিও না, সুতরাং আমাদিগকে তাহাদের কোনো রূপ কিছু মনে করিতেও হয় নাই, এবং হয়ও না। আমাদিগকে মনে করা, আর না করা আমাদেরই কার্য্যের উপর নির্ভর করে। আমাদের 'অন্যে মনে করিবার মত' 'তেমন' কোনো

কাজ আছে কি? নাই। তাহা হইলে যাহারা এইরূপ ধন-সম্পদ-সম্পন্ন ও উন্নত দেশের অধিবাসী তাহারা আমাদের ন্যায় কর্ম্মহীন জাতির সম্বন্ধে কি-ই বা মনে করিতে পারে? তবে মহাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় গমনের পর হইতে বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে অনেক স্থানে অনেক আলোচনা হয় বটে। এই একমাত্র যাহা।

নেটিভ বলিয়া আমাদিগকে ঘৃণা করে কি না?

আমেরিকাতে আমরা নেটিভ নই। আমেরিকায় আমেরিকা-বাসিগণই নেটিভ। সুতরাং নেটিভ বলিয়া তাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করিতে পারে না। তবে সাদা চামড়া নয় বলিয়া অশিক্ষিত লোকের নিকট দুই এক সময় অসন্তুষ্টিজনক ব্যবহার পাইতে হয়। কিন্তু শিক্ষিত সমাজের নিকট আমরা ঘৃণিত নই। তাঁহারা ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীদিগকে একেবারে জানে না তাহা নহে, সুতরাং আমেরিকাতে তেমন কিছু ভয় নাই, বরং অনেক সময় সম্মানিত। তাহা হইলেও দুই এক সময় দুই একটু মনকষ্ট ভোগ করিতে যে না হয়, আমি এ কথা বলিতে পারি না। তথাপি অশিক্ষিত জনেরাও ইংলণ্ডের ন্যায় এখানে মুখের উপর ব্ল্যাকি বলিয়া চীৎকার করে না। এই বিষয়ে অশিক্ষিত লোকেরাও এখানে একটু ভদ্র। যাহা বলে আকার ইঙ্গিতে, বুঝায় ভাবে, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না।

আমেরিকায় মাসে কত খরচ পড়ে ?

আমেরিকায় একজন সাধারণ ভদ্রলোকের মাসে পঁচিশ হইতে ত্রিশ ডলার খরচ পড়ে। তবে খুব বেশী চেষ্টা করিয়া বোধ হয় দুই তিন ডলার কম করা সম্ভব পর হইতে পারে। কিন্তু বড়ই কঠিন। এই যে পঁচিশ ত্রিশ ডলার, ইহাতে কেবল খাওয়া, বাসা-ভাড়া, নাপিত এবং ধোপার খরচ মাত্র হয়। সুতরাং এতদ্ব্যতীত কাপড়, জুতা, পিরান, ষ্টকিং ও হ্যাণ্ডকার্চিফ্ এই সমুদয়ের জন্য মাসে মাসে আর কিছু দরকার হয়। ষ্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং এখানে অতি উচ্চ।

এত অবস্থায়ও স্বাবলম্বী হইয়া পড়া শুনা যে না করা যায় তাহা নহে। কাজ পাওয়া যায়। আর সব সময়েই যে নীচ ও ঘৃণিত কার্য্যই করিতে হইবে, আর ভাল কার্য্য পাওয়া যাইবে না, তাহারও কোন মানে নাই। অনেক ভারতবাসী ছাত্রকে নীচ ও ঘৃণিত কার্য্য করিতে দেখিয়াছি সত্য, কিন্তু ভাল কার্য্য যে করিতে দেখি নাই তাহা নহে। তবে কথা এই, স্বাবলম্বী হইয়া পড়া শুনা করিতে গেলে, যে কোন রূপ কাজ করিতে প্রস্তুত থাকা উচিত ও দরকার। ইহাতে আপত্তি থাকিলে চলিবে না। এখান হইতে কোন একটি ব্যবসা শিখিয়া যাইতে পারিলে স্বাবলম্বী ছাত্রদিগের পক্ষে আমেরিকায় বিশেষ কোন মুস্কিলই হয় না। তাহা না হইলে একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। যাহারা কাজ করিয়া পড়িতে চায়, তাহারা যদি আমেরিকায় যায়, তাহা

হইলে পূর্ব্ব দিকের স্কুলে যাইতে চেষ্টা না করিয়া প্রশান্ত মহাসাগরের ধারের দিকে গেলেই সুবিধা হয়। প্রশান্তের দিকে কাজ বেশী, লোক কম; সুতরাং মাহিয়ানা বেশী। কাজে কাজেই স্বাবলম্বী ছাত্রদের পক্ষে আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তই প্রশস্ত।

আটলাণ্টিকে।

যাহাই হউক, ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা প্রায় এগারটা ত্রিশ মিনিটের সময় ধন-সম্পদ-সম্পন্ন সুখের রাজ্য আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া ক্যালাডোনিয়ান জাহাজে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে চলিলাম। বেলা প্রায় ১১টা ত্রিশ মিনিটের সময় ক্যালাডোনিয়ান আটলাণ্টিকের আমেরিকান কূল ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে যাত্রা করিল। আমরা স্থির নেত্রে কূলের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। তীর আস্তে আস্তে দূর হইতে দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু অনেক ক্ষণ এই দৃশ্য দেখিবার অবসর হইল না। একজন লোক আসিয়া বলিল "Come on boys, take your meal, quick ; and then get busy ; hurry up. লোকজন, এস খাবার লও এবং তাহার পর কাজে ব্যাস্ত হও, শীঘ্র কর।" চাহিয়া দেখিলাম একটা গোঁয়ারগোবিন্দ রকমের লোকের মুখ হইতে এই সবগুলি কথা বাহির হইতেছিল। একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম—লোকটা কে? সে কহিল "He is the boss. এই জমাদার।" শুনিয়া প্রাণটা একবারে খুসি হইয়া গেল। ভাবিলাম

ভাগ্যে না জানি কত সুখ আছে! কিন্তু কিছু কহিলাম না, অন্য সকলে যেমন আহার করিতে গেল, আমিও তাই গেলাম। আহারাদি সাঙ্গ হইলে আবার ডাক পড়িল— "Come on boys, get busy" প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখিলাল সেইটিই বটে! কেহই কথাটি কহিল না, তাহার আদেশ অনুসারে চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, আমিও তাঁহাদের পশ্চাদনুসরণ কারলাম।

লোকে কথায় বলে "গরু না হইলে কেউ গরুর জাহাজে আইসে না।" কথাটায় যে সত্যতা আছে তাহা এইবার বেশ বুঝিতে পারিলাম। মনে হইল এক শিক্ষাটুকু বাকি ছিল। মানুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, গরু হইয়া জন্মিলে কি সুখ তাহা ত আর এ যাত্রায় এ যাবৎ অনুভব করিতে পারি নাই, তাই ভগবান আমাকে সেইটুকু অনুভব করিতে এই সুযোগ দিতেছেন। সুযোগটা মন্দ নয়, সুতরাং যতটা হয় ভোগ করা যাইবে। ক্যালাডোনিয়ান ৫০০শত বলিহারী বলিহারী গরু আপন বক্ষে ধারণ করিয়া গজগমনে চলিয়াছে। আর আমরা যে কয়টা মানুষ-গরু ছিলাম, আমাদিগকেও গো-সেবা (আমরা হিন্দু কি না)• করিতে সঙ্গে সঙ্গে লইয়াছে। বিধির বিধি, ইহাতে অসুখের কি কারণ আছে? অদৃষ্টে যদি সুখ থাকে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিবার দরকার কি? তাই আস্তে আস্তে সুখরজ্জু ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম।

যাহাই হউক, অনতিবিলম্বে আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলাম, যেহেতু তিনি আমাদের ভাগ্যে এমন সুখের ভোগও লিখিয়াছেন। তৎক্ষণাৎই সুখকোলাহল ভেদ করিয়া ধ্বনি হইল "get bucket ; what the ——you looking at ? বাল্‌তি লও। কি—চেয়ে দেখ্‌ছ—" শুনিয়া প্রাণটা একেবারে ঠাণ্ডা হইল! সকলেই স্ব স্ব ব্যস্তে বাল্‌তি হাতে লইলাম এবং বাল্‌তি পূর্ণ জল গরুর সম্মুখে দিতে লাগিলাম। প্রত্যেকটি গরু এক দুই করিয়া ৩।৪ বাল্‌তি করিয়া জল খাইল, আমি ভাগ্য মানিতে লাগিলাম। মনে করিলাম—বাহবা, বলিহারি যাই! আমার কি সৌভাগ্য! মহাপুণ্যের সংস্থান না হইলে কি আটলাণ্টিক মহাসাগরে ক্যালাডোনিয়ানের বক্ষে এমন মহৎ কাজের অনুষ্ঠান করিতে পারি? কিন্তু একটু দুঃখের বিষয় এই যে জলের বাল্‌তি টানিতে টানিতে কোমরের হাড় কট্ মট্ করিতে লাগিল।

তবুও বলি আমাদের সুখের আর একটি অঙ্গ ছিল। মহাপুণ্যবান না হইলে কিন্তু এমন কখনও ভাগ্যে ঘটে না! গরুকে ঘাস, ভুট্টা, ভুসি, এ সব বিতরণ করা কি মহাপুণ্যের কথা নয়? আহা, সেই কাজ কতই সুখের ছিল! বাছারা ভোজন করিতে কিরূপ সুখই অনুভব করিত, প্রাপ্তি মাত্রেই সব শেষ! তবে একটা কথা কি বাল্‌তি হস্তে দৌড়াইতে দৌড়াইতে এক এক সময় ভাগ্যের প্রতি ক্রোধ হইত বটে।

তা' যা'ই হ'ক, কিন্তু গো-সেবা ত! এমন ভাগ্য কবে কাহার হইতে পারে!

সুখের আরও একটি দিক ছিল। মহাপ্রভুদের ভোজনের জন্য প্রতিদিন প্রায় ৬০ বেল করিয়া খড় ও প্রায় একশত বেল করিয়া ভুট্টা, পায়রা এবং ভুসির থলি যখন ভাণ্ডার হইতে টানিয়া উপরে উঠাইতে হইত, এবং সামান্য একটু কার্য্য-তৎপরতার ত্রুটিতে "বস প্রবর" যখন অতি সুমিষ্ট ভাষায় সম্ভাষণ করিতেন, তখন ভাগ্যের বলিহারি না দিয়া আমি কিছুতেই থাকিতে পারিতাম না। তবে হাতটা ভয়ঙ্কর ব্যথা করিত বলিয়া ভাগ্যের বলিহারি দিতে আমার একটু ত্রুটি হইত। আমি সেই জন্য দুঃখিত, সন্দেহ নাই।

আমার দুঃখের আর একটি কারণ আছে। সেটি এই,—দ্বিতীয় দিন প্রভাতে যখন বাল্‌তি ভরিয়া ভরিয়া জল দিতে-ছিলাম তখন 'বস্‌' মহাশয় আমাদিগের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ পাত করতঃ সুমধুর স্বরে সুললিত ভাষায় আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। আমি তখন পুরস্কারার্থে বাল্‌তি হাতে করিয়া তাহার প্রতিদান দিতে গেলাম। বস্‌ মহাশয় দেখিলেন তাহার অভ্যর্থনা বড় ভাল হয় নাই, অতএব কহিলেন "আমি তোমাকে অভ্যর্থনা করি নাই, অন্য যাহারা আছে তাহাদিগকে করিয়াছি।" ফলে 'বস্‌' গিরি অনেকটা আমার উপর আসিয়া পড়িল। 'বস্‌' মহাশয় আমার উপরে বস্‌

গিরি ছাড়িয়া দিলেন। সেই দিন হইতে আমি আর তাহার অভ্যর্থনা পাইতে লাগিলাম না।

ক্যালাডোনিয়ানের এক দিকে এই মহাপাপের অনুষ্ঠান হইল দেখিয়া অন্যদিকের লোকেরা ইহার প্রায় দুই ঘণ্টা সময় পর তাহাদের দিকের 'বসের' ঘাড় টিপিয়া পৃষ্ঠদেশে দুই একটি উত্তম-মধ্যম বটিকা সংযোগ করিয়া দিল। আমাদের পাপের বোঝা ভারি হইল। ভারি দুঃখের বিষয় যে সম্পূর্ণরূপে গো-সেবা করা হইল না। মানুষ হইয়া কি গো-জন্মের কর্ত্তব্য পালন করিয়া ঐ জন্মের সম্পূর্ণ পুণ্য ভোগে সমর্থ হয়!

আমার পুণ্য সঞ্চয়ে আরও একটু বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাও লিখিতেছি। জাহাজে আমরা যে খাদ্য পাইতাম, তাহা বড়ই কদর্য্য; বিশেষতঃ পেটুকের নিকট। যাহারা মানুষ তাহারা মানুষের মত খাদ্য পায়, আর যাহারা চতুষ্পদ গরু তাহারা গরুর যাহা খাদ্য তাহাই পাইয়া থাকে। কিন্তু যাহারা মানুষও নয় গরুও নয়, মানে গো-মানুষ, তাহাদের খাদ্য কি প্রকার হইতে পারে তাহা আমরা কেহই বলিতে পারিব না। কিন্তু জাহাজ কোম্পানীর লোকেরা সেটি বিশেষ অবগত আছে। সুতরাং আমাদের জন্য সেইরূপই ব্যবস্থা করিয়াছিল। এই গো-মানুষেরা যাহা খায়, তাহা এইরূপ,—ব্রেকফাষ্টে কতগুলি রুটী আর কফি। কফির সঙ্গে কোনো সময় চিনি ও দুধ পাওয়া যায় কখন যায়ও না। অনেক সময়েই "না"। দ্বিপ্রহরে একটা

কিছু ডাল্‌না অথবা তরকারী (পঁচা সিদ্ধ মাংস) আর রুটী। বৈকাল বেলায় আবার কফি ও রুটী। এই গো-মানুষের জন্য প্রায়ই সুপক্ক রুটীর ব্যবস্থা হয় না। আমার পক্ষে এই বিষয়টি বড় অসন্তুষ্টিজনক ছিল। বিশেষতঃ জাহাজে আবার ভাত তরকারীর গন্ধ পাইতাম। অতএব আমি একদিন সোজা-সুজি গিয়া ষ্টুয়ার্ট সাহেবকে কহিলাম—আমরা হিন্দু, মাংসও খাই না, এবং রুটী খাওয়াও অভ্যাস নয়। অতএব যদি দয়া করিয়া দুটী ভাতের বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন, তাহা হইলে, বাঁচিয়া যাইতাম। তিনি দয়ালু, পাঁচককে ডাকিয়া তখনই আমাকে ভাত দিতে বলিলেন। তৎপর দিন হইতে পাঁচক আমাকে ভাতই দিত। কিন্তু তার পরদিনের পরদিন যখন ভাত আনিতে গিয়াছি ষ্টুয়ার্ট সাহেব তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে যাইয়া পাঁচককে কি বলিলেন এবং আমি যখন পাঁচকের নিকট ভাত চাহিলাম, সে বলিল "ভাত পাইবে না।" আমি তখন কিছু বলিলাম না, চলিয়া আসিলাম। কিছুকাল পর ডেকের উপর যাইয়া দেখি ষ্টুয়ার্ট সাহেব একাকী দাড়াইয়া আছেন। আমি তাহার নিকটে গেলাম এবং দুই চারিটি কথা বলিয়া চলিয়া আসিলাম। কিছুকাল পরে দেখি ষ্টুয়ার্ট সাহেব আমার নিকটে আসিতেছেন কিন্তু "কেন" কি করিয়া বুঝিব। সাহেব যখন নিকটে আসিলেন তখন বুঝিলাম আমার চেষ্টায় ফল প্রসব করিয়াছে। আমাকে কহিলেন "এস ভাত লইয়া যাও"। "না, আমার দরকার নাই" বলিয়া আমি নীচে চলিয়া গেলাম। দেখি ষ্টুয়ার্ট

সাহেব পাঁচককে লইয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে আর দেখি পাঁচকের হাতে থালা ভরা ভাত। তখন মনে করিলাম—সুযোগ ছাড়িয়া কাজ কি? অতএব পেট ভরিয়া ভাত খাইয়া লইলাম। তৎপর দিন হইতে দৈনিক দুইবার করিয়া ভাত পাইতাম।

এক দুই করিয়া এই প্রকারে নয় দিন কাটিয়া গেল। দশ দিনের দিন ঈপ্সিত ভূমি ইংলণ্ডের কুল দেখা দিল। আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল।

বাস্তবিকই অনেক দিন যাবত এই পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান জাতির আবাসভূমি দেখিবার জন্য মনটা ব্যস্ত ছিল। যথার্থ ইংলণ্ড আমার নিকট প্রার্থিব বস্তু ছিল। আমি স্বীকার করি, আমি মনে করিয়াছিলাম, ইংলণ্ড না দেখিয়া ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিলে আমার ভূপ্রদর্শনব্যাপারটা অসম্পন্ন থাকিবে। এইরূপই আমার ধারণা ছিল। যে, ইংলণ্ডের অধিবাসিগণ এত ক্ষমতাশালী, যাহাদের রাজত্বে সূর্য্য অস্তমিত হয় না, তাহাদের জন্মস্থান ইংলণ্ড না দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, মনে হইত, বাস্তবিকই আমার পৃথিবী ভ্রমণের উদ্দেশ্য সাধন অপূর্ণ থাকিবে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমেয় যে যখন ইংলণ্ডের কূল পরিদৃশ্যমান হইল, তখন আমি কিরূপ আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। ওয়েলসের উপকূল সন্দর্শন করিয়া সত্যই আমি এত আনন্দিত হইয়াছিলাম যে তাহা অবর্ণনীয়। সুতরাং তাহা আমি বর্ণনা করিতেও প্রয়াস